রত্ন-কণা

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র



রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর

উৎসর্গ পত্র

বর্ত্তমানে বাঙ্গালী জাতির পাট ব্যববসায়ের একমাত্র গৌরব-
স্থল, বিখ্যাত পি, জি, ডবলু সাউ কোংর অংশীদার ও
একমাত্রপরিচালক সুপ্রসিদ্ধ ধান্যকুড়িয়ার জমিদার

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ

মহাশয় সমীপেষু,—

মহাত্মন্—

বর্ত্তমানে এই কর্ম্মবিমুখ হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির মধ্যে আপনি কর্ম্মের সাধনা করিয়া এখনও পর্য্যন্ত দুর্ভাগ্য জাতির নাম জগতের ব্যবসাক্ষেত্রে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আমি জানি আপনি এই দুর্ভাগ্য জাতির নাম জগতের ব্যবসাক্ষেত্রে রক্ষা করিবার জন্য কত পরিশ্রম, কত ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আপনি আদর্শ গৃহী, ভারতের ভাবধারাকে রক্ষা করিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপকারিতা জগতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে আপনি দণ্ডায়মান। বৃহৎ পরিবারের ভার স্কন্ধে লইলে ভারবহন-কর্ত্তার ব্যক্তিগত স্বার্থ কতখানি বলি দিতে হয় আপনি তাহার মূর্ত্ত-প্রতীক। আপনি সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ। সর্ব্বোপরি ধনীর গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ও বিপুল ধনের মধ্যে অবস্থান করিয়া কখনও ধনের মোহ আপনাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তাই আমি ভারতের মহাঋষির মহোপদেশগুলি আপনার সম্মুখে স্থাপন করিতে সাহসী হইলাম। ইহা কেবল আপনার আজন্ম গুণমুগ্ধ ভক্তের ভক্তি-অর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শাঁকড়া কুলিন গ্রাম, ২৪-পরগণা।
মহাসপ্তমী, ২৪শে আশ্বিন, ১৩৩৬।

বিনীত—
শ্রীসন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

—:০○০:—

এই মহোপদেশগুলি সংকলন করিবার আমার একটু উদ্দেশ্য ছিল। কারণ যখন আমি বাল্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতাম, তখন প্রায়ই পাঠ্য পুস্তকের ভিতর দেখিতে পাইতাম কোন উপদেশের বিষয়ে লিখিত হইলে বাইবেলের প্রভু যিশুর উপদেশ লইয়া আলোচনা হইতেছে। আমাদের হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে যে কোন উপদেশ আছে তাহা প্রায়ই কখনও শুনিতে পাইতাম না। সেই সময় হইতেই আমার মনে সর্ব্বদা ইচ্ছা ছিল যে, হিন্দু-শাস্ত্রের কোন গ্রন্থে কোন উপদেশ আছে কিনা তাহা আমাকে জানিতে হইবে। তাহার পর কৈশোর যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বের সোপানে আরোহণ করিয়া যখন আমি আমার নিজ হিন্দু-ধর্ম্মের গ্রন্থসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করি, তখন দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের মহাভারত অনন্ত উপদেশের আকর স্বরূপ। বোধহয় সমগ্র পৃথিবীর কোন গ্রন্থে একত্র এরূপ উপদেশ আছে কিনা সন্দেহ। তৎ-ক্ষণাৎ আমার বাল্যের স্মৃতি জাগ্রত হইল। আমি তখন সেই বৃহৎ গ্রন্থের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত উপদেশগুলি একস্থানে সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি জানিনা ইহাতে জগতের কোন উপকার হইবে কিনা। যাহা হউক, কষ্টে এবং নানারূপ বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া আমি এইগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র সমাবেশ করিলাম। এই কার্য্যে আমার পিতৃতুল্য পূজনীয় আমাদের গ্রামের জমিদার এবং প্রায় অশীতি-বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ বাবু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ আমাকে বিশেষ উৎসাহ এবং সাহায্য করিয়াছেন একারণে আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিয়াছি। আমার সহধর্ম্মিণী সরলাবালা আমাকে এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সাহায্য

করিয়াছিলেন, তাঁহার সাহায্য না প্রাপ্ত হইলে আমি এই পুস্তক সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু আমার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় পুস্তক বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সতীলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। আমার পরম স্নেহভাজন অনুজদ্বয় শ্রীমান্ প্রসাদকুমার চন্দ্র এবং শ্রীমান্ বিধুভূষণ চন্দ্র আমাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা আমার পুস্তক সঙ্কলনের সময় সংসার বহনের ভার হইতে মুক্ত না করিলে হয়ত এই পুস্তক বহির্গত হইত কি না সন্দেহ। আমি সেই কারণে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

সর্ব্বশেষে আমার সাহিত্য ক্ষেত্রের গুরু-স্বরূপ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ আমাকে এই পুস্তক সম্বন্ধে নানারূপ সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, এমন কি তিনি নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই পুস্তকের প্রুফ পর্য্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই পুস্তকখানির উপদেশ সকল মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করা। কারণ, আমার বোধহয়, বঙ্গভাষায় যতগুলি মহাভারত অনূদিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ঐ খানিই প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকৃত হয়।

এক্ষণে সাধারণের নিকট আদৃত হইলে আমার শ্রম সফল বলিয়া স্বীকার করিব।

শিকড়া কুলিন গ্রাম, ২৪-পরগণা।
মহাসপ্তমী ২৪শে আশ্বিন, ১৩৩৬

ইতি—
সঙ্কলয়িতা।

রত্ন-কণা

বা

মহাভারতের উপদেশাবলী

(আদিপর্ব্ব)

১। এই মহাভারত সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও নানাশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া রচিত ও বেদ চতুষ্টয়ের অনুগত হইয়াছে এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ব বিষয় সম্যক্ মীমাংসা আছে। তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিলে পাপ ভয় নিবারণ হয়।

২। ব্রাহ্মণরা বহুকষ্টে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে সংক্ষেপে বা সবিস্তারে যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, যাহা জ্ঞানের একমাত্র সীমা সেই বেদশাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহাত্মা বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রের মত ও লৌকিক আচার ব্যবহারের রীতি নীতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

৩। এই মহাভারতে অশেষ ইতিহাস ও বেদ প্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্তরতঃ ও সঙ্ক্ষেপতঃ কথিত আছে।

৪। "অন্যান্য আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ।"

৫। যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়। এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। ভাব ও অভাব সুখ ও অসুখ সকলই কালবশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কাল সর্ব্ব জীবের সৃষ্টি ও কালই তাহার সংহার করিয়া থাকেন, কালই সর্ব্ব জীবের দাহ ও কালই তাহার শান্তি করেন। ইহকালে যে সব শুভাশুভ উপস্থিত হয় সমুদয় কালমূলক। প্রজার সৃষ্টি ও সংহার সকলই কাল সহকারে ঘটিয়া থাকে। জীবলোক সকলই নিদ্রিত একমাত্র কাল জাগরিত আছেন। কাল সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। যাহা অতিক্রান্ত বা অনাগত ও যে অবস্থা বর্ত্তমান আছে সকলই কালকৃত বিবেচনা করিতে হইবে।

৬। দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু যাদৃশ শ্রেষ্ঠ তাদৃশ ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত উৎকৃষ্ট।

৭। যেমন সৎ কুলোদ্ভব প্রভুকে প্রভুপরায়ণ ভৃত্যগণ অভ্যুদয় বাসনায় উপাসনা করে, সেইরূপ বুধগণ বিবিধ জ্ঞানলাভের অভিলাষে এই ভারতসংহিতার সেবা করিয়া থাকেন। যেমন স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ কি লৌকিক কি বৈদিক সকল বাক্যকেই অধিকার করিয়া আছে, সেইরূপ এই অদ্ভূত ইতিহাসে বহু বিষয় শুভকারী বুদ্ধিবৃত্তি সমর্পিত হইয়াছে।

৮। লোকান্তরগত জনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়ানুরাগ পূর্ব্বক সেবিত হইলেও কখনও স্থির ও আত্মীয় হয় না।

৯। যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাদান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যু বা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়।

১০। মিথ্যাবাদী সর্ব্বত্র অনাদরণীয় হয়।

১১। যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা বলে, সে আপনার উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে নরকে পাতিত করে। আর যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয়।

১২। ব্রাহ্মণরা শান্তমূর্ত্তি, বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও সর্ব্ব জীবের অভয়-প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্য বাক্য, ক্ষমা ও বেদবাক্য ধারণ এইগুলি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

১৩। জগতে যাহারা সর্ব্বদা প্রজাগণের অহিতাচরণ করে দৈবও তাহাদিগের উপর প্রাণান্তিক দণ্ডপাত করে।

১৪। অনেকে মোহপরবশ হইয়া পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু বিভাগান্তর ধনমদে মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর, মূর্খ ব্যক্তিরা স্বীয় ধন অধিকার করিলে শত্রু পক্ষ মিত্র ভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয় এবং ক্রমশঃ দোষ দর্শাইয়া পরস্পরের রোষ বৃদ্ধি ও বৈরভাব বদ্ধমূল করিতে থাকে।

১৫। স্বকীয় গুণ কীর্ত্তন ও বল প্রশংসা করা পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুমোদিত নহে, বিশেষতঃ অকারণে আত্মপ্রশংসা অতিশয় অন্যায়।

১৬। যে ব্যক্তি দৈবপর হয় তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

১৭। ক্রোধ সংযমিগণের বহু যত্নে সঞ্চিত ধর্ম্মরাশি লোপ করে। ধর্ম্ম বিহীন লোকদিগের সদ্গতি লাভ হয় না।

১৮। ক্ষমাগুণই সর্ব্বত্র সিদ্ধিদায়ক। কি ইহলোক কি পরলোক ক্ষমাবানের সর্ব্বত্রই মঙ্গল। ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিলে চরমে পরমপদ প্রাপ্তি হয়।

১৯। ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কালযাপন করা কর্ত্তব্য।

২০। সন্তানই পরম ধর্ম্ম।

২১। কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে কদাচ স্ত্রী সম্ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। কেবল ঋতুকালে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে যে সন্তান জন্মে তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও নির্ব্ব্যাধি হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

২২। রাজার, কাম ক্রোধ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া দোষাশ্রিত ব্যক্তিদিগের উপর ধর্ম্মতঃ দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য।

২৩। যৌবনকাল আগত না হইলে দারপরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে দীর্ঘজীবী সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

২৪। ধনিগণের প্রচুর ধন দান করা কর্ত্তব্য।

২৫। ব্রাহ্মণগণের বেদ বেদাঙ্গ উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

২৬। বৈশ্যের বলবান বলীবর্দ্দদ্বারা কৃষিকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল গো সকলকে ভার বহন কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে পালন করা কর্ত্তব্য।

২৭। বণিকের কূট পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করা কর্ত্তব্য নহে।

২৮। আপন শরীরের উপর সকলেরই সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আছে।

২৯। নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধেয়; তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র, ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

৩০। যে ব্যক্তি মনে এক প্রকার জানিয়া মুখে অন্য প্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চৌরের কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করা হয়।

৩১। লোক পাপ কর্ম্ম করিয়া মনে করে, আমার দুষ্কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই; কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্য্যামী পুরুষরা সকলই জানিতে পারেন। আর সূর্য্য চন্দ্র বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ পৃথিবী, জল, মনঃ যম, দিবা, রাত্রি, প্রাতঃকাল সায়ংকাল, এবং ধর্ম্ম ইহারা মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন।

৩২। পাপ পুণ্যের সাক্ষী স্বরূপ হৃদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন।

৩৩। যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না।

৩৪। পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এই নিমিত্ত জায়ার জায়াত্ব হইয়াছে।

৩৫। পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ পিতামহদিগকে উদ্ধার করে এবং পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে, এই বলিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উহাকে পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৩৬। গৃহকর্ম্মদক্ষা, পুত্রবতী, পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা।

৩৭। ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, পরমবন্ধু, এবং ত্রিবর্গ লাভের মূল কারণ।

৩৮। ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, পরমবন্ধু এবং ত্রিবর্গ লাভের মূল কারণ।

ভার্য্যাবান লোকরাই ক্রিয়াশালী হয়।

ভার্য্যাবান লোকরা গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়।

ভার্য্যাবান লোকরা সর্ব্বদা সুখী হয়।

ভার্য্যাবান লোকরা সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়।

ভার্য্যাবান লোকরা সকলের বিশ্বাসভাজন।

৩৯। প্রিয়ংবদা ভার্য্যা .অসহায়ের সহায়-স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতা স্বরূপ, আর্ত্ত ব্যক্তির জননীর স্বরূপ, পথিকের বিশ্রামস্থানস্বরূপ।

৪০। মরণান্তে আর কিছুই অনুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকে।

৪১। পতিব্রতা ভার্য্যা যদি পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তথায় গিয়া পতির অপেক্ষা করে, তার যদি পূর্ব্বে পতির পরলোক হয় তবে তাহার সহমৃতা হয়।

৪২। পতি ভার্য্যাকে ইহলোক ও পরলোকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

৪৩। পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্র নামধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্রপ্রসবিনী ভার্য্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য।

৪৪। পুত্র পিতার প্রতিবিম্ব স্বরূপ, এই নিমিত্তই লোক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গ ভোগের সুখ অনুভব করে।

৪৫। মনুষ্য শারীরিক ও মানসিক পীড়া দ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অবলোকন করিলে সুশীতল জলে প্রগাঢ় আতপতাপিত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করে।

৪৬। ভার্য্যা কর্ত্তৃক সাতিশয় ভৎর্সিত হইলেও তাহার অপ্রিয় কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে; কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখসাধনই ভার্য্যার আয়ত্ত।

৪৭। স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র এবং স্ত্রীলোক ব্যতীত পুত্র উৎপাদন হয় না। পুত্র পিতৃপদে প্রণাম করিয়া ধূলি ধূসরিত কলেবর হয় এবং পিতাকে আলিঙ্গন করে; এই অসার সংসারে ইহা অপেক্ষা সুখ আর কি আছে।

৪৮। ক্ষুদ্র জীব পিপীলিকারাও স্বীয় অঙ্গ সমূহকে যত্ন সহকারে রক্ষা করে, আপন পুত্রকে লালন পালন করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

৪৯। নিজ শিশু পুত্রের আলিঙ্গনে লোক যাদৃশ সুখানুভব করে, স্ত্রীগাত্র বা সুশীতল জল স্পর্শ করিয়াও তাদৃশ সুখানুভব হয় না।

৫০। যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, গুরুজনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্পর্শবান পদার্থের মধ্যে পুত্র শ্রেষ্ঠ।

৫১। লোক সর্ষপ প্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ করে, কিন্তু বিল্ব পরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পায়না।

৫২। কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শ মণ্ডলে আপন মুখ না দেখে, ততক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান বোধ করে; কিন্তু যখন আপনার বিকৃত মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে তখন আপনার ও অন্যের রূপ জানিতে পারে।

৫৩। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী সে কখনও অন্যকে অবজ্ঞা করে না।

৫৪। যে অধিক বাক্য ব্যয় করে লোক তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে।

৫৫। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ মূর্খলোকরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভ কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে, আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয় অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিতরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে শুভই গ্রহণ করেন।

৫৬। সজ্জনরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ন হয়েন, আর দুর্জ্জনরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়।

৫৭। সাধু ব্যক্তিরা মান্যলোকদিগকে সংবর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে।

৫৮। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন, সে সজ্জনকেও দুর্জ্জন বলে।

৫৯। ক্রুদ্ধ কাল-সর্প-রূপী সত্যধর্ম্ম-চ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিকরাও বিরক্ত হয়।

৬০। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্ব-সদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন এবং সে অভীষ্টলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না।

৬১। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বধর্ম্মোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই কারণ পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়।

৬২। শত শত কূপ খনন করা অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ; শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা, এক যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুত্র উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ, শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ।

৬৩। একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে সত্য রাখিয়া তৌল করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কিনা সন্দেহ।

৬৪। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

৬৫। সত্যই পরমব্রহ্ম, সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

৬৬। ঔরস পুত্র পিতাকে যমালয় হইতে উদ্ধার করে।

৬৭। জীবৎ পুত্রকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

৬৮। কাম্য বস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ঘৃত সংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

৬৯। যদি একজন এই রত্ন-গর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট; অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প।

৭০। লোক যখন কায়মনোবাক্যে, কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা না করে, তখন ব্রহ্মতুল্য হয়।

৭১। যে ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মহারা হইয়া ইহকালে ও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে।

আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে মানুষ সুখ, দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

৭২। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা আপনি কহিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যে কিছু বস্তু আছে আমিই তাহার ঈশ্বর।

৭৩। যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কারবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই সচরাচর বিশ্ব তাঁহারই আয়ত্ত। সাধুব্যক্তিরা অশ্বরশ্মি-গ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন তাহাকেই যথার্থ সারথি বলিয়া থাকেন। যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়। যেমন সর্প নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন।

৭৪। যিনি ক্রোধোবেগ সংবরণ পূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

৭৫। যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না, উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।

৭৬। বালক বালিকারা বিবেকাভাব প্রযুক্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সেরূপ করেন না।

৭৭। যে সকল ব্যক্তি আকার ব্যবহার ও কৌলীন্যাদি লইয়া সর্ব্বদা পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই পাপিষ্ঠ লোকের সংস্পর্শ করিবেন না, আর যেস্থানে বাস করিলে আচার ব্যবহার ও কৌলীন্যাদির গৌরব থাকে সেইখানে বাস করাই শ্রেয়ঃ কল্প।

৭৮। যে হতভাগ্যব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ প্রত্যাশায় ধনিগণের উপাসনা করে, বোধহয় তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়া উত্তম।

৭৯। অধর্ম্ম আচরণ করিলে, সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে; কিন্তু পরিণামে সেই পাপপরায়ণ ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। যদিও অনুষ্ঠান কর্ত্তার তাহার ফল ভোগ না হয়, তথাপি তাহার পুত্র বা পৌত্রদিগকে ফলভোগ করিতে হয়।

৮০। জ্ঞাতি কুলের বিপদ ঘটিলে যে কোন উপায় দ্বারা হউক, তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

৮১। দৈবনির্ব্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

৮২। পরিহাস প্রসঙ্গে, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত, বিবাহকালে প্রাণসঙ্কটে ও সর্ব্বনাশকালে মিথ্যা ব্যবহার কদাচ পাপাবহ নহে।

৮৩। সাক্ষ্যপ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যা কহিলেই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতে হয়।

৮৪। রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্তস্থল।

৮৫। মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ধর্ম্মাচরণকেও একপ্রকার চৌর্য্য বলিলে বলা যাইতে পারে।

৮৬। দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা যে আশাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং জীর্ণ হইলেও যে আশা জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৮৭। পুত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং পিতা মাতার হিতকারী হইলে সমস্ত কল্যাণের পাত্র হইতে পারে।

৮৮। অক্রোধন ক্রোধ পরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
মানুষ অমানুষ হইতে প্রধান।
বিদ্বান মূর্খ হইতে প্রধান।

৮৯। যে ব্যক্তি আক্রোশ করিবে তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া ক্রোধ সংবরণ করাই কর্ত্তব্য; যে হেতু, আক্রোষ্টা কোপানলে মনে মনে দগ্ধ হইতে থাকিবে, অনাক্রোষ্টা তাহার পুণ্য ভাগী হয়।

৯০। লোকের মর্ম্মপীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়, যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয় এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত।

৯১। অর্থহীন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রচুর লওয়া অন্যায্য।

৯২। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক, পরুষভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

৯৩। অসতরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ সায়কদ্বারা অন্যকে আহত করে। আহত ব্যক্তি ঐ সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত

হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণা ভোগ করে। অতএব পণ্ডিতরা তাহা কস্মিন্‌কালেও অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করেন না।

৯৪। সচ্চরিত্রব্যক্তি অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া সাধুদিগের প্রশংসাযোগ্য কর্ম্ম করেন, সর্ব্বদা অসাধুজনের অতিবাদ সহ্য করেন এবং সন্মার্গে চলিয়া থাকেন।

৯৫। জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না।

৯৬। সর্ব্বদা সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কদাচ কঠোর বাক্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে।

৯৭। পূজ্য ব্যক্তির পূজা ও দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাজ্ঞা অতিশয় নিষিদ্ধ।

৯৮। যেমন তাপদানে অগ্নির, বীজাধানে পৃথিবীর, আলোকদানে সূর্য্যের প্রভুত্ব আছে, সাধুদিগের নিকট অভ্যাগত ব্যক্তিরও তাদৃশ প্রভুত্ব।

৯৯। যিনি বয়োবৃদ্ধ তিনিই সকলের প্রধান ও পূজ্য, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যিনি বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা সকলের প্রধান হয়েন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়।

১০০। সৎকর্ম্মের প্রতিকূলতাই পাপ।

১০১। পাপাসক্ত হইলে নিরয়গামী হইতে হয়।

১০২। সাধুপুরুষরা কদাচ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না।

১০৩। আমার বিস্তর অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, আমি এক্ষণে অনুসন্ধান করিলেও তাহা আর পাইব না, এইরূপ অবধারণ করিয়া যিনি আপনার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন তিনিই যথার্থ সাধু।

১০৪। যিনি বহুবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যিনি সর্ব্ব বিষ্ঠায় পারদর্শী, যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও তপঃপরায়ণ হইয়া পরিণামে স্বরলোকে গমন করেন তাঁহাকেই মহাধন বলা যায়।

১০৫। বহুধনের অধিপতি হইয়া প্রফুল্ল হওয়া বিধেয় নহে।

১০৬। নিরহঙ্কার চিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, কারণ, এই জীবলোকে এবংবিধ বহুবিধ পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহা চেষ্টার বহির্ভূত, কেবল দৈবপরতন্ত্র, অতএব ধীর ব্যক্তি দৈবকে বলবান জানিয়া লব্ধ সেই সেই বস্তু কদাচ নষ্ট করিবেন না।

১০৭। সুখ ও দুঃখ সকলই দৈবাধীন, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ কখনও সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না। দৈবই বলবান এই বিবেচনা করিয়া কদাচ দুঃখে বিষণ্ণ ও সুখে উল্লসিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

১০৮। ধীমান ব্যক্তি দুঃখে সন্তপ্ত বা হর্ষে উন্মত্ত হয়েন না। তাঁহারা সুখ দুঃখ সমজ্ঞান করেন, যে হেতু সুখ দুঃখ দৈবায়ত্ত উহাতে সন্ন বা বিষণ্ণ হইবে না।

১০৯। বিধাতা যাহা বিধান করিয়াছেন তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, এই ভাবিয়া ভয়ে মুগ্ধ হওয়া কিম্বা অন্তরে সন্তাপের সঞ্চার করা কর্ত্তব্য নহে।

১১০। এই পৃথিবীতে কি স্বেদজ, কি অণ্ডজ, কি উদ্ভিদ, সরীসৃপ, কি কৃমি, কি মৎস্য, কি প্রান্তর, কি তৃণ, কি কাষ্ঠ, প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে সকলই নষ্ট হয়।

১১১। তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়া এই সাতটি স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ।

১১২। মনুষ্যরা অজ্ঞান-কূপে নিমগ্ন হইয়া অহঙ্কার দোষে সর্ব্বদা বিনষ্ট হয়।

১১৩। অধ্যয়নশীল বা পণ্ডিতাভিমানী যে ব্যক্তি বিদ্যাবলে অপরের যশোলোপ করে, সে পুণ্যলোক হইতে অচিরাৎ ভ্রষ্ট হয় এবং তাহার সেই অধ্যয়নাদি ব্রহ্ম-ফলপ্রদ হয় না।

১১৪। মানে হর্ষ প্রকাশ এবং অপমানে সন্তাপ করিও না।

১১৫। সাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে সর্ব্বদা সৎকার করিয়া থাকেন।

১১৬। অসাধুরা কদাচ সাধু বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

১১৭। এত দান করিলাম, এত যজ্ঞ করিলাম, এত অধ্যয়ন করিলাম, এত ব্রতানুষ্ঠান করিলাম এরূপ অহঙ্কার অতি ভয়ঙ্কর, অতএব ইহা যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১১৮। যে সকল মনীষী সকলের আশ্রয়ভূত, তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়।

১১৯। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম এই যে, অধ্যাপনাদি গুরু কার্য্যের নিমিত্ত কদাচ গুরুকে প্রেরণা করিবেন না; গুরু যখন তাহাকে আহ্বান করিবেন তখন অধ্যয়ন করিবেন, এবং মৃদু, শান্ত সন্তুষ্ট স্বভাব অপ্রমত্ত ও বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিবেন। গুরুর শয়নের পর শয়ন এবং গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবেন।

১২০। গৃহস্থের ধর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মতঃ ধনোপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা যাগদানাদি ক্রিয়াকলাপ-সম্পন্ন করিবেন, অতিথি ভোজন করাইবেন, এবং অদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিবেন না;

১২১। বানপ্রস্থের ধর্ম্ম যে স্বকীয় বীর্য্য উপবীজ্য করিয়া জীবন ধারণ করিবেন; কোনরূপ পাপ কর্ম্মে আসক্ত হইবেন না; পরকে দান করিবেন; কাহাকেও কষ্ট দান করিবেন না।

১২২। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য এই যে, শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না। গুণবান, জিতেন্দ্রিয়, বিষয় বাসনা হইতে বিরক্ত ও বৃক্ষমূলশায়ী হইবেন এবং অধিক দেশ পর্য্যটন করিবেন না। লোক নিদ্রায় অভিভূত এবং কামপরতন্ত্র হইয়া যে রজনী সুখে অতিবাহিত করে, জ্ঞানী ব্যক্তি সংযতচিত্তে অরণ্যে বাস করিয়া সেই রজনী যাপন করিবেন।

১২৩। যিনি পৃষ্ঠভাগে গ্রাম রাখিয়া কিম্বা পৃষ্ঠভাগে অরণ্য রাখিয়া গ্রামে বাস করেন তাঁহাকেই মুনি বলা যায়।

যিনি অরণ্যে বাস করিয়া পশ্চাৎ ভাগে গ্রাম থাকে তাহা কি প্রকার?

যিনি অরণ্যে বাস করিয়া গ্রাম্য ফল মূলাদি ভক্ষণ করেন না, তাঁহার পশ্চাৎ ভাগ গ্রাম, আর যিনি গ্রামে বাস বসিয়া অগ্নিহোত্রী নহেন, বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, অগোত্রচারী, ও কৌপীনধারী এবং যতদিন প্রাণ-সংযোগ, ততদিন অন্ন পানেচ্ছা, তাঁহারই পশ্চাৎভাগ অরণ্য।

১২৪। যিনি সর্ব্ব বাসনা পরিশূন্য হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মৌনব্রতী কহে; মৌনব্রতী সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, ধৌত বস্ত্র, ছিন্ননখ, স্নাত, অলঙ্কৃত, অসিত কলেবর ও শুভকর্ম্মা মুনি সকলের অর্চ্চনীয়।

যিনি তপস্যা দ্বারা কর্ষিত, ক্ষীণ, জীর্ণ কলেবর, জীর্ণমাংস ও শুষ্কাস্থি হয়েন, সেই মুনি ইহলোক জয় করিয়া পরলোক জয় করেন। আর যিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়া মৌন ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক তপশ্চরণ করেন তিনিও ইহলেকে জয় করিয়া পরলোক জয় করেন।

১২৫। যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রম বিবর্জ্জিত ও কামাচার পরাঙ্মুখ তিনিই অগ্রে মুক্তি লাভ করেন।

১২৬। যে ব্যক্তি পশুশ্রম মনে করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করে তাহার ধর্ম্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র।

১২৭। সাধু ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ সত্য-পরায়ণ হইয়া থাকেন।

১২৮। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রতিদৃষ্টি রাখিয়া এবং বুদ্ধি দ্বারা, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধ, অর্থ ও অর্থানুবন্ধ এবং কাম ও কামানুবন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান;

১২৯। রাজাদিগের শত্রুবধ যেমন কর্ত্তব্য, মৃগবধও সেইরূপ কর্ত্তব্য; প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যেই হউক, মৃগ পাইলেই বধ করিবে।

১৩০। ব্যসন সময়ে শত্রুর উপর শরনিক্ষেপ করা প্রাজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নহে; ন্যায় যুদ্ধেই শত্রু বধ করিবে। মত্ত ভীত বা পলায়িত শত্রু বধ করা অবিধেয়।

১৩১। পণ্ডিতের সহিত মূর্খের, শূরের সহিত ক্লীবের এবং ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া অসম্ভব।

১৩২। উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। যাহারা ধনে ও জ্ঞানে

আপনার সদৃশ তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্য স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

১৩৩। অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

১৩৪। আপৎকাল উপস্থিত হইলে অসংশয়িতচিত্তে যুদ্ধ বিক্রম প্রকাশ করা বা পলায়ন যাহাতে সুবিধা তাহাই করা কর্ত্তব্য।

১৩৫। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও কোনক্রমে অবজ্ঞেয় নহে। কারণ, সামান্য অগ্নি-কণাও সমুদায় বন ভস্মসাৎ করিতে পারে।

১৩৬। সময় বিশেষে শত্রুর অত্যাচারে দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাত না করিয়া অন্ধ ও বধিরের ন্যায় অবস্থান করা কর্ত্তব্য। সেই সময় সমস্ত বলকে অসার বিবেচনা করিয়া মৃগের ন্যায় সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নশালী হওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে সামাদি উপায় দ্বারা শত্রুকে বশে আনিয়া তাহাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে যদি শরণাপন্ন হয়, তথাচ তাহার প্রতি কদাচ অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে না। পরিচারকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া শত্রু ও পূর্ব্বাপকারীকে বিনষ্ট করিবে; শত্রু সংহার করিতে পারিলে নির্ভীক ও নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায়। সেই সহিত শত্রুপক্ষীয়দিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

১৩৭। পণ্ডিতরা বলেন, যদবধি সময় আগত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে বহন করিবে। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে যেরূপ মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রকে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করা যায়, তদ্রূপ অপকারী শত্রুকে বিনাশ করিবে।

১৩৮। বহুভাষী ও কৃপণ শত্রুকে পরিত্যাগ করিবে না। তাহার প্রতি প্রসন্ন ভাব প্রদর্শন করাও নিতান্ত নিষিদ্ধ।

১৩৯। সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা শত্রু সংহার করা বিধেয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে শান্তিলাভ হয়।

১৪০। শত্রুপক্ষীয়দিগকে যত বিনষ্ট করিতে পারা যায়, তাহার ত্রুটি করা উচিত নহে।

১৪১। নিত্যোদ্বিগ্ন হইয়া শত্রুর প্রতি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

১৪২। ভীত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, বীরের নিকট বিনয় ভাব, লুব্ধকে অর্থ দান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করা কর্ত্তব্য।

১৪৩। পুত্র, সখা, ভ্রাতা পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে।

১৪৪। শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষ প্রয়োগ বা মায়া প্রকাশ করিয়া বিনাশ করা বিধেয়।

১৪৫। যদি গুরুও অবলিপ্ত, কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানশূন্য, নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হয়েন তাহা হইলে তাঁহাকে শাসন করা ন্যায়-বিরুদ্ধ নহে।

১৪৬। প্রথমে শান্ত বাক্য, ধর্ম্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে বশ করিবার চেষ্টা করিবে। ক্রোধোদ্রেক হইলে কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না।

সর্ব্বদা সহাস্য হাস্যে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিবে। কোপাক্রান্ত হইয়া তাহার প্রতি অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না। এইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেও যদি শত্রু সদাচারের অন্যথাচরণ করে তাহা হইলে

অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রহার করিবে। তাহাতে অধর্ম্ম স্পর্শিবে না।

১৪৭। যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উন্নত মহীধরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ধর্ম্মবলে পরিবৃত হইয়া থাকে।

১৪৮। অশঙ্কিত ও শঙ্কিত উভয় হইতেই সর্ব্বদা শঙ্কা করা উচিত; কারণ, অশঙ্কিত হইতে ভয় উৎপাদন হইলে মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে।

১৪৯। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করিবে না। যে হেতু বিশ্বস্ত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে।

১৫০। অনেক সময় হৃদয়ে ক্ষুরধার রাখিয়াও সর্ব্বদা সহাস্য মুখে মিষ্ট বাক্যে, বিনীতভাবে সম্ভাষণ করিবে। কিন্তু কদাচ কোন ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে।

১৫১। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষেরও অর্থ ও কাম দ্বারা চিত্তবৈকল্য জন্মে।

১৫২। নিরহঙ্কার, অভিনিবিষ্ট, বিশুদ্ধ স্বভাব ও অসূয়া-শূন্য হইয়া অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

১৫৩। যাহা করিলে আপনার দীনভাব মোচন হয়, তাহা অবশ্য করিবে। এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে।

১৫৪। সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভলাভের প্রত্যাশা নাই।

১৫৫। পরমর্ম্ম বিদারণ, দারুণ কর্ম্ম সম্পাদন ও শত শত শত্রু সংহার না করিয়া মানুষ কখনই মহতী শ্রী লাভ করিতে পারে না।

১৫৬। যিনি কেবলমাত্র শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কৃত-কার্য্যের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত ও প্রতিবুদ্ধ হয়েন।

১৫৭। অসূয়া-পরবশ না হইয়া যত্নপূর্ব্বক নিজ মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিবে।

১৫৮। যদবধি ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভয়কে ভয় করিবে; কিন্তু ভয় আগত হইলে স্থির-চিত্তে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে।

১৫৯। দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে যে ব্যক্তি ধনমানাদি প্রদান পূর্ব্বক অনুগ্রহ করেন, তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

১৬০। সম্পদ লাভের ইচ্ছা ও তদ্বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন করা বিধেয়।

১৬১। অনাগত কার্য্যকেও অচিরাগত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করিবে, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ আপনার উদ্দেশ্য-সাধনে কদাচ উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন করা বিধেয় নহে।

১৬২। সম্পদ লাভার্থে যত্নপূর্ব্বক স্বীয় উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে ও দেশ কাল বিভাগ করিয়া পারলৌকিক কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিবে। কারণ, দেশ কাল বিবেচনা করিলে শ্রেয়োলাভ হওয়া দুস্কর।

১৬৩। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কদাচ উপেক্ষা করিবে না। কারণ, তাহারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমুল করিতে পারে। যেমন বনমধ্যে বহ্নি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কাল সহকারে তাহাদের দলপুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

১৬৪। যিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্থায় আপনাকে সন্ধুক্ষিত ও উত্তেজিত করেন, তিনি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমূহ শত্রুকে এক কালে বিনাশ করিতে পারেন।

১৬৫। যে ব্যক্তি নীতি শাস্ত্রানুসারে অভিজ্ঞ হয়, তাহার উচিত এই যে, যাহাতে বিপদ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করেন।

১৬৬। তৃণ রাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে তৃণ-দাহক ও শৈত্যনাশক হুতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না।

১৬৭। শত্রুদিগের কুমন্ত্রণা রূপ অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে, যিনি ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাহাকে কখনই নষ্ট করিতে পারে না।

১৬৮। যে ব্যক্তি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না।

১৬৯। যাহার কুল-কলঙ্কস্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ নাই, সে পরমসুখে কাল যাপন করে। যাহাদের বলবান পরম ধার্ম্মিক জ্ঞাতি সকল থাকে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে বাস করে।

১৭০। শরীর রক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্ম-রক্ষা শ্রেষ্ঠ।

১৭১। দীনগণ ও শিশুজন যথার্থ স্নেহের পাত্র।

১৭২। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে পুরুষ অন্যে যে পরিমাণে উপকার করে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয় সেই যথার্থ পুরুষ।

১৭৩। আত্মাই ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ভোগ করেন। এই তিনের অভাবেই অনন্ত দুঃখ ঘটে। কেহ কেহ এই ত্রিবর্গের অভাবের নাম মোক্ষ কহেন।

১৭৪। অর্থলাভ আকাঙ্ক্ষায় যৎপরোনাস্তি দুঃখ আছে; অর্থলাভ তদপেক্ষায়ও দুঃখ দায়ক। আর যদি অর্থের উপর একবার স্নেহ জন্মে, তাহা হইলে অর্থনাশে দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না।

১৭৫। যেমন পক্ষিগণ ভূমি সন্নিহিত আমিষ খণ্ড গ্রহণে সাতিশয় লোলুপ হয়, সেইরূপ অধার্ম্মিক লোকরা পতিবিহীনা কামিনীকে বাসনা করে।

১৭৬। যে সমস্ত মানব ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেরই একবার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই, অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী, কোনমতে খণ্ডিবার নহে, তদ্বিষয়ে সন্তাপ করা কর্ত্তব্য নহে।

১৭৭। প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির হিতসাধন করাই সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম—অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১৭৮। পুরুষদিগের বহু বিবাহ দোষাবহ নহে। কিন্তু নারীগণের পত্যন্তর স্বীকারে মহান্ অধর্ম্ম জন্মে।

১৭৯। দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ মোচন করা মানবের কর্ত্তব্য।

১৮০। পণ্ডিতগণ গৃহাগত, শরণাগত, ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

১৮১। শত পুত্র থাকিলেও পুত্রের প্রতি পিতা মাতার বিরক্তি জন্মে না।

১৮২। যিনি বল দ্বারা শত্রুকে স্তম্ভিত করিয়া পরাজিত ও শরণাগত শত্রুকে প্রাণদান করেন, তিনি সর্ব্ব কল্যাণেরই ভাজন হইয়া থাকেন।

১৮৩। যশোহীন, স্ত্রী-সহায়, নিতান্ত দুর্ব্বল ও যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে বিনাশ করা অকর্ত্তব্য।

১৮৪। ব্রহ্মচর্য্য পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

১৮৫। স্ত্রীলোকের কোন কালে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা বিধেয় নহে।

১৮৬। ক্ষত্রিয় বল অপেক্ষা ব্রহ্মতেজই যথার্থ বল। বলাবল নির্ণয় স্থলে তপোবলকেই পরম বল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়।

১৮৭। অতি দীর্ঘ জীবন ভোগ করা অপেক্ষা জীবলোকে ক্লেশকর আর কিছুই নাই।

১৮৮। অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়।

১৮৯। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি মনুষ্য কিছুতেই বুঝিতে পারে না।

১৯০। মুখে অনৃত বাক্য কদাচিৎ উচ্চারিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, এবং হৃদয়ে অধর্ম্মও কদাচিৎ স্থান দান করা কর্ত্তব্য নহে।

১৯১। গুরুলোক যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম ও নিঃসংশয়ে অনুষ্ঠেয়, গুরুলোকের মধ্যে মাতা পরম গুরু।

১৯২। হিতার্থে হউক অহিতার্থে হউক অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে মিত্রলাভ হওয়া দুর্ঘট। অর্থবান ব্যক্তি কৃতপ্রজ্ঞ হউন বা অকৃতপ্রজ্ঞ

হউন, বালক হউন বা বৃদ্ধ হউন সহায় সম্পন্ন হউন বা অসহায় হউন, সর্ব্বত্র সমুদায় লাভ করিতে পারেন।

১৯৩। যে কার্য্য সন্ধি দ্বারা সম্পাদন করিতে পারা যায়, তাহার জন্য বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে।

১৯৪। যে রাজা ষষ্টাংশ কর গ্রহণ করিয়াও প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের সমগ্র পাপের ভাগী হয়েন।

(সভাপর্ব্ব)

১। অর্থ চিন্তায় নিরত হইয়া ধর্ম্ম চিন্তায় বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

সুখানুভবে অত্যন্ত ব্যাসক্ত হইয়া মনকে একবারে দূষিত করা কর্ত্তব্য নহে।

অর্থলুব্ধ হইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনে বিরক্তি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া একবারে অর্থ চিন্তায়ও নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অবিশ্রান্ত কাম রসাস্বাদ দ্বারা ধর্ম্মার্থের হানি করা কর্ত্তব্য নহে।

উচিত সময়ে উহাদের যথাবিধি সেবা করা কর্ত্তব্য।

২। প্রমদাগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগকে সমুচিত সান্ত্বনা প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের নিকট কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নহে।

৩। রজনীর প্রথম দুই প্রহর নিদ্রায় অতিবাহন করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পশ্চিম নিশায় ধর্ম্মার্থ চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

৪। শারীরিক পীড়া হইলে নিয়মিত ঔষধ সেবন দ্বারা তাহার প্রতিকার বিধান করা কর্ত্তব্য।

৫। মানসিক পীড়া হইলে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য।

৬। গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা, তাপসগণ ও শুভফলপ্রদ লোকগণকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য।

৭। শোকে ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

৮। ধনোপার্জ্জনের ফল, দান ও ভোগে; দার পরিগ্রহের ফল, রতিক্রীড়া ও অপত্য উৎপাদন; বিদ্যা শিক্ষার ফল, সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার। বেদ অধ্যয়নের ফল, ধর্ম্মকার্য্য।

৯। অবহিত হইয়া ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধপুরুষদিগের ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

১০। অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মার্দ্দব ও দীর্ঘসূত্রতা এ ছয়টি অনর্থ একবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১১। অন্ধ, মুক, পঙ্গু বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, ও প্রব্রজিত ব্যক্তি দিগকে সাধ্যানুসারে সাহায্য এবং প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

১২। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল কিন্তু আলস্যশূন্য, সে সর্ব্ব কার্য্যে সুফল লাভ করিতে পারে।

১৩। সুনীতি দ্বারাও সুফল লাভ করা যাইতে পারে।

১৪। বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রসিদ্ধ বংশজাত লোকদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বলবান এবং উৎসাহশীল তিনিই যথার্থ প্রশংসার পাত্র।

১৫। বীর্য্যবানদিগের কুলে সমুৎপন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তি কিছুই করিতে পারে না; কিন্তু নির্বীর্য্য কুলোদ্ভব বীর্য্যবান ব্যক্তি সম্ভ্রমাস্পদ হয়।

১৬। যে শত্রুজয় দ্বারা বর্দ্ধিত হয় সেই যথার্থ বীর।

১৭। বীর্য্যবান ব্যক্তি অন্যান্য সমস্ত গুণ-বিবর্জ্জিত হইলেও শত্রুজয় করিতে সমর্থ হন।

১৮। নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইলেও তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

১৯। পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ গুণীভূত হইয়া থাকে।

২০। যে ব্যক্তি বল সংযুক্ত হইয়াও অনবধানতা বশতঃ কার্য্যকালে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি শীঘ্রই পরাজয় লাভ করে।

২১। বল-বিহীন বিপক্ষের নিকট দৈন্য অবলম্বন করা যেরূপ দোষাবহ, বলবান শত্রুর নিকট অনবহিত হওয়াও তদ্রূপ।

২২। লোক যাহাকে নির্গুণ নির্বীর্য্য বলিয়া বোধ করে, তাহার পক্ষে শমগুণ অবলম্বন করিয়াও কাষায় বসন পরিধান পূর্ব্বক বনে গমন করা শ্রেয়ঃ।

২৩। মৃত্যু দিবাভাগে কি রজনীযোগে হইবে তাহার স্থিরতা নাই এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাতে অমর হইয়াছে ইহাও কখনও শ্রবণ করা যায় নাই।

২৪। যে ব্যক্তি নয়শালী ও অপায় রহিত, শত্রুকে আক্রমণ করা তাহার কর্ত্তব্য। যুদ্ধে একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষ অবশ্যই হয়, দুইজনের সাম্য কদাচ হয় না।

২৫। যে ব্যক্তি নয়হীন ও অপায় বিহীন; সংগ্রামে অবশ্যই তাহার ক্ষয় হয়।

২৬। উভয় পক্ষ সম পরাক্রমশালী হইলে কাহারও জয়লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

২৭। দুর্ব্বল ব্যক্তির বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা করা কর্ত্তব্য নহে।

২৮। ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে প্রকাশ্য ভাবে ও সুহৃদ গৃহে প্রকাশ্য ভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

২৯। ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারা মনঃপীড়া জন্মায়।

৩০। ত্রিলোকী মধ্যে সৎপথগামিগণের পক্ষে ক্ষত্রধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা ক্ষাত্র ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন।

৩১। যেমন জ্যোতিস্ক সমুদয়ের মধ্যে ভাস্করের প্রভা সর্ব্বাতিশায়িনী, তদ্রূপ সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম বিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ।

৩২। কৃষ্ণের শৌর্য্য বীর্য্য, কীর্ত্তি বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই ভূত সুখাবহ জগদর্চ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করা হইয়াছে।

৩৩। গুণ-বাহুল্য প্রযুক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিয়াও কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা বিধেয়।

৩৪। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ তিনিই অর্চ্চনীয়, ক্ষত্রিয় দিগের মধ্যে অধিক বলশালী ব্যক্তি পূজনীয়। বৈশ্যকুলে ধনধান্য সম্পন্ন ব্যক্তি সম্মানভাজন। শূদ্রবংশজাত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানভাজন হয়েন।

৩৫ কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুইটি হেতু আছে। তিনি নিখিল বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী এবং সমধিক বলশালী। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌচ, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণ কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত।

৩৬। কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর সুতরাং পরম পূজনীয়।

বুদ্ধি, মন, মহত্তত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, সমুদয়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে।

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক বিদিক সমুদয়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে।

যাদৃশ বেদ চতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দের গায়ত্রী, মনুষ্যের রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্র মণ্ডলীর চন্দ্র, তেজঃ পদার্থের আদিত্য, সমস্ত পর্ব্বতের সুমেরু এবং বিহঙ্গ জাতির গরুড় মুখস্বরূপ হইয়াছেন, সেইরূপ ত্রিলোক মধ্যে ঊর্দ্ধ, তির্য্যক ও অধঃ প্রদেশে জগতের যাবতীয় গতি নিরূপিত হইয়াছে, ভগবান কেশবই তাহার মুখস্বরূপ হয়েন।

৩৭। যাঁহারা পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের আরাধনায় পরাঙ্মুখ, সেই নরাধমরা জীবন্মৃত, তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই।

৩৮। সাধু ব্যক্তিরা অনুশাসন করেন যে, স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা, ও আশ্রয়দাতার উপর শস্ত্রপাত করিবে না।

৩৯। দ্যূত হইতে সুহৃদ্ভেদ এবং সুহৃদ্ভেদ হইতে সর্ব্বনাশ হয়।

৪০। পরধন গ্রহণেচ্ছা নিতান্ত অসতের হইয়া থাকে, ফলতঃ যিনি নিরবচ্ছিন্ন স্বধনে সন্তুষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই প্রকৃত সুখী।

৪১। পরস্ব গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্ম্মে উৎসাহ ও স্বোপার্জ্জিত ধনের রক্ষণাবেক্ষণ, পণ্ডিতেরা ইহাকেই বিভব-লক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

৪২। যিনি বিপৎকালে নিরাকুল হইয়া থাকেন, যিনি সকল বিষয়ে সুনিপুণ ও নিত্য উত্থানশীল, এইরূপ অপ্রমত্ত ও বিনীত লোক ইহকালে শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন।

৪৩। ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহ করা নিতান্ত অন্যায়।

৪৪। যাদৃশ দৰ্ব্বী সুপরস আস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধিবৃত্তি নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আছে, সে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অনুধাবন করিতে সমর্থ নহে।

৪৫। কে শত্রু কে মিত্র ইহাতে কোন লেখ্য প্রমাণ নাই; যে যাহাকে সন্তাপ দেয় সেই তাহার শত্রু।

৪৬। সমৃদ্ধিবৃদ্ধি বিষয়ে অসন্তোষই মূল কারণ, অতএব অসন্তোষ বৃদ্ধি বিষয়ে যত্ন না করাই যথার্থ নীতি।

৪৭। ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ মমতা করিবে না, কারণ পূৰ্ব্বসঞ্চিত ধন অন্যে বলপূৰ্ব্বক হরণ করিতে পারে।

৪৮। জাতি অনুসারে কেহ কাহারও শত্রু হইতে পারে না, সমব্যবসায়ী হইলেই শত্রু হইতে পারে।

৪৯। যে ব্যক্তি মোহপরবশ হইয়া অভ্যুদয় কালে শত্রুকে উপেক্ষা করে, পরিবর্দ্ধিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রু তাহার মূলোচ্ছেদ করে।

৫০। বৃক্ষমূলজ বল্মীক যেরূপ আশ্রয়বৃক্ষকে নিপাতিত করে, সেইপ্রকার শত্রু সামান্য হইলেও বলবীর্য্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংহার করিতে পারে।

৫১। তেজ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, দৈব সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে।

৫২। সমস্ত মনুষ্যই পাশবদ্ধের ন্যায় বিধাতার বশবর্ত্তী হইয়া আছে।

৫৩। ধূর্ত্তের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করা নিতান্ত পাপজনক কর্ম্ম।

৫৪। অকপট যুদ্ধই সৎপুরুষের লক্ষণ।

৫৫। ধূর্ত্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে সদাচারপরতন্ত্র হইলেও তাহার চরিত্র কদাচ পূজিত ও প্রশংসিত হয় না।

৫৬। দ্যূতক্রীড়া কলহের মূল; দ্যূত হইতে পরস্পরের প্রণয়চ্ছেদ হয়, দ্যূতই মহদ্ভয়ের হেতু।

৫৭। ক্ষমাশীলগণকে হিংসা করিও না।

৫৮। একজনই এই জগতের শাস্তা, দ্বিতীয় ব্যক্তি শাস্তা নাই। সেই শাস্তা মাতৃগর্ভে শয়ান শিশুকেও শাসন করেন।

জল যেমন নিম্নপ্রদেশে ধাবমান হয়, তদ্রূপ সেই শাস্তার শাসনানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

৫৯। যিনি মস্তক দ্বারা শৈল ভেদ করেন, যিনি সর্পকে ভোজন করান তাঁহার বুদ্ধিই কার্য্যানুশাসন করে।

৬০। যে ব্যক্তি বল পূর্ব্বক অন্যকে অনুশাসন করে সে অমিত্র।

৬১। পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রতাবিরুদ্ধাচারীকে উপেক্ষা করেন।

৬২। যে ব্যক্তি প্রদীপ্ত হুতাশন উত্তেজিত করিয়াও পলায়ন না করে তাহার সর্ব্বনাশ হয়।

৬৩। শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিকে বিশেষতঃ অহিতকারী ব্যক্তিকে স্বীয় আবাসে রাখিবে না।

৬৪। অসতী স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে।

৬৫। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি শ্রোত্রিয় গৃহে স্থিত ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় কখনই মঙ্গলকর হয় না।

৬৬। কুমারী স্ত্রী ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পতিকে তাচ্ছিল্য করে।

৬৭। ব্যসন চতুর্ব্বিধ, প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দুরোদর, চতুর্থ অভব্য বিষয়ে অত্যানুরাগ। মনুষ্যরা এই সকল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে ধর্ম্ম হইতে দূরীভূত হয়েন। লোক তাদৃশ ব্যসনাসক্ত পুরুষের কার্য্য অপ্রামাণিক বলিয়া জানে।

৬৮। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও কাম ক্রোধ ও ভয় প্রযুক্ত প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর না দেয় এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, সে সহস্র সংখ্যক বারুণ-পাশ দ্বারা সংযত হয়।

৬৯। সত্য জানিয়া সত্য বলিবে।

৭০। ধর্ম্ম অধর্ম্মের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না, কিন্তু যে সমস্ত সভ্য তথায় উপস্থিত থাকেন তাঁহাদিগকেই অধর্ম্ম স্পর্শে।

৭১। যাঁহারা নিন্দিত ব্যক্তিকে নিন্দা না করেন, সেই অনিন্দবাদী-দিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই অধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ এবং অপর সকলকে অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া থাকে।

৭২। জিজ্ঞাসা করিলে যাহারা মিথ্যা কহে তাহাদের সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়।

৭৩। হৃতসর্ব্বস্ব ও হৃত পুত্রের যে দুঃখ, স্বার্থভ্রষ্ট ও ঋণীর যে দুঃখ, অপুত্র ও ব্যাঘ্রী কর্ত্তৃক আহত ব্যক্তির যে দুঃখ সপত্নী সত্ত্বে স্ত্রীলোকের

যে দুঃখ, এবং কপট সাক্ষী কর্তৃক ছলিত ব্যক্তির দুঃখ এই সকল দুঃখ সমান বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা ব্যবহার করে তাহারও ঐ সমস্ত দুঃখ ঘটিয়া থাকে।

৭৪। সমক্ষে দর্শন শ্রবণ ও ধারণা দ্বারা লোক সাক্ষী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, অতএব সত্য কহিলে সাক্ষী ধর্ম্মার্থবিহীন হয় না।

৭৫। হীন ব্যক্তি পরুষ বাক্য বলুক আর নাই বলুক, উত্তম পুরুষরা তাহা লইয়া জল্পনা করেন না। তাঁহারা কেবল সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন; কেহ বৈরাচরণ করিলেও তাঁহারা তাহা স্মৃতি পথে উদিত হইতে দেন না।

৭৬। যেখানে বুদ্ধি সেইখানেই ক্ষমা।

৭৭। সুদৃঢ় দারুতেই শস্ত্রপাত হইয়া থাকে, অন্য স্থানে শস্ত্রপাতের লক্ষ্য নহে।

৭৮। যাঁহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণই দর্শন করেন এবং বিরোধলিপ্ত নহেন তাঁহারাই উত্তম পুরুষ।

৭৯। জীবের হেমময় কলেবর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ইহা জানিয়াও রঘুকুলতিলক রাজা রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগলুব্ধ হইয়াছিলেন; লোকের বিপৎকাল আসন্ন হইলে প্রাই বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

৮০। বুদ্ধি কলুষিত ও বিনাশ সমুপস্থিত হইলে পর অন্যায় ন্যায়ের ন্যায়, অনর্থ অর্থের ন্যায়, বোধ হইতে থাকে।

৮১। কাল স্বয়ং দণ্ড উদ্যত করিয়া কাহারও মস্তক চূর্ণ করেন না; তাহার প্রভাবেই লোক বিপরিতবুদ্ধি হইয়া উৎসন্ন হয়।

(বনপর্ব্ব)

১। গুণ ও দোষ, সৎ ও অসৎ সংসর্গ হইতে সংক্রামিত হয়।

২। যেমন বস্ত্র জল তিল ও ভূমি কুসুম সংসর্গে সুরভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান করিতে পারে।

৩। মূঢ়-সমাগম কেবল মোহজালের আকর, আর নিত্য সাধু সমাগম কেবল ধর্ম্মের আবহ।

৪। প্রজ্ঞাশীল বৃদ্ধ, সুশীল, ও শম-পরায়ণ সাধুগণের সহবাসই কর্ত্তব্য।

৫। যাহাদিগের কুল কর্ম্ম ও বিদ্যা এই তিনই পরিশুদ্ধ তাহা-দিগেরই সেবা করা উচিত ; তাহাদিগের সহবাস শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষাও গরীয়ান।

৬। পুণ্যশীল সৎকর্ম্ম-পরিবর্জ্জিত হইলেও পুণ্যশীলগণের সহবাসে পুণ্যলাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু পাপীর সেবায় নিরত থাকিলে আরও পাপপঙ্কে পতিত হইতে হয়।

৭। অসাধু ব্যক্তিকে দর্শন ও স্পর্শ এবং তাহার সহিত আলাপ ও সহবাস করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়।

৮। পুরুষগণের বুদ্ধি অধম সমাগমে, অধম, মধ্যম সমাগমে, মধ্যম উত্তম সমাগমে উত্তম হইয়া উঠে।

৯। দেবতারাও অনুরক্তগণ বিশেষতঃ ধর্ম্মাচারিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন।

১০। শোকস্থান সহস্র সহস্র ও ভয়স্থান শত শত আছে।

১১। শোকও ভয়মূঢ় ব্যক্তিকেই আক্রমণ করে পণ্ডিতের কিছুই করিতে পারে না।

১২। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জ্ঞানবিরুদ্ধ বহু দোষাকর অশ্রেয়স্কর কর্ম্মে কদাচ আসক্ত হয়েন না।

১৩। যাঁহাদের বুদ্ধি অষ্টাঙ্গসম্পন্ন, অশিবনাশিনী, ও শ্রুতি-স্মৃতির অনুগামিনী সেই সকল ব্যক্তির কি অর্থকৃচ্ছ্রতা, কি দুর্গতি, কি আত্মীয়জনের বিপদ, কি শারীরিক ও মানসিক দুঃখ কিছুতেই অবসন্ন হন না।

১৪। বিশ্ব সংসার শারীরিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ দুঃখে পীড়িত হইয়া আছে।

১৫। ব্যাধি, অনিষ্টপাত, পরিশ্রম, ও ইষ্টবিনাশ এই চতুর্ব্বর্গ কারণ শারীরিক দুঃখের প্রবর্ত্তক।

প্রতিকার দ্বারা ব্যাধির ও অনুষ্ঠান দ্বারা আধির শান্তি হয়। বুদ্ধিমান বৈদ্যরা প্রথমেই প্রিয়বচন ও ভোগ্য বিষয় প্রদান করিয়া মানবের মানসিক দুঃখ প্রশমিত করেন। যেমন অয়ঃপিণ্ড পরিতপ্ত হইলে তদ্দ্বারা কুম্ভস্থিত জলও উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে শরীরও পরিতাপিত হয়।

'যেমন জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবে।

মনোব্যথা প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখও বিনষ্ট হইয়া যায়।

স্নেহ মানসিক দুঃখের মুল।

জীবগণ স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

স্নেহ কেবল দুঃখেরই মূল এমত নহে; ভয়, শোক, হর্ষ, ও আয়াসের প্রবর্ত্তক।

স্নেহ হইতে মনের বিকৃতি ও বিষয়াসক্তি উৎপন্ন হয়।

কোঠরস্থিত অগ্নি যেমন বৃক্ষের সমুদায় অংশ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ বিষয়াসক্তি অত্যল্প হইলেও সমুদায় ধর্ম্মার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে।

বিষয় হইতে বিমুক্ত হইলেই বিষয়ত্যাগী হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয় সমাগম সময়েও দোষদর্শী, নির্ব্বিরোধ, ও নিরবগ্রহ হয় সেই ব্যক্তিই যথার্থ বৈরাগ্য লাভ করে।

অর্থ সঞ্চয় দ্বারা মিত্রগণ হইতে স্নেহলাভ করিবার অভিলাষ করিবে না।

জ্ঞান দ্বারা স্বীয় স্নেহকে বিনিবর্ত্তিত করিবে।

জল যেমন পদ্মপত্রে সংযুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ স্নেহ ও জ্ঞানবান কৃতাত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ যোগীতে আসক্ত হইতে পারেন।

১৬। বিষয়ানুরাগ হইতে কামনা উৎপন্ন হয়।
কামনা হইতে ইচ্ছা জন্মে।
ইচ্ছা হইতে তৃষ্ণা সংবর্দ্ধিত হয়।

১৭। সর্ব্ব পাপময়ী তৃষ্ণা নিয়ত উদ্বেগকারী, অধর্ম্ম-বহুলা, এবং পাপ-প্রসবিনী।

১৮। দুর্ম্মতিগণ তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।
পুরুষ জীর্ণ হইলেও তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না।

১৯। প্রাণান্তকারী রোগ স্বরূপ তৃষ্ণাকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে সেই যথার্থ সুখী।

২০। তৃষ্ণা নরগণের পরিমিত দেহের অন্তর্গত বটে, কিন্তু ইহার আদিও নাই অন্ত নাই। ইহা অযোনীজ অনলের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে বিনষ্ট করে।

২১। কাষ্ঠ যেমন স্বসমুত্থিত হুতাশনে দগ্ধ হয়, সেইরূপ অকৃতাত্মা ব্যক্তি সহজাত লোভদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

২২। প্রাণিগণ যেমন মৃত্যুকে ভয় করে, সেইরূপ অর্থবান ব্যক্তি রাজা, সলিল, অগ্নি, চৌর, ও স্বজন হইতে প্রতিনিয়ত ভয় প্রাপ্ত হয়।

২৩। যেমন আমিষ আকাশে থাকিলে পক্ষিগণ, ভূতলে থাকিলে শ্বাপদগণ, এবং সলিলে থাকিলে মৎস্যগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনবান ব্যক্তি যেখানেই থাকুক সর্ব্বত্রই আক্রান্ত হয়।

২৪। কোন কোন ব্যক্তির অর্থ কেবল অনর্থের মূল হইয়া উঠে।

২৫। যে ব্যক্তি অর্থে একান্ত আসক্ত সে অন্য কোন প্রকার শ্রেয়ই লাভ করিতে পারে না।

২৬। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বপ্রকার অর্থাগমকে লোভ, মোহ, ভয় ও উদ্বেগের মূলীভূত বলিয়া জানেন।

২৭। লোক অর্থের উপার্জ্জন, রক্ষণ, ও ব্যয় এই তিন বিষয়েই যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে।

২৮। অনেকে অর্থের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করে।

২৯। অজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত অতিকষ্টে অর্থরূপ শত্রুকে লাভ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু উহা যে প্রাণনাশের কারণ হইয়া উঠে, তাহা একবারও চিন্তা করে না।

৩০। মূঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সতত সন্তুষ্ট থাকেন।

৩১। সন্তোষই পরম সুখ; এই জন্য পণ্ডিতগণ এই সংসারে সন্তোষকেই প্রধান বলিয়া জানেন।

৩২। রূপযৌবন ঐশ্বর্য্য এবং প্রিয়নিবাস সকলই অনিত্য, পণ্ডিতগণ এই সকল অচিরস্থায়ী বিষয়ে কদাচ লোভ করেন না।

৩৩। ধন সঞ্চয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

৩৪। কোন সঞ্চয়ী ব্যক্তিকেই নিরুপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায় না, এই নিমিত্ত ধার্ম্মিক পুরুষরা অর্থোপার্জ্জন-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন।

৩৫। যিনি ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ।

পঙ্ক লিপ্ত হইয়া পুনরায় তাহা প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই উচিত।

৩৬। সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হওয়া কর্ত্তব্য।

যদি ধর্ম্মোপার্জ্জনে অভিলাষ থাকে তাহা হইলে অর্থকামনা পরিত্যাগ কর।

৩৭। স্বয়ং উপভোগ করিবার নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে।

৩৮। অর্থাকাঙ্ক্ষা কোন দরিদ্রের ভরণপোষণের নিমিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। লোভ-প্রযুক্ত নহে।

৩৯। দেখিতে পাওয়া যায়, সকল প্রাণীই বিভাগ করিয়া ভোজন করে এবং যাঁহারা স্বয়ং পাক করেন না, গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন।

৪০। সাধুগণের গৃহে তৃণ, ভূমি জল, ও সুনৃত বাক্য এই চারি দ্রব্য কোন কালেই অপ্রতুল থাকে না।

৪১। গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্ত ব্যক্তিকে আসন প্রদান, তৃষিত ব্যক্তিকে পানীয়, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন ও অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি নয়ন মন ও প্রিয়বচন জ্ঞাপন এবং উত্থান পূর্ব্বক আসন প্রদান করিবেন।

৪২। প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক সকলের নিকট ও ন্যায়তঃ সকলের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য।

৪৩। অগ্নিহোত্র, বৃষভ, জ্ঞাতি, অতিথি, বান্ধব, পুত্র, কলত্র, ও ভৃত্যগণ ইহারা সৎকার প্রাপ্ত না হইলে গৃহস্থকে দগ্ধ করে।

৪৪। আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করিবে না।
বৃথা পশুহিংসা করিবে না।
যাহা বিধি পূর্ব্বক বপন করা হয় নাই স্বয়ং তাহা উপভোগ করিবে না।

৪৫। গৃহস্থ সকল কর্ম্মে চক্ষু ও মন প্রদান করিবে, সতত সুনৃত-বাদী হইবে, এবং সযজ্ঞ ও পঞ্চদক্ষিণ হইয়া অনুগমন ও উপাসনা করিবে।

৪৬। যে ব্যক্তি অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রান্ত পথিককে অবিশ্রান্ত অন্নদান করেন তিনিই বৃহৎ পুণ্য ফল লাভ করেন।

৪৭। এ জগতে কিছুরই সামঞ্জস্য নাই; সাধু ব্যক্তি যে কর্ম্মে লজ্জিত হন, অসজ্জনরা তাহাতে পরিতুষ্ট থাকে।

৪৮। মোহ, রাগ, ও বিষয়ের বশবর্ত্তী মূঢ়লোক শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া জীবন ধারণ করে।

৪৯। যেমন দুষ্ট অশ্ব সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্তচেতাঃ মনুষ্যকে কুপথগামী করে।

৫০। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত হইলেই তাহাদের নিকট পূর্ব্ব সঙ্কল্প জনিত মনের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে।

৫১। মূঢ় ব্যক্তির মন যখন ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগে ধাবিত হয়, তৎকালে তাহার ঔৎসুক্য ও প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়, তদনন্তর ঐ মূঢ় সঙ্কল্পের বীজভূত কামনা কর্ত্তৃক বিষয়শরে বিদ্ধ হইয়া জ্যোতির্লুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় লোভাগ্নিতে পতিত হয় এবং পরে যথেচ্ছ আহার বিহারে মুগ্ধ হইয়া ভোগ সুখে এরূপ নিমগ্ন থাকে যে, আপনাকে বুঝিতে পারে না।

৫২। অজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহ সংসারে অবিদ্যা, কর্ম্ম ও তৃষ্ণা দ্বারা চক্রবৎ ভ্রাম্যমান হইয়া নানারূপ ধারণ পূর্ব্বক কখনও জলে কখন ভূতলে, কখন বা আকাশে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করত ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

৫৩। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষায় সতত সাবধান হইয়া কল্যাণকর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

অভিমান সহকারে ধর্ম্মাচরণ করিবে না।

৫৪। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপ, সত্য, ক্ষমা দম, এবং অলোভ এই অষ্টপ্রকার ধর্ম্মের পথ। বিশুদ্ধাত্মা হইয়াই অষ্টবিধ উপায়ের অনুষ্ঠান করিবে।

৫৫। যাঁহারা সংসার জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সম্যক রূপ সংকল্প, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ব্রত বিশেষানুষ্ঠান, গুরুসেবা, নিয়মিত আহার, অধ্যয়ন, কর্ম্ম পরিত্যাগ ও চিত্ত নিরোধন করিয়া থাকেন।

৫৬। সিদ্ধ ব্যক্তিরা যাহা ইচ্ছা করেন, তপঃপ্রভাবেই তাহা করিতে পারেন।

৫৭। স্বধনে পরিতৃপ্ত হওয়া ও পরধনে লোভ না করাই পরম ধর্ম্ম।

৫৮। কুলটা স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

৫৯। যে ব্যক্তি সপত্নী-সমুত্থিত অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াও ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক কাল প্রতীক্ষা করে সে ভবিষ্যতে একাকী সমুদয় পৃথিবী ভোগ করে।

৬০। যে ব্যক্তি সহোদরদিগের সহিত সমভাবে বিষয় ভোগ করে সহোদরগণ তাহার দুঃখের অংশভাগী হয়।

৬১। সহোদরপ্রাপ্তি, পৃথিবীলাভের সদৃশ।

৬২। সহোদরগণের সহিত তুল্যরূপে বিষয় ভোগ করা শ্রেয়স্কর, তদ্বিপরীতও বিপদের হেতু।

৬৩। সহোদরদিগের সমীপে কদাচ আত্মশ্লাঘা করা কর্ত্তব্য নহে।

৬৪। ধর্ম্মপরায়ণ মানবরা সতত দীনজনের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

৬৫। যাহার জন্মাবধি যেরূপ স্বভাব হইয়া থাকে, সে না মরিলে তাহা কদাচ যায় না।

৬৬। পুত্রই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। ইহলোকে পুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই।

৬৭। সহায়হীন দীনের প্রতি সমধিক কৃপাদৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

৬৮। যে ব্যক্তি ঘৃণিত লোকের অনুগামী হয় সেও বধ্য।

৬৯। ভর্ত্তা ক্ষীণবল হইলেও ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে।

৭০। ভার্য্যা রক্ষিতা হইলে প্রজার রক্ষা হয়।

প্রজা রক্ষিত হইলে আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে।

৭১। বিধাতা যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া আকাশেই প্রকাশমান হইতেছে। মহাবল-পরাক্রান্ত পর্ব্বত তুল্যাকার নাগ সকল বিধাতার অনুশাসনেই চলিতেছে; সমস্ত ভূতগণ বিধিকৃত বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়াই স্বকুলোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। ইহারা কেহ কখনও অধর্ম্মাচরণ করেন নাই; অতএব সমর্থ হইয়াছি বলিয়া কদাচ অধর্ম্মাচরণ করিবে না।

নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়ঃলাভ করিতে পারে না, এবং একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনেও শুভলাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমার আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে। উদাসীন ও শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসেই পরাভব করিয়া থাকে; কোন ব্যক্তিই তাহার বশীভূত হয় না; সেই নিমিত্ত পণ্ডিতরা নিরন্তর ক্ষমা অবলম্বন করা অতি বিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভৃত্যরা ক্ষমাশীল প্রভুকে অনাদর করিয়া বহুবিধ দোষজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাশয় লোকরা সতত তাঁহার অর্থ অপহরণ করিবার অভিলাষ করে। হীনমতি অধিকৃত পুরুষরা ক্ষমাপর প্রভুর যান, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয়ন,

আসন, ভোজন, পাপ ও অন্যান্য উপকরণ দ্রব্য সকল স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করে। তাহারা স্বামীর আদেশলাভ করিয়াও আদিষ্ট দেয় দ্রব্য জাত অন্যকে প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়। তাহারা তাহাকে উপচার দ্বারা কদাচ অর্চ্চনা করেনা। লোক যে অবজ্ঞাকে মরণ অপেক্ষাও গর্হিত বিবেচনা করিয়া থাকে, ক্ষমাপর প্রভুকে সেই অবজ্ঞার ভাজন হইতে হয়। প্রেষ্য, পুত্র, ভৃত্য ও উদাসীন সকলেই ঈদৃশ ক্ষমাশীল স্বামীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করে। তাঁহাকে পরাভব করিয়া সকলেই তদীয় ভার্য্যাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে, তাঁহার ভার্য্যাও স্বেচ্ছা-চারিণী হয়। যদি ক্ষমাপর ব্যক্তি দুষ্ট-স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিকে অল্প দণ্ডও না করেন, তাহা হইলে সে ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া বহুবিধ দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারই অপকার করিতে চেষ্টা করে। ক্ষমাশীল ব্যক্তির এই সকল ও অন্য অন্য বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হয়।

রজোগুণ পরিবৃত ক্রোধী যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় তেজ দ্বারা দণ্ডার্হ বা দণ্ডনীয় উভয়বিধ ব্যক্তির প্রতি নানা প্রকার দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে তাহার বন্ধুবান্ধববর্গের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে। তিনি ক্রমশঃ আত্মীয় ও অন্যান্য লোক হইতে বিরাগ সংগ্রহ করিতে থাকেন ও অনেকেরই অবমাননা করেন, সুতরাং তাঁহাকে অর্থহীন বা তিরস্কার, অনাদর, সন্তাপ, দ্বেষ ও মোহের বশীভূত হইতে হয়। অধিকন্তু অনেকেই তাঁহার শত্রুশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া উঠে। যিনি ক্রোধভরে মনুষ্যকে অন্যায় পূর্ব্বক বহুবিধ দণ্ড প্রদান করেন, তিনি অচিরাৎ স্বজন, ধন ও প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন সন্দেহ নাই। যিনি উপকর্ত্তা ও হন্তা উভয়ের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন তেজই প্রকাশ করিয়া থাকেন, গৃহান্তর্গত ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়। যাঁহাকে সন্দর্শন করিলে সকলেরই শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাঁহার কোন

ক্রমে আর ঐশ্বর্য্যলাভের প্রত্যাশা করা কিরূপে সম্ভবে? সুযোগ পাইলেই লোক তাহার অপকার করিতে ত্রুটি করে না। অতএব একবারে তেজঃ প্রদর্শন করা অথবা একবারে মৃদু স্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ। সময়ানুসারে তেজস্বিতা বা মৃদুভাব আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

৭২। যিনি যথাকালে মৃদুভাবাবলম্বী বা রোষ-পরবশ হয়েন, তিনি ইহকালে ও পরকালে অশেষ সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন।

৭৩। যে লোক সমুচিত সময়ে তেজঃ প্রদর্শন না করে, সে সমুদয় লোকের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হয় এবং সময় বিশেষে ক্ষমাও অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

৭৪। ক্ষমাকালে ক্ষমা অবলম্বন না করিলে সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হইয়া ইহকালে ও পরকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৭৫। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি তোমার বহুবিধ উপকার সাধন করিয়া পরে কোন গুরু অপরাধে পতিত হয়, তাহার উপকার করিয়া সেই অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত।

৭৬। যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ অন্যের নিকট অপরাধী হয় তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়; কারণ, সকলে শ্রেয়স্করী বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

৭৭। যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহার অপলাপে প্রবৃত্ত হয়, অপকার অল্প হইলেও সেই সকল পাপাত্মা কুটিল লোকদিগের সংহার করিবে।

৭৮। প্রথমাপরাধে সকল প্রাণীকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।

৭৯। দ্বিতীয় অপরাধ অনুমাত্র হইলেও অপরাধীকে বধ্য বলিয়া স্থির করিবে।

৮০। যদি কেহ অজ্ঞানবশতঃ কোন প্রকার অপরাধ করে, তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়।

৮১। সমরূপ উপায় দ্বারা কি উগ্র-স্বভাব, কি মৃদুস্বভাব সম্পন্ন সকলকেই সংহার করা যায়।

জগতীতলে নামের অসাধ্য কিছুই নাই। নামই বলীয়ান উপায়।

৮২। দেশ, কাল ও স্বীয় বলাবল বিবেচনা করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। কারণ, দেশ কাল ভিন্ন অন্য পদার্থে এ বিষয়ের ফলোপযোগিতা কিছু মাত্র নাই, অতএব দেশ-কালের প্রতীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৮৩। লোকভয়েরও অপেক্ষা করিয়া অপরাধীকে ক্ষমা করিবে।

৮৪। ক্ষমার নির্দ্দিষ্ট অবসরের অতীত হইলে, তেজঃ প্রকাশের অবসর বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

৮৫। মৃদু হইলে লোক অবজ্ঞা করে ও উগ্রস্বভাব হইলে তাহাকে দেখিয়া সকলে শঙ্কিত হয়, অতএব সময়ানুসারে যিনি মৃদুতা বা উগ্রতা প্রকাশ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ লোকরঞ্জনে সমর্থ হয়েন।

৮৬। ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই মঙ্গলের কারণ হয়। সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

৮৭। যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল; যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিতে সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহার অমঙ্গলের কারণ হয়।

৮৮। ক্রোধই প্রজাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করে।

৮৯। মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজন-দিগের প্রাণ বিনাশ করিতে পারে; অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ লোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে।

৯০। রোষপর ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান ও অকার্য্যের বিচার থাকে না।

৯১। ক্রোধী ব্যক্তি অবধ্যের বধ ও বধ্যের সৎকার করিয়া থাকে।

৯২। ক্রোধানল উদ্দেজিত হইলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনায়াসে আপনা-কেও শমন সদনে প্রেরণ করে।

৯৩। ক্রোধের নানা প্রকার দোষদৃষ্টে জ্ঞানশালী পণ্ডিতরা ক্রোধকে পরাজয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সুখ সম্ভোগ করিতেছেন।

৯৪। যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্মপর উভয়কেই মহৎভয় হইতে পরিত্রাণ করে। সুতরাং সে ব্যক্তি আত্মপর উভয়ের উপকারক হইয়া উঠে।

৯৫। রোষ পরবশ দুর্ব্বল মূঢ় ব্যক্তি বলবান লোকের নিকট পরাভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে, তাহা হইলে সে স্বতঃই আত্মহত্যা করে। সেই অসংযত চিত্ত আত্মঘাতীর পরলোক নষ্ট হয়।

৯৬। দুর্ব্বলের ক্রোধ সম্বরণ করাই বিধেয়।

৯৭। বলশালী বিদ্বান ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি ক্রোধ-পরবশ ও ক্লেশদাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হয়েন তাহা

হইলে তিনি পরলোকে আনন্দলাভ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারেন।

৯৮। আগত কাল উপস্থিত হইলে বলবান ও দুর্ব্বল উভয়েরই পীড়য়িতাকে ক্ষমা করিবে।

৯৯। সাধুলোকরা জিতক্রোধ ব্যক্তিকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন।

১০০। ক্ষমাপর সজ্জন ব্যক্তির নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে।

১০১। মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শ্রেষ্ঠ ও নৃশংসাচার অপেক্ষা অনৃশংসতাই নিতান্ত শ্রেয়ঃ।

১০২। যিনি বুদ্ধি বলে ক্রোধ বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, যাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার থাকে না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

১০৩। অজ্ঞ ব্যক্তি প্রণালিক্রমে কদাচ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারে না; মর্য্যাদারও অপেক্ষা রাখে না, এবং অবধ্যর বধ, গুরুজনের পীড়া-প্রদানে রত থাকে।

১০৪। তেজস্বী পুরুষ অবশ্যই ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে।

১০৫। ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি দক্ষতা, অমর্ষ, শৌর্য্য ও আশুকারিতা এই কয়টি তেজোগুণ কোন ক্রমে লাভ করিতে পারে না।

১০৬। ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে লোক তেজপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১০৭। রোষপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যথাকালোপপন্ন সেই তেজঃ একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে।

১০৮। মূর্খরাই ক্রোধকে তেজ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে।

১০৯। বিধাতা লোক-সংহারার্থ মানবগণের মনোমধ্যে রজোগুণ পরিমাণ ক্রোধ বিধান করিয়া দিয়াছেন।

১১০। সুশীল ব্যক্তি এককালে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে।

১১১। যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হয়, তাহাও করিবে, তথাপি কোন-ক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না।

১১২। হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিই ক্ষমার্জ্জবাদি গুণ সকল লঙ্ঘন করিয়া থাকে।

১১৩। যদি মনুষ্য মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল না হইত, তাহা হইলে সন্ধি স্থাপনের কথা দূরে থাকুক, কেবল ক্রোধমূলক যুদ্ধই উপস্থিত হইত।

১১৪। তাপিত হইলে তাপ প্রদান করিবে ও গুরু কর্ত্তৃক আহত হইলেই তাঁহাকে আঘাত করিবে, কেহ আক্রোশ করিলে তাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিবে, হিংসা করিলেই হিংসা করিবে, এইরূপ রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করিলে সমুদয় জগৎ বিনষ্ট ও অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইত।

১১৫। লোক সকল কোপাবিষ্ট হইলে পিতা পুত্রদিগকে, পুত্র পিতাকে, ভর্ত্তা ভার্য্যাকে ও ভার্য্যা ভর্ত্তাকে বিনষ্ট করিত। তাহা হইলে একবারে সৃষ্টির লোপ হইয়া যাইত, আর কাহারও উৎপত্তি হইত না।

১১৬। প্রজাদিগের জন্মের কারণ সন্ধি, তাহার অন্যথা হইলে তাহাদের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত সংসার ভস্মসাৎ করিত অভ্যুদয়ের আর সম্ভাবনা থাকিত না।

১১৭। এই জগতীতলে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল লোক সমুদয় বিদ্যমান থাকাতেই প্রজাগণের জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

১১৮। সর্ব্বপ্রকার আপদেই ক্ষমা করা বিধেয়, কারণ ক্ষমাশীল ব্যক্তিই ভূতসৃষ্টির প্রধান কারণ।

১১৯। যে ব্যক্তি আক্রুষ্ট, তাড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়াও বলিষ্ঠের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রভাসম্পন্ন হইয়া ক্রোধকে জয় করতঃ ক্ষমাশীল হয়, সেই ব্যক্তিই বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ; তাঁহারই সনাতন-লোক লাভ হইয়া থাকে।

১২০। অল্প বিজ্ঞান-সম্পন্ন রোষপর ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়।

১২১। ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ ও ক্ষমাই শাস্ত্র, যিনি ইহা সম্যক্ অবগত আছেন, তিনি সকলকে ক্ষমা করিতে পারেন।

১২২। ক্ষমা ব্রহ্ম ও সত্য, ক্ষমা ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপ ও শৌর্য্য, ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

১২৩। ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা ও তপস্বীদিগের লোক অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১২৪। যজুর্ব্বেদ বিহিত কর্ম্মচারী ও অন্যান্য কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের লোক সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু ক্ষমাপর ব্যক্তি-দিগের লোক ব্রহ্মলোকেই প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছে।

১২৫। ক্ষমা তেজস্বীদিগের তেজঃ-স্বরূপ ও তপস্বীদিগের ব্রহ্ম-স্বরূপ।

১২৬। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই শান্তি।

১২৭। ক্ষমাতেই সত্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ লোক সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

১২৮। জ্ঞানসম্পন্ন সৎপুরুষরা সতত ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলিয়া তাঁহাদিগের শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

১২৯। ক্ষমাপর লোকদিগের উভয় লোকই হস্তগত। তাঁহারা ইহকালে সম্মান ও পরকালে শ্রেয়সী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১৩০। যাঁহাদিগের ক্রোধ ক্ষমাপ্রভাবে পরাহত হয়, তাঁহাদিগের পরম পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ পদার্থ।

১৩১। ক্ষমা ও অনৃশংসতা মহাত্মাদিগের চরিত্র-স্বরূপ ও সনাতন ধর্ম্ম।

১৩২। সমুদয় লোক ঈশ্বরের বশীভূত হইয়া চলে, তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রিয়াপ্রিয় ও সুখদুঃখের বিধাতা; তিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে সমস্ত বিধান করেন।

১৩৩। যেরূপ সূত্রধর দারুময়ী কারি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যোজনা করে, সেইরূপ বিধাতা এই সমুদয় জীবের অবয়ব সৃষ্টি করেন।

১৩৪। ঈশ্বর আকাশের ন্যায় সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া, ইহ সংসারে শুভাশুভ বিধান করিতেছেন।

১৩৫। সকলেই তন্তুবদ্ধ শকুনীর ন্যায় পরাধীন; কেহই আপনার বা অন্যের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারে না।

১৩৬। লোকসকল সূত্র-গ্রথিত মণির ন্যায় ও নস্যাসংযত বৃষের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঈশ্বরের শাসনেই চলিতেছে। কারণ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তন্ময়।

১৩৭। যেমন বৃক্ষ কূল হইতে প্রবাহে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির হয় না, তদ্রূপ মনুষ্যবর্গ স্বতন্ত্র হইয়া ক্ষণমাত্রও অতিবাহিত করিতে পারে না।

১৩৮। অজ্ঞান তিমিরাবৃত জন্তুগণ স্বীয় সুখ দুঃখের ঈশ্বর হইতে পারে না; তাহারা ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া স্বর্গ ও নরকে গমন করে।

১৩৯। যেমন তৃণের অগ্রভাগ প্রবল বায়ুর বশবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ সমস্ত চরাচর ধাতার বশীভূত হইয়া চলিতেছে।

১৪০। ঈশ্বর মানবগণকে পুণ্য কর্ম্মে অথবা পাপাচারে অনুরক্ত করিয়া সমুদায় চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু "এই পরমেশ্বর" ইহা বলিয়া কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না।

১৪১। মহাভূত ও অহঙ্কারাদিরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহই চিদাত্মার আভাস স্বরূপ বীজ নিবাসস্থান-সঞ্চিত হইয়া কর্ত্তা হইতেছে।

১৪২। ঈশ্বর আত্মমায়ায় মোহিত করিয়া ভূত দ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করিতেছেন।

১৪৩। মানবগণ ভূত জগতকে নিত্য শুচি ও সুখস্বরূপ বিবেচনা করেন, কিন্তু ঈশ্বর সেই সকলকে অহঙ্কারাদির দ্বারা উৎপন্ন ও জরাজীর্ণ-ত্বাদি দ্বারা বিকৃত করিতে থাকেন।

১৪৪। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা কাষ্ঠ, পাষাণ দ্বারা পাষাণ ও লৌহ দ্বারা লৌহ ছিন্ন হয়, সেই প্রকার ভগবান স্বয়ম্ভূ মায়া সহকারে ভূত দ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করেন।

১৪৫। যেমন বালক ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ স্বতন্ত্রেচ্ছু ভগবান প্রভু কখনও সংযোগ কখনও বা বিয়োগ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

১৪৬। দুর্ব্বল জনরাই একান্ত অধীন ও নিতান্ত শোচনীয়।

১৪৭। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে।

১৪৮। দাতব্য বলিয়া দান করা কর্ত্তব্য, যষ্টব্য বলিয়া যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য।

১৪৯। ফল থাকুক আর না থাকুক গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে সকল কর্ম্ম করা আবশ্যক তাহা করা কর্ত্তব্য।

১৫০। সাধুজনাচরিত ব্যবহার দৃষ্টে ও শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মাচরণ করিবে।

১৫১। মনের স্বভাবতঃই ধর্ম্মানুরাগী হওয়া কর্ত্তব্য।

১৫২। যে ব্যক্তি স্বর্গাদি ফললাভ লোভে ধর্ম্মাচরণ করে, সে ব্যক্তি ধর্ম্ম বণিক্, সুতরাং সে মুখ্যফলে অনধিকারী ও ধার্ম্মিক সমাজে জঘন্য রূপে পরিগণিত; সে কদাচ প্রকৃত ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

১৫৩। যে পাপমতি নাস্তিকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি সন্দিহান হয়, তাহার ধর্ম্ম জনিত ফললাভের প্রত্যাশা থাকে না।

১৫৪। কদাচ ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ করিবে না।

১৫৫। ধর্ম্মাভিশঙ্কি ব্যক্তি তির্য্যগ গতি প্রাপ্ত হয়।

১৫৬। যে ব্যক্তি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদ-ধ্যায়ী হয়, ধর্ম্মাচারীরা সেই ব্যক্তিকে স্থবির মধ্যে পরিগণিত করেন।

১৫৭। যে মূঢ় শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করে সে ব্যক্তি তস্কর হইতেও পাপীয়ান।

১৫৮। বালকরা তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে উন্মত্ত জ্ঞান করে, তাহারা ধর্ম্মাচরণে সন্ধিহান হইয়া অন্যের নিকট প্রমাণ অনুসন্ধান করে না। আত্ম বিনিশ্চিত প্রমাণে সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া ধর্ম্মের অবমাননা করে ও কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ সংবদ্ধ লৌকিক বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া থাকে, কিন্তু অতিন্দ্রিয় বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া যায়।

১৫৯। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি সংশয়মান হয়, সেই পাপাত্মার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

১৬০। যে ব্যক্তি কেবল অর্থ চিন্তায় মগ্ন হইয়া কালযাপন করে সে কদাচ পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয় না।

১৬১। যে ব্যক্তি প্রমাণ-পরাঙ্মুখ হইয়া বেদার্থের নিন্দা করে, এবং কাম ও ক্রোধের একান্ত বশম্বদ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিরয়গামী হয়।

১৬২। যে ব্যক্তি নিরন্তর অসন্দিগ্ধচিত্তে ধর্ম্মেরই সেবা করে সে পরকালে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে।

১৬৩। যে ব্যক্তি আর্ষপ্রমাণ ও সমুদায় শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়, সে মূঢ় জন্ম জন্মান্তরেও শুভ লাভ করিতে পারে না।

১৬৪। যে ব্যক্তি আর্ষপ্রমাণ বা শিষ্টাচার পরম্পরার বশবর্ত্তী না হয় তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়।

১৬৫। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক আচরিত পুরাতন ধর্ম্মে কদাচ অবিশ্বাস করিও না।

১৬৬। সাগরপারলিপ্সু বণিক্‌দিগের তরণীর ন্যায় সুরলোক গমনোন্মুখ মানবগণের ধর্ম্মই একমাত্র ভেলা।

১৬৭। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাচরণ বিফল হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অসীম তমঃস্তোমে নিমগ্ন হইয়া যায়; কোন ব্যক্তিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না, কেবল পশুর ন্যায় জীবন ধারণ করে, বিদ্যাশূন্য হয় ও কোন ফলই লাভ করিতে পারে না।

১৬৮। যদি তপ, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান ও ঋজুতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল বিফল হয় ও ফল প্রসবিনী ক্রিয়া প্রতারণায় পর্য্যবসান হয়, তাহা হইলে লোক পরম্পরা কদাচ কর্ম্ম প্রতিপালন করিত না।

১৬৯। ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ প্রভুত্বশালী হইয়াও কি নিমিত্ত আদরপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন ও তাঁহারা "বিধাতা ধর্ম্মের ফলপ্রদান করেন" জানিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন।

১৭০। ধর্ম্মই সনাতন সুখ।

১৭১। ধর্ম্ম কখনও বিফল হয় না ও অধর্ম্ম কখনও ফলবান হয় না।

১৭২। ধীর ব্যক্তি কর্ম্মের অত্যল্পমাত্র ফলপ্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট থাকেন, সমধিক ফল লাভ করিলেও মূর্খদিগের সন্তোষ লাভ হয় না; সুতরাং তাহারা মরণোত্তর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কিছু মাত্র ধর্ম্মজনিত সুখ প্রাপ্ত হয় না।

১৭৩। দেবতারাও পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফলোদয়, জন্ম ও মৃত্যু বিশেষরূপে অবগত নহেন। যে ব্যক্তি এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও

অন্ত ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, সে ব্যক্তি কল্পসহস্রেও শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয় না।

১৭৪। ফলদর্শন না হইলেও ধর্ম্ম বা দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে।

১৭৫; অসূয়াবর্জ্জিত হইয়া প্রযত্ন সহকারে যাগ ও দান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও কর্ম্মের ফল ইহ-লোকেও দৃষ্ট হইতেছে।

১৭৬। সকল বিষয়েই রীতিমত শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, নাস্তিক্যভাব পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১৭৭। সকল ভূতের ঈশ্বর ধাতাকে তিরস্কার করিও না, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে অভিলাষ কর ও নমস্কার কর।

১৭৮। ভক্ত মরণশীল হইয়াও যাঁহার প্রসাদে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই পরম দেবতাকে কোনপ্রকারে অবমাননা করিও না।

১৭৯। এই জন্ম-মরণশীল সংসারে জ্ঞান জনদিগের কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, যেহেতু কি স্থাবর, কি ইতর জন, সকলেই কর্ম্মবিহীন হইয়া কাল যাপন করিতে পারে না।

১৮০। পশুগণ মাতৃস্তন্য পান অবধি ছায়োপসেবন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

১৮১। জঙ্গমদিগের মধ্যে মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারা ইহলোক ও পরলোকে আপনার জীবিকা লাভ করিবার বাসনা করে।

১৮২। সমস্ত প্রাণীই প্রাক্তন কর্ম্মজনিত সংস্কার অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ ফললাভ করিয়া থাকে।

১৮৩। বক যেমন জলে থাকিয়া পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ কি ধাতা কি বিধাতা সকলেই স্বকীয় পূর্ব্ব সঙ্কল্প বশতঃ কর্ম্ম করেন ও অন্যান্য প্রাণী ও আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্ম সংস্কার প্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

১৮৪। কর্ম্ম-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না।

১৮৫। সকলেরই কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

১৮৬। দৈবপর হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমুখ হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে।

১৮৭। সতত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হও, কদাচ গ্লানিযুক্ত হইও না।

১৮৮। কর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞ ব্যক্তি সহস্রের মধ্যে একজন আছে কি না সন্দেহ।

১৮৯। অর্থের রক্ষণাক্ষেণ ও বৃদ্ধিকরণেও কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে।

১৯০। দৈবপর হইয়া উপার্জ্জন না করিলে অর্থ অক্ষয় হয় না।

১৯১। কেবল ব্যয় করিলে হিমাচলও ক্ষয় হইয়া যায়।

১৯২। প্রজাগণ যদি ভূমণ্ডলে আসিয়া কর্ম্ম না করিত, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ম্ম নিস্ফল হহলে তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত না।

১৯৩। অদৃষ্টপর ও চার্ব্বাক মতাবলম্বী এই উভয় প্রকার লোকই শঠ।

১৯৪। কেবল কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাই প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন।

১৯৫। যে ব্যক্তি কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ান থাকে, সে দুর্ব্বুদ্ধি জলমধ্যস্থ আম ঘটের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়।

১৯৬। হটবাদী ব্যক্তি, কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াও যদি আলস্যে তাহা পরিত্যাগ করে, তবে অনাথ দুর্ব্বলের ন্যায় অচিরকাল মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়।

১৯৭। মনুষ্য অকস্মাৎ যে অর্থ লাভ করে, তাহাকে হট প্রাপ্ত বলা যায় উহা কাহারও যত্নে উপার্জ্জিত নহে।

১৯৮। পুরুষ দৈববশে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাই দিষ্ট লব্ধ বলিয়া নিশ্চিত হয়; স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া যে ফল লাভ করে তাহাকে প্রত্যক্ষ ও পৌরুষলব্ধ কহে এবং স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ যাহা লাভ করে তাহাকে স্বভাবজ ফল কহিয়া থাকে।

১৯৯। লোক হঠাৎ, দৈবাৎ, স্বভাবতঃ ও কর্ম্ম দ্বারা যাহা লাভ করে, তাহা তাহার জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল।

২০০। সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতাও কর্ম্মাধীন হইয়া মনুষ্যগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

২০১। মনুষ্য যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম করে, উহা পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফল, কিন্তু বিধাতৃবিহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

২০২। শরীরিগণের দেহ বিধাতার কর্ম্ম সাধনের কারণ স্বরূপ।

২০৩। দেহ স্বয়ং অবশ; বিধাতা উহাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করেন সে তাহাই করিয়া থাকে।

২০৪। সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতা স্বয়ং সর্ব্ব কর্ম্মের নিয়োক্তা হইয়া অনাত্মবশ জীবগণকে সেই সকল কর্ম্মে প্রেরণ করেন।

২০৫। বিধাতা স্বয়ং মনে মনে অর্থ নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম করত তাহা লাভ করেন, মনুষ্য কেবল তাহার কারণ মাত্র।

২০৬। জগতে যে সকল আগার ও নগর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও কর্ম্মের কারণ।

২০৭। উত্তমরূপে কাল বিভাগ করিয়া যথাসময়ে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সেবা করা পণ্ডিতগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য।

২০৮। যে ব্যক্তি মহোদয়জনিত সুখ সম্ভোগ করিয়া, মোক্ষোপায় জ্ঞান অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষী হয় তাহার পক্ষে মোক্ষই শ্রেয়ঃ।

২০৯। মোক্ষ গৃহস্থাশ্রমবাসীর পক্ষে আতুর ব্যক্তির জীবনের ন্যায় নিরন্তর দুঃখদায়ক হইয়া উঠে।

২১০। দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আর্জ্জব এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম্ম, ইহা ইহকালে ও পরকালে বলবান থাকে।

২১১। অর্থবিহীন ব্যক্তি অন্যান্য সমুদায় গুণে গুণবান হইয়াও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না।

২১২। ধর্ম্মই এ জগতের মূল, ধর্ম্ম অপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্ট নহে।

২১৩। বিপুল অর্থ থাকিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই অর্থ ভৈক্ষচর্য্যা বা কাতরতা অবলম্বন দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না। উহা কেবল ধর্ম্মাচরণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২১৪। বিদ্বানরা প্রভুত্বকেই ধর্ম্ম কহেন।

২১৫। কর্ম্ম যে কত প্রকার, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

২১৬। পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা তিলে তৈল, গাভীতে দুগ্ধ ও কাষ্ঠে পাবক সমুৎপন্ন হয় বুঝিতে পারিয়া ঐ সমুদায় প্রস্তুত করিবার উপায়ও স্থির করেন, পরে স্থিরীকৃত উপায় সহকারে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন।

২১৭। প্রাণিগণ কর্ম্মসিদ্ধি করিয়া আপন আপন জীবিকানির্ব্বাহ করে।

২১৮। কর্ত্তা কার্য্যকুশল হইলে কর্ম্ম সুসম্পন্ন ও সাধু ফলপ্রদ হয়, কর্ত্তা কার্য্যাক্ষম হইলে, বিস্তর ফলভেদ হইয়া থাকে।

২১৯। যদি পুরুষকার কর্ম্মসাধ্য বিষয়ে ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে যাগ ও তড়াগ খননাদি কর্ম্মের ফল লাভে কেহ প্রবৃত্ত হইত না।

২২০। পুরুষ কর্ম্মকর্ত্তা, এই নিমিত্তই কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে পুরুষের প্রশংসা হয়; অসিদ্ধ হইলে এ বিষয়ে কি কেহ কর্ত্তা ছিল না বলিয়া নিন্দা করে।

২২১। যদি বিধাতা প্রাণিগণকে তাহাদিগের জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদান না করিতেন, তাহা হইলে মনুষ্য যেরূপ বিষয়াভিলাষে কর্ম্ম করিত তাহাই প্রাপ্ত হইত।

২২২। অর্থসিদ্ধি ও অর্থের অসিদ্ধি উহা প্রাক্তন কর্ম্ম, ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা দেহতুল্য জড় পদার্থ।

২২৩। পুরুষ দৈব পার হইয়া একান্ত নিশ্চেষ্ট হইলে অবশ্যই পরাভূত ও দুঃস্থ হয়, কর্ম্ম করিলে প্রায়ই ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে।

২২৪। অসম্যককারী ব্যক্তি কখনই অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না।

২২৫। অঙ্গভঙ্গ প্রযুক্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় বলিয়া কদাচ কর্ম্মের বৈয়র্থ স্বীকার করা যায় না। যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত করিলে অবশ্যই ফললাভ হয়, অতএব কর্ম্ম কদাচ ফলশূন্য নহে।

২২৬। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে যদি ফল প্রাপ্ত না হয়, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না!

২২৭। যে ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ হইয়া কেবল শয়ান থাকে তাহাতে অলক্ষ্মীর আবেশ হয়। যে পুরুষ কার্য্যদক্ষ, সে নিশ্চয়ই আপন কর্ম্মের ফললাভ করতঃ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে।

২২৮। সংশয়ই অনর্থের মূল।

২২৯। অসংশয় চিত্তে কর্ম্ম করিলে অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধি হয়।

২৩০। সংশয়বিহীন ধীর ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্ল্লভ।

২৩১। অনর্থ সমুপস্থিত সময়ে পুরুষকার অবলম্বন করিলে নিঃসন্দেহেই অনর্থ-নাশ হইবে।

২৩২। কর্ম্ম সফল না হয় এই ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে তাহার উন্নতি কোথায়।

২৩৩। যখন অন্যের কর্ম্ম সফল হইতেছে, তখন আমার চেষ্টা কেনই বা নিরর্থক হইবে।

২৩৪। কর্ম্ম করিলে শীঘ্রই হউক কিম্বা বিলম্বেই হউক অবশ্যই তাহার ভল লাভ হয়।

২৩৫। কৃষক যেমন লাঙ্গল দ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করিয়া শস্য-বপন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল বৃষ্টির অপেক্ষা করে, যদিও বৃষ্টি না হয়

তাহাতে কৃষকের তত ক্ষোভ হয় না, সে মনে করে পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছি সফল হইল না তাহাতে আমার কোন অপরাধ নাই।

২৩৬। পণ্ডিত ব্যক্তি পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহা যথাসাধ্য করিয়াছি এক্ষণে সফল হইল না ইহাতে আমি কোনক্রমে অপরাধী নহি এই বিবেচনা করিয়া আত্মনিন্দা করেন না।

২৩৭। আমি কর্ম্ম করিলে অর্থ সিদ্ধ হয় না এই বলিয়া কর্ম্মে বৈরাগ্য প্রকাশ করিবে না।

২৩৮। ফলসিদ্ধি বিষয়ে পুরুষকার ও অবৈরাগ্য এই দুইটি কারণ আছে।

২৩৯। কর্ম্মসিদ্ধি হউক বা না হউক, কর্ম্ম করিতে উপেক্ষা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

২৪০। সমুদায় কারণ একত্র হইলে অবশ্যই কর্ম্মসিদ্ধি হয়।

২৪১। কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে ফল বা শৌর্য্যাদি গুণ কিছুই দৃষ্ট হয় না।

২৪২। মনুষ্য আপনার কল্যাণ লাভের নিমিত্ত স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যে দেশ, কাল, উপায় মঙ্গল প্রয়োগ করেন।

২৪৩। পরাক্রমই কার্য্য সাধনের মুখ্য উপায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে।

২৪৪। পরাক্রম অবলম্বন করিয়া অপ্রমত্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে।

২৪৫। বুদ্ধিমান লোক যে ব্যক্তিতে বহুগুণ সংযুক্ত মঙ্গল লাভের চিহ্ন দেখেন, তাহা হইতে সাম, দান ও ভেদ এই উপায় দ্বারা অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন।

২৪৬। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক যদি সমুদ্র বা পর্ব্বত ও অপকারক হয়, তাহাদিগের ব্যসন বা বিবাসনের চেষ্টা করিবে।

২৪৭। যে ব্যক্তি সতত শত্রুগণের ছিদ্রান্বেষণে সমুত্থিত হইয়া থাকে, সে আপনার ও আত্মীয়গণের নিকট হইতে ঋণ হইতে মুক্ত হয়।

২৪৮। পুরুষ কদাপি অশক্ত বলিয়া আত্মার অবমাননা করিবে না।

২৪৯। আত্মাবমানী ব্যক্তি কখনও উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে না।

২৫০। কুলীন ব্যক্তির নিকট হইতে বিত্ত ও পঙ্গুদিগের নিকট হইতে ধেনু সকল অপহৃত হয়।

২৫১। যে ধর্ম্ম দ্বারা মিত্রগণের বা আপনার কষ্ট হয় তাহাকে ব্যসন কহে, উহাই কুধর্ম্ম, কখনই ধর্ম্ম নহে।

২৫২। যেমন সুখ ও দুঃখ মৃত ব্যক্তিকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মও অর্থ সতত ধর্ম্মচিন্তা-নিরত পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

২৫৩। যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, সে অশেষ ক্লেশভাগী হয়, যেমন অন্ধ ব্যক্তি সূর্য্যের প্রভা জানিতে পারে না; তদ্রূপ সেই অপণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রয়োজন বুঝিতে অসমর্থ হয়।

২৫৪। যে ব্যক্তির অর্থ কেবল আত্মভোগেই পর্য্যবসিত হয়, সে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা জানিতে পারে না; যেমন রক্ষকগণ অরণ্যে গোরক্ষণ করে, তদ্রূপ ঐ পামর কেবল অর্থ রক্ষা করিয়াই জীবন যাপন করে।

২৫৫। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও কাম পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থো-পার্জ্জনে নিরন্তর রত থাকে সেই দুরাত্মা সর্ব্বভূতের বধ্য।

২৫৬। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কামার্থী হইয়া কালযাপন করে, তাহার মিত্রনাশ ও সে ধর্ম্মার্থ বিহীন হইয়া থাকে। যেমন মৎস্যকুল বারি শুষ্ক হইলে কালগ্রাসে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মার্থবিহীন দুরাত্মা স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া পরিশেষে কামাবসানে নিধন প্রাপ্ত হয়।

২৫৭। পণ্ডিতগণ ধর্ম্মার্থ সংগ্রহে কখনই প্রমত্ত হয়েন না।

২৫৮। যেমন আরণি পাবকোৎপাদনের হেতু, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ কামের প্রসূতি।

২৫৯। ধর্ম্ম অর্থের মূল, অর্থও ধর্ম্মোৎপাদনের হেতু। যেমন মেঘ ও সমুদ্র পরস্পর পরস্পরের পুষ্টি সাধন করে, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ পরস্পর পরস্পরের পোষকতা করে।

২৬০। স্রকচন্দনাদি রূপ দ্রব্যস্পর্শে বা স্বর্ণাদি রূপ অর্থ লাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম কাম।

২৬১। কাম মনুষ্যের চিত্তে সমুদিত হয়, উহার শরীর নাই।

বিপুল ধর্ম্মোপার্জ্জনের দ্বারা অর্থার্থী ব্যক্তির অর্থলাভ হয়; অর্থ হইতে কামার্থীর কাম লাভ হয়। কিন্তু কাম হইতে অন্য কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

২৬২। যেমন কাষ্ঠ সমুৎপন্ন ভস্ম হইতে ভস্মান্তর লাভের সম্ভাবনা থাকে না তদ্রূপ কাম হইতে কামান্তর লাভ হয় না।

কামই প্রীতি-সমুৎপাদন ফল।

২৬৩। যেমন বৈতংসিক বিহঙ্গমগণের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ অধর্ম্ম সর্ব্বভূতের হিংসা করিয়া থাকে।

২৬৪। যে ব্যক্তি কাম ও লোভের পরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের স্বরূপ পরিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ হয়, সেই দুরাত্মা ইহকালে ও পরকালে সর্ব্বভূতের বধ্য হয়।

২৬৫। স্ত্রী, ধন, গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি দ্রব্যজাত হইতেই কাম সমুৎপন্ন হয়।

২৬৬। জরা বা মরণ দ্বারা সমুদায় দ্রব্যের অদর্শন বা বিয়োগকে অনর্থ বলা হয়।

২৬৭। অনর্থ বিয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

২৬৮। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে তাহারই নাম কাম; উহাই কর্ম্মের এক উৎকৃষ্ট ফল।

২৬৯। মনুষ্য ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এ তিনের উপর পৃথক পৃথক রূপে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কেবল কামপর হইবে না। সতত সমভাবে ত্রিবর্গের অনুশীলন করিবে।

২৭০। শাস্ত্রে কথিত আছে পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান, মধ্যাহ্নে অর্থচিন্তা ও অপরাহ্নে কামানুশীলন করিবে।

২৭১। মনুষ্য স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে কখনই প্রশংসাভাজন হইতে পারে না।

২৭২। কোন রাজা কোন কালেই কেবল ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক পৃথিবী বা অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে নাই।

২৭৩। যেমন ব্যাধ ভক্ষরূপ প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃগগণের প্রাণ সংহার করিয়া আপনার আহার লাভ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুপক্ষীয় লুব্ধচেতাঃ ক্ষুদ্রাশয় জনগণকে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক ভেদোৎপাদন করিয়া অনায়াসেই নিজ কার্য্যোদ্ধার করেন।

২৭৪। অসুরগণ দেবতাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন; তথাপি দেবগণ কৌশল করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

২৭৫। ধনবান ব্যক্তির নিকট সকলই সুসাধ্য

২৭৬। বলই অর্থের মূল।

২৭৭। বল ভিন্ন আর সমুদয়ই হেমন্তকালীন বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় কোনপ্রকার উপকার জনক হয় না।

২৭৮। যেমন কৃষক অধিক শস্যলাভাকাঙ্ক্ষায় অল্প বীজ বপন করে, তদ্রূপ অর্থাভিলাষী ব্যক্তির সমধিক অর্থলাভের নিমিত্ত অল্প অর্থ পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য।

২৭৯। যে স্থলে অর্থ ত্যাগ করিলে তাহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকতর লাভের সম্ভাবনা নাই, সে স্থানে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অর্থ পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। এইরূপে যদি অল্প ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধিকতর ধর্ম্ম লাভ হয় তাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

২৮০। পণ্ডিত ব্যক্তিরা মিত্রবলসম্পন্ন অমিত্রের মিত্র-ভেদ করিয়া থাকেন, কারণ মিত্রগণ ভিন্ন হইয়া পরিত্যাগ করিলে যুবা ব্যক্তিও অবশ হয়।

২৮১। বলবান ব্যক্তি বলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াই প্রজাগণকে বশীভূত করে; সে কথনও উহাদিগকে নিগ্রহ বা প্রিয় সম্ভাষণ দ্বারা বশীভূত করে না।

২৮২। যেমন বহুসংখ্যক মধুমক্ষিকা একত্র হইয়া মধুগাহীর প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি সমবেত হইলে বলবান শত্রুকে শমন সদনে গমন করিতে হয়।

২৮৩। মোহ, কার্পণ্য, লোভ, ভয় কাম বা অর্থের জন্য কদাচ মিথ্যা কথা বলা কর্ত্তব্য নহে।

২৮৪। কুকুর চর্ম্মে ক্ষীর, চৌরে সত্য, ও নারীতে বল সংযুক্ত হইলে ঘৃণাকর হয়।

২৮৫। যেমন কৃষিবলরা বীজ বপন করিয়া ফলরাশির প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ সুখোদয়ের জন্য সময় প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২৮৬। যদি প্রতারিত ব্যক্তি অরিকুলকে বলসম্পন্ন জানিয়া তৎক্ষণাৎ ছেদ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার পুরুষকার নানা গুণে মণ্ডিত ও জীবলোকে জীবনধারণ সফল হইয়া উঠে।

২৮৭। দেবত্ব ও জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্মকে প্রিয়তম জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

২৮৮। ফেনের ন্যায় অসার ও ফলের ন্যায় পতনশীল মানবগণ কালের বশীভূত হইয়া কালকে প্রত্যক্ষ বোধ করে, কিন্তু সে কাল শরের ন্যায় শীঘ্রগামী, স্রোতের ন্যায় নিত্যবাহী, অনন্ত, অপ্রমেয়, ও সর্ব্বান্তকারী।

২৮৯। যেমন অঞ্জনচূর্ণ সূচিদ্বারা ক্রমে ক্রমে অপহৃত হইলে তাহার শেষ হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ ক্ষণবিনশ্বর মানবগণের এই অনন্ত কাল প্রতীক্ষা করা সম্ভবপর নহে।

২৯০। মৃত্যু শরীরিগণের শরীরে নিয়তই আশ্রয় করিয়া আছে।

২৯১। যে পুরুষ ক্ষীণবল, নিরুদযোগী ও বৈর নির্য্যাতনে পরাঙ্মুখ হয় সেই দুর্জ্জাত পুরুষের জন্ম কোন কর্ম্মেরই নহে।

২৯২। যে পুরুষ প্রতারকের প্রাণ সংহার করিয়া সদ্যই নরকে গমন করে, তাহার সেই নরকও স্বর্গের সমান বোধহয়।

২৯৩। অমর্ষ জন্মিত সন্তাপ হুতাশন অপেক্ষা সমধিক দীপ্তিমান।

২৯৪। যে ব্যক্তি উত্তর ও বর্ত্তমান কাল সম্যক পর্য্যালোচনা করিতে পারেন তিনিই তত্ত্বদর্শী।

২৯৫। যে সকল কার্য্য কেবল সাহস পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সমুদয়ই মহাপাপে পরিপূর্ণ। সুতরাং তদ্দারা অন্তরাত্মা যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হয়েন।

আর উত্তম মন্ত্রণা পূর্ব্বক পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া পূণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অনায়াসেই অর্থসিদ্ধি হয় এবং দৈবও তদ্বিষয়ে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন।

২৯৬। একস্থানে চিরবাস প্রীতিকর হয় না।

২৯৭। কপটাচারী ব্যক্তিকে ছল দ্বারা বিনাশ করিলে পাপের আশঙ্কা নাই, আর ধার্ম্মিকরাও ধর্ম্মতঃ ঐরূপ কহিয়া থাকেন।

২৯৮। উৎকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের সঙ্গতি সাতিশয় গুণ প্রসবিনী হইয়া থাকে।

২৯৯। যে ব্যক্তি সত্য, ধৃতি, জ্ঞান, তপস্যা, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম ও শমগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছে, সে ব্যক্তি কাহার না স্পৃহনীয় হয়।

৩০০। সর্ব্ব প্রকার দুঃখে ভার্য্যাই মহৌষধ স্বরূপ।
দুঃখিত ব্যক্তির ভার্য্যাই একমাত্র মিত্র।

৩০১। কাল পরিপূর্ণ না হইলে কেহই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয় না।

৩০২। কুলকামিনীগণ বিষম দশা প্রাপ্ত হইলেও স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করে। ঐ সকল পতিপরায়ণা নিঃসন্দেহে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তাহারা ভর্ত্তৃবিরহিত হইলেও কদাচ ক্রোধাবিষ্ট হয় না, প্রত্যুত সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার প্রাণ রক্ষা করে।

৩০৩। সুখ দুঃখ অতীব অকিঞ্চিৎকর, নলরাজা যথাসর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া, ভার্য্যার সহিত দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়া ছিলেন। তিনিই পুনর্ব্বার আপন রাজ্যপদ প্রাপ্তি এবং অভ্যুদয়শালী হইলেন।

৩০৪। বিপৎকালে বিমোহিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ।

৩০৫। দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত পুরুষকার সকল নিস্ফল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণ কদাচ বিষণ্ণ বা অভিভূত হয় না।

৩০৬। যাহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, মন, বিদ্যা, তপ ও কীর্ত্তি সুসংযত আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে।

৩০৭। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখ ও সতত সন্তুষ্ট যাহার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই সেই ব্যক্তিই তীর্থ ফল ভোগ করে।

৩০৮। অধার্ম্মিক লোক ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা যে অভ্যুদয় লাভ করে, তদ্বিষয়ে খেদ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

৩০৯। মনুষ্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা প্রথমতঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া সুখ-সম্ভোগ করে, পরে আপনাকে প্রভু বোধ করতঃ শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে।

৩১০। অনেকানেক দৈত্য ও দানব অধর্ম্মাচরণ দ্বারা অভ্যুদয় লাভ করিয়া পরিশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩১১। অহঙ্কার প্রথমেই অধর্ম্মপথে লোকদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। সেই অহঙ্কার হইতে অভিমান, অভিমান হইতে ক্রোধ ও ক্রোধ হইতে নির্লজ্জতা প্রভাবেই তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৩১২। পরস্ব গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায়।

৩১৩। যাঁহারা অনুমতি করিলে সতত লোক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তাঁহারাই সনাতন।

৩১৪। এক-পুত্রতা চিররোগিতা অপেক্ষাও ক্লেশ কর।

৩১৫। একজনের কর্ম্মফল অনেকে ভোগ করিতে পারে না।

৩১৬। সমুদয় জীব আহার হইতেই উৎপন্ন হইয়া আহার দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে।

৩১৭। জীবগণ দুস্ত্যাজ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচ জীবন রক্ষা হয় না।

৩১৮। যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তর বিরোধী তাহা কখনও ধর্ম্ম নহে, পরস্পর অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, অতএব যাহাতে বাধা নাই, সেই ধর্ম্মেরই

অনুষ্ঠান করিবে, অথবা উভয় ধর্ম্মে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করতঃ যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা, তাহারই অনুসরণ করিবে।

৩১৯। গমন করিবার কালীন অগ্রে অন্ধ তৎপরে বধির, তৎপরে স্ত্রী তৎপরে ভারবাহ তৎপরে রাজারা গমন করিবে।

৩২০। অগ্নি অল্প পরিমাণ হইলেও তাহার দাহিকাশক্তির হ্রাস হয় না।

৩২১। কেবল কায় বৃদ্ধিতেই বৃদ্ধভাব হয় না, উহাতে জ্ঞানের অপেক্ষা করে, শাল্মলি বৃক্ষেরও অনেক অষ্ঠীলা জন্মে, কিন্তু তাহাতে উহার কিছুমাত্র সারবত্তা সমুৎপন্ন হয় না।

৩২২। যাহা হ্রস্ব ও কৃশ, কিন্তু ফলবান্ সেই পাদপই যথার্থ বৃদ্ধ ভাবাপন্ন, কিন্তু যাহার ফল নাই তাহাতে বৃদ্ধত্ব নাই।

৩২৩। কেবল পলিত হইলেই বৃদ্ধ হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি বালক হইয়াও প্রজ্ঞাবান হয় দেবগণ তাহাকেই স্থবির বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৩২৪। যে দুর্ব্বল ব্যক্তি পর্ব্বত ধ্বংস করিবার মানসে সগর্ব্বে উহাতে আঘাত করে, তাহারই হস্ত ও নখ সমুদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু পর্ব্বতের কিছুমাত্র হানি হয় না।

৩২৫। বিদ্বান ব্যক্তি বালকের অতি ক্ষুদ্র বাক্যও অবমাননা করেন না।

৩২৬। লোক এই নিমিত্তই পুত্র কামনা করে, যেহেতু, অবলের বলবান, অজ্ঞের পণ্ডিত এবং অবিদ্বানেরও বিদ্বান পুত্রও জন্মিয়া থাকে।

৩২৭। নির্গুণ পরমাত্মা সমুদয় প্রাণিগণের দেহে অধিষ্ঠান করেন।

৩২৮। যে স্থানে অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া ও ধর্ম্ম অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তথায় বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ধর্ম্মের অবধারণ করিতে হইবে, মূঢ়গণ ঐরূপ ধর্ম্মাবধারণে নিতান্ত অসমর্থ।

৩২৯। পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক সেবা, বাণিজ্য কৃষি এবং পশুপালন প্রভৃতি জীবিকা দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে।

৩৩০। দণ্ডনীতির অভাবে সমুদয় জগৎ বিশৃঙ্খল হইল।

৩৩১। যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি সর্ব্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম।

৩৩২। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, লঘুচেতাঃ ও উন্মাদ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি-দিগের সহিত কদাচ গূঢ় মন্ত্রণা করিবে না।

৩৩৩। বিদ্বানের সহিত মন্ত্রণা, সমর্থ ব্যক্তি দ্বারা কর্ম্মসাধন ও হিতেচ্ছু ব্যক্তির সহিত নীতি বিদ্যার আলোচনা করিবে।

৩৩৪। মূর্খগণকে সকল বিষয়েই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

৩৩৫। ধর্ম্ম কার্য্যে ধার্ম্মিক, অর্থ কার্য্যে পণ্ডিত, স্ত্রীলোকের নিকটে ক্লীব ও ক্রূরকর্ম্মে ক্রূরগণকে নিয়োগ করিবে।

৩৩৬। বুদ্ধিপ্রভাবে শত্রুগণের বলাবল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩৩৭। সর্ব্বদাই ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকা কর্ত্তব্য।
পিতামাতার আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ না হওয়া কর্ত্তব্য।
বিদ্বান, বৃদ্ধ, গুরুজনদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য।
পুণ্য কর্ম্মে মতি থাকা কর্ত্তব্য।
পুণ্য কর্ম্মের সমাদর ও পাপকর্ম্মের পরিহার করা কর্ত্তব্য।
আত্মশ্লাঘা করা কর্ত্তব্য নহে।
সাধুজনকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া সমাদর করা কর্ত্তব্য।

৩৩৮। লোকযাত্রা বিধানের ধৈর্য্য, দক্ষতা, দেশ, কাল ও পরাক্রম এই পঞ্চপ্রকার বিধি।

৩৩৯। যে ব্যক্তি একমাত্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার অনিষ্ট পাতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, যে ব্যক্তি একান্ত পাপবুদ্ধি, পাপাত্মা ও কার্য্যবিভাগ অনভিজ্ঞ হইয়া পাপেরই অনুবর্ত্তী হয়, যে ব্যক্তি কার্য্য বিশেষঅনভিজ্ঞ, নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অকালজ্ঞ, বৃথাচার ও বৃথা-সমারম্ভ, সেই ব্যক্তিকে ইহকাল ও পরকাল অশেষ ক্লেশে কাল যাপন করিতে হয়।

৩৪০। যে ব্যক্তি সাহসপ্রিয়, সামর্থ্যাভিলাষী, প্রবঞ্চনাপর ও দুরাত্মা সে নিশ্চয়ই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়।

৩৪১। ক্রোধ বা আত্মনিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্য সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব সুখনাশ ও দুঃখাগমে একান্ত অবসন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত।

৩৪২। কোন ব্যক্তি পুরুষকার প্রভাবে দৈব নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না।

৩৪৩। দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পুরুষকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

৩৪৪। কোন সময়ে যুধিষ্ঠির কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ কে এবং বেদ্যই বা কি?

উত্তর। যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, আনৃশংস্য, তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর শোক দুঃখ থাকে না, সেই সুখ-দুঃখ বর্জ্জিত নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মই বেদ্য।

প্রশ্ন। অভ্রান্তবেদ চতুবর্ণেরই ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক; সুতরাং বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে; যদ্যপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম লক্ষিত হইল তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। তুমি যাহা বেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সুখ-দুঃখ বর্জ্জিত তাদৃশ বস্তু কুত্রাপি বিদ্যমান নাই।

উত্তর। অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, শূদ্র-বংশ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈনিক ব্যবহার লক্ষিত হয় তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে তাহা লক্ষিত না হয় তাহারাই শূদ্র। আপনি কহিয়াছেন যে সুখ-দুঃখ বিহীন কোন বস্তু নাই; অতএব তোমার কথিত বেদ্যলক্ষণ অসঙ্গত হইয়াছে, উহা যথার্থ কেননা অনিত্য বস্তু মাত্রই হয় সুখ না হয় দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু আমার মতে কেবল এক নিত্য পরমেশ্বরই সুখ-দুঃখ বিহীন অতএব তিনিই বেদ্য।

প্রশ্ন। যদি বৈদিক ব্যবহারই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত বেদ বিহিত কার্য্যে সামর্থ্য না জন্মে, সে পর্য্যন্ত জাতি কি কোন কার্য্যকারক নহে?

উত্তর। বাক্য মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানব জাতির সাধারণ ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত পুরুষরা জাতি বিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে, অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের এইরূপ শঙ্কর বশতঃ ব্রাহ্মণত্যাদি জাতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তত্ত্ব-দর্শীরা তাহার মধ্যে যাহারা যাগশীল, তাহারা ব্রাহ্মণ এই আর্য্য প্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বেদবিহিত কর্ম্মই

ব্রাহ্মণ্যত্ব লাভের হেতু বলিয়া নালিচ্ছেদনের পূর্ব্বে পুরুষের জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয়, তদবধি মাতা সাবিত্রী ও পিতা আচার্য্য স্বরূপ হয়েন। তিনি যতদিন অবধি বেদপাঠ না করেন ততদিন অবধি শূদ্র সমান থাকেন। বৈদিক ব্যবহার সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

৩৪৫। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্ন। কি কর্ম্ম করিলে সদ্গতি লাভ হয়?

উত্তর। অহিংসাপর হইয়া সত্য ও প্রিয়বাক্যের সহিত সৎপাত্রে দান করিলে স্বর্গলাভ হয়।

প্রশ্ন। দান ও সত্য ইহার মধ্যে কোনটি প্রধান এবং অহিংসা ও প্রিয় ইহার মধ্যেই বা কোনটির গৌরব অধিক?

উত্তর। দান, সত্য তত্ত্ব, অহিংসা ও প্রিয় ইহাদের পরস্পর ফলের সহিত তুলনা করিয়া গৌরব ও লাঘব বিবেচনা করিতে হয়। কোন প্রকার দান অপেক্ষা সত্যই উৎকৃষ্ট। কখনও সত্য অপেক্ষা কোন প্রকার দানও গুরুতর; এইরূপ কোনস্থলে প্রিয়বাক্য অপেক্ষা অহিংসার গৌরব অধিক, কোনস্থলে বা অহিংসার অপেক্ষা সত্যের মাহাত্ম্য অধিক।

প্রশ্ন। আত্মা শরীরশূন্য হইয়া কি প্রকারে স্বর্গে গমন ও স্থিরতর কর্ম্মফল ভোগ করে এবং তাহার তৎকালোপভোগ্য বিষয় সকলই বা কি প্রকার?

উত্তর। মানব জাতির স্বকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট গতি তিনপ্রকার—মানব জন্ম প্রাপ্তি, স্বর্গলাভ, ও তির্যগ যোনি প্রাপ্তি। নিরালস্য হইয়া অহিংসা ও দানাদিকর্ম্ম করিলে নরলোক হইতে মুক্ত ও স্বর্গলাভ হয়; ইহার

বিপরীত কর্ম্ম মনুষ্য জন্মের কারণ, আর তির্য্যগযোনি প্রাপ্তির পক্ষে যে সকল বিশেষ কারণ নির্দ্ধারিত আছে শ্রবণ কর। কাম ক্রোধ হিংসা ও লোভপরায়ণ ব্যক্তি মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। তির্য্যগযোনি হইতে মুক্ত হইলে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়; কিন্তু কখনও কখনও কোন অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণকে একবারে দেবত্ব লাভ করিতে দেখা গিয়াছে; অতএব জীব সকল কর্ম্মবশতই এতাদৃশ গতি প্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। দেহাভিমানী আত্মা সুখ কামনায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দেহযোগ জনিত ফল ভোগ করে; নিষ্কাম ব্যক্তি অন্তঃকরণের শুদ্ধতাতিশয় নিবন্ধন সংসারে যথার্থ তত্ত্ব অনুভব করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সনাতন পুরুষে জীবাত্মাকে সমাহিত করেন।

প্রশ্ন। আত্মা কিরূপে শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করেন, আর এই সকল বিষয় যুগপৎ গ্রহণ করা যায় কি না বিশেষ করিয়া বলুন।

উত্তর। আত্মা যখন দেহ ও করণ বিশিষ্ট হয়েন তখন তিনি বিষয় সকল যথাবিধি উপভোগ করেন। তাঁহার ভোগাধিকরণ দেহে জ্ঞান, বুদ্ধি ও মন এই তিনটি করণ। জীবাত্মা শরীরাধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয় সংযুক্ত মন দ্বারা ক্রমে ক্রমে শব্দাদি বিষয় সকল পরিগ্রহ করেন। তখন মন বিষয় গ্রহণে বুদ্ধি কর্ত্তৃক ব্যাপৃত হয়। এইজন্য মন কালভেদ বশতঃ যুগপৎ সকল বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। বুদ্ধিও স্বতন্ত্র নহে, আত্মা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিষয়াধিকরণ দ্রব্যে উত্তমাধম বুদ্ধি প্রেরণ করেন। পণ্ডিতরা যুক্তি ও অনুভব দ্বারা বুদ্ধির পরক্ষণেও যে জ্ঞানের উপলব্ধি করিয়া থাকেন উহাই বুদ্ধি হইতে পৃথক জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।

প্রশ্ন।—মন ও বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপণ করাই অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিগণের প্রধান কার্য্য, আপনি ইহা বিশেষ অবগত আছেন? অতএব মন ও বুদ্ধির লক্ষণ কি বলুন?

উত্তর। বুদ্ধি আত্মার নিতান্ত অনুগত ও আশ্রিত, ব্যতিক্রমের বিধেয় ও এবং ইচ্ছার প্রয়োজক। মন একবারে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু বুদ্ধি কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে; মন গুণ সম্পন্ন, বুদ্ধি নিগুর্ণ, অতএব মন ও বুদ্ধির যে প্রভেদ তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

৩৪৬। সম্পদ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শৌর্য্যশালী মনুষ্যকেও মোহিত করিয়া রাখে, মনুষ্যরা সুখে আসক্ত হইলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে।

৩৪৭। অবিনয়ই মনুষ্যকে শ্রীভ্রষ্ট করে।

৩৪৮। যাঁহারা তপানুষ্ঠান করিয়াছেন, যাহারা সর্ব্বাগম পরায়ণ, স্থিরব্রত, সত্যপর, গুরুশুশ্রূষু, সুশীল, বিশুদ্ধভাব ক্ষান্ত দান্ত, পবিত্রযোনী সম্ভূত, সর্ব্বপ্রকার শুভলক্ষণ সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ও রোগ রহিত সেই মহাত্মারাই ঋষি। তাঁহারা সর্ব্বদা নিরুপদ্রবে কালযাপন করেন; কি যায়মান কি ভ্রাম্যমাণ, কি গর্ভস্থ, কি আত্মা, কি পর, সকলকেই জ্ঞান চক্ষুদ্বারা বোধ করিতে পারেন।

৩৪৯। মনুষ্যলোকে যাহা পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়, কেহ তাহা ইহলোকে, কেহ পরলোকে, কেহ বা উভয় লোকেই প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বা ইহলোক ও পরলোক কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না।

৩৫০। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে, যাহারা প্রতিদিন বিভূষিতাঙ্গ ও নিরন্তর কায়িক সুখে সংসক্ত হইয়া ক্রীড়া কৌতুকে কাল যাপন করে, ইহলোকই তাহাদিগের সুখকর; পরকালে সুখ সম্ভাবনা থাকে না।

৩৫১। যাঁহারা যোগী, তপস্যানুরক্ত, স্বাধ্যায়শীল, জিতেন্দ্রিয় ও ভ্রান্তিমধ্যে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া দেহ জর্জ্জরিত করেন, তাঁহাদিগের পরকালেই সুখ সম্ভোগ হয় ইহলোকে হয় না।

৩৫২। যাঁহারা প্রথমে ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মতঃ ধনলাভ করিয়া যথাকালে দারপরিগ্রহ করত যোগনুষ্ঠানে তৎপর হয়েন তাঁহাদিগের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সুখলাভ হয়।

৩৫৩। যে মূঢ়রা বিদ্যা, তপস্যা, দান ও অপত্যোৎপাদন বিষয়ে যত্ন করে না, তাহারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়।

৩৫৪। যাহারা কেবল সত্যই জানেন, যাহাদিগের মন মিথ্যাতে কখনও অনুরক্ত হয় না, যাঁহারা সর্ব্বদা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহা-দিগের মৃত্যুভয় নাই।

তাঁহারা সকলকে কেবল সদাচারের উপদেশ করেন, গর্হিতাচরণের বিষয়ে কদাচ উপদেশ প্রদান করেন না, মৃত্যুভয় তাঁহাদিগের নাই।

যাঁহারা অতিথিগণকে অন্নপান ও ভৃত্যগণকে পর্য্যন্ত ভোজ্য প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহাদের মৃত্যুভয় নাই।

যাঁহারা দান্ত, শান্ত, বদান্য, ক্ষমাশীল, তীর্থসেবী ও পুণ্যস্থান নিবাসী তাঁহাদিগের মৃত্যু ভয় নাই।

যাঁহারা তেজস্বী দেশে বাস করেন তাঁহাদের মৃত্যুভয় নাই।

৩৫৫। যেমন অনল ও অনিলের সহিত সংমিলিত হইলে সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞান ও বল পরস্পর একত্র মিলিত হইলে সমুদয় শত্রুই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৩৫৬। যিনি ধর্ম্মস্থাপক ও প্রজাপালক, তিনি ইন্দ্র শুক্র, বিধাতা ও বৃহস্পতি তুল্য।

৩৫৭। স্বাধ্যায় সম্পন্ন, বেদ বেদান্ত পারদর্শী মহর্ষিগণ বীতশোক ও বিষয় বাসনা বিহীন হইয়া ব্রত ও পূণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যোগ সাধন দ্বারা যে পুরাতন পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তিনিই পরমাত্মা। এবং যে অবস্থাতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই মোক্ষ বলে।

৩৫৮। সর্ব্বভূতে দয়াবান্, হিতৈষী, লোকানুরক্ত, অসূয়া-শূন্য সত্যবাদী, মৃদু, দান্ত, হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, এবং অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। যদিও প্রমাদ বশতঃ কোন মন্দ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে দান দ্বারা তাহার প্রতিবিধান কর। গর্ব্বিত হইও না। সতত নম্র হইয়া ব্যবহার কর।

৩৫৯। যিনি তপোবলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন তিনিই জীবলোকে শ্রেষ্ঠ।

৩৬০। চিরকাল জীবিত থাকিলে অপ্রিয় ও অসদ্ব্যক্তির সংসর্গ এবং প্রিয়তমের বিরহজনিত দুঃখভোগ করিতে হয়, পুত্র কলত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব গণের বিনাশ দেখিতে হয়, এবং দুর্ব্বিষহ অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয়।

৩৬১। চিরজীবিত দরিদ্রের ক্লেশের পরিসীমা নাই, কারণ অর্থ বিহীন ব্যক্তিকে সকলেই পরাভব ও ঘৃণা করে।

৩৬২। চিরজীবী হইলে কুলীনের কুলক্ষয়, অকুলীনের কুলভাব কাহারও সংযোগ কাহারও বা বিয়োগ দর্শন করিয়া সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

৩৬৩। যে ব্যক্তি কুমিত্র পরিহার পূর্ব্বক দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে গৃহে শাক পাক করিয়া ভোজন করে, যাহাকে লোকে ঔদরিক বলে না, যে ব্যক্তি দিবস গণনায় উদ্বিগ্ন হয় না, সেই চিরজীবীই যথার্থ সুখী।

৩৬৪। যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় না লইয়া স্বীয় ক্ষমতায় অর্জ্জিত শাক আপন গৃহে পাক করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে?

৩৬৫। আপন গৃহে ফল মূল ও শাকান্ন ভোজন করাও শ্রেয়স্কর তথাপি পরগৃহে প্রতিদিন তিরস্কৃত হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাও সুখকর নহে।

৩৬৬। যে অধম কুকুরের ন্যায় পরান্ন প্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা করে তাহাকে ধিক্।

৩৬৭। যে ব্যক্তি অতিথি অভ্যাগত, প্রাণী ও পিতৃগণকে প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, সেই পরম সুখী এবং সেই অবশিষ্ট অন্ন অতি পবিত্র ও পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

৩৬৮। কি ক্রূর, কি মৃদু কি সাধু কি অসাধু পরস্পর সকলেরই সৌহার্দ্দ হইতে পারে। সৌহার্দ্দ তুল্যতার কারণ নহে।

৩৬৯। যিনি দান দ্বারা কুকর্ম্ম নাশ, ক্ষমা দ্বারা ক্রূর ব্যক্তিকে পরাজয়, সত্য দ্বারা অসত্যবাদীকে পরাজয় ও সাধু ব্যবহার দ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন তিনিই সুধীশীল।

৩৭০। জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা যজাতির নিকট ভিক্ষা করিতে আগমন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিল, লোকে যাচকের প্রতি

অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে; এ নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি প্রসন্ন মনে আমাকে অভিলষিত অর্থ প্রদান করিবেন?

কারণ দান করিবার সময় প্রসন্ন মনে দান করা কর্ত্তব্য।

রাজা বলিলেন, বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, আমি দান করিয়া পুনরায় তাহার কীর্ত্তন করি না।

"অর্থাৎ দান করিয়া পুনরায় তাহার কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে।"

কিন্তু অগ্রে প্রার্থনা না করিলে অবাচ্য অর্থপ্রদানে অঙ্গীকার করি না। স্ত্রী, পুত্র, ও আপন দেহ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রাপ্য বস্তু আছে তৎ সমুদায় আপনাকে প্রদান করিয়া পরম সুখী হইতে পারি, কিন্তু অপ্রাপ্য অর্থ প্রদান করিতে কদাচ সম্মত হই না। আমার মন যাচকের প্রতি কখনই কুপিত হয় না, আমি যাচমানকে পরম প্রিয়পাত্র জ্ঞান করিয়া থাকি, পদ ও অর্থের নিমিত্ত আমি কদাপি শোকার্ত্ত হই না।

৩৭১। দান করিয়া অসূয়া প্রকাশ করিলে কদাচ স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না।

৩৭২। কোন কার্য্য যশোলাভ, অর্থলাভ বা ভোগাভিলাষে লোলুপ হইয়া করা কর্ত্তব্য নহে।

৩৭৩। সাধুলোক যাহা আশ্রয় করেন তাহাই প্রশস্ত।

৩৭৪। অপুত্র ব্যক্তির জন্ম, জাতিবহিষ্কৃতের জন্ম, পরান্নভোজীর জন্ম, এবং যে ব্যক্তি কেবল আপনার জন্য পাক করে তাহার জন্ম এই চারিপ্রকার জন্ম নিতান্ত নিষ্ফল।

৩৭৫। বৃদ্ধ ও অতিথিকে আহার না করাইয়া স্বয়ং আহার করিলে তাহা অসত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৩৭৬। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়া পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাকে যে দান করা যায় তাহা নিষ্ফল।

৩৭৭। যে বস্তু অন্যায় করিয়া উপার্জ্জিত হইয়াছে তাহা দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না।

৩৭৮। পতিত ব্রাহ্মণ, তস্কর, মিথ্যাবাদী গুরু, পাপকারী কৃতঘ্ন, গ্রাম্যযাজক, বেদবিক্রেতা, শূদ্র পাচক, বৃষলিপতি ও বৃত্তাধ্যয়ন শূন্য ব্রাহ্মণ নামধারী ব্রাহ্মণকে দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না।

৩৭৯। স্ত্রীলোক, আহিতুণ্ডিক ও পরিচারককে দান করিলে তাহারও কোন ফলোপদায়কতা নাই

৩৮০। এক ব্যক্তিকে একটি গো দান করিবে অনেক ব্যক্তিকে কদাচ একটি গো দান করিবে না।

৩৮১। যাহারা গমন কালে ক্ষীণ কলেবর ও ধুলিধুসর পাদ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান করে এবং যাঁহারা সেই সমস্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত লোকদিগকে অন্নলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন সেই নির্দ্দেশও অন্নদাতার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৩৮২। অন্য দান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্নদান করা কর্ত্তব্য। ভূলোকে অন্নদান অপেক্ষা পূণ্যতর কর্ম্ম আর কিছুই নাই।

যিনি স্বশক্ত্যনুসারে ক্ষুধার্থগণকে সুসংস্কৃত অন্নদান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে।

৩৮৩। অন্নই একমাত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্য, অন্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

৩৮৪। যাহারা অগাধ সলিল, তড়াগ; হ্রদ, বাপী, কূপ, গৃহ, ও দরিদ্রদিগকে অন্ন প্রদান করেন, এবং যাহাদিগের বাক্য অতি মধুর, তাঁহাদিগের আর কৃতান্তের ভয় থাকে না।

৩৮৫। যিনি দরিদ্রদিগকে শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ কিম্বা সঞ্চিত ধান্য প্রদান করেন, বসুন্ধরা তাঁহার প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া সুফল প্রদান করেন।

৩৮৬। অন্নদাতা, সত্যবাদী, ও অযাচিত প্রদাতা এই তিন ব্যক্তি অনুক্রমে সর্ব্বলোক লাভ করিয়া থাকেন।

৩৮৭। যমলোকের পথ কেবল শূন্যময় ও কান্তারের ন্যায় অতি ভীমদর্শন, তথায় মনুষ্যরা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, ক্লান্তি দূর করিতে পারে, এরূপ বৃক্ষচ্ছায়া, বা গৃহ ও সলিলের সম্পর্কও নাই। সেই পথ দিয়া যমদূতরা বলপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ জীবজন্তুদিগকে লইয়া যায়। যাহারা জীবিত অবস্থায় অশ্ব কিম্বা যান প্রভৃতি দান করে তাহারাই সেই সমস্ত যানে আরোহণ করিয়া ঐ দুর্গম অথ অতিক্রম করিয়া থাকে। ছত্রদাতা ছত্রদ্বারা আতপ নিবারণ করিয়া গমন করে। অন্নদাতা পরিতৃপ্ত, বস্ত্রদাতা সবস্ত্র গমন করে ও বস্ত্রদান পরাঙ্মুখ ব্যক্তি বিবস্ত্র হইয়া গমন করে; হিরণ্য দাতা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও ভূমিদাতা পূর্ণ মনোরথ হইয়া গমন করে; শস্যপ্রদ ব্যক্তি অপরিক্লিষ্ট ভাবে এবং গৃহদাতা বিমানে আরোহণ করিয়া পরম সুখে গমন করিয়া থাকে; পানীয় দাতা পিপাসাক্লেশশূন্য হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে গমন করে; দীপপ্রদ ব্যক্তি গমন

পথ সমুজ্জল করিয়া গমন করে; এবং গো প্রদাতা সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরম সুখে গমন করে।

৩৮৮। যমলোকে পুষ্পোদকা নামক একটি স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, পানীয় দাতা পুণ্যাত্মারা তাহার দিব্যগুণ সম্পন্ন প্রেতলোকে সুখাবহ সুশীতল সলিল পান করিয়া থাকেন, কিন্তু কু-ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি-দিগের পক্ষে তাহা পূয়পূর্ণ বোধ হয়।

৩৮৯। যিনি পথ-পর্য্যটন-শ্রমে ক্ষীণ-কলেবরে ও ধূলি পটলে পরি-পূর্ণাঙ্গ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান বা ভোজন প্রাপ্তির আশায় গৃহ-প্রবেশ করেন, সেই অতিথিকে প্রযত্ন সহকারে পূজা করিবে।

৩৯০। বাকশৌচ, কর্ম্মশৌচ ও জল-শৌচ এই তিন প্রকার শৌচ দ্বারা বিশুদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য।

৩৯১। শাস্ত্রকাররা অতি পবিত্র তীর্থে স্নান, পবিত্র বস্তু কীর্ত্তন ও সাধু সহ সম্ভাষণ অতি প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩৯২। ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ সাধুসঙ্গমপূত অতি মনোহর বাক্য-রূপ সলিল দ্বারা আপনাদিগকে প্রতিনিয়ত পবিত্র জ্ঞান করেন।

৩৯৩। যদি চিত্তশুদ্ধি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভার বহন, শিরোমুণ্ডন, বল্কলাজিন পরিধান, ব্রতচর্য্যা, অভিষেক, অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান, অরণ্য-বাস ও শরীর-শোধন এই সমুদয় নিষ্ফল হয়।

৩৯৪। চক্ষুরাদির বিশুদ্ধি ব্যতিরেকে বিষয়োপভোগ সুকর হয়; কিন্তু চক্ষুরাদির বিশুদ্ধি সহকারে বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ করা স্বভাবতঃ

অতি সুকঠিন; কারণ চক্ষুরাদির বিকার সমুৎপাদক মন অতি দুর্জ্জেয় ও অপ্রতিশাস্ত।

৩৯৫। যাঁহারা মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা কদাচ পাপাচরণ করেন না, তাঁহাদিগের কোনরূপ তপস্যা করিবার আবশ্যক নাই।

৩৯৬। যাহাদিগের জ্ঞাতিবর্গের প্রতি কিছুমাত্র দয়া নাই, সেই শুক্র যোগোপজীবী মনুষ্য নিতান্ত পাপপরায়ণ।

৩৯৭। কেবল অশন পরিত্যাগ করিলেই যে তপঃ-সাধন হয়, তাহা নহে।

৩৯৮। যিনি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক পবিত্র ভাবসম্পন্ন, গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বভূতে দয়াবান হয়েন, তিনি চিরসঞ্চিত পাপ নিবহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন।

৩৯৯। অনশনাদি দ্বারা কদাচ পাপকর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হয় না; কেবল তৎপ্রভাবে এই মাংস শোণিতময় দেহ ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে থাকে।

৪০০। অজ্ঞাত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল ক্লেশ পরম্পরাই পরিবর্দ্ধিত হয়; পাপের কিছুমাত্র হানি হয় না।

৪০১। অগ্নি চিত্তশুদ্ধি শূন্য মনুষ্যের অশুভ কর্ম্ম সকল দগ্ধ করেন না, কিন্তু লোক সকল স্বকীয় পুণ্যবলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন ও বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে। অনশনাদি দ্বারা কোনরূপ ফল সমুৎপন্ন হয় না।

৪০২। ফলমূল ভক্ষণ, মৌনাবলম্বন, অনিলাশন, শিরোমুণ্ডন, জটাভার ধারণ, স্থাবর গৃহত্যাগ, স্থণ্ডিল বা ধরাশয্যা, নিত্য অনশন, অগ্নিশুশ্রূষা বা জলপ্রবেশ ইহার দ্বারা কদাচ জরা, মরণ, ও ব্যাধি সকল

বিনষ্ট এবং উত্তম গতি প্রাপ্ত হয় না, কেবল জ্ঞান বা কর্ম্ম দ্বারা জরা, মরণ ও ব্যাধি সমুদায় নষ্ট এবং উত্তম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

৪০৩। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ সমুদায় পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ অবিদ্যা প্রভৃতি কখন আর আত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু আত্মাশূন্য কাষ্ঠ কুড্যসম দেহ সাগরের ফেন পুঞ্জের ন্যায় নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৪০৪। যিনি সর্ব্বভূতশয়ী আত্মাকে লাভ করিতে পারেন তাঁহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

৪০৫। আত্মা বিপ্রকাশ, তিনি বুদ্ধি তত্ত্বের জ্ঞেয়।

৪০৬। ইন্দ্রিয়সংযম দিব্য অনশন স্বরূপ।

৪০৭। তপঃপ্রভাবে স্বর্গলাভ ও দানবলে ভোগলাভ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ ও তীর্থস্থান দ্বারা পাপক্ষয় হয়।

৪০৮। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ কালে দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়।

৪০৯। যিনি ভূমিদান করেন নাই; তিনি পরজন্মে কখনও ভূমি ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন না।

যিনি যান প্রদান করেন নাই, তিনি যানারোহণে বঞ্চিত হয়েন।

৪১০। দরিদ্রদিগকে যে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করা যায় পরজন্মে সেই অভীষ্ট বস্তুর উপভোগ লাভ হয়।

৪১১। অগ্নির অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর তনয়া ভূমি ও সূর্য্যসুতা ধেনু এই সকল দান করিলে ত্রিলোক দানের ফললাভ হইয়া থাকে।

৪১২। ত্রিলোক মধ্যে দান হইতেই শ্রেয়োলাভ হয়, এই নিমিত্ত বুদ্ধিমানরা দানকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

৪১৩। উতঙ্কমুনি ভগবানের নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে ভগবান আমার বুদ্ধি যেন সত্য, ধর্ম্ম, ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সতত নিযুক্ত থাকে এবং ভক্তি দ্বারা নিত্য নিত্য যেন তোমার সন্নিহিত হইতে পারি।

৪১৪। রাজা কুবলাশ্ব বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি যেন দরিদ্রগণকে ধন দান করিতে পারি, নারায়ণের সহিত বিলক্ষণ সখ্য জন্মে, আমার অন্তঃকরণ যেন দ্রোহশূন্য হয়, সতত ধর্ম্মে অনুরাগ উৎপন্ন হয়।

৪১৫। গুরু ও পতিব্রতা স্ত্রীগণ অবশ্য-মান্য। তাঁহাদিগের শুশ্রূষা অতিশয় দুষ্কর। তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ, মনঃসংযম ও সদাচার অবলম্বন করতঃ স্বীয় পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন উহা নিতান্ত দুরূহ।

৪১৬। সন্তানগণের পিতৃমাতৃ শুশ্রূষা ও কামিনীগণের পতিসেবা এই উভয়ই নিতান্ত দুষ্কর; কিন্তু ইহার মধ্যেও পতি শুশ্রূষার অপেক্ষা কঠিন কর্ম্ম আর কিছু নাই।

৪১৭। কামিনীগণ যে পতিপরায়ণা ও সত্যবাদিনী হইয়া যথাকালে স্বামী সহযোগে গর্ভবতী হয়েন এবং দশমাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহন করিয়া পরিশেষে দুঃসহ বেদনা সহ্য করিয়া অতি কষ্টে সন্তান প্রসব করিয়া স্নেহ সহকারে পোষণ করেন ইহা এক অলৌকিক কার্য্য।

মানবরা ক্রূরগণের মধ্যে বাস করিয়া লোক সমাজে নিন্দিত হইয়াও আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ না হয় তাহাও নিতান্ত দুষ্কর।

৪১৮। দুরাত্মা নৃশংস ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

৪১৯। পিতামাতা পুত্র হইতে যশ কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্তান ও ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পিতামাতার আশা পূর্ণ করে সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। যে ব্যক্তি পিতামাতাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, তাহার ইহকাল ও পরকালে শাশ্বত ধর্ম্ম এবং কীর্ত্তিলাভ হয়।

৪২০। কামিনীগণ স্বীয় স্বামীর শুশ্রূষাদ্বারা স্বর্গ লাভ করিতে পারে, কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে, কি যজ্ঞ কি উপবাস তাহার সকলই বৃথা হয়।

৪২১। স্ত্রীলোকের প্রতিদিন ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান, অনন্যমনে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করা কর্ত্তব্য এবং সদাচারসম্পন্ন, শুচি, দক্ষ, ও কুটুম্ব-হিতৈষিণী হওয়া কর্ত্তব্য, সতত সংযতচিত্তে দেবতা অতিথি, ভৃত্য শ্বশ্রু ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য।

৪২২। স্ত্রীলোকের পতি শুশ্রূষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম এবং ভর্ত্তা সমুদায় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান, সর্ব্বদা অবিচলিত ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করা কর্ত্তব্য।

৪২৩। ক্রোধ মনুষ্যগণের প্রধান শত্রু।

৪২৪। যিনি ক্রোধ মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্যবাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম পরায়ণ ও স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া থাকেন এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে বশীভূত করেন, যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও সর্ব্ব ধর্ম্মে রত হয়েন, যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন, যিনি

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

৪২৫। ব্রাহ্মণগণ সদা সত্যবাক্য কহিয়া থাকেন, তাঁহাদের মন কখনই অনৃতপ্রবণ হয় না। বেদাধ্যয়ন, দম, আর্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সত্য এই কয়েকটি ব্রাহ্মণগণের নিত্য ধর্ম্ম।

৪২৬। অবলাগণ ধার্ম্মিকদিগের অবধ্য।

৪২৭। জনৈক ধর্ম্মশীল মাংস বিক্রয়কারী ব্যাধ বর্ণনা করিতেছে। আমি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত কুলোচিত কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমি বিধিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিয়া থাকি, সত্য বাক্য ব্যবহার করি, কাহারও প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না, যথাসাধ্য দান করি, দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করিয়া থাকি, কাহারও কখনও নিন্দা বা কুৎসা করি না। শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে স্ত্রীসহবাস করি। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান করে সে কদাচারী হইলেও ক্রমে ক্রমে সদাচারী হইয়া উঠে।

৪২৮। নরেন্দ্রগণের অত্যাচার বশতঃ মহান ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হয়, অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, পরিশেষে প্রজাগণও শঙ্কর দোষে দূষিত হয় এবং রাজ্য মধ্যে ভীষণাকৃতি, বামন, কুব্জ, স্থূলমস্তক, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও স্তব্ধ-লোচন মানবগণ উৎপন্ন হয়।

৪২৯। যাহারা নিন্দা করিবে এবং যাহারা প্রশংসা করিবে বিনয় সম্পন্ন কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগের সকলকেই পরিতুষ্ট করিবে।

৪৩০। সতত সাধ্যানুসারে অন্নদান, তিতিক্ষা, ধর্ম্মনিত্যতা ও সকলের সমুচিত প্রতিপূজা করিবে।

মিথ্যা বাক্য একবারে পরিত্যাগ করিবে।

অযাচিত হইয়াও অন্যের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে।

কাম, ক্রোধ বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না।

প্রিয় ঘটনায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না, অপ্রিয় হইলেও একান্ত ম্রিয়মান হইবে না।

অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইলে মুহ্যমান হইবে না এবং ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিবে না।

যদি কিঞ্চিৎ অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে পুনরায় আর সে কর্ম্ম করিবে না।

যাহা কল্যাণকর বোধ করিবে, তাহাতেই সতত অনুরক্ত থাকিবে।

পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না। সর্ব্বদা সাধু ব্যবহার করিবে।

৪৩১। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিতে ইচ্ছা করে, সে স্বতঃই বিনষ্ট হয়।

৪৩২। যাহারা ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া সাধুগণকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৪৩৩। পাপাত্মা ব্যক্তি আধ্মাত তন্দ্রার ন্যায় বৃথা নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।

৪৩৪। অহঙ্কারী মূঢ়গণের চিন্তা নিতান্ত অসার।

৪৩৫। ব্যক্তি কেবল আত্মশ্লাঘা-দোষে লোকের নিকট প্রভাহীন থাকে, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট হইলেও শোভমান হয়েন।

৪৩৬। অন্যের নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা না করেন, এমত গুণসম্পন্ন লোক এই জগতীতলে অতি দুর্ল্লভ।

৪৩৭। কু-কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পুনরায় এতাদৃশ কার্য্য করিব না বলিয়া নিশ্চয় করত কোন প্রকার সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দ্বিতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

৪৩৮। ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ পাপাচরণ করিলেও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন, কারণ প্রমাদ বশতঃ যে পাপ অনুষ্ঠিত হয় উপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে তাহার বিনাশ হয়।

৪৩৯। পাপ-কর্ম্ম করিয়া অস্বীকার করিলে স্বীয় অন্তরাত্মা ও দেবগণ তাহা দেখিতে পান।

৪৪০। যিনি ধনাদি দানপূর্ব্বক সাধুগণের ন্যূনতা পরিহার করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধান্বিত ও অসূয়াশূন্য হয়েন, তিনি আপনার মোক্ষের উপায় সঙ্কলন করেন।

৪৪১। যে ব্যক্তি প্রথমে পাপাচরণ করে, সে যদি পুনরায় কল্যাণ পথের পান্থ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মহামেঘ বিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

৪৪২। যেমন আদিত্য উদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ কল্যাণকর কর্ম্ম সমুদয় পাপ বিনষ্ট করে।

৪৪৩। লোভই সমুদয় পাপের আশ্রয়।

৪৪৪। অনধীতশাস্ত্র, অদূরদর্শী, লুব্ধ ব্যক্তিই পাপে অনুরক্ত হয়।

৪৪৫। অধার্ম্মিক ব্যক্তি তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় কপট ধর্ম্মরূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে বাহ্যে তাহাদের পবিত্রভাব দম ও ধর্ম্মানুগত আলাপ, এ সকল দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু শিষ্টাচার তাহাদিগের নিকট সুদূরপরাহত।

৪৪৬। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য এই পাঁচটি পবিত্র বিষয় শিষ্টাচারের অঙ্গ।

৪৪৭। যাঁহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও কপটতা বশীভূত করিয়া "ইহাই ধর্ম্ম" এইরূপ বোধে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্ট ও শিষ্টগণের সম্মত। সেই সকল ব্যক্তি কখন স্বেচ্ছাচার করেন না। সদাকার সংরক্ষণই সেই সকল শিষ্টের অদ্বিতীয় লক্ষণ।

৪৪৮। গুরু-শুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ, দান এই চারিটি শিষ্টাচারের অঙ্গ স্বরূপ। লোক শিষ্টাচারে সম্পূর্ণরূপ মনোনিবেশ করিয়া যে সকল আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করে, তাহা সকলেরই গ্রাহ্য, কেহই অন্যথা করিতে পারে না।

৪৪৯। বেদের রহস্য সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ এই সকল শিষ্টাচারের লক্ষণ, ফলতঃ ত্যাগ না থাকিলে দম থাকে না; দম না থাকিলে সত্য থাকে না, সত্যজ্ঞান না থাকিলে বেদ নিষ্ফল হয়।

৪৫০। যে সকল মনুষ্য ভ্রান্তি বশতঃ ধর্ম্মের প্রতি অসূয়াপর হয়, তাহারা স্বয়ং অপথে পদার্পণ করে, এবং যাহারা তাহাদিগের অনুগামী হয়, তাহারাও পীড্যমান হইতে থাকে।

৪৫১। যাহারা সুসংযত, বেদানুরক্ত, দানপরায়ণ ও ধর্ম্মপথের পান্থ ও সত্য ধর্ম্মে সংসক্ত তাঁহারাই শিষ্ট।

৪৫২। শিষ্টাচারপরায়ণ ব্যক্তি বুদ্ধিকে সংযত করিয়া উপাধ্যায়ের মতানুবর্ত্তী এবং ধর্ম্মার্থের পরিদর্শক হইয়া থাকেন।

৪৫৩। নাস্তিক, অমর্য্যাদক, ক্রূর ও পাপমতিদিগকে পরিত্যাগ কর জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং ধার্ম্মিকগণের সেবা কর।

৪৫৪। ধৈর্য্যময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া কাম ক্রোধরূপ যাদোগণ সমাকীর্ণ পঞ্চেন্দ্রিয় রূপ সলিলে পরিপূর্ণ অতি দুর্গম জন্মনদী উত্তীর্ণ হও।

৪৫৫। যেমন শুক্লবর্ণ বস্ত্র রঞ্জিত হইলে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। তদ্রূপ জ্ঞানযোগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত ধর্ম্ম শিষ্টাচারে মিলিত হইলে পরম রমণীয় হইয়া উঠে।

৪৫৬। অহিংসা ও সত্য বচন সকল প্রাণীরই হিতকর, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, সেই অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

৪৫৭। প্রবৃত্তি সকল সত্য-সংসক্ত হইলে বিচলিত হয় না।

৪৫৮। শিষ্টাচারসমন্বিত সত্যেরই অধিক গৌরব।

৪৫৯। সদাচারই সাধুগণের ধর্ম্ম ও সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ।

৪৬০। যে জন্তুর যে প্রকার প্রকৃতি, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, অতএব পাপাত্মা ব্যক্তি কাম ক্রোধাদি দোষই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৪৬১। ন্যায়ানুগত কর্ম্মই ধর্ম্ম ও অনাচারই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪৬২। যাঁহাদিগের ক্রোধ নাই, অসূয়া নাই, অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্য নাই, কপটতা নাই ও যাঁহারা শান্তস্বভাব, যাঁহারা ত্রয়ীবিদ্যায় অভিজ্ঞ, শুদ্ধাচার, মনস্বী, গুরু শুশ্রূষায় নিযুক্ত ও দম পরায়ণ তাঁহারাই শিষ্টাচার সম্পন্ন।

৪৬৩। যাঁহারা সত্যপরায়ণ, যাঁহাদিগের সদাচার অনন্যসাধারণ, যাঁহারা স্বকৃত সৎকর্ম্মদ্বারা সর্ব্বত্র সৎকৃত হয়েন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে হিংসাদি দোষ সকল তিরোহিত হয়।

৪৬৪। যে সকল মনীষী সাধুগণের আচরিত অনাদি অবিনশ্বর ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন তাঁহাদিগেরই স্বর্গলাভ হয়।

৪৬৫। অস্তিক, অভিমান শূন্য, দরিদ্র-সেবানিরত, শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিরাই স্বর্গে বাস করেন।

৪৬৬। বেদোক্ত পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টাচার এই তিনটি শিষ্টদিগের ধর্ম্ম।

৪৬৭। যাঁহাদিগের বিদ্যায় পারদর্শিতা, তীর্থে অবগাহন, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সদাচার দর্শন, সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা, অপারুষ্য, শুভাশুভ কর্ম্মের পরিণাম দর্শন থাকে, যাঁহারা ন্যায়ানুগত গুণবান্, সর্ব্বলোক-হিতৈষী, শক্রুযোগ সম্পন্ন, স্বর্গজিত, সৎপথাবলম্বী, দাতা, দীনানুগ্রহ-কারী, সকলের পূজনীয়, শাস্ত্রসম্পন্ন, তপস্বী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ তাঁহারাই শিষ্টসম্মত শিষ্ট।

৪৬৮। যাঁহারা দানপরায়ণ, তাঁহারা ইহলোকে উন্নতি ও পরলোকে সুখময় লোক প্রাপ্ত হয়েন।

৪৬৯। যাঁহারা কলত্র ও ভৃত্যের পীড়াতে সতত অবহিত থাকেন, সাধ্যাতীত দান করেন, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করেন, লোকর্যাত্রা ধর্ম্ম ও আত্মহিতকর কর্ম্ম সকল অবলোকন করেন, তাঁহারাই সাধু ও চিরকাল উন্নতিলাভ করেন।

৪৭০। যাঁহারা অহিংসাপরাণ সত্যবাদী, অনৃশংস, ঋজু, অদ্রোহী, অনভিমানী, হ্রীমান্, তিতিক্ষু, ধীমান, ধৃতিমান, সর্ব্বভূতে দয়াবান ও কামদ্বেষ বিবর্জ্জিত তাঁহারাই সাধু ও লোক সাক্ষী।

৪৭১। কখনও পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না, দান করিবে ও সত্যকথা কহিবে, সাধুগণ এই ত্রিবিধ ব্যবহারকে সৎপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।

৪৭২। শিষ্টাচার সম্পন্ন মহাত্মারা সর্ব্বত্র দয়াবান ও সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মলাভ করেন ও অনসূয়া ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ প্রিয়বাদিতা, কামক্রোধ পরিত্যাগ ও শিষ্টাচার নিষেবণ ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের কর্ম্ম সকল শাস্ত্র-সম্মত ও পথ অতি উত্তম।

৪৭৩। ধর্ম্মানুগত ব্যক্তিরা শিষ্টাচার সেবা করেন।

৪৭৪। লোক জ্ঞানপ্রাসাদে আরোহণ করিলে মহদ্‌ভয় হইতে পরিমুক্ত হয়। তাহারা বিবিধ লোকের আচার ব্যবহার, পুণ্য ও পাপকর্ম্ম সকল পর্য্যবেক্ষণ করে।

৪৭৫। বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

৪৭৬। বিধিই প্রাণিগণকে সংহার করেন ঘাতক কেবল নিমিত্ত-মাত্র, মানুষ পশুবধে কেবল নিমিত্তভূত হয়।

৩৭৭। যে সকল পশুমাংস বিক্রয় হয় তাহা ভক্ষণ করিলে ধর্ম্ম হয় কারণ উহা দ্বারা দেব অতিথি, ভৃত্য ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে।

৪৭৮। ওষধি, লতা, পশু মৃগ ও পক্ষী সকল যে লোকের ভক্ষ্য ইহা শ্রুতিসিদ্ধ।

৪৭৯। পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেবের মহানসে প্রত্যহ দুই সহস্র পশু হত্যা করিয়া প্রতিদিন অতিথি ও অন্যান্য জনগণকে সমাংস অন্নপ্রদান পূর্ব্বক লোকে অতুল কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন।

৪৮০। চাতুর্ম্মাস্যে পশুবধের বিধান আছে; শ্রুতিতে ও অগ্নি মাংসাভিলাষী বলিয়া পরিকীর্ত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে মন্ত্রসংস্কৃত পশু সকল বধ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। পূর্ব্বে অগ্নি যদি মাংস-কাম না হইতেন, তাহা হইলে মাংস কদাপি লোকের ভক্ষ্য হইত না। আর মুনিগণও এবিষয়ের বিলক্ষণ বিধান করিয়া গিয়াছেন।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার মাংস ভোজন দোষাবহ নহে, প্রত্যুত শ্রুত্যানুসারে তাহাকে অমাংসাশী বলা যায়।

৪৮১। যেমন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না; তদ্রূপ বিধিবোধিত মাংসভক্ষণ করিলে কোনক্রমে তাহাকে পাপস্পর্শ করিতে পারে না।

৪৮২। অনেকে কৃষিকর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অনেক হিংসা করিতে হয়, পুরুষগণ লাঙ্গল দ্বারা ভূমীকর্ষণ করিতে করিতে বহুবিধ প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে। ব্রীহি প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুকে লোক বীজ কহে তৎসমুদই জীব।

৪৮৩। লোক পশুগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক বধ ও তাহাদের মাংস ভক্ষণ এবং বৃক্ষ ও ওষধি সমুদয় ছিন্ন করে, কি বৃক্ষ কি ফল, কি জল, সকল বস্তুতেই বহুবিধ জীব আছে।

অনেক প্রাণী প্রাণিভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং এমন অনেক জীব জন্তু আছে, যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পাইলে ভক্ষণ করে; মৎস্য-গণ মৎস্য ভক্ষণ করে। অতএব মাংস ভক্ষণের জন্য পশু হত্যায় কোনরূপ পাপ প্রবেশ করিতে পারে না।

৪৮৪। এই জগৎ বহুবিধ জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এ নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভ্রমণ করিতে করিতে পদাঘাতে কত শত জীব জন্তুর প্রাণ সংহার করে এবং উপবিষ্ট ও শয়ান হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকানেক প্রাণিগণের প্রাণ বিনষ্ট করে মৃত্যুর ভয়ে তাহা কখনও নিবারণ হইতে পারে না।

৪৮৫। সমুদয় পৃথিবী ও আকাশ জীবে পরিপূর্ণ অনুমাত্র ও প্রাণিগণ শূন্য স্থান নাই এই নিমিত্তই লোকে অজ্ঞাতসারে অবশ্যই তাহা-দিগকে বিনষ্ট করে।

৪৮৬। পূর্ব্বে মহাত্মারা অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দেখা যায় লোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি হিংসা না করে? বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেহই অহিংসক নাই।

৪৮৭। অহিংসানিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন, তবে অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান থাকেন বলিয়া তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

৪৮৮। পণ্ডিতাভিমানী মূঢ়গণ গুরুজনের নিন্দা করে।

৪৮৯। যে সকল ব্যক্তি স্বকর্ম্ম নিরত তাহারাই যশস্বী ও মানী।

৪৯০। স্বকর্ম্ম বিবেচনা করিয়া আপনার জীবিকোপায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, প্রত্যুত আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া তাহা দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

৪৯১। স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধর্ম্ম হয়, যে ব্যক্তি স্বকর্ম্ম নিরত, তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায়।

৪৯২। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, বিধাতা কর্ম্ম-নির্ণয়ে এইরূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই কর্ম্ম নির্ণয় নানাপ্রকার কোন অশুভ কার্য্য উপস্থিত হইলে কি প্রকারে তাহা হইতে বিমুক্ত হইব ও কিরূপেই বা শুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করা উচিত।

৪৯৩। দান, সত্যবাক্য কথন, শুশ্রূষা প্রভৃতি ধর্ম্মে সতত নিরত থাকা কর্ত্তব্য কখনও অভিমান বা কাহারও নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে।

৪৯৪। বৃদ্ধ-পরম্পরা কহিয়া থাকেন, বেদ-প্রমাণক ধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম, উহার গতি অতি সূক্ষ্ম, উহার শাখা বন্ধনও অনন্ত; প্রাণ-সঙ্কট ও বিবাহকাল উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। এই প্রকার স্থলে মিথ্যা সত্যে ও সত্য মিথ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অতএব যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য।

৪৯৫। লোক যে কিছু শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে।

৪৯৬। কেহ কেহ বিষম শোচনীয় দশায় পতিত হইয়া দেবগণকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত অনভিজ্ঞ লোকরা স্ব স্ব কর্ম্মদোষ দর্শন করে না।

৪৯৭। কৃপণ, শঠ, ও মূর্খর নিরবচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের বিপর্য্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু প্রজ্ঞা, গুরূপদেশ বা পৌরুষ এইরূপ লোক সকলকে কদাচ বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

৪৯৮। যদি পুরুষকারের ফল স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সকলেই আপন আপন প্রবৃত্তি সমুদয় চরিতার্থ করিতে পারিত। ধর্ম্মের

গতি কি সূক্ষ্ম, যাহা ধর্ম্মের নিতান্ত বিপরীত তাহাও ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়।

সংযতচিত্ত মতিমান্ কার্য্যদক্ষ, সাধু ব্যক্তিরাও স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আর কেহ বা হিংসা ও প্রতারণা-পরতন্ত্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, কেহ কেহ নিশ্চেষ্ট ও উপবিষ্ট থাকিয়া প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইতেছে, কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে না।

লোক পুত্রের নিমিত্ত পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে দেবার্চ্চনা ও তপোনুষ্ঠান করে, সেই পুত্র জননী গর্ভে দশমাস বাস করত ভূমিষ্ঠ হইয়া কুল কলঙ্কভূত হইয়া উঠে, কেহ বা পিতৃসঞ্চিত কল্যাণকর ধন ধান্য ও ভোগ সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহলোকে মনুষ্যের রোগসকল স্ব স্ব কর্ম্ম প্রভাবেই প্রাদুর্ভূত হয় বটে, কিন্তু ব্যাধ যেমন মৃগগণকে বধ করে সুনিপুণ ঔষধ সম্পন্ন চিকিৎসকরা তেমন সেই সকল ব্যাধির প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। কাহার বা আহার সামগ্রীর অভাব নাই কিন্তু সে গ্রহণী রোগগ্রস্ত হইয়া আহার করিতে সমর্থ হয় না। আবার কেহ বা ভুজবল প্রকাশ পূর্ব্বক বহুক্লেশে ভোজন দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

শোক মোহ পরিপ্লুত ও সমর-পরাঙ্মুখ লোক সকল এইরূপে প্রবল কর্ম্মপ্রবাহে পতিত হইয়া বারংবার পীড়িত ও অবশ হইতেছে, কিন্তু মৃত্যুমুখে নিপতিত বা জরাজীর্ণ হয় না, প্রত্যুত সকলেরই সর্ব্বকাম সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অপ্রিয় কিছুই নাই, সকলেরই প্রাধান্য লাভের স্পৃহা আছে এবং সকলেই শক্ত্যানুসারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন করিয়া থাকে; কিন্তু উহা তদ্রূপ ঘটিয়া উঠে না। অনেককে তুল্য নক্ষত্র ও তুল্য মঙ্গল সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ম্মানুসারে

তাহাদিগের ফলবৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিয়াও অভিলষিত কর্ম্ম সম্পাদনে স্বয়ং সমর্থ হয় না, কিন্তু সামান্যতঃ কতপ্রকার কর্ম্ম সিদ্ধি হইয়া থাকে। জীব নিত্য, শরীর অনিত্য। মৃত্যুকালে কেবল শরীরী নাশ হয়, কিন্তু কর্ম্ম নিবন্ধন জীব অন্যদেহে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। সমস্তই কর্ম্ম ফল।

৪৯৯। দেহনাশ কালে জীবের মৃত্যু হয় না, কিন্তু মৃত্যু হইলে এই অমূলক কথা কেবল মূর্খরাই কহিয়া থাকে, জীব দেহ হইতে অন্তরিত হইয়া দেহান্তরে গমন করে, উহাই পঞ্চত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। এই জীবলোকে জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে তদ্বিষয়ে অন্যের অধিকার নাই। কর্ম্মের বিনাশ নাই, জীব যে কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করে তাহারই ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য এই জীবলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে, তদনুসারে কেহ বা কর্ম্মানুসারে পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যাত্মা, কেহ বা পাপ-কর্ম্ম দ্বারা পাপাত্মা হয়।

৫০০। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মবীজ সম্ভার সঞ্চয় করতঃ পুনরায় সঞ্জাত হয়। পুণ্য কর্ম্মকারী পুণ্য-যোনি ও পাপকর্ম্মকারী পাপ-যোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব একমাত্র শুভকর্ম্ম প্রভাবে দেবত্ব ও শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে। নিরয়গামী পাপাত্মা নিরবচ্ছিন্ন অশুভকর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা তির্য্যগযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্য জন্ম মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখপরম্পরা প্রভাবে নিরন্তর সন্তপ্ত হয় ও আত্মকৃত দোষে ক্রমাগত যোনি-সঞ্চরণ করিয়া থাকে এবং কর্ম্ম-নিবন্ধন সহস্র তির্য্যগযোনি ও নিরয়গামী হয়। তাহারা কালগ্রাসে

নিপতিত হইয়া আত্মকৃত সমস্ত অশুভ কর্ম্মদ্বারা একান্ত দুঃখিত হয় এবং সেই দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত অশুভযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে পুনর্ব্বার গুরু অশুভকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক অপথ্যভোজী রোগীর ন্যায় অশেষ ক্লেশ ভোগ করে।

৫০১। ইহলোকে দুখার্ত্তের সংখ্যাই অধিক; যাহাদিগকে সুখী বলিয়া বোধ হয়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগের সুখ নাম মাত্র।

৫০২। মনুষ্য দুর্ব্বিষহ ক্লেশ পরম্পরায় কর্ম্মের ভোগ ও বিষয় বাসনা নিবন্ধন চক্রবৎ নিরবচ্ছিন্ন এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু সুখের লেশমাত্র প্রাপ্ত হয় না। যদি মানব বীতরাগ ও সৎকর্ম্ম-দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তপস্যা ও যোগসাধনে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে এবং স্বকীয় বহুবিধ কর্ম্মবলে অনেকানেক লোক লাভ করিয়া থাকে। সেই সকল লোকে গমন করিয়া তাহার আর শোকের বশীভূত হইতে হয় না।

৫০৩। পাপপরায়ণ ব্যক্তি পাপাচরণ পূর্ব্বক ক্রমাগত উহাতেই লিপ্ত থাকে, কোনক্রমে মুক্ত হইতে পারে না অথচ পাপাচার পরিহার করিয়া পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদনে তৎপর হইবে।

৫০৪। অসূয়াশূন্য কৃতজ্ঞ পুরুষ সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন।

৫০৫। সংস্কার সম্পন্ন, দান্ত, প্রাজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পরম সুখে কালাযপন করেন।

৫০৬। সজ্জনসমাচরিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

৫০৭। শিষ্টলোকের ন্যায় কার্য্যসাধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৫০৮। লোককে ক্লেশ প্রদান না করিয়া আপনার জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।

৫০৯। শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন শিষ্ট-প্রকৃতি মানবরা ধর্ম্মসঙ্কর ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা ধর্ম্মবলে প্রীতি-লাভ ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং সেই ধর্ম্ম-সঞ্চিত ধন দ্বারা নানাবিধ গুণ প্রসবকারী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।

৫১০। ধর্ম্মাত্মালোকের চিত্ত প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়, তাহারা বন্ধু-গণের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া পরলোকে অশেষ সন্তোষলাভ করে এবং ধর্ম্মের ফলস্বরূপ অভিলাষানুরূপ শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহারা ধর্ম্মের ফললাভে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞান প্রভাবে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৫১১। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি পৃথিবীতলে দোষাদির বশীভূত হয় না, প্রত্যুত তিনি বিষয়রস আস্বাদনে বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন এবং কোন ক্রমেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; তিনি লোক সকলকে বিনশ্বর বিলোকন করিয়া সর্ব্ব পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরিশেষে মোক্ষলাভের উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক তৎসাধনে যত্নশীল হয়েন।

৫১২। মনুষ্য বৈরাগ্য অবলম্বন ও পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভ করে।

৫১৩। তপস্যা এবং মুক্তির আদিকারণ নাম এবং দম, তদ্দ্বারা মনুষ্য অভিলষিত সমস্ত বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় নিরোধ সত্য ও দম দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

৫১৪। মনুষ্যের মন প্রথমতঃ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির বিজ্ঞানার্থ প্রবর্ত্তিত হয়, পরিশেষে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া রাগ ও দ্বেষ ভজনা

করে। অনন্তর তন্নিমিত্ত যত্ন, মহৎ মহৎ কার্য্যারম্ভ এবং পুনঃ পুনঃ অভিলষিত রূপ রস গন্ধাদি সেবা করিয়া থাকে। পরে রাগ, দ্বেষ ও মোহ যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে। লোভাভিভূত ও রাগদ্বেষ বিমোহিত ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্ম বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া কপট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন সে কপট ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কুটিল ব্যবহার দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে থাকে, এই রূপে ধনাগম সিদ্ধ হইলে, বুদ্ধি তাহাতে আসক্ত হয় এবং পাপচিকীর্ষা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। সেই সমদমাদি শূন্য, বেদমার্গ পরিভ্রষ্ট, বন্ধুবান্ধব ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও 'আমি নির্লিপ্ত ও উদাসীন, বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে।

৫১৫। পাপচিন্তা, পাপকথন ও পাপাচরণ এই ত্রিবিধ, মনুষ্যের রাগদ্বেষ জনিত অধর্ম্ম।

৫১৬। অধর্ম্ম-প্রবৃষ্ট ব্যক্তির সদ্‌গুণ সকল বিনষ্ট হয়।

৫১৭। পাপকর্ম্মকারী ব্যক্তিরা পাপীর সহিত মিত্রতা করিয়া দুঃখভোগ করতঃ পরিশেষে বিপন্ন লইয়া উঠে। এইরূপে পাপী হয়।

৫১৮। যে ব্যক্তি সমুদয়দোষ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করত কি সুখ কি দুঃখ, সকল অবস্থাতেই সাধু ব্যবহার করে, তাহার বুদ্ধি ধর্ম্মে সাতিশয় অনুরক্ত হয়।

৫১৯। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ কোন-ক্রমেই কর্ম্ম লভ্য নহে। সচরাচর বিশ্বই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি মহাভূতাত্মক, তাহার পর উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই। আকাশ বায়ু অগ্নি জল এবং পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই কয়েকটি মহাভূতের গুণ। ভারত্ব মন্দ্রত্ব প্রভৃতি শব্দাদির গুণ সকলও পরস্পর সংক্রান্ত হইয়া থাকে, শব্দ স্পর্শাদি পূর্ব্ব

পূর্ব্ব গুণ সকল পৃথিব্যাদি তিনটি গুণীতে যথাক্রমে বর্ত্তমান আছে। ষষ্ঠের নাম চেতনা, তাহা মন বলিয়া অভিহিত হয়। সপ্তমী বুদ্ধি; তৎপরে অহঙ্কার, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, জীবাত্মা, সত্ত্ব, রজ এবং তম এই সপ্তদশ রাশি মায়াসংক্রান্ত। মন, বুদ্ধি পঞ্চ ইন্দ্রিয় তদ্‌গ্রাহ্য শব্দাদি পঞ্চ, মন্তব্য বোদ্ধব্য, আকাশাদি পঞ্চ, আত্মা অহঙ্কার ও গুণত্রয় এই চতুর্ব্বিংশতিগণ; ইহার মধ্যে কতকগুলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কতকগুলি অতিন্দ্রিয়।

৫২০। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চ মহাভূত।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ।
শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এই চারিটি জলের গুণ।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ এই তিনটি তেজের গুণ।

শব্দ এবং স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ আর একমাত্র শব্দ আকাশের গুণ। এই পঞ্চভূত গুণ পঞ্চভূতে সন্নিহিত হইয়া পঞ্চদশ সংখ্যা হয়।

৫২১। জরায়ুজাদি ভূত সমূহে যে লোক সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে না। সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করে। যখন ভূত সকল দেহলাভ ভাবনা করে, তখন দেহী দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভূতের পরস্পর বিয়োগ হয় না। সমুদয় ভূতই আনু-পূর্ব্বিক তিরোহিত হয় এবং আনুপূর্ব্বিক আবির্ভূত হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই পঞ্চভৌতিক ধাতু সকল সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই ব্যক্ত আর যাহা অনুমেয় ও অতীন্দ্রিয়, সেই বস্তু অব্যক্ত দেহী শব্দাদি গ্রাহক এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ধারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, তিনি সমুদয় লোক ব্যাপ্ত সোপাধিক আত্মা এবং আত্মাতে বিলীন প্রারব্ধ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া দেহপাত পর্য্যন্ত ভূত সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তিনি

নিরূপাধিহেতু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া সকল অবস্থায় সর্ব্বভূতকে অবলোকন করেন, কিন্তু কদাচ কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। যিনি মায়াত্মক ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছেন তিনি লোকের জীবনাত্মিকা বৃত্তি-প্রকাশক জ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষার্থ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। যিনি অনাদিনিধন স্বয়ম্ভু, অব্যয়, অনুপম এবং অমূর্ত্ত, তাঁহাকেই বেদ ভগবান ও বুদ্ধিমান বলিয়া থাকে।

৫২২। ইন্দ্রিয় সংযম করিলেই তপস্যা হয় উহা ভিন্ন তপোনুষ্ঠানের আর কোন প্রকার উপায় নাই।

ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে স্বর্গ ও ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইলে নরক লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় বারণের নামই যোগ বিধি।

ইন্দ্রিয় সংসর্গে রাগদ্বেষাদিরূপ দোষ-সংস্রব হয় এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি মন প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি কদাপি অনর্থমূল পাপে লিপ্ত হয়েন না।

৫২৩। পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব-স্বরূপ হইয়াছে। ধীরব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া দান্ত ও সদশ্ব সংযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরমসুখে সঞ্চরণ করেন। যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ একান্ত প্রমত্ত ইন্দ্রিয় স্বরূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি উৎকৃষ্ট সারথি। যেমন বিমুক্ত অশ্বগণ পথিমধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করা সারথির কার্য্য সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে ধীরতা বা তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য-কর্ত্তব্য। যেমন প্রবল অনিল নৌকাকে জলমগ্ন করে তদ্রূপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মন মনুষ্যের বুদ্ধি হরণ করে। বিষয়াসক্ত

ব্যক্তিরা মোহবশতঃ শব্দাদি বিষয় জনিত সুখ ভোগই উপাদেয় ও বীতরাগ হইয়া অতি হেয় বলিয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল বিষয়ের দোষ দর্শনে যাঁহারা বীতরাগ হইয়াছেন তাঁহারাই ধ্যান জনিত উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করেন।

৫২৪। সত্ব, রজ ও তমো গুণের মধ্যে তমোগুণ মোহাত্মক, রজোগুণ সকলের প্রবর্ত্তক এবং সত্বগুণ সাতিশয় প্রতিভাত হয় বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৫২৫ অবিদ্যা বহুল, প্রবলেন্দ্রিয়, স্বপ্নদর্শন বিবেক বিধুর মোহাভিভূত, রোষপরবশ ও অলস ব্যক্তিরাই তমোগুণান্বিত। যাঁহার বাসনা অত্যন্ত বলবতী, অভিমানের পরিসীমা নাই, যিনি অসূয়াশূন্য, উত্তম মন্ত্রী এবং আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ করেন, তিনি রজোগুণ বিশিষ্ট। যে ব্যক্তি ধীর সর্ব্বত্র সুপরিচিত, বিষয়-বাসনা বিরহিত ক্রোধ বিবর্জ্জিত, দান্ত, ধীশক্তি সম্পন্ন ও অসূয়া শূন্য তিনিই সত্বগুণাস্পদ। সাত্বিক ব্যক্তি লোক ব্যবহার সন্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন, তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিতে পারিয়া রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য্যকে নিন্দা করেন।

৫২৬। বিরাগের লক্ষণ পূর্ব্বেই প্রকাশ পায় অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে অহঙ্কার মৃদুভাব অবলম্বন করে; অন্তঃকরণ সরল ও প্রসন্ন হইয়া উঠে, তখন আর তাহার মানাপমানজ্ঞান এবং কোন বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় থাকে না।

৫২৭। যদি শূদ্রযোনি সম্ভূত ব্যক্তিও সদগুণ সম্পন্ন হয় তাহা হইলে সে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে এবং সেই আর্জ্জব সম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

৫২৮। বিজ্ঞানোপাধিক বহ্নি চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরকে সচেতন করে; প্রাণ বিজ্ঞান ও চিদাত্মার সহিত মিলিত হয়; বিজ্ঞানাত্মা, চিদাত্মা ও প্রাণের সমষ্টিই জীবাত্মা; ইহাতেই ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে, ইনি সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ এবং সকলের কারণ; আমরা ইহাঁর উপাসনা করিয়া থাকি। এই জীবই সর্ব্বভূতের আত্মা; ইনিই সনাতন পুরুষ; ইনিই মহান্ বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও শব্দাদি বিষয়। ইহাঁর দ্বারাই লোক সকলের আন্তরিক ও বাহ্য চেষ্টা সম্পন্ন হয়। ইনি উপাধির আবেশ প্রভাবে জীবভাব লাভানন্তর জঠরানল আশ্রয়পূর্ব্বক মূত্রাশয় ও পুরীষাশয়ে পৃথক্ পৃথক্ গতিলাভ করেন মূত্রও পুরীষরাশি বহন করিয়া অপান বায়ু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই এক অপান বায়ু প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই ত্রিবিধ বিষয়ে বিদ্যমান থাকে। অধ্যাত্মবেত্তা মহাত্মারা তাহাকেই উদান বায়ু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর যে বায়ু মনুষ্যের শরীর সন্ধিতে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাই ধ্যান বলিয়া অভিহিত হয়।

ত্বগাদি মধ্যে ব্যাপ্ত জঠরানল বায়ুপ্রেরিত হইয়া অন্নাদি রস, শোণিতাদি ধাতু ও পিত্তাদিদোষ সমুদয় পরিণত করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। প্রাণাদি বায়ুর একত্র সন্নিপাত হেতু সজ্ঘর্ষণ জন্মে; সেই সজ্ঘর্ষণ জনিত উষ্মাকেই জঠরাগ্নি কহে, উহাতেই দেহিদিগের অন্নাদি ভুক্ত বস্তু সকল পরিপাক হইয়া থাকে। সমান ও উদান মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সমাহিত আছে, তন্নিমিত্ত প্রাণ, অপান ও সমান সপ্ত বায়ুর সজ্ঘর্ষণ জনিত অনল ধাতুময় দেহকে সম্যক পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। সেই অগ্নির পায়ু পর্য্যন্ত প্রদেশকে অপান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেই অপান হইতে দেহিদিগের প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর প্রবাহ সঞ্জাত হইতেছে। অগ্নিবেগে উর্দ্ধগামী প্রাণ অপনাস্তে প্রতিহত ও উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার

অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করে। নাভির অধোভাগ পাকস্থলি ও ঊর্দ্ধভাগ আমাশয়। নাভিমধ্যে প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। শরীরস্থ নাড়ী সকল প্রাণ প্রভৃতি দশবিধ বায়ুদ্বারা প্রেরিত ও হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যগভাবে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নরস সকল বহন করিতেছে। জিতক্লম ও ধীর যোগীরা এই নাড়ীপথ দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন এবং মস্তকে আত্মাকে ধারণ করেন। এইরূপে সর্ব্বদেহে প্রাণ ও অপান বায়ু বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। লিঙ্গ শরীরাত্মক ও প্রাণাদি ষোড়শকলা সম্পন্ন, সুতরাং মূর্ত্তিমান আত্মাকে নিত্য যোগবলে অবগত হইবে। স্থালি সমাহিত অগ্নির ন্যায় যিনি ষোড়শ কলায় নিরন্তর অবস্থিত করেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবে, পদ্ম পত্রস্থ জল বিন্দুর ন্যায় যিনি ষোড়শ কলায় নিরন্তর অবস্থিত করেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবে, পদ্ম পত্রস্থ জল বিন্দুর ন্যায় যিনি ষোড়শ কলায় নিরন্ত অবস্থিতি করেন, তিনিই নিত্য পরমাত্মা ও যোগলভ্য, জীবাত্মা সত্ব, রজ ও তমোগুণের আশ্রয় ও নিগুর্ণ পরমাত্মার বশম্বদ জড় শরীরাদি জীবের উপভোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানীরা সেই আত্মাকে জীব ও ঈশ্বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সপ্তভুবন প্রবর্ত্তক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এইরূপে ভূতাত্মা সর্ব্বভূতে প্রকাশমান হইতেছেন। জ্ঞানবানরা সূক্ষ্ম-বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। চিত্তের প্রসন্নতাবলে শুভাশুভ সমুদায় কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায় পরিশেষে সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জনিত অনন্ত সুখভোগ করেন। যেমন পরিতৃপ্ত ব্যক্তি পরম-সুখে নিদ্রিত হয় এবং সমীরশূন্য প্রদেশে সুচারুরূপে প্রদীপিত দীপ যেমন সমুজ্জ্বল হইতে থাকে, আত্ম-প্রসাদশালী ব্যক্তিও তদ্রূপ লক্ষিত হয়েন। অল্পাহারি বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ পূর্ব্বরাত্রিতেই হউক বা পর রাত্রিতেই হউক, নিরন্তর যোগসাধন ও হৃদয়ে আত্মাকে সন্দর্শন

করতঃ প্রদীপ্ততর দীপের ন্যায় মনোদীপ দ্বারা নির্গুণ আত্মাকে অবলোকন করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

৫২৯। সকল প্রকার উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ক্রোধ ও লোভকে বশীভূত করিলে লোকের পবিত্রতা সম্পাদন হইয়া থাকে, তপস্যা কেবল সেতু স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ক্রোধ উপস্থিত হইলে তপস্যা হয় না, মাৎসর্য্যের উদয় হইলে ধর্ম্মলাভ হয় না, মানাপমানের ভয় করিলে বিদ্যালাভ হয় না ও প্রমত্ত হইলে ধর্ম্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না, অতএব উক্ত দোষ সকল পরিত্যাগ করিবে।

৫৩০। অনৃশংসতাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।
ক্ষমাই পরম বল।
আত্মজ্ঞানই অতি প্রধান জ্ঞান।
সত্যই পরম পবিত্র ব্রত।

৫৩১। যাহা সাধারণের হিতজনক তাহাই সত্য, সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়, সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।

৫৩২। যাঁহার সকল অনুষ্ঠানই কামনা শূন্য আর যিনি বিষয় বাসনা সকল একবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান ও উদাসীন।

৫৩৩। ভোগতৃষ্ণাতে চিত্তের ঔদাস্য হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে প্রীতি জন্মে, তাঁহাকেই যোগসংজ্ঞিত ব্রহ্মসংযোগ বলিয়া জানিবে।

৫৩৪। সকলের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিবে, কোন প্রাণীর হিংসা ও কদাচ কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না।

৫৩৫। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ইহকাল ও পরকালে বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ সতত যতব্রত হইবে।

৫৩৬। অকিঞ্চিনত্ব, সন্তোষ, নিরাশিত্ব, আচাপল্য ও আত্মজ্ঞান এই কয়েকটি বস্তুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাদিগকে হৃদয়ে অবকাশদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫৩৭। তপঃপরায়ণ, দান্ত, সংযতাত্মা, অজিত, জয়াভিলাষী ও নিস্পৃহ মুনিগণের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গত হইবে।

৫৩৮। যিনি সুখ দুঃখ সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ, তিনিই গুণাগুণ সম্পন্ন, ললনাদি সঙ্গহীন জীবাত্মনিস্পাদ্য, জ্ঞানাধিগম্য, স্বর্গাদিসুখ বিসিষ্ট এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

৫৩৯। ইঁহারা আমার পিতামাতা, আমি ইহাদিগকে দেবতার তুল্য বিবেচনা করি, দেবগণের উদ্দেশ্যে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমুদয়ই ইঁহাদের সমীপেই সম্পন্ন করিয়া থাকি। যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্ব লোকের পূজনীয় তদ্রূপ এই বৃদ্ধ দম্পতি আমার অর্চ্চনীয়। ব্রাহ্মণগণযেমন দেবগণের নিমিত্ত উপহার আহরণ করিয়া থাকি। এই পিতামাতা আমার পরম দেবতা-স্বরূপ, আমি ইহাদিগকে নানাবিধ পুষ্প, ফল ও রত্ন দ্বারা সতত পরিতুষ্ট করি। আমার ভার্য্যা, পুত্র ও সুহৃজ্জন ও প্রাণ এই সমুদয় ইহাদিগের সেবার নিমিত্ত আছে। আমি পুত্র-কলত্র সমভিব্যাহারে সতত ইহাদিগের শুশ্রূষা করি। আমি স্বয়ং ইহাদিগকে স্নান করাইয়া পদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক স্বহস্তে আহার প্রদান করি। সতত ইহাদিগের অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করি। অপ্রিয় বাক্য কদাচ আমাব মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। অধিক কি ইহা-দিগের প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যদি অধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, তথাপি আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হই না।

আমি পিতামাতাকে ধর্ম্ম-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যমনে সতত তাঁহাদিগের শুশ্রূষা সম্পাদন করিয়া থাকি। পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচ জনের প্রতি সম্যকরূপ সদ্ব্যবহার করিলে প্রত্যহ অগ্নিসেবা সম্পন্ন হয়। গৃহস্থ ব্যক্তির এইরূপ নিত্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫৪০। অপ্রমত্তচিত্তে পিতামাতার সেবা করা কর্ত্তব্য। উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম আর কিছুই নাই।

৫৪১। এই জগতীতলে সহস্রের মধ্যে একজন ধর্ম্মজ্ঞ হয়েন কি না সন্দেহ।

৫৪২। মূঢ় ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে বা উহার উপদেশ দিতে পারে না।

৫৪৩। মনুষ্য সর্ব্বদাই সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব উৎকণ্ঠিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে অনুচিত।

৫৪৪। পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র সদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত তাহাকে ব্রাহ্মণ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।

৫৪৫। মনুষ্যরা কর্ম্মদোষ বশতঃ দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে।

৫৪৬। জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারিত হয়, এই জ্ঞান স্থবির ব্যক্তির ন্যায় বালকদিগের অন্তঃকরণে সমুদিত হয় না।

৫৪৭। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যরাই ইষ্ট বিয়োগ ও অনিষ্ট সংযোগে দুঃখিত হয়।

৫৪৮। সকল ভূতই সুখ, দুঃখ ও মোহ সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে, অতএব তন্নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অনুচিত।

৫৪৯। লোক অনিষ্টপাত দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, কিন্তু যদি উপক্রমে অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে অনিষ্টপাতের চেষ্টা করিতে পারে।

৫৫০। শোক করিলে কেবল পরিতাপ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না।

৫৫১। যাঁহারা সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই জ্ঞানতৃপ্ত মনীষী মহাপুরুষরাই যথার্থ সুখী।

৫৫২। অসন্তোষ অতি হেয় পদার্থ, উহার অন্ত নাই, মূঢ় লোকরাই নিরন্তর সেই অসন্তোষের পরবশ থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণের চিত্তক্ষেত্রে অশেষ সুখনিদান সন্তোষ বদ্ধমূল হইয়া সর্ব্বদা বাস করে, তাঁহারা দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেও কখনও শোকাভিভূত হয়েন না।

৫৫৩। জ্ঞানী ব্যক্তির বিষণ্ণ হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে ; কারণ বিষাদ তীব্রতর বিষ-স্বরূপ। যেমন ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গ বালককেও দংশন করে, তদ্রূপ বিষাদ নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে। বিষাদ বিক্রম সময়ে যাহাকে অভিভূত করে, সে তেজোবিহীন, সুতরাং তাহার পৌরুষ থাকে না।

৫৫৪। কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, অতএব দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঔদাস্য করা অবিধেয় ; কেন না অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে কিছুমাত্র প্রতিভা থাকে না। অতএব দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৫৫৫। লোকরহিত হইয়া কার্য্য করিলে কদাচ দুঃখ বা বিপদ উপস্থিত হয় না।

৫৫৬। যে ব্যক্তি জীবের বিনশ্বরত্ব চিন্তা করিয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা কদাচ শোকাভিভূত হয়েন না, প্রত্যুত সদ্গতি লাভ করেন।

৫৫৭। এক সময়ে কৃষ্ণের মহিষী সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে দ্রৌপদি! তুমি লোকপাল সদৃশ, সুদৃঢ় কলেবর মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাঁহারা যে কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েন না, প্রত্যুত ঈদৃশ বশীভূত হইয়াছেন যে, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও মনে করেন না, ইহার কারণ কি? সোমবারাদি ব্রতচর্য্যা, উপবাসাদি-রূপ তপ, সম, সঙ্গমাদিতে স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণ বিদ্যা, অচ্যুত তরুণ্যাদি, জপ, হোম বা অজ্ঞানাদি ঔষধ, ইহার কোন উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ তোমার এতাদৃশ বশীভূত হইয়াছেন? হে পাঞ্চালি! এক্ষণে তুমি আমাকে এরূপ কোন যশস্য ও সৌভাগ্যজনক উপায় বল, যদ্দ্বারা আমি আমার স্বামী কৃষ্ণকে নিরন্তর বশীভূত করিয়া রাখিতে পারি। তখন পতিব্রতা দ্রৌপদী কহিতে লাগিলেন, "হে সত্যভামে! তুমি আমাকে যেরূপ ব্যবহারে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে অসৎ স্ত্রীগণই ঐরূপ আকার করিয়া থাকে; অতএব কিরূপে উহার উত্তর প্রদান করিব? তুমি বুদ্ধিমতী বিশেষতঃ কৃষ্ণের মহিষী, ইদৃশ বিষয়ে সংশয় বা প্রশ্ন করা তোমার উচিত নহে। দেখ স্বামী পত্নীকে মন্ত্রপরায়ণ জানিতে পারিলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় সতত উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি নাই, অশান্ত লোক কখনই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। জিঘাংসু ব্যক্তিরাই উপায় দ্বারা রোষৎপাদন বা তাহাকে বিষ প্রদান

করিয়া থাকে। লোক জিহ্বা বা ত্বকদ্বারা যে সমস্ত বস্তু সেবন করে তৎসমুদয় চূর্ণ বিশেষে মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে অবশ্যই প্রাণ-সংহার হয়।

অনেক পাপপরায়ণা কামিনী স্বামীদিগকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায় তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জলোদরগ্রস্ত, কেহ কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পলিত, কেহ বা পুরুষত্ব রহিত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ, কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছে। কামিনীগণের কদাপি স্বামীর বিপ্রিয়াচরণ কর্ত্তব্য নহে। আমি আমার স্বামী পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করি তাহা শ্রবণ কর। আমি ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সতত স্বামীর সেবা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহার পূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতির চিত্তানুবর্ত্তন করি। দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ও দূরবেক্ষণে সতত শঙ্কিত থাকি। কদাপি দ্রুত পাদ-সঞ্চারে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিত রূপে উপবেশন করি না এবং আমার স্বামিগণ সেই সূর্য্যসম তেজস্বী অরাতি নিপাতন মহারথ পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া সতত সেবা করি। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পরমসুন্দর অলঙ্কৃত যুবা মানব, কাহাকেও মনে স্থান প্রদান করি না। ভর্ত্তৃগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না। ভর্ত্তা ক্ষেত্র বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে তৎ-ক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আসন ও উদক প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অভিনন্দন করি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্টা স্ত্রীর সহিত কখনও সহবাস করি না। তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত এবং দ্বারে বা অপরিস্কৃত স্থানে কিম্বা গৃহোপবনে

সতত বাস করি না। অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি, তাহাদিগকে অবলোকন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন আমিও তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। উপদেশ অনুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি। আমার শ্বশ্রূ কুটুম্ব বিষয়ে আমাকে যে সমুদয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও মান্যগণের পূজা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আমার মনে জাগরূক আছে, আমি অতন্দ্রিত-চিত্তে দিবারাত্র তৎসমুদয় পালন করি। আমি প্রযত্নাতিশয় সহকারে সর্ব্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃদু, সত্যশীল, সাধু ও ধর্ম্মপালক পতিগণকে ক্রুদ্ধ-সর্প সমূহের ন্যায় জ্ঞান করতঃ পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি; তজ্জন্য তাহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করা নিতান্ত গর্হিত। আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না, এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূর নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না, হে শুভে! সতত সাবধানতা, কার্য্যধ্যক্ষতা ও গুরু শুশ্রূষা সন্দর্শনে স্বামিগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন।

আমি প্রত্যহ আমার শ্বশ্রূ আর্য্যা কুন্তীদেবীকে স্বয়ং অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক সেবা করি। কদাপি উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন ভূষণ পরিধান করি না। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্টসহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করিতেন এবং যাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমভিব্যবহারে ত্রিংশৎ কর্ম্মকারী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল,

এমন অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক প্রতিদিন প্রতি পালিত হইতেন। অপর দশসহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণ-পাত্র সমুদয় সুসংস্কৃত অন্নে পরিপূর্ণ থাকিত। আমি ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণকে অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক সমুচিত সৎকার করিতাম।

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্যগীত বিশারদ শতসহস্র দাসী ছিল তাহারা মহার্হ মালা ও চন্দনে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা বলয়, কেয়ূর, নিস্ক ও মনি প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া থাকিত। আমি তাহাদিগের সকলেরই নাম, রূপ ও কৃতাকৃত কর্ম্মসমুদয় জ্ঞাত ছিলাম এ তাহাদিগের অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম সেই সকল দাসী পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথিগণকে ভোজন করাইত। ইন্দ্রপ্রস্থ বাসকালে শত সহস্র অশ্ব ও দশ অযুত হস্তী যুধিষ্ঠিরের অনুযাত্র ছিল। আমি তৎসমুদয় অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ, গোপালগণ ও মেষপালগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। আমি একাকিনী মহারাজের সমস্ত আয় ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যগণের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন। আমি সমুদয় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম, দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া সতত স্বামিগণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রোতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য ব্যবহারে রত থাকিতাম আমি পতিগণের বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসদাচারিণী কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করি না, তাহা করিতে অভিলাষও করি না।"

দ্রৌপদী কহিলেন; "সখি স্বামী চিত্ত অনুরঞ্জন ও আকর্ষণ করিবার যে অব্যর্থ উপায় বলিতেছি, তদনুরূপ কার্য্য করিলে তোমার স্বামী আর

অন্য নারীর মুখাবলোকন করিবেন না। পতিই পরম দেবতা, পতির ন্যায় দেবতা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; এতএব তাঁহার প্রসাদে সমস্ত মনোরথ সফল হয়, কোপ সমুদয় বিনষ্ট হয়, তাঁহা হইতেই অপত্য বিবিধ বিষয়ভোগ, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বসন, গন্ধ, মাল্য, স্বর্গ, পুণ্যলোক ও মহতী কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। সুখের সময় সুখলাভ হয় না, সাধ্বী স্ত্রী প্রথমতঃ দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে সুখভাগিনী হয়।

"তুমি স্বামীর প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক রমণীয় বেশভূষা, সুচারু ভোজনদ্রব্য, মনোহর গন্ধমাল্য প্রদান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি আপনাকে তোমার পরম প্রণয়াস্পদ বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে, অনন্তর তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইলেই পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যের জন্য দাসীকে নিয়োগ করিলে তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। তোমার এই প্রকার সদ্ব্যবহার দর্শনে তোমার স্বামী অবশ্যই তোমাকে সাতিশয় পতিপরায়ণা জ্ঞান করিবেন। পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না; কারণ তোমার স্বপত্নী যদি কখনও সেই কথা তোমার স্বামীকে বলে তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন।"

"যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত ও হিতসাধনে নিযুক্ত, বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে এবং প্রযত্নাতি সহকারে স্বামীকে দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে। অন্য পুরুষের সমক্ষে মত্ততা ও অনবধানতা

পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনাবলম্বিনী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। স্বামীর অসমক্ষে তোমার কোন নিকট আত্মীয় পুরুষের সহিত কদাপি বাস করিও না। "সৎকুলজাত পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বোতভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সুগন্ধ-চর্চ্চিত কলেবর ও মহার্হ মাল্যাভরণ বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষা পরতন্ত্র হইবে। এইরূপ সদাচরণে কাল হরণ করিলে কেহ তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে পারিবে না এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গলাভ হইবে।"

৫৫৮। সমীরণ প্রেরিত না হইলেও প্রবাহিত হইতে থাকে, গর্ভবতী অবশ্যই সন্তান প্রসব করে, দিন প্রারম্ভে রজনীর নাশ ও রজনী প্রারম্ভে দিনের নাশ হয়; অতএব পাপকর্ম্মের ফল অবশ্যই ফলিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

৫৫৯। বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে, সুতরাং তখন হিতাহিত বিবেচনা না; এই নিমিত্তই মনুষ্যরা অন্যায়াচরণ দ্বারা বিত্তোপার্জ্জন করে, উহা কদাচ ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োজিত না করিয়া কেবল অসদুপায় দ্বারা তাহার রক্ষণাবেক্ষণে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং ঐ অর্থ অনর্থের মূল হইয়া উঠে।

৫৬০। জ্ঞাতি বিবাদ ও জ্ঞাতিবৈর সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে; তথাপি কুলধর্ম্ম কদাচ নির্ম্মূল হইবার নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎপুরুষদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতিকার করেন।

৫৬১। অসমসাহসিক ব্যক্তি কখনও সুখী হইতে পারে না।

৫৬২। যে ব্যক্তি সহসা সমুপস্থিত হর্ষ বা দুঃখের বেগ সংরক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, সে সম্পত্তি সম্পন্ন হইলেও জলমধ্যগত আম্র পত্রের ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

৫৬৩। রাজা সাতিশয় ভীত, ক্ষমাশূন্য, দীর্ঘসূত্রী, প্রমত্ত, ব্যসনী ও বিষয়াসক্ত হইলে প্রজাগণ কখনই তাহার অনুরক্ত হয় না।

৫৬৪। আত্মঘাতী ব্যক্তি নিরয়গামী হয় এবং সকলে তাহার মহতী অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করে।

৫৬৫। যখন শোক হইতে ব্যসন উপস্থিত হয় তখন শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

৫৬৬। জীবন পরিত্যাগ করিলে কোন কার্য্য হয় না, জীবিত ব্যক্তি সকল মঙ্গলের ভাজন হইয়া থাকে।

৫৬৭। তপোনুষ্ঠান না করিলে কদাচ সুখলাভ হয় না।

৫৬৮। মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; অনন্ত সুখভোগে কেহই সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাজ্ঞ লোক উন্নতিলাভে হর্ষ ও হীন দশায় কোনক্রমে বিষণ্ণ হয়েন না; অতএব উপস্থিত সুখদুঃখ সমভাবে বোধ করিবে।

৫৬৯। যাদৃশ কৃষক শস্যের সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; তদ্রূপ সকলেরই সকল কার্য্যের অবসর প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫৭০। তপস্যা অপেক্ষা সার পদার্থ আর নাই। তপস্যা হইতে পরম সুখলাভ হয়; তপস্যা প্রভাবে সকল বস্তুই সিদ্ধ হইতে পারে।

৫৭১। শৌচ; ইন্দ্রিয় সংযম, সত্য, সরলতা অক্রোধ, সংবিভাগ দম, শম, অনসূয়া, অহিংসা, শৌচ এই কয়েকটি গুণ মনুষ্যের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

৫৭২। সৎপথ বিরোধী অধর্ম্মরুচি মনুষ্যরা কদাচ সুখলাভ করিতে পারে না।

৫৭৩। ইহলোকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পরলোকে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে।

৫৭৪। প্রদানকাল উপস্থিত হইলে বিগত-মৎসর হইয়া প্রফুল্ল মনে অর্থীকে পূজা ও প্রণাম পূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে দান করিবে।

৫৭৫। সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে দীর্ঘায়ু ও সবল হইয়া থাকে।

৫৭৬। অক্রোধী অসূয়া শূন্য মনুষ্য পরম নির্ব্বাণ লাভ করে।

৫৭৭। দান্ত ও শান্তিপর হইলে নিরন্তর সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ হইয়া থাকে।

৫৭৮। ইন্দ্রিয় দমনশীল, সংবিভাগ কর্ত্তা, দাতা, অহিংসক এবং সুখ ও ভোগসম্পন্ন ব্যক্তি পরম আরোগ্যলাভ করে।

৫৭৯। যে ব্যক্তি সম্মানার্হ ব্যক্তিকে সম্মান করিয়া থাকে মহৎকুলে তাহার জন্ম হয়।

৫৮০। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনই ব্যসনী হয়েন না।

৫৮১। যিনি শুভ বিষয়ে অনুশোচনা করেন তিনি কল্যাণমতি হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়েন।

৫৮২। পৃথিবীতে দান অপেক্ষা দুষ্কর আর কিছু নাই। লোকের অর্থতৃষ্ণা অতি বলবতী, অর্থও অতি কষ্টে লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য

ধনলাভে লোলুপ হইয়া প্রিয়তর প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাগর ও অরণ্যে প্রবেশ করে; কেহ কেহ কৃষি ও গো রক্ষণে নিযুক্ত হয়; কেহ বা দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে; সুতরাং এইরূপ দুঃখ বর্জ্জিত ধন পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। বিশেষতঃ ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দেশ; কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রদান করা সতিশয় সুকঠিন। যে ব্যক্তি অন্যায়তঃ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সম্প্রদান করে, সেই দান তাহাকে মহৎ শাপভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু যথার্থ অবসরে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অর্থীকে ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিলে তাহার অনন্ত ফললাভ হইয়া থাকে।

৫৮৩। সকল ধর্ম্মাভিজ্ঞ ভগবান্ ঈশ্বর যাঁহার কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়াছেন তিনিই সার্থক-জন্মা।

৫৮৪। শরীরের ক্ষুধা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ধৈর্য্যনাশ করে।

রসনা রসেরদিকেই সতত ধাবমান হয়।

প্রাণ আহার প্রভাবেই দেহে অবস্থান করে।

মন অতি চঞ্চল ও দুর্ণিবার, তাহাকে বশীভূত করা অতি কঠিন ইন্দ্রিয়গণ ও মনের একাগ্রতাই তপস্যা।

৫৮৫। স্বর্গলোকে তপোবল বিহীন, মিথ্যাভিরত নাস্তিকরা গমন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা ধার্ম্মিক, জিতাত্মা, শান্ত, দান্ত, নির্ম্মৎসর, ধ্যান ও ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত এবং মহাবীর তাঁহারাই শমদম মূলক ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক সৎপুরুষগণ নিষেবিত পবিত্রলোক প্রাপ্ত হয়েন।

৫৮৬। লোক স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে কিন্তু অন্য কোন রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না। সুতরাং পুণ্যপাদপ

ক্রমে ক্রমে সমূলে উন্মূলীত হইয়া যায়। কারণ পৃথিবী কর্ম্মভূমি আর স্বর্গ ফলভূমি।

৫৮৭। ব্রহ্মসদনের উর্দ্ধে পরমোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সনাতন জ্যোতির্ম্ময় বিষ্ণুপদ আছে, লোক উহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন।

যে স্থানে দম্ভ, ক্রোধ, লোভ মোহ ও বিষয় বাসনা পরায়ণ পুরুষরা গমন করিতে পারে না, নির্ম্মল নিরহঙ্কার, নির্দ্দ্বন্দ্ব জিতেন্দ্রিয় ধ্যান ও যোগনিরত মানবরাই তথায় গমন করিতে সমর্থ হয়েন।

৫৮৮। যাঁহারা ধর্ম্মের অনুগত তাঁহারা কখনও অবসন্ন হয়েন না।

৫৮৯। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রীহীন প্রভুর উপাসনা করেন না।

৫৯০। সাধুব্যক্তিরা কদাচ পরমপূজ্য, কৃতবিদ্য, বনবাসী, গৃহস্থ ও তপস্বীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন না, পামরগণই তাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে।

৫৯১। যে ব্যক্তি ভার্য্যা বা ধন অপহরণ করে, সে শরণাগত হইলেও তাহাকে নিধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫৯২। দুরাত্মার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা সাধুলোকের হস্তে মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়।

৫৯৩। দেশ ও নগর সকল দুরাত্মা অন্যায়কারী শাসনকর্ত্তার পরতন্ত্র হইলে দুর্নীতি নিবন্ধন উচ্ছেদদশাপ্রাপ্ত হয়।

৫৯৪। কর্ম্ম প্রথমতঃ মন দ্বারা নিশ্চিত, তৎপরে বাক্য দ্বারা অভি-হিত ও তৎপরে কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয়।

৫৯৫। সাধুগণের সহিত একবার মাত্র সমাগমেই মিত্রতা জন্মে; সাধুসমাগম কদাপি নিষ্ফল হয় না, এই নিমিত্ত সাধুসংসর্গে বাস করা কর্ত্তব্য।

৫৯৬। কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। সজ্জনগণ শত্রুকেও দয়া করিয়া থাকেন।

৫৯৭। সাধু ব্যক্তিকে যতদূর বিশ্বাস করা যায় নিজের প্রতিও তত বিশ্বাস হয় না, এই নিমিত্ত সকলেই সাধু ব্যক্তির উপর বিশ্বাস ও প্রণয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়েন।

৫৯৮। সজ্জনের ধর্ম্মবৃত্তি চিরকালই সমান, সজ্জনরা অবসন্ন বা ব্যথিত হয়েন না, সজ্জনের সমাগম কদাপি বিফল হয় না এবং সজ্জনরা সজ্জনের সমীপে ভীত হন না। সজ্জনরাই সত্য দ্বারা সূর্য্যকে চালিত করিতেছেন, সজ্জনরাই তপঃ দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সজ্জনরাই ভূতভবিষ্যতের গতি এবং সজ্জনরা সজ্জনসমাজে কদাচ অবসন্ন হন না। সাধুগণ পরস্পর অপেক্ষা না করিয়া আর্য্যগণের পূজনীয় জ্ঞানেই চিরকাল পরোপকার করিয়া থাকেন। সাধুগণের প্রসাদ কখনই বিফল হয় না এবং তাঁহাদিগের নিকটে অর্থ বা মানের হানি হয় না; প্রত্যুত প্রসাদ, অর্থ ও মান এই তিনই সাধুসমীপে অব্যাহত থাকে; সাধুগণই সকলের রক্ষা কর্ত্তা।

৫৯৯। প্রাণ দান করিয়াও কীর্ত্তিলাভ করিতে বাসনা করা কর্ত্তব্য। কীর্ত্তিমান্ লোকই স্বর্গ লাভ করে এবং কীর্ত্তিভ্রষ্ট ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। কীর্ত্তি মাতার ন্যায় পুরুষের জীবন রক্ষা করে, কিন্তু অকীর্ত্তি জীবিত মনুষ্যকেও গতজীবিত করে। বিশুদ্ধা কীর্ত্তি পরলোকে পুরুষের প্রধান আশ্রয় হয়েন এবং ইহলোকে আয়ুর দীর্ঘতা সম্পাদন করে।

৬০০। অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই কামনা করিতে পারে, বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে। কন্যা স্বতন্ত্রা, পরতন্ত্রা নহে।

৬০১। লোক সমাজে স্ত্রীলোকের দেহরক্ষা রূপ ধর্ম্মই পূজনীয়।

৬০২। আপদের সীমা নাই, নিমিত্ত নাই এবং কারণও নাই, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই পূণ্য ও পাপের ফল বিভাগ করিয়া দেয়।

৬০৩। সাধু পুরুষরা সত আত্মশ্লাঘার নিন্দা করিয়া থাকেন।

৬০৪। পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জনৈক যক্ষ এই প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উত্তর প্রদান করেন?

প্রশ্ন। কে আদিত্যকে উন্নত করেন, কাহারা তাহার চতুর্দ্দিকে থাকেন, কে বা তাঁহাকে অস্তমিত করেন, এবং তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?

উত্তর। ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্নমিত করেন, দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে অস্তমিত করেন, এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

প্রশ্ন। কিসের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়, কিসের দ্বারা মহত্ত্ব লাভ হয় কিসের দ্বারা পুত্র লাভ হয়, এবং কিসের দ্বারা বুদ্ধিমান হয়?

উত্তর। শ্রুতি দ্বারা শ্রোত্রিয়, তপস্যা দ্বারা মহত্ত্ব লাভ, যজ্ঞ দ্বারা পুত্রবান এবং বৃদ্ধ সেবায় বুদ্ধিমান হয়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি, ও তাহাদিগের কোন ধর্ম্ম, সাধু ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের মনুষ্য ভাব কি এবং কি প্রকার ভাবই বা অসাধু ভাব?

উত্তর। বেদপাঠ তাঁহাদিগের দেবভাব, তপস্যা সাধু ধর্ম্ম মৃত্যু মনুষ্যভাব এবং পরিবাদ অসাধুভাব।

প্রশ্ন। ক্ষত্রিয়গণের দেহভাব, সাধুভাব, মনুষ্যভাব, এবং অসাধু ভাবই বা কি?

উত্তর। ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্রশস্ত্র দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব, এবং পরিত্যাগ অসাধুভাব।

প্রশ্ন। যজ্ঞীয় সাম কি, যজ্ঞীয় যজুঃ কি, কে যজ্ঞবরণ করে এবং যজ্ঞ কাহাকে অতিবর্ত্তন করে না?

উত্তর। প্রাণ যজ্ঞীয় সাম, মন যজ্ঞীয় যজুঃ ঋক যজ্ঞকে বরণ করে এবং যজ্ঞ তাহাকে অতিক্রম করে না।

প্রশ্ন। আবপনকারী, নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান এবং প্রসবকারী, ইহাদিগের কি কি শ্রেষ্ঠ?

উত্তর। আবপনকারীদিগের বৃষ্টি, নিবপনকারীদিগের বীজ, প্রতিষ্ঠমানদিগের ধেনু এবং প্রসূতিদিগের পুত্রই শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সুখানুভাব সমর্থ, বুদ্ধিমান লোক পূজিত ও সর্ব্বপ্রাণির সম্মত হইয়া জীবন থকিতেও জীবিত নহে?

উত্তর। যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা ইহাদিগের নিমিত্ত নির্ব্বাপন না করে, সেই ব্যক্তি জীবন থাকিতেও জীবিত নহে।

প্রশ্ন। পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে, আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতব কে, বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে, আর কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর?

উত্তর। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষাও শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর।

প্রশ্ন। কে নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, কাহার হৃদয় নাই, এবং কে বেগে বর্দ্ধিত হয়?

উত্তর। মৎস্য নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, পাষাণের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।

প্রশ্ন। প্রবাসীর মিত্র কে, গৃহবাসীর মিত্র কে, আতুরের মিত্র কে, এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে?

উত্তর। প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্য্যা, আতুরের চিকিৎসক, এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই মিত্র।

প্রশ্ন। কে সর্ব্বভূতের অতিথি, সনাতন ধর্ম্ম কি, অমৃত কি, এবং সমুদয় জগৎ কি পদার্থ?

উত্তর। অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি, মলিন ও যজ্ঞশেষ অমৃত, জ্ঞান যোগ সনাতন ধর্ম্ম, এবং বায়ু সমস্ত জগৎ।

প্রশ্ন। কে একাকী বিচরণ করেন, কে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন হিমের ঔষধ কি, এবং কে প্রধান বপন ক্ষেত্র?

উত্তর। সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্রমা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, অগ্নি হিমের ঔষধ, এবং পৃথিবী প্রধান বপন ক্ষেত্র।

প্রশ্ন। ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি, যশের একমাত্র আশ্রয় কি, স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি, এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?

উত্তর। দাক্ষ্য ধর্ম্মের, দান যশের, সত্য স্বর্গের, এবং শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।

প্রশ্ন। মনুষ্যের আত্মা কে, দৈবকৃত সখা কে, উপজীবিকা কি এবং প্রধান আশ্রয়ই বা কি?

উত্তর। পুত্র মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যা দৈবকৃত সখা, মেঘ উপজীবিকা এবং দান প্রধান আশ্রয়।

প্রশ্ন। ধন্যের মধ্যে উত্তম কি, ধনের মধ্যে উত্তম কি, লাভের মধ্যে উত্তম কি, এবং সুখের মধ্যে উত্তম কি?

উত্তর। ধন্যের মধ্যে দাক্ষ্য, ধনের মধ্যে শাস্ত্র, লাভের মধ্যে আরোগ্য, এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই উত্তম।

প্রশ্ন। প্রধান ধর্ম্ম কি, কোন ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান, কাহাকে সংযত করিলে শোক থাকে না, এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে সে সন্ধি ভঙ্গ হয় না?

উত্তর। আনৃশংস্য প্রধান ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান, মনকে সংযত করিলে শোক থাকে না, এবং সাধুর সহিত সন্ধি হইলে ভঙ্গ হয় না।

প্রশ্ন। কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, কি ত্যাগ করিলে শোক যায় কি ত্যাগ বরিলে অর্থবান হয়, কি ত্যাগ করিলে সুখী হয়?

উত্তর। অভিমান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক থাকে না, কামনা ত্যাগ করিলে অর্থবান হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলে সুখী হয়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ, নট, ও নর্ত্তক, ভৃত্য, ও রাজা ইহাদিগকে দান করিবার আবশ্যক কি?

উত্তর। ধর্ম্মের নিমিত্তে ব্রাহ্মণকে, যশের নিমিত্তে নট ও নর্ত্তককে, ভরণের নিমিত্তে ভৃত্যকে, এবং ভয়ের নিমিত্ত রাজাকে দান করে।

প্রশ্ন। লোক সকল কিসের দ্বারা আবৃত, ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, কি জন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে, এবং কি জন্যই বা স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়?

উত্তর। লোক সকল অজ্ঞানে আবৃত, তমোদ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, লোভ হেতু মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে, এবং স্বর্গ হেতু স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়।

প্রশ্ন। মৃত পুরুষ কে, মৃত রাষ্ট্র কি ; মৃত শ্রাদ্ধ কি, এবং মৃত যজ্ঞই বা কি ?

উত্তর। দরিদ্র পুরুষই মৃত পুরুষ, অরাজক রাষ্ট্রই মৃত রাষ্ট্র, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধই মৃত শ্রাদ্ধ, এবং অদক্ষিণ যজ্ঞই মৃত যজ্ঞ।

প্রশ্ন। দিক কি, জল কি, অন্ন কি, বিষ কি, এবং শ্রাদ্ধের কালই বা কি ?

উত্তর। সাধুগণই দিক্, অকাশই জল, ধেনুই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ, এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল।

প্রশ্ন। তপ, দম, ক্ষমা, ও লজ্জার লক্ষণ কি ?

উত্তর। স্বধর্ম্মানুবর্ত্তিত্বই তপ, মনের নিগ্রহ দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা, আশ্চর্য্য হইতে নিবৃত্তিই লজ্জা।

প্রশ্ন। জ্ঞান, শম, দয়া, ও আর্জ্জব কাহাকে কহে ?

উত্তর। তত্ত্বার্থো উপলব্ধি জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখে ইচ্ছা করাই দয়া ও সমচিত্ততাই আর্জ্জব।

প্রশ্ন। পুরুষের কোন শত্রু দুর্জ্জয়, কোন ব্যাধি অনন্ত, কীদৃশ লোক সাধু এবং কীদৃশ লোকই বা অসাধু ?

উত্তর। ক্রোধ দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি, সকল প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু, এবং নির্দ্দয় ব্যক্তিই অসাধু।

প্রশ্ন। মোহ, মান, আলস্য ও শোকের লক্ষণ কি ?

উত্তর। ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই মোহ, আত্মাভিমানিতাই মান, ধর্ম্মানুষ্ঠান না করাই করাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।

প্রশ্ন। ঋষিগণ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দানের কি লক্ষণ করিয়াছেন ?

উত্তর। স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ধৈর্য্য, মনোমালিন্য পরিত্যাগই স্নান এবং প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান। এ সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রশ্ন। পণ্ডিত কে, নাস্তিক কে, মূর্খ কে, কাম কি এবং মৎসরই বা কি ?

উত্তর। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত, মূর্খই নাস্তিক, নাস্তিকই মূর্খ, সংসার হেতুই কাম ও হৃত্তাপই মৎসর।

প্রশ্ন। অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব্য এবং পৈশুন্য কি ?

উত্তর। অজ্ঞান রাশিই অহঙ্কার, ধর্ম্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব্য এবং পরের প্রতি দোষারোপ করাই পৈশুন্য।

প্রশ্ন। (ক) ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারা পরস্পরবিরোধী, তবে কি প্রকারে ইহাদের একত্র সমাবেশ হয় ?

খ) কোন কর্ম্ম করিলে অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয় ?

উত্তর। যে ব্যক্তি যাচমান অকিঞ্চন দরিদ্রকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে "নাই" বলিয়া বিদায় করে, যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, এবং যে ব্যক্তি ধন বিদ্যমান থাকিতেও 'নাই' বলিয়া দান ও ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে তাহাদিগকে অক্ষয় নরক গমন করিতে হয়।

প্রশ্ন। কুল, বৃত্ত স্বাধ্যায় এবং শ্রুতি ইহার মধ্যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণ-ত্বের কারণ ?

উত্তর। কুল স্বাধ্যায় বা শ্রুতি ইহার কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না; কেবল এক মাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ; অতএব ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক বিশেষরূপে বৃত্ত রক্ষা করিবেন। অক্ষীণ বৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ কদাচ হীন হয়েন না; কিন্তু ক্ষীণ বৃত্ত হইলে যথার্থই হীন হইতে হয়। যাঁহারা

কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বা শাস্ত্র-চিন্তা করেন, তাঁহারা সকলই ব্যসনি ও মূর্খ, যিনি ক্রিয়াবান তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুর্বৃত্ত হইলে কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়েন না; কেবল শূদ্র হইতে ভিন্ন এই মাত্র বিশেষ; কিন্তু যিনি অগ্নিহোত্র পরায়ণ তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

প্রশ্ন। প্রিয়বাক্য কহিলে কি লাভ হয়, বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে কি লাভ হয়, বহু মিত্র হইলে কি লাভ হয় এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলেই বা কি লাভ হইয়া থাকে ?

উত্তর। প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হয়, বিমৃষ্যকারী ব্যক্তি অধিকতর জয়লাভ করে, বহু মিত্রশালী ব্যক্তি সতত সুখে বাস করে এবং ধর্ম্মানুগত ব্যক্তি সঙ্গতিলাভ করিয়া থাকে।

প্রশ্ন। সুখী কে, আশ্চর্য্য কি, পথ এবং বার্ত্তাই বা কি ?

উত্তর। যিনি অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগে আপন গৃহে শাক পাক করেন তিনিই সুখী। প্রাণিগণ প্রতিদিন শমন সদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোক যে চিরকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ? তর্কের স্থিরতা নাই, বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, মুনি একজন নহেন যে তাঁহারই মতই প্রমাণ করিব, আর ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান গুহায় বিলীন হইয়াছে, অতএব মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পবিত্র পথ কাল সূর্য্য স্বরূপ অনলে রাত্রিদিন ইন্ধন প্রজ্বলিত করিয়া মহা মোহরূপ কটাহে ঋতু ও মাস স্বরূপ দর্ব্বী পরিঘট্টন দ্বারা প্রাণিগণকে যে পাক করিতেছে ইহাই বার্ত্তা।

প্রশ্ন। পুরুষ কে, সকলের মধ্যে ধনী কে ?

উত্তর। যে মানবের নাম পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যতদিন থাকে, ততদিন সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখ-দুঃখ ও প্রিয় ও অপ্রিয়তুল্য জ্ঞান করেন তিনি সকলের মধ্যে ধনী।

৬০৫। ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে তিনিও রক্ষা করেন এবং ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে ধর্ম্মও বিনষ্ট করেন।

৬০৬। তোমার অন্তঃকরণ যেন লোভ মোহ ও ক্রোধকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় এবং যেন তপ, দান ও সত্যে সতত অনুরক্ত থাকে।

(বিরাট পর্ব্ব)

১। বিদিত বিষয়েও উপদেশ প্রদান করা সুহৃদগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

২। ধনীর ভবনস্থ ব্যক্তির কোন বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছা হইলে অগ্রে প্রভুর অনুমতি লইবে, রহস্য বিষয়ে কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না এবং যথায় অন্যে পরাভব করিতে না পারে এরূপ স্থানে অবস্থান করিবে। যে ব্যক্তি আমি প্রভুর প্রিয় এই মনে করিয়া তদীয় যান, পর্য্যঙ্ক, পীঠ, গজ বা রথে আরোহণ না করেন তিনিই ধনিগৃহে বাস করিতে সমর্থ হয়েন। যথায় উপবিষ্ট হইলে দুষ্ট লোকরা আশঙ্কা করিবে, তথায় কদাচ উপবেশন করিবে না। প্রভু জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন বিষয় অনুশাসন করা অকর্ত্তব্য এবং মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা ও অবসরক্রমে সমুচিত সৎকার করা বিধেয়। ধনী ব্যক্তি অনৃতবাদী মনুষ্যের প্রতি সতত ঈর্ষা প্রকাশ ও মিথ্যাভাষী মন্ত্রিকে নিয়ত অবমাননা করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ প্রভুপত্নী, অন্তঃপুর-চারী, প্রভুর দ্বেষ্য ও তাঁহার অহিতকারী ব্যক্তিগণের সহিত মৈত্রী করিবেন না। ধনী প্রভুর সমক্ষে সামান্য কার্য্যও আগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। এইরূপে ধনী প্রভুর পরিচর্য্যা করিলে কদাচ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। উন্নত পদপ্রাপ্ত ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত বা নিয়োজিত না হইলে স্বীয় মর্য্যাদানুরোধে জাত্যন্ধের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতাও মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে ধনী প্রভু আর তাহাকে সমুচিত সমাদর করেন না। অগ্নি ও দেবতার ন্যায় প্রভুর উপাসনা করিবে।

মিথ্যাবাদী মনুষ্যকে প্রভু দূর করিয়া দেন। প্রমাদ গর্ব্ব ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ণয়স্থলে যাহা প্রভুর হিত ও প্রিয়কর হয় তাহাই বর্ণন করিবে। যে স্থলে হিতকর প্রিয়বাক্য নিতান্ত দুর্লভ, সে স্থলে প্রভুর প্রিয়বাক্যে উপেক্ষা করিয়া হিতবাক্য বলাই কর্ত্তব্য। কদাচ প্রভু-বাক্যের প্রতি-কুলাচরণ করিবে না। এবং অপ্রিয় ও অহিত কথা তাঁহার নিকট বর্ণন করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি আপনাকে প্রভুর অপ্রিয়পাত্র মনে করিয়া তাঁহার সেবা করেন ও সর্ব্বদা অপ্রমত্ত চিত্তে তাঁহার হিত ও প্রিয়কার্য্যে তৎপর হয়েন। যে ব্যক্তি প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা, তাঁহার অহিতকারি-দিগের সহবাস ও অনধিকার চর্চ্চায় পরাঙ্মুখ হয়েন, তিনি ধনী-প্রভু গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। পণ্ডিতরা প্রভুর দক্ষিণে বা বাম পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। কোন গূঢ় বিষয় প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবে না; তাহা হইলে সামান্য ব্যক্তিদিগেরও অবিশ্বাস হইতে হয়। প্রভু যদি মিথ্যা বলেন, তাহা অন্যের নিকট কদাচ প্রকাশ করিবে না। তাঁহারা মিথ্যাবাদীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন এবং পণ্ডিতাভিমানী-লোকদিগকে ঘৃণা করেন। আমি "বীর বা বুদ্ধিমান" এই বলিয়া কদাচ প্রভুর নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না। যিনি অপ্রমত্তচিত্তে সতর্কতাপূর্ব্বক প্রভুর প্রিয়কার্য্য ও হিতকার্য্য করেন, তিনি তাঁহার প্রণয়াস্পদ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া নানাবিধ ভোগ সুখে কাল যাপন করেন।

প্রভুর নিকটে স্থিরভাবে সমাসীন থাকিবে, হস্ত, পদ ও ওষ্ঠ প্রভৃতি সতত সঞ্চালন করিবে না, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না এবং অতি গোপনে নিষ্ঠীবন ও বাতাদি পরিত্যাগ করিবে। কোন প্রকার হাস্যের বিষয় উপস্থিত হইলে হৃষ্ট হইয়া অতি হাস্য ও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক হাস্য

সম্বরণ, এই উভয়ই বিরুদ্ধ। অতি হাস্যে উন্মত্ততা ও হাস্য সংবরণে গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করা হয়। এই নিমিত্ত তৎকালে মৃদু মৃদু হাস্য করা কর্ত্তব্য। যিনি লাভে হৃষ্ট ও অপমানে দুখিত হয়েন না এবং সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত থাকেন, তিনিই ধনীর গৃহের উপযুক্ত পাত্র যে পণ্ডিত অমাত্য সর্ব্বদা প্রভু এবং প্রভু পুত্রের স্তব স্তুতি করেন, তিনি চিরকাল প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। যে অনুগৃহীত অমাত্য কোন কারণ বশতঃ নিগৃহীত হইয়াও প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনি পুনরায় সম্পদলাভ করিতে পারেন। যিনি প্রভুর নিকট উপজীবিকা লাভ ও তাঁহার বিষয়ে বাস করেন তিনি সতত প্রভুর সমক্ষে ও পরোক্ষে তদীয় গুণানুবাদ করিবেন। যে কর্ম্মচারী বলপূর্ব্বক বিষয়ভোগ করিবার করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি অচিরকাল মধ্যে পদচ্যুত হয়েন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রভুকৃত উপকার সতত বিপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবে না এবং প্রভুকে সর্ব্বদা শিক্ষা প্রদানে সমুদ্যত হইবে না। যে ব্যক্তি বলবান, অম্লান সত্যবাদী মৃদু ও দান্ত হইয়া সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় প্রভুর অনুগত হইতে পারেন তিনিই ধনী-প্রভু-গৃহে অবস্থান করিবার উপযুক্ত। প্রভু অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে যিনি কি করিব বলিয়া সেই কর্ম্মে অগ্রসর হয়েন তিনিই প্রভু গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। যিনি প্রভু কর্ত্তৃক গূঢ় বা প্রকাশ্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তৎসাধনে পরাঙ্মুখ না হয়েন তিনিই ধনী প্রভুগৃহে বাস করিবার উপযুক্ত। যিনি প্রবাসিত হইয়া পরম প্রণয়াস্পদ পুত্রকলত্র প্রভৃতি স্মরণ করেন না এবং সুখের নিমিত্ত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই ধনী-প্রভুগৃহে বাস করিবার উপযুক্ত। কদাচ প্রভুর সদৃশ বেশ-ভূষা করিবে না, তাঁহার সম্মুখে অতি হাস্য করিবে না এবং যন্ত্রণা বহু ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিবে না। অর্থস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করিবে; কারণ, কোন দ্রব্য

অপহরণ করিলে বন্ধন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রভু যে সকল যান, বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা অন্য যে কোন বস্তু প্রসাদ স্বরূপ প্রদান করিবেন তাহাই সতত ধারণ করিবে। এইরূপ সাবধানে কালাতিপাত করিতে পারিলে প্রভুর প্রিয়পাত্র হওয়া যায়।

৩। পরপত্নী দয়ার পাত্র, পরপত্নীতে অভিলাষ কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

৪। অকার্য্য পরিত্যাগই সৎপুরুষের প্রধান ব্রত।

৫। বীর-পত্নীগণ স্বামীর নিমিত্ত অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া চরমে পতিলোক প্রাপ্ত হয়েন।

৬। জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যাকে অপমানিত করিয়া অপমানকারী কখন থাকিতে পারে না।

৭। ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিলে পুত্রকে রক্ষা করা হয়, পুত্র রক্ষিত হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়। কারণ আত্মাই ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

৮। সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড ও বলিকর্ম্ম প্রভৃতি উপায় দ্বারা বলবান শত্রুকে এবং বলপূর্ব্বক দুর্ব্বল শত্রুকে বশীভূত করা কর্ত্তব্য এবং সান্ত্ববাদ দ্বারা মিত্র মণ্ডলীকে বশীভূত করিবে।

৯। বলবান প্রভুরা সহসা অধিকৃতের উপর ক্রোধপরবশ হইয়া উঠেন।

(উদ্যোগ পর্ব্ব)

১। গর্দ্দভের প্রতি মৃদুভাব ও গো সকলের প্রতি তীব্রভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়।

২। নিখিল ভূতের মধ্যে প্রাণী, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষরা শ্রেষ্ঠ। কৃতবুদ্ধি বৈদিকের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানানুরূপ কার্য্য করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ব্রহ্মবেত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

৩। ধর্ম্ম ব্যবহার দ্বারা কৃপালু ব্যক্তিদিগের নিকট এবং পূর্ব্ব পুরুষাচরিত কুল ধর্ম্মের উল্লেখ দ্বারা বৃদ্ধদিগের নিকট কার্য্যোদ্ধার হয়।

৪। সাধুগণের সহিত অন্ততঃ একবারও মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য, সাধু সমাগম পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। ধীরব্যক্তি অর্থকৃচ্ছ্র সময়ে সাধুসঙ্গকেই অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ফলতঃ সৎ-পুরুষ সহবাস মহামূল্য রত্ন স্বরূপ, এই নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা সাধুগণের হিংসা করেন না।

৫। যে ব্যক্তি ভীত ও শরণাপন্নকে শত্রুহস্তে প্রত্যর্পণ করে, তাহার ভাগ্যে বীজ যথাকালে অঙ্কুরিত হয় না, সে স্বয়ং শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিলে কেহই তাহার শরণ্য হয় না; তাহার অন্ন ভোজন করা বৃথা, সে বিশেষ যত্ন করিলেও অচেতন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়।

৬। যাহার স্বীয় সুখ সাধন ও দুঃখ নিবারণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য; সে নিতান্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র। বিষয় বাসনা কেবল স্বীয় পরিতাপের হেতু, যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারে, সে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়। যেমন অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিলে তাহার তেজ বৃদ্ধি হয়; তদ্রূপ কাম্য বস্তুর উপভোগে কামের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

৭। ভাগ্যহীন ব্যক্তি কদাচ বিগ্রহে সমর্থ হয় না এবং গীত শ্রবণ বা মাল্য গন্ধ ও অনুলেপন প্রভৃতি সামগ্রী উপভোগ কিম্বা উত্তমোত্তম বসন, পরিধান করিতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

৮। মনুষ্য সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও জরা, মৃত্যু এবং প্রিয় অপ্রিয় সুখ ও দুঃখ ইহার কিছুই অতিক্রম করিতে পারে না।

৯। কোন স্থানে অধর্ম্ম ধর্ম্ম রূপ ধারণ করে, কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্ম রূপ ধারণ করে, আর কোন স্থানেই বা বাস্তবিক ধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা অনায়াসে প্রজ্ঞাবলে তৎসমুদয় বুঝিতে পারেন।

১০। বর্ণ চতুষ্টয় পৃথক পৃথক ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট থাকিলেও আপৎকালে তাহারা পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে।

১১। যে ব্যক্তি বিপন্ন না হইয়াও লোভ প্রযুক্ত আপদ্ধর্ম্মের অনুসরণ করে সে নিতান্ত নিন্দনীয়।

১২। মনীষিগণের তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণার্থে সজ্জনগণ সমীপে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা শাস্ত্র সম্মত, কিন্তু যাহারা অব্রাহ্মণ অথচ তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী নহে, তাহাদের স্ব স্ব, জাতিধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করাই শ্রেয়।

১৩। কি সাধু, কি অসাধু, কি বালক, কি বৃদ্ধ কি বলবান্ কি দুর্ব্বল ধাতা সকলকেই বশীভূত করেন। তিনি পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে বালককে পাণ্ডিত্য, ও পণ্ডিতকে বালকত্ব, প্রদান করিয়া থাকেন, সকলেই তাঁহার অধীন।

১৪। যে ব্যক্তি নিয়মানুসারে শরীর ধারণ করিয়া আত্মনিষ্ঠ হয়, সে ব্যক্তি ভাগ্যবশতঃ কুলীনত্ব, বলবত্ব, যশস্বিত, শস্ত্রজ্ঞতা, সুখজীবিত্ব ও জিতাত্মত্ব এই গুণ ষটকের অধিকারী হয়।

১৫। যে ব্যক্তি কামী, বা চৌর, এবং যে ব্যক্তি দুর্ব্বল ও হীন-সাধন হইয়া বলবান শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত অথবা যাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, তাহাদের নিদ্রাচ্ছেদ হইয়া থাকে।

১৬। আত্মজ্ঞান, ধর্ম্ম কর্ম্ম তিতিক্ষা, ও ধর্ম্মনিত্যতা যে ব্যক্তিকে অর্থ হইতে বিচলিত করিতে না পারে তিনিই পণ্ডিত।

যিনি অনাস্তিক ও শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রশস্ত কার্য্যানুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনিই পণ্ডিত।

যিনি ক্রোধ হর্ষ, দর্প, লজ্জা অনম্রতা ও আত্মাভিমান-পরতন্ত্র হইয়া অর্থ হইতে ভ্রষ্ট না হয়েন তিনিই পণ্ডিত।

যাহার কার্য্য ও মন্ত্রণার ফল সমুচিত না হইলে শত্রুগণ উহা জানিতে পারে না, তিনিই পণ্ডিত।

শীত, গ্রীষ্ম, ভয়, অনুরাগ, সমৃদ্ধি বা অসমৃদ্ধিতে যাঁহার কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন হয় না তিনিই পণ্ডিত।

যিনি স্বীয় শক্ত্যনুসারে কার্য্য সাধনের ইচ্ছা বা কার্য্য সম্পাদন করেন এবং কোন বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না তিনিই পণ্ডিত।

যিনি শীঘ্র বুঝিতে পারেন, অধিকক্ষণ শ্রবণ করেন, উত্তমরূপ বিবেচনা না করিয়া, কেবল কামবশতঃ অর্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না এবং যথাযথ জিজ্ঞাসিত না হইয়া পরার্থে বাক্য ব্যয় করেন না, তিনিই পণ্ডিত।

যিনি অপ্রাপ্য বিষয়লাভে অভিলাষী হন না; বিনষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক সন্তাপ করেন না এবং আপৎকালেও কদাচ বিমুগ্ধ হন না, তিনিই পণ্ডিত।

যিনি অগ্রে কার্য্য নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, সম্পূর্ণ রূপে কার্য্য শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হন না এবং একমুহূর্ত্তও বৃথা অতি-বাহিত করেন না, তিনিই পণ্ডিত।

যিনি সজ্জনোচিত কার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন, ঐশ্বর্য্যপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং হিতকর কার্য্যে কদাচ অসূয়া প্রদর্শন করেন না তিনিই পণ্ডিত।

যিনি আপনার সম্মানে হৃষ্ট ও অপমানে পরিতপ্ত হন না এবং হ্রদের ন্যায় সতত অবিচলিত ও অক্ষুব্ধ থাকেন তিনিই পণ্ডিত।

যিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বাক্য প্রয়োগ করেন, লোকবার্ত্তা পরিজ্ঞাত থাকেন, তর্কে বিশেষ প্রতিভা লাভ করেন এবং আশু গ্রন্থের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন তিনিই পণ্ডিত।

যিনি সর্ব্বভূতের তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্ব কর্ম্মের যোগজ্ঞ ও সকল মনুষ্যের উপায়জ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত।

যাঁহার অধ্যয়ন প্রজ্ঞানুযায়ী ও প্রজ্ঞা শাস্ত্রানুসারিনী যিনি কদাচ আর্য্য ব্যক্তির মর্য্যাদা ভঙ্গ করেন না এবং বিপুল অর্থ, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও অনুদ্ধত চিত্তে কালযাপন করেন তিনিই পণ্ডিত।

১৭। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়াও পণ্ডিতাভিমান প্রকাশ করে, দরিদ্র হইয়াও ধনগর্ব্ব ও কুকার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা করে সেই ব্যক্তি মূঢ়।

যে ব্যক্তি ভক্তিহীন মানবকে অভিলাষ ও ভক্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ এবং বলবানের প্রতি বিদ্বেষ করে সেই ব্যক্তি মূঢ়।

যে ব্যক্তি শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করে, মিত্রের দ্বেষ ও হিংসা করে এবং অসৎ কর্ম্মে ব্যাপৃত হয় সেই ব্যক্তি মূঢ়।

যে ব্যক্তি সাংসারিক কার্য্যে সতত সন্দিহান হয় ও আশু-কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিলম্ব করে সেইই মূঢ়।

যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবার্চ্চনে বিরত হয় এবং মিত্রের প্রতি অনুরক্ত হয় না সেই ব্যক্তি মূঢ়।

যে ব্যক্তি আহূত না হইয়াও গমন, জিজ্ঞাসিত না হইয়াও বহু বাক্যব্যয় ও অবিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি মূঢ়।

যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়াও পরের প্রতি দোষারোপ করে এবং অনুমাত্র ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও সতত ক্রুদ্ধ হয় সেই ব্যক্তি মূঢ়।

যে ব্যক্তি আত্মবল অবগত না হইয়া ধর্ম্মার্থ পরিবর্জ্জিত অলভ্য বস্তুর লাভে বাসনা করে সেই মূঢ়।

যে অদণ্ড ব্যক্তিকে দণ্ড দান করে ও অজ্ঞাতসারে ধনীর উপাসনা করে এবং যে ব্যক্তি অদাতার প্রসাদনে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি মূঢ়।

১৮। যে ব্যক্তি স্বীয় ভৃত্যগণকে যথোচিত অর্থ প্রদান না করিয়া একাকী সম্পত্তি সম্ভোগ ও সুন্দর বসন পরিধান করে, সে ব্যক্তি নৃশংস।

১৯। একজন পাপ করিলে অন্য ব্যক্তিকেও ভোগ করিতে হয়, কিন্তু ফল ভোক্তা সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, পাপকর্ত্তা বিমুক্ত হইতে পারে না।

২০। ধনুর্দ্ধরের বিনির্ম্মুক্ত সায়ক দ্বারা একবারে এক ব্যক্তির প্রাণ নাশ হওয়াও সন্দেহ; কিন্তু বুদ্ধিমানের বুদ্ধি প্রভাবে রাজা ও তাহার সমুদয় রাজ্য এক কালে বিনষ্ট হইতে পারে।

২১। বিষ-রস একজনকেই বিনাশ করিতে পারে ও শস্ত্র দ্বারাও একজন বিনষ্ট হয়, কিন্তু মন্ত্রবিপ্লব হইলে ভূপতি সমুদয় প্রজা ও রাজ্য সমভিব্যাহারে একবারে উৎপন্ন হয়।

২২। একাকী মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ, অর্থ চিন্তা, পথ পর্য্যটন, ও প্রসুপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে জাগরণ করা বিধেয় নহে।

২৩। ক্ষমাবান ব্যক্তির একমাত্র দোষ এই যে, তিনি সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলিয়া লোক তাঁহাকে অসমর্থ জ্ঞান করে, কিন্তু তাঁহার ঐ দোষ গণনীয় নহে; কারণ ক্ষমা মনুষ্যের পরম ধন, ক্ষমা অসমর্থ ব্যক্তি গুণ সমর্থ ব্যক্তির ভূষণ, এই জগতী তলে ক্ষমা অদ্বিতীয় বশীকরণ; ক্ষমা দ্বারা সমুদয় কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে। যে ব্যক্তি ক্ষমা রূপ খড়্গ ধারণ করিয়া থাকে; দুর্জ্জনগণ তাহার কি করিতে পারে? বহ্নি তৃণ শূন্য স্থানে নিপতিত হইলে স্বয়ং প্রশমিত হইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষমাহীন ব্যক্তি আপনিই সমুদয় দোষের ভাজন হইয়া উঠে।

২৪। ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়ঃ ক্ষমাই একমাত্র শান্তি, বিদ্যাই একমাত্র তৃপ্তি, ও অহিংসাই একমাত্র সুখনিদান।

২৫। মনুষ্য ইহলোকে পরুষ বাক্য প্রয়োগ ও অসতের পূজা এই দুই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে যশস্বী হয়।

২৬। যে স্ত্রী নিজ কান্তকেই কামনা করে ও যে পুরুষ পূজীত ব্যক্তিকেই পূজা করে তাহারাই লোকের বিশ্বাস ভাজন হয়।

২৭। নির্দ্ধনের অভিলাষ ও অনীশ্বরের ক্রোধ সুতীক্ষ্ণ কণ্টক স্বরূপ হইয়া তাহাদের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করে।

২৮। নিশ্চেষ্ট গৃহস্থ ও ধর্ম্মতৎপর ভিক্ষুক এই উভয়বিধ লোক জনসমাজে শোভিত হয় না।

২৯। ক্ষমাবান প্রভু ও বদান্য দরিদ্র এই দুইপ্রকার ব্যক্তিই স্বর্গে বাস করে।

৩০। অপাত্রে গৌরব ও পাত্রে অগৌরব প্রদর্শন এই উভয়বিধ কার্য্য করিলে ন্যায়ানুগত কর্ম্মের বিপরীতানুষ্ঠান হয়।

৩১। যে ব্যক্তি অপরিমিত ধনসম্পন্ন হইয়াও অদাতা হয় এবং যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াও তপঃপরায়ণ না হয় এই উভয়বিধ লোককেই গলদেশে শিলা বন্ধন পূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

৩২। যে পরিব্রাজক যোগশীল এবং যে বীর সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া নিহত হয় এই দুইপ্রকার লোকই পূজ্যবান।

৩৩; পরদ্রব্যাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ, এবং সুহৃৎ পরিত্যাগ এই ত্রিবিধ দোষই অতি ভয়ানক।

কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিন রিপু নরকের ত্রিবিধ দ্বার স্বরূপ ও আত্মবিনাশের হেতু এই নিমিত্ত এই রিপুত্রয়কে পরিত্যাগ করিবে।

যে ব্যক্তি ভক্ত, যে ব্যক্তি উপাসক, এবং যে ব্যক্তি "আমি তোমার" বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে ; এই তিনপ্রকার শরণাপন্ন লোককে বিষম শঙ্কটেও পরিত্যাগ করিবে না।

৩৪। শত্রুকে কুশ্রী হইতে বিমুক্ত করা বরপ্রদান, রাজ্যলাভ, ও পুত্রের জন্ম এই তিন কর্ম্মের সদৃশ।

৩৫। অল্প বুদ্ধি, দীর্ঘসূত্র, অলস, স্তাবক, এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করিবে না।

৩৬। আপনার অশেষ সম্পত্তিশালী গার্হস্থ্যধর্ম্মযুক্ত ভবনে, বৃদ্ধ জ্ঞাতি, অবসন্ন কুলীন, দরিদ্র সখা, ও অপত্যহীন ভগিনী এই চারি প্রকার লোক বাস করুক।

৩৭। দেবগণের সঙ্কল্প, ধীমানদিগের অনুভাব, কৃতবিদ্যগণের বিনয় ও পাপ কর্ম্মের বিনাশ এই চারিটি বিষয়ই সদ্য ফল প্রদান করে।

৩৮। মানাগ্নিহোত্র, মানমৌন, মানাধিত ও মানযজ্ঞ এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য স্বভাবতঃ ভয়াবহ নহে ; কিন্তু অযথাভূত অনুষ্ঠিত হইলে সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

৩৯। লোক সাতিশয় যত্নসহকারে পিতা, মাতা, হুতাশন, আত্মা ও গুরু এই পঞ্চ প্রকার অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে।

৪০। দেব, মনুষ্য, ভিক্ষুক, অতিথি ও পিতৃলোকের পূজা করিলে যশোলাভ হয়।

৪১। যেমন জলপূর্ণ পাত্রের কোন স্থানে ছিদ্র থাকিলে তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদয় জল নিষ্কাশিত হয় ; তদ্রূপ মনুষ্যের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের

মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় স্খলিত হইলে তন্নিবন্ধন সমুদয় প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইয়া যায়।

৪২। ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তির নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, এই ছয় দোষ পরিত্যাগ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

৪৩। জ্ঞানবান ব্যক্তি, অপ্রবক্তা আকার্য্য, অধ্যয়ন শূন্য ঋত্বিক, অরক্ষক ভূপতি, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা গ্রাম নিবাসাভিলাষী গোপাল ও বননিবাসাভিলাষী নাপিত এই ছয় জনকে পরিত্যাগ করেন।

৪৪। সত্য, দান, অনালস্য, অনসূয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য্য এই ছয় গুণ পরিত্যাগ করা কদাপি পুরুষের বিধেয় নহে।

৪৫। গো, কৃষি, ভার্য্যা, সেবা, বিদ্যা এই পাঁচ বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।

৪৬। শিক্ষিত ছাত্রগণ আচার্য্যের প্রতি, বিবাহিত ব্যক্তিগণ মাতার প্রতি, বিগতকাম পুরুষগণ নারীর প্রতি, কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণ প্রয়োজনের প্রতি, পারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নৌকার প্রতি ও আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

৪৭। এই জীবলোকে আরোগ্য, আনৃণ্য, অপ্রবাস, সৎসংসর্গ, অনুকূল জীবিকা ও নির্ভয়ে বাস এই ছয়টি জীবলোকের সুখ।

৪৭। ঈর্ষা, ঘৃণী, অসন্তুষ্ট, ক্রোধপরায়ণ, নিত্যশঙ্কিত ও পরভাগ্যোপজীবী এই ষড়বিধ ব্যক্তি নিত্য দুঃখিত বলিয়া পরিগণিত।

৪৯। নিত্য অর্থের আগম, অরোগিতা, প্রিয়তমা ভার্য্যা, বশ্যপুত্র, অর্থকরী বিদ্যা ও প্রিয়বাদিনী বনিতা, এই ছয়টি জীবলোকের সুখ।

৫০। কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, মদ ও মান এই ছয়টি মনুষ্যের চিত্তে সতত অবস্থান করিতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি এই সমুদয় পরাজয় করিতে পারেন; তিনি কদাচ পাপ বা অনর্থের ভাজন হন না।

৫১। চৌর, চিকিৎসক, প্রমদা, যাজক, রাজা ও পণ্ডিত এই ছয় প্রকার লোক প্রমত্ত, ব্যথিত, কামুক, যজমান, বিবাদি ও মূর্খ এই ছয় প্রকার লোকের নিকট হইতেই জীবিকানির্ব্বাহ করেন।

৫২। স্ত্রী, অক্ষ, মৃগয়া, বাক-পারুষ্য, দণ্ড, পারুষ্য ও অর্থ দূষণ এ সপ্তদোষ পরিত্যাগ করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫৩। ব্রহ্মস্বহরণ, ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষ, তাঁহাদিগের সহিত বিরোধ, তাঁহাদিগের নিন্দায় আনন্দ ও প্রশংসায় ঈর্ষা প্রকাশ, কার্য্যকালে তাঁহাদিগকে আহ্বান না করা, তাঁহারা যাচ্ঞা করিলে তাঁহাদের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন এই আটটি মনুষ্যের বিনাশের পূর্ব্ব নিমিত্ত।

৫৪। বন্ধুবর্গের সহিত সমাগম, বিপুল অর্থাগম, পুত্রকে আলিঙ্গন, স্ত্রীসংসর্গ, উপযুক্ত সময়ে প্রিয়ালাপ, সপক্ষের সমুন্নতি, অভিলষিত বস্তুলাভ ও জনসমাজে এই আটটি বর্ত্তমানে সাতিশয় সুখপ্রদ।

৫৫। প্রজ্ঞা, কুলীনত্ব, ধম, শ্রুত, পরাক্রম, অবহুভাষিতা, সাধ্যানুসারে দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটি গুণ মনুষ্যকে প্রফুল্ল করে।

৫৬। এই দেহরূপ গেহে নব দ্বার, তিন স্তম্ভ ও পঞ্চ সাক্ষী বর্ত্তমান আছে এবং চিদাত্মা উহাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন। যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

৫৭। মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, বুভুক্ষু, ত্বরান্বিত, লুব্ধ, ভীত ও কামী এই দশবিধ ব্যক্তি ধর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না; এই নিমিত্ত ইহাদের সহিত সংসর্গ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

৫৮। যে লোক কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ ও সৎপাত্রে ধন প্রদান করেন এবং সবিশেষ শ্রুতশালী ও ক্ষিপ্রকারী হন, সমুদয় লোক তাঁহারই মতানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে।

৫৯। যিনি অনর্থক প্রবাস, পাপাত্মাদিগের সহিত বাস, পরদারা-ভিমর্ষণ, দম্ভ, চৌর্য্য, ক্রূরতা ও মদ্যপান পরিত্যাগ করেন তিনিই সতত সুখভোগী।

৬০। যিনি ক্রোধপরবশ হইয়া ত্রিবর্গ সাধনে সমুদ্যত হন না, যিনি জিজ্ঞাসিত হইলে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন, যিনি মিত্রের নিমিত্ত বিবাদ করেন না এবং পূজীত না হইলেও ক্রুদ্ধ হন না, তিনিই জ্ঞানী।

৬১। যিনি কাহারও অসূয়া করেন না, সতত দয়া প্রকাশ করেন, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া কাহারও সহিত বিরোধ করেন না। অতিবাদে প্রবৃত্ত হন না এবং বিবাদ সহ্য করেন, তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসালাভ করিতে পারেন।

৬২। যিনি কদাপি উদ্ধত বেশ ধারণ করেন না, স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ পূর্ব্বক অন্যের নিন্দা করেন এবং গর্ব্বিত হইয়া কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন না, সকলেই তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

৬৩। বৈর প্রশান্ত হইলে যিনি আর তাহা উদ্দীপিত করেন না, যিনি নিতান্ত দৃপ্ত বা নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় ব্যবহার এবং আপনার দুর্গতি বিবেচনা করিয়াও অকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না, যিনি আপনার সুখে

বা পরের দুঃখে প্রহৃষ্ট হন না এবং যিনি দান করিয়া অনুতাপ করেন না তিনিই যথার্থ সৎস্বভাবশালী।

৬৪। যিনি দেশাচার, ভাষাভেদ ও জাতি ধর্ম্মের আধিপত্য লাভ করিতে বাসনা করেন, তিনিই উত্তম ও অধম বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ এবং সকল স্থানেই সাধুগণের উপর আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ।

৬৫। যে মনস্বী দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, পাপকার্য্য, রাজদ্বেষ, খলতা, বহুব্যক্তির সহিত শত্রুতা এবং মত্ত, উন্মত্ত ও দুর্জ্জনগণের সহিত তর্ক বিতর্ক করেন না, তিনিই প্রধান প্রজ্ঞাশালী।

৬৬। যিনি দম, শৌচ, দেবার্চ্চন, বিবিধ মঙ্গলকার্য্য ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; দেবগণ সতত তাঁহার অভ্যুদয়ে প্রবৃত্ত থাকেন।

৬৭। যিনি সম ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ, সখ্য সংস্থাপন, আলাপ ও ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিতদিগের অনুবর্ত্তী হন, তিনিই যথার্থ নীতিজ্ঞ।

৬৮। যিনি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য ভাগ প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং পরিমিত ভোজন করেন, অপরিমিত কর্ম্ম করিয়া পরিমিত নিদ্রা যান এবং যাজ্ঞা করিলে শত্রুকেও ধন দান করেন, সেই মহাত্মা কদাচ অনর্থের ভাজন হন না।

৬৯। যাঁহার ইচ্ছা ও কর্ম্ম অন্যে জানিতে পারে না এবং যিনি গোপনে মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন; তাঁহার অনুমাত্র অর্থও বিনষ্ট হয় না।

৭০। যিনি সর্ব্বভূতের শান্তিতে রত সত্যবাদী, মৃদু, মানকারী ও সদাশয়, তিনি উত্তম আকর সম্ভূত মণির ন্যায় জ্ঞাতিমধ্যে শোভমান হইয়া থাকেন।

৭১। যিনি আপনার দোষ আপনিই জানিতে পারিয়া লজ্জিত হন, তিনি সর্ব্বলোকের গুরু ও সেই মহাত্মা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া দীপ্ত হন।

৭২। যাঁহার জয় ও শুভ অভিলাষ করিতে হয়, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলেও শুভ হউক বা অশুভ হউক, প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক, সমুদয়ই তাঁহার সমক্ষে বর্ণন করা কর্ত্তব্য।

৭৩। যে সকল কর্ম্ম অসত্যদোষে দূষিত, যাহা সম্পাদন করিতে হইলে অসদুপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহা মনে করাও কর্ত্তব্য নহে।

৭৪। যদি উপায় বিহিত কর্ম্ম সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মনকে গ্লানিযুক্ত করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির একান্ত অকর্ত্তব্য।

৭৫। বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম করিবে না, অগ্রে তাহার নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ অনুষ্ঠান করিবে, অধীরতা সহকারে কোন কর্ম্ম করিবে না।

৭৬। কর্ম্মের পরিণাম ও প্রয়োজন এবং আপনার উদ্যোগ বিবেচনা করিয়া ধীরব্যক্তি অনুষ্ঠানে অগ্রসর বা পরাঙ্মুখ হইবেন।

৭৭। জরা যেমন রমণীর রূপ বিনষ্ট করে অবিনয় হইতে সেইরূপ শ্রী বিনষ্ট হয়।

৭৮। লোভ পরতন্ত্র মৎস্য পরিণামে বন্ধন আলোচনা না করিয়া ভোজ্য সামগ্রীসমাবৃত লৌহময় বড়শি গ্রাস করে।

৭৯। যাহা ভোজন করিবার উপযুক্ত, যাহা ভোজন করিলে পরিপাক হইতে পারে এবং যাহা পরিপাক অবস্থায় হিতকর হয় সম্পত্তিলিপ্সু ব্যক্তি তাহাই ভোজন করিবে।

৮০। যিনি বনস্পতির অপরিপক্ক ফল চয়ন করেন, তিনি তাহা হইতে রস প্রাপ্ত হন না, প্রত্যুত তাহার বীজ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু যিনি যথাকালে পরিণত ফল গ্রহণ করেন, তিনি ফল হইতে রস লাভ করেন এবং তাহার বীজ হইতেও পুনরায় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৮১। যেমন মধুকর কুসুম রক্ষা করিয়া তাহা হইতে রস গ্রহণ করে সেইরূপ হিংসা না করিয়া মনুষ্যগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবে।

৮২। মালাকর উপবন হইতে নানাবিধ পুষ্পচয়ন করে, কিন্তু মূলচ্ছেদ করে না; অতএব মালাকরের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। কদাচ অঙ্গারকারের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে।

৮৩। ইহার অনুষ্ঠান করিলে কি হয়, না করিলেই বা কি হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে, অথবা তাহা হইতে বিরত হইবে।

৮৪। যিনি প্রয়োজন অপেক্ষা করেন না, যাঁহার পুরুষকার ফল হীন, যিনি অর্থাগম-শূন্য, যাঁহার প্রসাদ নিষ্ফল ও ক্রোধ নিরর্থক, কেহই তাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না।

৮৫। কোন স্ত্রী ক্লীবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না।

৮৬। প্রাজ্ঞব্যক্তি অল্পায়াস-সাধ্য প্রচুর ফলপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হন।

৮৭। যিনি সরল স্বভাব হইয়া প্রীতি-নয়নে সকলকে অবলোকন করেন, তিনি মৌন ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিলেও লোক তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়।

৮৮। সুপুষ্পিত হইয়াও ফলিত হইবে না, ফলিত হইয়াও দুরারোহ হইবে ও অপক্ক হইয়াও আপনারে পক্কবৎ প্রদর্শন করিবে; তাহা হইলে কোন কালেই বিশীর্ণ হইবে না।

৮৯। যে ব্যক্তি চক্ষু; মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা সকলকে প্রসন্ন করেন লোক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে।

৯০। যেমন মৃগগণ ব্যাধ হইতে ভীত হয়, সেইরূপ প্রাণিগণ হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, তিনি সসাগরা ধরা লাভ করিয়াও রক্ষা করিতে পারেন না।

৯১। বায়ু যেমন জলধরকে বিচ্ছিন্ন করে, সেইরূপ দুর্নীতিপর ব্যক্তি স্বতেজে লব্ধ পৈতৃক ধনে ভ্রংশিত হইয়া থাকে।

৯২। যিনি প্রথমাবধি সাধুসমাচরিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, বসুধা সেই লোকের নিকট বসুপূর্ণা ও সম্পত্তি বৰ্দ্ধিনী হইয়া বৃদ্ধি হইতে থাকেন।

৯৩। যেমন চর্ম্মপাত্র অগ্নির নিকট সঙ্কুচিত হয়, সেইরূপ এই পৃথিবী ও ধর্ম্মত্যাগী ও অধর্ম্মাচারী লোকের নিকট সঙ্কুচিত হইয়া অল্প ফলশালিনী হইয়া থাকে।

৯৪। পরধন আনয়নে যেরূপ যত্ন করিতে হয়, নিজধন রক্ষণেও সেইরূপ যত্ন করিতে হয়।

৯৫। ধর্ম্মানুসারে ধনপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রমত্ত চিত্তে রক্ষা করিলে তিনি কখনও হীন বা ক্ষীণ হন না।

৯৬। যেমন প্রস্তর হইতে কাঞ্চন সকল সঙ্কলিত হয়, সেইরূপ উন্মত্তদিগের প্রলাপ ও বালকদিগের জল্পনা হইতে সার গ্রহণ করিবে।

৯৭। ধীরব্যক্তি উঞ্ছহারীদিগের উঞ্ছ অন্বেষণের ন্যায় সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া সকল লোক হইতেই সদ্বাক্য ও সদাচার সকল সঙ্কলন করিবেন।

৯৮। যে ধেনু অনায়াসে দোহন করিতে না দেয়, লোক তাহাকেই অধিক ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। আর সুখদোহ্যা গরুকে কেহ যন্ত্রণা প্রদান করে না।

৯৯। যে কাষ্ঠ পরিতপ্ত না হইলে নত হয় অথবা স্বতই নত হইয়া থাকে; কেহ তাহাকে উত্তাপিত করে না।

১০০। পশুগণের বন্ধু পর্জ্জন্য, রাজার বন্ধু মন্ত্রী, স্ত্রীর বন্ধু স্বামী, ব্রাহ্মণের বন্ধু বেদ।

১০১। ধর্ম্ম সত্যদ্বারা, বিদ্যা অভ্যাস দ্বারা, রূপ অঙ্গমার্জ্জন দ্বারা, কুল ধন দ্বারা, ধান্য পরিমাণ দ্বারা, অশ্ব ব্যায়াম শিক্ষাদি দ্বারা, ধেনু তত্ত্বাবধান দ্বারা এবং স্ত্রীলোক কুৎসিত বস্ত্র দ্বারা রক্ষণীয় হয়।

১০২। আচারভ্রষ্টদিগের কুল কদাচ কোন কার্য্যে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না একমাত্র সদাচার অন্ত্যজ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও প্রধান প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে।

১০৩। ধন, রূপ, বীরত্ব, কুল মুখ, সৌভাগ্য ও সৎকারে যে ব্যক্তির ঈর্ষা হয়, তাহার ব্যাধি অনন্ত।

১০৪। যিনি অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ ও আকালিক মন্ত্রভেদে ভীত হন, তিনি মাদক দ্রব্য সেবা পরিত্যাগ করিবেন।

১০৫। বিদ্যা, ধন ও আভিজাত্য অসাধুগণের মদ ও সাধুগণের দমগুণের কারণ।

১০৬। যদি সাধুগণ বিখ্যাত অসাধু ব্যক্তিকে কখনও কোন কার্য্যে আহ্বান করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই কার্য্যের অত্যল্পমাত্র সুসম্পন্ন না করিয়াই আপনাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করে।

১০৭। সাধুগণ, মহাত্মা, সাধু অসাধুদিগের গতি, কিন্তু অসাধুগণ সাধুগণের গতি নহে।

১০৮। পরিচ্ছদ সম্পন্ন ব্যক্তি সভা জয় করেন, গোধন-সম্পন্ন ব্যক্তি মিষ্ট ভোজনাবিলাস জয় করেন, যান-সম্পন্ন ব্যক্তি পথ জয় করেন এবং শীল-সম্পন্ন ব্যক্তি সকলকেই জয় করেন।

১০৯। শীলই পুরুষের প্রধান গুণ, যে ব্যক্তির উহা নষ্ট হইয়াছে তাহার জীবন বৃথা।

১১০। আঢ্যগণের মাংস ভোজন প্রধান, মধ্যবিত্তগণের গব্যরস ভোজন প্রধান এবং দরিদ্রগণের তৈল ভোজন প্রধান।

১১১। দরিদ্ররাই সুস্বাদু অন্ন ভোজন করে, কেন না ক্ষুধা খাদ্য-বস্তুর স্বাদুতা সম্পন্ন করে, তাহা উহাদিগেরই আছে, আঢ্য ব্যক্তিগণের ক্ষুধা দুর্লভ। সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ভোজন-শক্তি প্রায়ই থাকে না, কিন্তু দরিদ্ররা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে।

১১২। অধম ব্যক্তিরা জীবিকা না থাকিলেই ভীত হয়, মধ্যম লোকরা মৃত্যু হইতে ভীত হন এবং উত্তম পুরুষরা অপমান হইতে যৎপরোনাস্তি ভীত থাকেন।

১১৩। ঐশ্বর্য্যমদ পানমদ অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয়; কারণ, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ব্যক্তির পতন না হইলে চৈতন্যের উদয় হয় না।

১১৪। যেমন গ্রহগণ নক্ষত্র সকলকে তাপ প্রদান করে, সেইরূপ অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে আসক্ত হইলে ভূলোককে পরিতাপিত করিয়া থাকে।

১১৫। যে ব্যক্তি বিষয়লালসা প্রবর্ত্তক সহজাত শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তাহার আপদ শুক্লপক্ষ-শশীর ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

১১৬। যিনি মনকে জয় না করিয়া অমাত্যকে অথবা অমাত্যকে জয় না করিয়া অমিত্রকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ব্যক্তি অবশ হইয়া অত্যন্ত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হন।

১১৭। যিনি প্রথমে অমিত্ররূঢ়া মনকে পরাজয় করেন, পরে অমাত্য ও অমিত্রগণের প্রতি তাঁহার জিজ্ঞাসা কদাচ বিফল হয় না।

১১৮। যিনি ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে পরাজয় ও রক্ষা করিয়া সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করেন, লক্ষ্মী সেই পুরুষকে নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন।

১১৯। বালকগণ অনর্থক অর্থ ও অর্থকে অনর্থ ও অপরাজিত ইন্দ্রিয়-জনিত দুরপনেয় দুঃখকে সুখ বোধ করে।

১২০। শরীর রথ, আত্মা সারথি ও ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব। ধীরব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া ঐ সমস্ত বশীভূত অশ্ব দ্বারা রথীর ন্যায় কুশলে ও পরম

সুখে গমন করেন। যেমন অবশীভূত অশ্বগণ পথিমধ্যে কু সারথির প্রাণ নাশ করে সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত না হইলে পুরুষের প্রাণ-বিনাশের দৃঢ়তর কারণ হইয়া উঠে।

১২১। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয় সে ব্যক্তি অবিলম্বে বিনষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, গতসর্ব্বস্ব ও বনিতা-কর্ত্তৃক পরিতপ্ত হইয়া থাকে।

১২২। যিনি অর্থরাশির অধীশ্বর হওয়াও ইন্দ্রিয়গণের অনীশ্বর হইয়া থাকেন তিনি অবশ্যই ঐশ্বর্য্য হইতে পরিচ্যুত হন।

১২৩। আত্মা, মন, বুদ্ধি ও নিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আত্মার অন্বেষণ করিবে কারণ আত্মাই আত্মার শত্রু এবং আত্মাই আত্মার বন্ধু।

১২৪। যে আত্মা আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার নিয়ত বন্ধু ও অবশীভূত আত্মা নিয়তই রিপু।

১২৫। যেমন ক্ষুদ্র ছিদ্র জাল মৎস্যদ্বয়কে আবৃত করে সেইরূপ প্রজ্ঞান, কাম ও ক্রোধ উভয়কেই বিলুপ্ত করে।

১২৬। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থের অনুরোধে জয়-সামগ্রী সকল আহরণ করে সেই সুখলাভ করিয়া থাকে।

১২৭। যে ব্যক্তি মনোময় শ্রবণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরাজিত না করিয়া অন্য শত্রুকে পরাজিত করিতে অভিলাষী হয় শত্রুগণ তাহাকেই পরাজয় করে।

১২৮। যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় সেইরূপ পাপপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত পুণ্যবানকেও সমান দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব সর্ব্বপ্রকার পাপ ও পাপপরায়ণ মানবের সংস্রব পরিত্যাগ করিবে।

১২৯। যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ উন্মার্গপ্রস্থিত স্ব স্ব বিষয়াসক্ত পঞ্চ-শত্রুকে নিগৃহীত না করে আপদ তাহাকে গ্রাস করে।

১৩০। অনসূয়া, আর্জব, শৌচ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, দম, সত্য ও অনায়াস এই কয়েকটি গুণ দুরাত্মাদিগের নাই।

১৩১। আত্মজ্ঞান, অনায়াস, তিতিক্ষা, ধর্ম্ম নিত্যতা, গুপ্তবাক্য ও দান এই সকল গুণ অধম ব্যক্তিকে আশ্রয় করে না।

১৩২। যে অজ্ঞব্যক্তি কটূবাক্য, পরিবাদ দ্বারা জ্ঞানবানের হিংসা করে সে পাপভাগী হয়, কিন্তু যিনি ক্ষমা করেন তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন।

১৩৩। হিংসা অসাধুগণের বল, দণ্ডবিধান রাজার বল, শুশ্রূষা স্ত্রীর বল এবং ক্ষমা গুণবানের বল।

১৩৪। বাক সংযম অতি দুষ্কর কর্ম্ম, অর্থযুক্ত বিচিত্র বহুবাক্য প্রয়োগ ও ক্ষমতার অতীত সুভাষিত বাক্য বিবিধ কল্যাণের আকর; কিন্তু উহাই আবার দুর্ভাষিত হইলে অনর্থরাশি উৎপাদন করে।

১৩৫। সায়কবিদ্ধ বা পরশুছিন্ন অরণ্য পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু দুর্ব্বাক্য-সায়কে বিক্ষত ব্যক্তি কিছুতেই আরোগ্যলাভ করিতে পারে না। যে বাক্-সায়ক বদন হইতে বিনির্গত হয়, যদ্দ্বারা লোক সকল আহত হইলে দিবা রাত্রি শোক করিয়া থাকে, যাহা মানবের মর্ম্ম ভিন্ন অন্য স্থানে স্পর্শ করে না, পণ্ডিতগণ অন্যের প্রতি তাহা কদাচ নিক্ষেপ করেন না।

১৩৬। মৃত্যু আসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইলে নীতিবৎ প্রতীয়মান দুর্নীত সকল কখন হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না।

১৩৭। অধিবিন্না স্ত্রী, দ্যুত পরাজিত ও দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ যামিনী যোগে দুঃখ ভোগ করে, অন্যায় বক্তা সেইরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৩৮। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সেই ব্যক্তি চিরকাল দুঃখভোগ করে।

১৩৯। দেবগণ সামান্য পশুপালকের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিয়া রক্ষা করেন না, কিন্তু যাহাকে রক্ষা করেন তাহাকে তাহারই বুদ্ধি দ্বারা রক্ষা করেন।

১৪০। পুরুষ যেরূপ কল্যাণকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে তাহার অর্থ সকল সেইরূপ সিদ্ধ হইবে।

১৪১। মদ্যপান, কলহ, দম্পতিবিচ্ছেদ, দম্পতি কলহ, সাধারণ জ্ঞাতিভেদ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে।

১৪২। সামুদ্রিক বেত্তা, চৌরপূর্ব্বক বণিক, শলাকধূর্ত্ত, চিকিৎসক, অরি, মিত্র, ও কুশীলব এই সাত ব্যক্তিকে সাক্ষী করিবে না।

১৪৩। গৃহদাহক, বিষ প্রয়োক্তা, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, শরকর্ত্তা, খল, মিত্রদ্রোহী, পরদারিক, ভ্রূণঘাতী, গুরুতল্পগামী, মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ, দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ বিবর্দ্ধক, উগ্রস্বভাব সম্পন্ন, বেদদ্বেষী, গ্রাম পুরোহিত, নাস্তিক, পতিত সাবিত্রীক, কর্ষক, এবং যে ব্যক্তি বলসম্পন্ন হইয়াও অন্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক হিংসা করে ইহারা মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৪৪। অগ্নি দ্বারা সুবর্ণ, চরিত্র দ্বারা ভদ্র, ও ব্যবহার দ্বারা সাধুকে অবগত হওয়া যায়।

১৪৫। ভয় উপস্থিত হইলে শূর, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে ধীর ও আপদকালে সুহৃৎ ও শত্রুর পরীক্ষা হইয়া থাকে।

১৪৬। জরা সৌন্দর্য্যনাশ, বলবতী আশা ধৈর্য্যনাশ, মৃত্যু প্রাণনাশ, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যা নাশ, ক্রোধ সম্পত্তিনাশ, কাম লজ্জানাশ, এবং অভিমান সমুদয় নাশ করিয়া থাকে।

১৪৭। সম্পত্তি মঙ্গল হইতে প্রাদুর্ভূত, প্রগল্‌ভতার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, ও ক্ষিপ্রকারিতার দ্বারা বদ্ধমূল হইয়া সংযম দ্বারা চিরস্থায়ী হয়।

১৪৮। প্রজ্ঞা, সৎকুল, দম; শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটি গুণ পুরুষকে প্রতিভা সম্পন্ন করে।

১৪৯। দম, সত্য, আর্জ্জব, ও অনৃশংসতা এই চারিটি অতি যত্ন পূর্ব্বক উপার্জ্জন করিতে হয়।

১৫০। যে সভায় বৃদ্ধের সমাগম নাই, তাহা সভাই নয়, যে বৃদ্ধরা ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান না করেন, তাঁহারা বৃদ্ধই নন, যে ধর্ম্মেতে সত্য নাই তাহা ধর্ম্মই নয় আর যে সত্য কপটতা দ্বারা নিতান্ত কুটীলভাব ধারণ করে সে সত্যই নয়।

১৫১। রূপ, সত্য, শাস্ত্র, দেবোপসনা, সৎকুল, শীল, বল, ধন শৌর্য্য ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য এই দশটি স্বর্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

১৫২। পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া পাপের ফল ভোগ করে, কিন্তু পুণ্যাত্মা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যেরই ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আর প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি প্রতিনিয়তই পাপানুষ্ঠান করিয়া

থাকে, অতএব কদাচ পাপাচরণ করিবে না, কারণ বারংবার পাপানুষ্ঠান করিলে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া নিরন্তর পাপ কর্ম্মেরই প্রবৃত্তি জন্মে। পুণ্য বারংবার আচরিত হইলে বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে নিরন্তর পুণ্য সঞ্চয়েই অভিলাষ জন্মিয়া থাকে এবং পরিণামে পুণ্যস্থান লাভ হয়, অতএব পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই যত্নবান হইবে।

১৫৩। অসূয়া পরবশ, নিষ্ঠুর, মর্ম্মচ্ছেদী, শঠ, বৈরকারী ব্যক্তিরা পাপাচরণের অনতিকাল বিলম্বেই সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। আর অসূয়া শূন্য প্রজ্ঞাবান শুভাচার সম্পন্ন মনুষ্য নিরন্তর সুখ সম্ভোগ করেন।

১৫৪। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন মনুষ্য হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন তিনিই পণ্ডিত।

১৫৫। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ লাভ করিয়া সুখী হইতে পারেন।

১৫৬। দিবাভাগে এরূপ কর্ম্ম করিবে যাহাতে রাত্রিকালে সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। আট মাস এরূপ কর্ম্ম করিবে যাহাতে বর্ষাকালে সুখে অতিবাহিত হয়। প্রথম বয়সে এরূপ কর্ম্ম করিবে যাহাতে চরমকাল পরমসুখে অতিবাহিত হইতে পারে এবং যাবজ্জীবন এরূপ কর্ম্ম করিবে যাহাতে পরকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে।

১৫৭। পণ্ডিতরা জীর্ণ অন্ন, গত-যৌবন ভার্য্যা, সমরবিজয়ী বীর ও পারদর্শী তপস্বীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

১৫৮। গুরু কৃতাত্মাদিগের ও রাজা দুরাত্মাদিগের শাস্তি আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে, অন্তক তাহাদিগকে শাসন করে।

১৫৯। ঋষি, নদী, মহাত্মাগণের কুল ও স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রতার কারণ অবগত হওয়া নিতান্ত দুরূহ।

১৬০। বুদ্ধি সাধ্য কর্ম্ম সকল প্রশস্ত, বহুবলসাধ্য কর্ম্ম সকল মধ্যম আর কামসাধ্য কর্ম্ম নীচ বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৬১। ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়জয় ও সত্য ধর্ম্মানুবৃত্তি দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদন করিয়া সুখদুঃখ সমান বোধ করিবে।

১৬২। কেহ শাপ প্রদান করিলে তাহার উপর কদাচ শাপ প্রদান করিবে না বরং ক্রোধ সংবরণ করিবে, তাহা হইলে অভিশপ্তাকে দগ্ধ করিয়া তাহার সমস্ত সুকৃতি অপহরণ করিয়া থাকে।

১৬৩। অন্যের অবমাননা, মিত্রদ্রোহ, নীচ লোকের উপাসনা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

১৬৪। অভিমান-পরতন্ত্র ও নীচ-প্রবৃত্তি-পরায়ণ হওয়া একান্ত অবিধেয়।

১৬৫। অতি কঠোর বাক্য পুরুষের ধর্ম্ম, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে, অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কদাচ অতি কর্কশ ও মর্ম্মচ্ছেদী বাক্য ব্যবহার করেন না।

১৬৬। যে জন্মোপঘাতী অতি পুরুষ বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, সেই লক্ষ্মীহীন মানবের মুখমণ্ডলে সকল লোকের অমঙ্গল বা মৃত্যু নিরন্তর বাস করে।

১৬৭। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও অনল সদৃশ সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করে, তাহা হইলে বিদ্ধ ব্যক্তির বিবেচনা করা উচিত যে, ইনি তাঁহার উপকার করিতেছেন।

১৬৮। যেমন বস্ত্র নীলাদি বস্ত্র দ্বারা রঞ্জিত হইলে সেই সকল বর্ণের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাধু বা অসাধু, তপস্বী বা তস্করের সেবা করিলে তাহাদিগেরই সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়।

১৬৯। কেহ কটূক্তি করিলে স্বয়ং বা অন্যের দ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে না; আহত হইলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা আঘাত করিবে না।

১৭০। যিনি হন্তাকে সংহার করিবার অভিলাষ না করেন, তিনি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

১৭১। প্রথমতঃ অসম্বদ্ধ প্রলাপ অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, দ্বিতীয়তঃ সত্যবাক্য, তৃতীয়তঃ প্রিয় বাক্য, চতুর্থতঃ ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

১৭২। পুরুষ যাদৃশ লোকের সহিত সহবাস ও যাদৃশ লোকের সেবা এবং যেরূপ স্বভাব সম্পন্ন হইতে অভিলাষ করে সেইরূপ স্বভাব জনক হইয়া থাকে।

১৭৩। মানব যে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, সে তজ্জনিত দুঃখ সকল হইতেও নিবৃত্ত হইয়া থাকে; এইরূপ সকল বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইলে তাহকে অণুমাত্রও দুঃখ করিতে হয় না।

১৭৪। অন্য কর্ত্তৃক বিজিত বা জিগীষা পরবশ হইবে না, কাহারও প্রতি বৈরাচরণ বা বৈরনির্যাতন করিবে না, নিন্দা বা প্রশংসা উভয়ে সমভাব প্রদর্শন করিবে, তাহা হইলে শোক বা হর্ষ কিছুই থাকে না।

১৭৫। যিনি সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, কদাচ অন্যের অশুভ আশঙ্কা করেন না, যিনি সত্যবাদী, মৃদু ও দানশীল তিনিই উত্তম।

যিনি অন্যকে বৃথা সান্ত্বনা করেন না এবং অঙ্গীকার করিয়া দান ও পররন্ধ্রের অনুসন্ধান করেন তিনি মধ্যম।

যে ব্যক্তি মঙ্গলময় পদার্থে শ্রদ্ধা ও গুরুজনদিগকে বিশ্বাস করে না এবং মিত্রগণকে নিরাকরণ করিয়া থাকে, যাহাকে শাসন করা নিতান্ত কঠিন, যে ব্যক্তি আহত ও শস্ত্রে বিদীর্ণ হইলেও ক্রোধাবেশ বশতঃ কখনই সরলভাব ধারণ করে না এবং সকলের সহিত মৈত্রিভাব ধারণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়া থাকে ও যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন সেই অধম।

১৭৬। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি উত্তম পুরুষের সেবা করিবেন, সময়ানুসারে মধ্যম পুরুষেরও সেবা করিতে পারেন, কিন্তু অধম পুরুষের সেবা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত।

১৭৭। পুরুষ স্বীয় বল, বীর্য্য, অভ্যুদয়, প্রজ্ঞা ও পুরুষকার সহকারে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে, কিন্তু মহৎকুল সম্ভূত ব্যক্তিদিগের চরিত্র ও কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

১৭৮। যে কুলে তপস্যা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রাধ্যয়ন, পুণ্য, বিবাহ ও সতত অন্নদান এই গুণ কয়টি পরিদৃশ্যমান হয়, তাহাই মহাকুল। পিত্রাদি যাঁহাদের চরিত্র দর্শনে ব্যথিত না হন, যাঁহারা এককালে মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন মনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং স্বীয় বংশ মধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপনের অভিলাষ করেন, তাহারাই মহাকুল-প্রসূত।

বিধিবিরুদ্ধ বিবাহ, বেদের উৎসাদন, সনাতন ধর্ম্মের অতিক্রম, দেব-দ্রব্যের অপলাপ, ব্রহ্মস্বের অপহরণ দ্বারা কুল সকল দুষ্কুলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে সমস্ত কুল বিদ্যা, অর্থ ও সৎপুরুষ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াও যদি ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয় সে সমুদয় কুল কখনই কুল মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আর যে সমস্ত কুল ধর্ম্ম দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে সেই সকল কুল অল্প ধনসম্পন্ন হইলেও যশোলাভ করিয়া কুলমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। পরম যত্নসহকারে ধর্ম্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১৭৯। ধনের আগম ও ক্ষয় নিরন্তরই হইয়া থাকে, অতএব ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি ক্ষীণ ধন হইলে তাহাকে ক্ষীণ বলা যায় না, কিন্তু যাহার ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়াছে, সেই যথার্থ ক্ষীণ।

১৮০। যে কুলে ধর্ম্ম নাই তাহা বিদ্যা, পশু, অশ্ব, কৃষি, ও সমৃদ্ধি দ্বারা কখনই সমুজ্জ্বল হইতে পারে না।

১৮১। পুণ্য কর্ম্মকারী সাধু লোকের গৃহে তৃণ, ভূমি, উদক, সুনৃত বাক্য এই চারিটির কখনও অভাব হয় না।

১৮২। যেমন স্যন্দন বৃক্ষ সূক্ষ্ম হইলেও ভার বহন করিতে পারে, কিন্তু অন্য বৃক্ষ সকল তদ্বিষয়ে কখনই সমর্থ হয় না, তদ্রূপ মহাকুলীনরা একান্ত ভারসহ হইয়া থাকেন, সামান্য কুলপ্রসূত ব্যক্তিরা কদাচ তাহাদিগের অনুসরণ করিতে পারে না।

১৮৩। যাঁহার ক্রোধে ভীত হইতে হয়, যাঁহাকে শঙ্কিত মনে সেবা করিতে হয় তিনি কদাচ মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। ফলতঃ পিতার ন্যায় বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিই যথার্থ মিত্র, অন্যের সহিত মিত্রতা কেবল সম্বন্ধ মাত্র।

১৮৪। যদি কোন ব্যক্তি অসম্বন্ধ হইয়াও মিত্রভাব অবলম্বন করেন তাহা হইলে তিনি প্রকৃত মিত্র, তিনিই একমাত্র গতি ও প্রধান

১৮৫। চঞ্চল চিত্ত, স্থূল বুদ্ধি, বৃদ্ধোপদেশ পরাঙ্মুখ, ব্যক্তির সহিত মিত্রভাব সংঘটন হয় না।

১৮৬। যেমন হংসসমণ্ডলী শুষ্ক সরোবর পরিহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্থ সকল অব্যবস্থিতচিত্ত, ইন্দ্রিয় বশবর্ত্তী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে।

১৮৭। অসাধু লোকের স্বভাব চপল জলদের ন্যায়, তাহারা সহসা ক্রোধপরবশ ও অকারণ প্রসন্ন হইয়া উঠে।

১৮৮। যে ব্যক্তি মিত্রগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত ও কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাদিগের উপকার করে না সেই কৃতঘ্ন মহাপাপী।

১৮৯। ধনী হউন বা নির্ধনই হউন মিত্রকে অর্চ্চনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১৯০। প্রার্থনা না করিলে কাহারও সারবত্তার পরীক্ষা হইতে পারে না।

* ১৯১। সন্তাপ হইতে রূপ নষ্ট হয়, সন্তাপ হইতে বল নষ্ট হয়, সন্তাপ হইতে জ্ঞান নষ্ট হয় ও সন্তাপ হইতে ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

১৯২। শোক উপস্থিত হইলে অভিলষিত বস্তু লাভ হয় না; শোকে শরীর পরিতপ্ত হয়, এবং শোক হইলে শত্রুগণ নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

১৯৩। মনুষ্যগণ বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করে, বারংবার ক্ষয় হয়, বারংবার পরিবর্দ্ধিত হয়, বারংবার অন্যের নিকট প্রার্থনা করে, অন্য ব্যক্তিও বারংবার তাহার নিকট

যাচ্ঞা করে, আর বারংবার শোক করে এবং অন্যেও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে।

১৯৪। সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ, লাভ ও ক্ষতি এই সকল পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিতে হয় অতএব ধীর পুরুষ কদাচ হর্ষ বা শোকের বশীভূত হয় না।

১৯৫। চক্ষুরাদি ছয় ইন্দ্রিয় নিতান্ত চঞ্চল, ইহারা যে বিষয়ে প্রবল বা অনুরক্ত হইয়া উঠে, বুদ্ধি সেই সকল বিষয় হইতে ভ্রংশ হয়।

১৯৬। বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযম ও লোভ পরিত্যাগ ব্যতিরেকে শান্তি লাভ নিতান্ত অসম্ভব।

১৯৭। আত্মজ্ঞান দ্বারা সংশয় ভয় নিবারণ হয়, তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম, গুরু শুশ্রূষা দ্বারা জ্ঞান ও যোগবলে শান্তি লাভ হয়।

১৯৮। মোক্ষার্থীরা দান ও বেদজ্ঞানজনিত পুণ্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া রাগ, দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

১৯৯। অধ্যয়ন, ধর্ম্মযুদ্ধ, পুণ্য কর্ম্ম, ও তপস্যার পরিণামে সুখ লাভ হয়।

২০০। যাঁহারা আত্মাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ করেন, তাঁহারা আস্তীর্ণ শয়নে শয়ান হইয়া কদাচ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না। কি স্ত্রী কি মাগধগণের স্তুতিবাদ কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হয় না। তাঁহারা ধর্ম্মাচরণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহাদের আর গৌরব থাকে না, তাঁহারা শান্তিলাভ ও প্রীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। তাঁহাদের পক্ষে হিতোপদেশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর

হইয়া উঠে। এবং অলব্ধ অর্থের লাভ ও লব্ধ অর্থের রক্ষা, উভয়ই একান্ত অসম্ভবপর হইয়া উঠে। বিনাশ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের অন্য কোন আশ্রয় দৃষ্টি গোচর হয় না।

২০১। ধেনু হইতেই দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণই তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকে, মহিলাগণেই চাপল্য জন্মে ও জ্ঞাতি হইতেই ভয় উৎপন্ন হয় কখনই ইহার অন্যথা হইতে পারে না।

২০২। দৃঢ় বদ্ধমূল অতি মহৎ একমাত্র মহীরুহ সমীরণ ভরে অনায়াসে মর্দ্দিত ও পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু বহু বৃক্ষ একত্র মিলিত ও বদ্ধমূল হইলে অক্লেশে প্রবল বায়ুবেগ সহ্য করিতে পারে, সেইরূপ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিও একাকী হইলে শত্রুগণ তাঁহাকে পরাজয় করা অনায়াস-সাধ্য মনে করে।

২০৩। যেমন সরোবর মধ্যে উৎপলদল সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

২০৪। ব্রাহ্মণ, গো, শিশু ও স্ত্রীলোকসকল অবধ্য, আর যাহার অন্নভোজন করিতে হয়, ও যাহারা শরণাপন্ন হইয়া থাকে, তাহারা অবধ্য বলিয়া পরিগণিত।

২০৫। পীড়িত ব্যক্তিরা ফল মূলের আদর করে না, কোন বিষয়ের যাথার্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং ধন ভোগজনিত সুখ স্বচ্ছন্দতাও অনুভব করিতে পারে না।

২০৬। যে বল দুর্ব্বল কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া থাকে, সে বল বল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

যাহাতে অতি অল্প ধর্ম্মও লাভ হইতে পারে, আগ্রহাতিসহকারে তাহাকে অনুষ্ঠান করিবে।

২০৭। লক্ষ্মী ক্রূরের হস্তগত হইলে তাহারই বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন; কিন্তু শান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইলে তাহার পুত্রপৌত্রাদি বংশ পরম্পরায় অনুগামিনী হন।

২০৮। যে ব্যক্তি অশিষ্ট ব্যক্তিকে শাসন করে না, যে অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয়, যে অতিমাত্র শক্রসেবা করিয়া কল্যাণ লাভ করে, যে স্ত্রীগণকে রক্ষা করে না, যে অবাচ্য বস্তু যাচ্ঞা করে, যে আত্মশ্লাঘা করে, যে অভিজাত হইয়া অকার্য্য করে, যে দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত নিরন্তর বিবাদ করে, যে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলে, যে অকাম্য কামনা করে, যে পুত্রবধূর সহিত পরিহাস করে, যে পুত্রবধূর সহিত সহবাস করিয়াও নির্ভয় ও মানার্থী হয়, যে পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে, যে স্ত্রীদিগকে অত্যন্ত পরিবাদিত করে, যে প্রাপ্ত হইয়াও বিস্মৃত হইয়াছি বলে, যে যাচককে দান করিয়া শ্লাঘা করে এবং যে অসাধুরে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করে এই সকল ব্যক্তিকে নিরয়গামী হইতে হয়।

২০৯। যে ব্যক্তি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে, ইহাই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি কপট ব্যবহার করিবে তাহার সহিত কপট ব্যবহার করিবে, যে ব্যক্তি সাধু ব্যবহার করে তাহার সহিত সাধু ব্যবহার করিবে।

২১০। জরা রূপ হরণ করে, মৃত্যু প্রাণ হরণ করে, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যা হরণ করে, কাম লজ্জা হরণ করে, অসাধু সেবা সদাচার হরণ করে, ক্রোধ শ্রী হরণ করে, এবং অভিমান সমুদয়ই হরণ করে।

২১১। অভিমান, অতিবাদ, অতি অপরাধ, ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা, ও মিত্রদ্রোহ এই ছয়টি তীক্ষ্ণবাণ স্বরূপ হইয়া পুরুষের আয়ু কৃন্তন ও প্রাণ হরণ করে।

২১২। যে ব্যক্তি বিশ্বস্তের দারাপহরণ করে, যে ব্যক্তি গুরুপত্নী গমন করে, যে দ্বিজ শূদ্রার পাণিগ্রহণ করে, অথবা মদ্যপান করে, যে ব্যক্তি গুরুজনদিগকে আদেশ, এবং তাহাদিগকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করে, যে ব্যক্তি শরণাগতের প্রাণ সংহার করে ইহারা সকলেই অল্পায়ু হয়, ইহাদের সহিত সংস্রব হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

২১৩। যিনি প্রকৃত বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, বদান্য, শেষান্ন ভোক্তা, অহিংসক, অনর্থ কার্য্যে পরাঙ্মুখ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, মৃদুস্বভাব ও বিদ্বান তিনি স্বর্গ লাভ করেন।

২১৪। প্রিয়বাদী পুরুষ অতি সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা অতি দুর্ল্ভ।

২১৫। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুরোধে প্রভুর প্রিয়াপ্রিয় বিচার পরিত্যাগ করিয়া অপ্রিয় হিতকর বাক্য বলে প্রভু তদ্দ্বারাই সহায়বান হন।

২১৬। কুলের নিমিত্ত একজনকে এবং গ্রামের নিমিত্ত কুল, জনপদের নিমিত্ত গ্রাম ও আত্মার নিমিত্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে।

২১৭। আপৎকালের নিমিত্ত ধন রক্ষা করিবে, ধনদ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিতে এবং স্ত্রী ও ধন উভয় দ্বারা সতত আত্মাকে রক্ষা করিবে।

২১৮। বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমোদের নিমিত্তও দ্যূতক্রীড়া করিবে না।

২১৯। যিনি ভক্ত ও হিতার্থী ভৃত্যের উপর কদাপি জাতক্রোধ না হন, ভৃত্য সেই ভর্ত্তাকে বিশ্বাস করে, আপৎকালে তাহাকে পরিত্যাগ করে না।

২২০। ভৃত্যগণের জীবিকারোধ করিয়া কোন কার্য্য বা ধন সংগ্রহ করিবার অভিলাষ করিবে না, কারণ প্রভুভক্ত ভৃত্যগণ প্রতারিত, বিরুদ্ধ বা ভোগ বর্জ্জিত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে।

২২১। প্রথমে সমুদয় কার্য্য সাধ্য কি অসাধ্য ইহা নিশ্চয় করিয়া, দেয় বৃত্তি আয় ব্যয়ের অনুরূপ করিবে, পরে উপযুক্ত সহায় সংগ্রহ করিবে, কারণ সমুদয় দুষ্কর কার্য্যই সহায়-সাধ্য।

২২২। যে ব্যক্তি ভর্ত্তার অভিপ্রায় অবগত ও নিরালস্য হইয়া কার্য্য করে, যে ব্যক্তি হিতবাক্যের বক্তা, অনুরক্ত ও শক্তিজ্ঞ তাহাকে আপনার ন্যায় কৃপাভাজন বোধ করিবে।

২২৩। যে ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া প্রভুবাক্য অনাদর করে, কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে প্রত্যুত্তর করে, আপনাকে প্রজ্ঞাবান বলিয়া অভিমান করে, ও প্রতিকূলভাষী হয়, তাদৃশ ভৃত্যকে অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে।

২২৪। যে ভৃত্য দর্পশূন্য, সমর্থশালী, ক্ষিপ্রকারী, সদয়-স্বভাব, সুদৃশ্য, অনন্যভেদ, রোগ সম্পর্কশূন্য, ও উদারভাষী তাহাকেই অষ্টগুণ সম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

২২৫। সায়ংকালে অবিশ্বস্তের গৃহে বিশ্বাস পূর্ব্বক গমন, রাত্রি কালে লুক্কাইত হইয়া প্রাঙ্গনে বাস ও রাজকাম্য কামিনীর কামনা করিবে না।

২২৬। যে ব্যক্তি মন্ত্র-গৃহে গমন পূর্ব্বক অনেক অসতের সহিত মন্ত্রণা করে, তাহার মন্ত্রণা অপহরণ করিবে না, তোমারে বিশ্বাস করিতেছি না ইহাও বলিবে না, কিন্তু কোন কার্য্যব্যপদেশে তথা হইতে অপসৃত হইবে।

২২৭। লজ্জাশীল রাজা, পুংশ্চলী, রাজভৃত্য, বিধবা, বালপুত্র, সেনাজীবী, ও অধিকারচ্যুত ব্যক্তির সহিত ঋণদানাদি ব্যবহার করিবে না।

২২৮। বল, রূপ, স্বর, শুদ্ধি, মৃদুতা, গন্ধ, বিশুদ্ধতা, শ্রী, সুকুমারতা, ও বরবর্ণিনীগণ, এই দশটি দানশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় করে।

২২৯। পরিমিত ভোজী ব্যক্তি আরোগ্য, আয়ু বল ও সুখ লাভ করেন; তাঁহার নির্দ্দোষ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং কেহ তাহাকে অঘর বলিয়া নিন্দা করে না।

২৩০। অকর্ম্মণ্য, বহুভোজী, লোকবিদ্দিষ্ট, কপট, নৃশংস, দেশকালা-নিভিজ্ঞ ও ক্ষপনকাদিবেশধারী ইহাদিগকে গৃহমধ্যে স্থান দান করিবে না।

২৩১। অত্যন্ত ক্লেশ হইলেও কৃপণ, শাপপ্রদ, মূর্খ, মানী ব্যক্তির অবমন্তা, নিষ্ঠুর শত্রু, কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিকট কদাপি প্রার্থনা করিবে না।

২৩২। আততায়ী, অতি-প্রমাদী, নিয়ত মিথ্যাবাদী, দৃঢ়ভক্তিশূন্য, স্নেহশূন্য, ও নিপুন্মন্য এই ছয়জন নরাধমকে সেবা করিবে না।

২৩৩। অর্থ সহায়-সাপেক্ষ ও সহায় অর্থ-সাপেক্ষ; সুতরাং একটির অভাবে অন্যটি হস্তগত হয় না।

২৩৪। অগ্রে সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক, ঋণশূন্য হইয়া পুত্রদিগের কোন বৃত্তি বিধান, ও কুমারী কন্যাগণকে সৎপাত্রে প্রদান করিবে, পশ্চাৎ অরণ্য গমন পূর্ব্বক মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিবে।

২৩৫। যাহা সকল প্রাণীর হিতকর ও আপনার সুখাবহ তাহাই করিবে।

২৩৬। বুদ্ধি, প্রভাব, তেজ, স্বত্ব, উত্থান, ও ব্যবসায়-সম্পন্ন হইলে জীবিকার অভাব নিবন্ধন ভীত হইতে হয় না।

২৩৭। ব্যাঘ্রগণ বনকে ও বন ব্যাঘ্রগণকে রক্ষা করে, অতএব ব্যাঘ্র ব্যতিরেকে বন থাকে না, এবং বন না থাকিলেও ব্যাঘ্র থাকিতে পারে না।

২৩৮। যিনি অর্থসিদ্ধির অভিলাষ করেন তিনি অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করিবেন।

২৩৯। যেমন সুরলোক ব্যতীত অন্যস্থানে অমৃত নাই সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

২৪০। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত ও কল্যাণ কর্ম্মে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তিনিই কি প্রকৃতি কি বিকৃতি উভয় অবগত হইয়াছেন।

২৪১। যিনি যথা সময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করেন, তিনি ইহকালে ও পরকালে উহাই লাভ করেন।

২৪২। যিনি ক্রোধ ও হর্ষের আবেগ সংবরণ করেন ও আপৎকালে মুগ্ধ না হন তিনি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।

২৪৩। পুরুষের বল পঞ্চবিধ ; প্রথমে বাহুবল, দ্বিতীয় অমাত্যবল, তৃতীয় ধনবল, চতুর্থ পুরুষ-পরম্পরাগত আভিজাত্য বল, ও পঞ্চম প্রজ্ঞাবল, এই বলই সকল বলের শ্রেষ্ঠ ইহা দ্বারা সমস্ত বল সংগৃহীত হইতে পারে।

২৪৪। যে লোক অন্য লোকের অপকারের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে ; তাহার সহিত বৈর ভাব উৎপন্ন হইলে, দূরস্থ হইয়াও কদাচ বিশ্বাস করিবে না।

২৪৫। বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্ত্রীলোক, রাজা, সর্প, স্বাধ্যায়, প্রভু, শত্রু, ভোগ ও আয়ুর উপর বিশ্বাস করেন না।

২৪৬। সর্প, অগ্নি, সিংহ ও জ্ঞাতি, ইহারা অতিশয় তেজস্বী ; মনুষ্য ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে না।

২৪৭। স্থবির ব্যক্তি যুবকের নিকট গমন করিলে যুবকের প্রাণ উর্দ্ধে উৎপত্তি হয় ; পরে যুবা ব্যক্তি স্থবিরকে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করিবে, করিলে পুনর্ব্বার তাহা প্রাপ্ত হয়।

২৪৮। সাধুগণ পীঠ, দান ও পানীয় আনয়ন করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তির পাদ-প্রক্ষালন করতঃ কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক আত্মসংস্থান নিবেদন পরে অবহিত হইয়া অন্নদান করিবে।

২৪৯। চিকিৎসক, শরকর্ত্তা, নষ্ট ব্রহ্মচর্য্য, চৌর মদ্যপায়ী, ভ্রূনহা, সেনাজীবী, ও শ্রুতি বিক্রেতা ব্রাহ্মণ উদকার্হ না হইলেও যদি অতিথি রূপে আগত হয় তবে তাহাকেও অর্চ্চনা করিবে।

২৫০। যাঁহার ক্রোধ নাই, লোষ্ট্র প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান, শোক নাই, সন্ধি ও বিগ্রহ নাই, যিনি নিন্দা ও প্রশংসায় উপেক্ষা প্রদর্শন

করেন, যিনি উদাসীনের ন্যায় প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় ত্যাগ করেন তিনিই ভিক্ষু।

২৫১। বুদ্ধিমানের অপকার করিয়া দূরস্থ হইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিবে না, বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতি দীর্ঘ, তিনি হিংসিত হইলে তদ্দ্বারা হিংসা করিয়া থাকেন।

২৫২। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করিবে না, বিশ্বাস হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে সে ভয় মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করে।

২৫৩। ঈর্ষাশূন্য, স্ত্রীরক্ষক, সংবিভক্ত, প্রিয়বাদী, স্নেহবান, মধুরভাষী ব্যক্তি স্ত্রীলোকের বশীভূত হইবে না।

২৫৪। পূজনীয়, সচ্চরিত্র, ভাগ্যবতী রমণী, সকল গৃহের শ্রী ও দীপ্তিস্বরূপ, অতএব তাহাদিগকে সাতিশয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে।

২৫৫। পিতার হস্তে অন্তঃপুর, মাতার হস্তে মহাল ও আত্মসম ব্যক্তির হস্তে গো সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ এবং স্বয়ং কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবে।

২৫৬। বণিকদিগকে ভৃত্য দ্বারা ও অতিথিগণকে পুত্র দ্বারা সেবা করিবে।

২৫৭। সাতিশয় তেজস্বী কুলীন সৎপুরুষরা কাষ্ঠাভ্যন্তরবিলীন নিরাকার অগ্নির ন্যায় ক্ষমা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। কি বহিঃ শত্রু কি অন্তঃ শত্রু, কেহই তাঁহার মন্ত্রণা অবগত হইতে পারেন না।

২৫৮। ধর্ম্মকার্য্য, কামকার্য্য ও অর্থকার্য্য অগ্রে প্রকাশ না করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে পর প্রকাশ করিবে।

২৫৯। মন্ত্রণা কদাচ প্রকাশ করিবে না, খুব নির্জ্জনস্থানে মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য।

২৬০। সুহৃদ না হইলে রহস্য মন্ত্রণা জানিবার যোগ্য হইতে পারে না।

২৬১। সুহৃদ বা পণ্ডিত হইলেই যে স্বকীয় পদের যোগ্য হইবে, এমন নহে, সুহৃদ পণ্ডিত হইতে পারেন, পণ্ডিতও চপল হইতে পারেন, পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও সচিব পদ প্রদান করিবে না।

২৬২। প্রমত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সুখের নিদান এবং তাহার অননুষ্ঠান অনুতাপের কারণ।

২৬৩। বধ্য শত্রু বশীভূত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না।

২৬৪। স্বয়ং হীনবল হইলে শত্রুর উপাসনা করিবে, বলবান হইলে তাহাকে বধ করিবে।

২৬৫। বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলে তাহা হইতে অচিরাৎ ভয় উৎপন্ন হয়।

২৬৬। বৃদ্ধ, বালক ও আতুরের প্রতি ক্রোধ হইলে তাহা সম্বরণ করিবে।

২৬৭। যে ব্যক্তি অনর্থ কলহ পরিত্যাগ করেন, তিনি কীর্ত্তিলাভ করেন ও তাঁহার অনর্থপাত হয় না।

২৬৮। বুদ্ধি থাকিলেই যে ধনলাভ হয় এমন নহে, আর জাড্য-দোষ থাকিলেই যে দরিদ্র হয় এমন নহে।

২৬৯। মূঢ় ব্যক্তি বিদ্যা, শীল, বয়স, বুদ্ধি, ধন বা আভিজাত্য শ্রেষ্ঠ লোককে প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

২৭০। অসচ্চরিত্র, অপ্রাজ্ঞ, অসূয়ক, অধার্ম্মিক, দুষ্টবাক ও কোপনস্বভাব ব্যক্তি শীঘ্র বিপদগ্রস্ত হয়।

২৭১। প্রতারণা পরিত্যাগ, দান, মর্য্যাদার অনুবর্ত্তন ও সম্যক উচ্চারিত বাক্য প্রাণিগণকে বশীভূত করে।

২৭২। অপ্রতারক, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সরলস্বভাব ব্যক্তি রিক্তকোষ হইলেও মিত্রাদি লাভ করিয়া থাকেন।

২৭৩। ধৃতি, শম, দম, শৌচ, কারুণ্য মৃদুবাক্য ও মিত্রগণের অদ্রোহ এই সাতটি লক্ষ্মীরূপ অনলের ইন্ধন স্বরূপ।

২৭৪। অসৎ বিভাগ্য, দুষ্টাত্মা, কৃতঘ্ন ও নির্লজ্জ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে।

২৭৫। যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়া নির্দ্দোষ অন্তরঙ্গ লোককে প্রকোপিত করে তাহাকে সসর্প গৃহশায়ী ব্যক্তির ন্যায় অতিকষ্টে যামিনী যাপন করিতে হয়।

২৭৬। যে সকল ব্যক্তি দূষিত হইলে যোগক্ষেমের ব্যাঘাত জন্মে দেবতাদিগের ন্যায় তাহাদিগকে সতত প্রসন্ন করিবে।

২৭৭। যে সমস্ত অর্থ, সম্পত্তি, স্ত্রী, প্রমাদী, পতিত ও অনার্য্য লোকের হস্তে নিহত হয়, তাহা পুনরায় লাভ করা অনায়াস-সাধ্য নহে।

২৭৮। যেমন প্রস্তরময় ভেলা নদীতে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ স্ত্রী, ধূর্ত্ত বা বালক যে স্থানের শাসনকর্ত্তা তত্রত্য লোকও উৎসন্ন হইয়া যায়।

২৭৯। যে ভৃত্যরা নিরন্তর প্রয়োজনে সংসক্ত হয়, অতিরিক্ত কার্য্যে হস্তার্পণ করে না তাহারাই বিজ্ঞ।

২৮০। ধূর্ত্ত, চর কিম্বা বারবণিতাগণ যাহার প্রশংসা করে তাহার জীবন রক্ষা হওয়া সুকঠিন।

২৮১। যদি দেবগুরু বৃহস্পতি অনুপযুক্ত সময়ে বাগ্বিন্যাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও অবজ্ঞা ও অপমানের ভাজন হইতে হয়।

২৮২। কেহ কেহ দান করিয়া প্রিয় হয়, কেহ কেহ বা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রিয় হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি মন্ত্রণা ও ধন প্রদান দ্বারা প্রিয় হয়, সেই যথার্থ প্রিয়।

২৮৩। লোক দ্বেষ্য ব্যক্তিকে সাধু, মেধাবী বা পণ্ডিত জ্ঞান করে না।

২৮৪। মনুষ্যের স্বভাবই এই, তাহার প্রিয় ব্যক্তিকে সমস্ত শুভ কার্য্য ও দ্বেষ্য ব্যক্তিকে পাপকার্য্যের আধার জ্ঞান করিয়া থাকে।

২৮৫। যে বুদ্ধি দ্বারা উত্তরকালে ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা তাহা বুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে, আর যে ক্ষয় দ্বারা চরমে বৃদ্ধিলাভ হয় সেই ক্ষয়কে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। কারণ, যে ক্ষয় দ্বারা বৃদ্ধি হয় সে ক্ষয় ক্ষয় নহে; কিন্তু যে অল্প লাভ দ্বারা বহু বস্তু বিনষ্ট হয় সেই লাভই ক্ষয় স্বরূপ।

২৮৬। প্রভূত গুণসম্পন্ন বিনয়ী ব্যক্তি প্রাণিগণের অতি অল্পমাত্র ক্লেশও সহ্য করিতে পারেন না।

২৮৭। যাহারা সতত পরের অপবাদে নিরত থাকে, পরের দুঃখ ও পরস্পরের বিরোধের নিমিত্ত যত্নবান হয়, যাহাদের দৃষ্টি সদোষ ও সহবাস ভয়াবহ, যাহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে মহাভয় জন্মে এবং যাহারা ভেদকারী, কামপরায়ণ, নির্লজ্জ ও শঠ ও মহাদোষে

দূষিত তাহারা পাপাত্মা বলিয়া বিখ্যাত, তাহাদের সহবাস কদাচ কর্ত্তব্য নহে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

২৮৮। নীচ লোকরা কোন কারণ বশতঃ প্রণয় করিয়া থাকে। সেই কারণ বিলীন হইলেই তাহারা প্রণয় ভঙ্গ করে, সৌহার্দ্দের ফল ও সৌহার্দ্দজনিত সুখের সম্পর্কও থাকে না। প্রত্যুত তাহারা অপবাদ প্রদান ও ক্ষয় বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করে, অজ্ঞান বশতঃ উহাদের অণুমাত্রও অপকার করিলে উহারা আর শান্তিপথ অবলম্বন করে না।

২৮৯। যে ব্যক্তি দীন, দরিদ্র, আতুর ও জ্ঞাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেই ব্যক্তি অনন্তকাল শ্রেয়োলাভ করে।

২৯০। আত্মশুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতি ও কুল বর্দ্ধন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

২৯১। জ্ঞাতিগণ সৎক্রিয়া করিলে মহান শ্রেয়োলাভ হয়।

২৯২। জ্ঞাতিগণ গুণহীন হইলে অতি যত্নসহকারে তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২৯৩। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতিবর্গের সহিত বিবাদ করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। উহাদের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সুখসম্ভোগ করা বিধেয়। জ্ঞাতিগণের সহিত ভোজন, মিষ্টালাপ ও প্রণয় করাই কর্ত্তব্য, বিরোধ করা উচিত নহে, জ্ঞাতি সদ্বৃত্ত হইলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করে আর দুর্ব্বৃত্ত হইলে বিপদে নিমগ্ন করে।

২৯৪। মনুষ্যের জীবিতকালের নিশ্চয়তা নাই অতএব যে কার্য্য করিলে পশ্চাৎ চিন্তায় নিগগ্ন হইতে হয় এমত কর্ম্ম না করাই কর্ত্তব্য।

২৯৫। অপাত্রে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলে তাহা বিফল হয়, কেন না, তাদৃশ ব্যক্তি প্রায়ই উপদেশ বুঝিতে পারে না, বুঝিতে পারিলেও তদনুসারে কার্য্য করে না।

২৯৬। যে ব্যক্তি পাপফলজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না তাহার অভ্যুদয় হয়।

২৯৭। যে দুর্ম্মতি পূর্ব্বকৃত পাপের প্রতিবিধান না করিয়া তাহার অনুসরণ করে সে বিষম অগাধ নরকে নিপতিত হয়।

২৯৮। বৃহস্পতি সদৃশ ব্যক্তিগণ, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বৃদ্ধগণের সেবা না করিয়া কখনই ধর্ম্মার্থের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না।

২৯৯। যেরূপ কোন দ্রব্য সমুদ্রের মধ্যে পতিত হইলে বিনষ্ট হয়, অশ্রোতার নিকট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা বিনষ্ট হয়।

৩০০। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যুক্তিসহকারে প্রাজ্ঞগণকে পরীক্ষা, বুদ্ধি পূর্ব্বক তাহাদের যোগ্যতা নিশ্চয়, অন্যের নিকট তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং আকার ইঙ্গিত দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের প্রাজ্ঞতা নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা করিবে।

৩০১। বিনয় অকীর্ত্তি বিনাশ করে, পরাক্রম অনর্থ বিনাশ করে, ক্ষমা ক্রোধকে বিনাশ করে এবং আচার অলক্ষণকে বিনাশ করে।

৩০২। জ্ঞানী ব্যক্তি ভোগ্যবস্তু, জন্মস্থান, বাসস্থান, আচার ও গ্রাসাচ্ছাদন লক্ষ্য করিয়া লোকের কুল পরীক্ষা করিবেন।

৩০৩। কামোপরত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, জীবন্মুক্ত মহাত্মারও কাম উপস্থিত হইলে প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

৩০৪। রাজপ্রিয়, বিদ্বান, ধার্ম্মিক, প্রিয়দর্শন, মিত্রসম্পন্ন, সুবক্তা সুহৃদকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩০৫। অকুলীন ব্যক্তিও যদি মৃদু ও লজ্জাশীল হয় এবং মর্য্যাদা প্রতিপালন ও ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাকে শত কুলীন ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

৩০৬। যে দুই জনের চিত্তবৃত্তি, গূঢ়াচর, ও প্রজ্ঞা সমান তাহাদের উভয়ের মৈত্রী কদাচ বিনষ্ট হয় না। দুর্ব্বুদ্ধি, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায়, তাহার সহিত সৌহৃদ্য কখনও চিরস্থায়ী হয় না, অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তি এবংবিধ লোককে পরিত্যাগ করিবেন।

৩০৭। পণ্ডিতগণ গর্ব্বিত, মূর্খ, কোপন-স্বভাব, ও ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তিগণের সহিত কদাচ বন্ধুতা করেন না।

৩০৮। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ ধার্ম্মিক, সত্যাচার, উদারচিত্ত, অতিশয় ভক্তিপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মর্য্যাদাপালক, এবং কদাপি স্বীয় পুত্রকে পরিত্যাগ করে না, তাহারই সহিতই বন্ধুতা করা কর্ত্তব্য।

৩০৯। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুষ্কর; কিন্তু উহাদিগকে একান্ত বিষয়াসক্ত করিলে দেবগণকেও উৎসাহিত হইতে হয়।

৩১০। পণ্ডিতগণ মৃদুতা, অনসূয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও মিত্রগণের মাননা, এই সমুদয় আয়ুস্কর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৩১১। অধ্যবসায় সহকারে অপনীত বিষয় প্রত্যুদ্ধার করিতে চেষ্টা করাই সৎপুরুষের ধর্ম্ম।

৩১২। যিনি ভবিষ্যতে দুঃখের প্রতীকার করিতে পারেন, অধ্যবসায় সহকারে বর্ত্তমান দুঃখ সহ্য করেন এবং ভোগ না করিলে দুঃখ বিনষ্ট হয় না, এই বিবেচনা করিয়া অতীত দুঃখের নিমিত্ত অনুতাপ করেন না, কদাপি তাঁহার অর্থ-বিনাশ হয় না।

৩১৩। কায়মনোবাক্যে সতত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায় তাহাতেই একান্ত অনুরক্ত হইতে হয়, অতএব নিরন্তর মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য।

৩১৪। মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ, সহায় সম্পত্তি, অধ্যয়ন, উদ্যম, সরলতা এবং সতত সজ্জন সন্দর্শন, এই সকল ঐশ্বর্য্যের নিদান।

৩১৫। উদ্যোগপরায়ণতা-লাভ, সম্পত্তি ও মঙ্গলের মূল।

৩১৬। উদ্যোগী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান হইয়া চিরকাল সুখ সম্ভোগ করেন।

৩১৭ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষে সতত সকল বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন অপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও হিতজনক কার্য্য আর কিছুই নাই।

৩১৮। অশক্ত ব্যক্তির সকলকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।

৩১৯। শক্ত ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্তক্ষমা করা উচিত, আর যাহার বিপৎসম্পৎ উভয়ই সমান, তাহার পক্ষে ক্ষমার তুল্য শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

৩২০। যে সুখ সম্ভোগ দ্বারা ধর্ম্মার্থ বিনষ্ট না হয় সেই সুখই ভোগ করিবে।

৩২১। মূঢ় ব্যক্তিরাই ভোজনাদি সুখে একান্ত অনুরক্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মার্থের ব্যাঘাত করিয়া থাকে।

৩২২। দুঃখার্ত্ত লিপ্সাহীন্, নাস্তিক, অলস, অদক্ষ, ও উৎসাহ বিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণের সম্পত্তি কদাপি স্থায়ী হয় না।

৩২৩। দুর্ম্মতি ব্যক্তিগণ বিনয়নম্র ও বিনয়লজ্জিত মানবদিগকে অশক্ত জ্ঞান করিয়া সতত পরাভব করে।

৩২৪। লক্ষ্মী, অতিসরল, অতিদাতা, অতিশূর, অতি ব্রতশীল ও প্রজ্ঞাভিমানী ব্যক্তির নিকট ভয়ে গমন করে না এবং অতি গুণবান ও নিতান্ত নির্গুণ এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন।

৩২৫। অধ্যয়নের ফল সৎস্বভাব ও সদাচরণ, নারীর ফল রতি ও পুত্র এবং ধনের ফল দান ও ভোজন।

৩২৬। সত্ত্বশালী ব্যক্তিগণ কি কান্তার কি বনদূর্গ কি আপজ্জনক স্থান কি উদ্যত শস্ত্র কিছুতেই ভীত হন না।

৩২৭। অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরলোক-হিতকর কার্য্য করিলে তাহার পরলোকে স্বাভিলাষিত ফল লাভ হয় না।

৩২৮। উদ্যম, সংযম, দক্ষতা, অপ্রমাদ, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমীক্ষ্য-কারিতা এই সমুদয় ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত।

৩২৯। তপস্যা তাপসদিগের বল, হিংসা অসাধুগণের বল ও ক্ষমা গুণবানদিগের বল।

৩৩০। যাহা করিলে আপনার অনিষ্ট হয়, তাহা অন্যের প্রতি করিবে না।

৩৩১। অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ পরাজয় করিবে, সৎকর্ম্ম দ্বারা অসৎ কর্ম্ম পরাজয় করিবে, দান দ্বারা কদর্য্য কার্য্য পরাজয় করিবে।

৩৩২। স্ত্রী, ধূর্ত্ত, অলস, ভীরু, ক্রুদ্ধ, পুরুষাভিমানী, চৌর, কৃতঘ্ন, ও নাস্তিক এই সমুদয় লোককে বিশ্বাস করিবে না।

৩৩৩। যে অর্থ উপার্জ্জন করিবার সময় সাতিশয় ক্লেশভোগ, ধর্ম্ম অতিক্রম বা শত্রুকে প্রণিপাত করিতে হয় তাদৃশ অর্থ উপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিবে না।

৩৩৪। বিদ্যাশূন্য পুরুষ, ভূমিশূন্য রাজা, প্রজশূন্য মৈথুন এবং আহার শূন্য প্রজাদিগের জন্য শোক করিতে হয়।

৩৩৫। পথ দেহীদিগের, জল পর্ব্বতের, অসম্ভোগ স্ত্রীদিগের এবং দুর্ব্বাক্য মনের জরা স্বরূপ।

৩৩৬। কেহই শয়ন দ্বারা নিদ্রা, কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি, পান দ্বারা সুরা ও কাম দ্বারা স্ত্রীদিগকে পরাজয় করিতে পারে না।

৩৩৭। যিনি অধর্ম্মলব্ধ বিপুল অর্থে আসক্ত না হইয়া পরিত্যাগ করেন, তিনি ত্বক্‌নির্ম্মোক ভুজঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করেন।

৩৩৮। মিথ্যাচরণ দ্বারা জয়লাভ অতি মহাপাপ।

৩৩৯। সুখার্থীর বিদ্যালাভ হয় না এবং বিদ্যার্থীর সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা থাকে না; অতএব সুখার্থীর বিদ্যা ও বিদ্যার্থীর সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৩৪০। রাশি রাশি কাষ্ঠ প্রদান করিলেও অগ্নির তৃপ্তিলাভ হয় না, শত শত নদীর সমাগমেও সমুদ্রের তৃপ্তিলাভ হয় না এবং শত শত পুরুষ সম্ভোগেও কামিনীর তৃপ্তিলাভ হয় না।

৩৪১। কাম, লোভ বা ভয় প্রযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক আপনার প্রাণ রক্ষার নিমিত্তও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না।

৩৪২। ধর্ম্ম নিত্য পদার্থ, সুখ ও দুঃখ অনিত্য, জীব নিত্য, কিন্তু উহার হেতু অবিদ্যা ও অনিত্য।

৩৪৩। পরম পবিত্র লোভশূন্য আত্মা নদী স্বরূপ, পুণ্য তাহার তীর্থ, সত্য তাহার জল, ধৃতি তাহার কুল এবং দয়া তাহার তরঙ্গ স্বরূপ। লোভহীন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সেই নদীতে স্নান করিয়া পবিত্র হন।

৩৪৪। যে ব্যক্তি কি কার্য্য কি অকার্য্য সকল বিষয়েই জ্ঞানবৃদ্ধ, ধর্ম্মবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ বন্ধুকে পূজা করিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে কদাপি মুগ্ধ হইতে হয় না।

৩৪৫। ধৈর্য্য সহকারে শিশ্নোদর রক্ষা করিবে, চক্ষু দ্বারা হস্তপদ রক্ষা করিবে ও মন দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ রক্ষা করিবে এবং কর্ম্ম দ্বারা মন রক্ষা করিবে।

৩৪৬। ব্রাহ্মণ নিত্য উদককার্য্য সম্পাদন, যজ্ঞোপবীত ধারণ, নিত্য বেদাধ্যয়ন, পতিতান্ন পরিত্যাগ, সত্যবাক্য প্রয়োগ ও গুরুর কার্য্য সাধন করিবেন।

৩৪৭। সনৎসুজাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন। মৃত্যু নাই ও মৃত্যু আছে এই উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধশঙ্কা করিবেন না। একমাত্র পুরুষেরই অবস্থাভেদে উভয় পক্ষ সত্য হইয়া থাকে। প্রমাদ মৃত্যু ও অপ্রমাদ অমৃত্যু। বিদ্বান ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন মোহ বশতই মৃত্যু হয়, আর মোহহীন হইলে অমর হয়। অসুরগণ প্রমাদ বশতঃ

মৃত্যুলাভ ও অপ্রমাদ বশতঃ অমৃত লাভ করে। মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তুগণকে ভক্ষণ করে না। এবং মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করা নিতান্ত সুকঠিন, কেহ কেহ অন্তককে মৃত্যু ও আত্মনিহিত তত্ত্বজ্ঞানকেই অমৃত কহিয়া থাকেন। সেই অন্তক পিতৃলোকে রাজ্য শাসন করিতেছেন। তিনি মঙ্গলের মঙ্গল ও অমঙ্গলের অমঙ্গল। তাঁহার আদেশানুসারে ক্রোধ, প্রমাদ, ও লোভ স্বরূপ মৃত্যু সমুদ্ভূত হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি অহঙ্কার পরতন্ত্র হইয়া কুপথে পদার্পণ করে, সে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, সে বিমোহিত, ক্রোধাদি রূপ মৃত্যুর বশীভূত ও ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়া বারংবার নরকে নিপতিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গণও তাহার অনুসরণ করে। এই নিমিত্ত মৃত্যু মরণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভোগপ্রদ কর্ম্মের ফলোদয় হইলে তদনুরাগ সম্পন্ন মনুষ্যরা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, সুতরাং দেহনাশ হইলেও মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় না। ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়ভূত যোগের অনবগম প্রযুক্ত দেহী বিষয় বাসনার বশীভূত হয়, সেই পুরুষের স্বাভাবিক অনিত্য বিষয়ে অনুরাগ ও প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয় গণকে মহা মোহে বিমোহিত করে এবং সেই পুরুষ অলীক বিষয় সংসর্গে প্রতারিত হইয়া বিষয় স্মরণই বিষয়ের সেবা বলিয়া বোধ করে। অজিত-চিত্ত ব্যক্তিরা প্রথমত বিষয় চিন্তা, পরে বিষয় প্রাপ্তির অভিলাষ এবং তৎপরে কোন কারণ জনিত ক্রোধে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, কিন্তু প্রকৃত ধীর ব্যক্তিরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মৃত্যু হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি আত্মচিন্তা-নিরত ও বিষয় বাসনায় সতত অনাদর প্রদর্শন করেন, তিনি কাম সকল বিনষ্ট করিতে পারেন এবং মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না।

বিষয়ানুরাগী মনুষ্য বিষয় নাশের পর বিনষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ করিলে দুঃখ সমুদয় বিনষ্ট হয়। বিবেকালোক

শূন্য বিষয়ানুরাগী মনুষ্যদিগের তমঃ-স্বরূপ ও নরকের ন্যায় দুঃখপ্রদ। যেমন সুরাপান-বিমোহিত ব্যক্তিগণ গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হয়, তদ্রূপ বিষয়ানুরাগীরা সুখপ্রদ বিষয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিষয়ানুরাগে অভিভূত হয় নাই; তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণময় ব্যাঘ্রের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অতএব বিষয়ানুরাগ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অন্য কোন কাম্য বিষয় কদাচ স্মরণ করিবে না। তোমার শরীর মধ্যে যে অন্তরাত্মা আছেন তিনিই ক্রোধ, লোভ ও মৃত্যু-স্বরূপ। জ্ঞানবান ব্যক্তি মৃত্যুকে এইরূপ জন্মশীল বলিয়া কদাচ ভয় করেন না। দেহ যেমন যমের হস্তগত হইয়া বিনষ্ট হয়; মৃত্যুও জ্ঞান গোচর হইলে তদ্রূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। বেদে একমাত্র যজ্ঞদ্বারা পুণ্যতম সনাতন সত্য লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহাদিগেরই মোক্ষ প্রাপকতা প্রতিপন্ন হইতেছে অতএব মনুষ্য ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া কি নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিবে?

উত্তর। আপনার মতে অবিদ্বান ব্যক্তিরা উক্তপ্রকারে পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর বেদ বহুতর উদ্দেশ্য সংসাধনের উপদেশ প্রদান করিতেছে। কিন্তু জীবাত্মা নিষ্কাম হইলেই পরমাত্মার অভিমুখীন হন এবং প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করে।

প্রশ্ন। যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর ভিন্ন হন, তাহা হইলে অভেদে একতা সম্পাদন করা অসম্ভব; তাহাতে মহৎ দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরমাত্মা জলচন্দ্রের ন্যায় কেবল অজ্ঞান প্রভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় সংযোগে জীব বলিয়া খ্যাত হন, উপাধিক ভেদ দ্বারা তাঁহার মহত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না, সেই অবিকারী ভগবান পরমাত্মা

মায়াযোগে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন, এই স্বপ্নবৎ বিশ্ব যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ইহা সেই পরমাত্মার শক্তি, বেদবাক্যেও ইহা সপ্রমাণ হইতেছে।

পাপ ও পুণ্য উভয়েরই ফল ভোগ করিতে হয়। সন্ন্যাস ও উপাসনা পূর্ব্বক কর্ম্ম অনুষ্ঠান উভয়ই মোক্ষ প্রাপ্তির অবিচলিত কারণ, কিন্তু সন্ন্যাস সহকৃত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মত্ব ও উপাসনা পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা দেবত্বলাভ হইয়া থাকে। দেবত্ব লাভ হইলে যেমন তাহা হইতে ব্রহ্মত্ব লাভ হইতে পারে; সেইরূপ পুনরায় নরলোকে আবর্ত্তিত হইবারও সম্ভাবনা আছে; অতএব সন্ন্যাস-সহকৃত জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু উভয় ফলই অনিত্য; তন্নিমিত্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জনিত ফলভোগের অবসানে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাপকে দূরীকৃত করিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা কালক্রমে মোক্ষলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

যেমন বীরপুরুষ স্বীয় বলবীর্য্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, তদ্রূপ যাঁহারা ব্রতসাধন বিষয়ে স্পর্দ্ধা করেন সেই লোকগণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক গমন করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে একান্ত আগ্রহ আছে, তাঁহাদের যজ্ঞাদিই জ্ঞানের সাধন, তাঁহারা সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। বৈদিক অভিমানিগণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞাত আছেন, এই নিমিত্ত সেই নিষ্কাম ও সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতারা কিঞ্চিৎ সম্মানভাজন হন।

যে গৃহ তৃণাদি পরিপূর্ণ বর্ষাকালীন ক্ষেত্রের ন্যায় অন্নপানে পরিপূর্ণ, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিবেন। কিন্তু ক্ষীণ-বৃত্তি গৃহস্থকে কদাচ উৎপীড়ন করিবেন না।

যে স্থানে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ না করিলে অমঙ্গলজনক ভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থানেও যে ব্যক্তি স্বীয় উৎকর্ষ প্রকাশ না করেন তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি অন্যের উৎকর্ষ দর্শন করিয়া ঈর্ষাপরবশ না হন এবং ব্রহ্মস্ব গ্রহণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ সাধুলোক তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

কুক্কুরগণের স্বীয় উদ্গারিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও সন্ন্যাসীদিগের পাণ্ডিত্য প্রকটপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা উভয়ই তুল্য।

যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিবর্গ মধ্যে বাস করিয়াও মনে করে যে জ্ঞাতিবর্গ আমার আচার ব্যবহারাদি কিছুই অবগত না হউন তিনিই ব্রাহ্মণ।

যে ব্যক্তি স্বয়ং একরূপ হইয়া অন্যরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কোন্ পাপ অনুষ্ঠিত না হয়?

ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ অশ্রান্ত, প্রতিগ্রহশূন্য, সাধু-সম্মত, ও নিরুপদ্রব হইবেন এবং শিষ্ট হইয়াও কদাচ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিবেন না।

যাঁহারা সামান্য মনুষ্যলব্ধ অর্থে দরিদ্র, কিন্তু পারলৌকিক ধর্ম্মাদি ও যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপের অধীশ্বর, একান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও অচলচিত্ত তাঁহাদিগকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞাত হইবেন।

যে দেবগণ যজ্ঞে প্রীত হইয়া যজমানের জন্য দিব্য স্ত্রী, অন্ন ও পান প্রস্তুত করেন, সেই দেবগণকে যিনি জ্ঞাত হন তিনি ব্রাহ্মণের সদৃশ নহেন, যেহেতু তিনি সেই দিব্য স্ত্রী ও অন্নপানের অভিলাষ করিয়া থাকেন।

দেবগণ যে সন্ন্যাসী ব্যক্তিকে সম্মান করিয়া থাকেন, তিনিই সম্মানিত অতএব স্বয়ং আত্মাকে কদাচ অসম্মাননা ও অবমাননা করিবে না।

লোক সকল সভাতে মনে করিয়া থাকে যে, আমাকেই সকলে সম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু উহা নিতান্ত অনুচিত, ফলত বিদ্বানরা যাহাকে সম্মান করেন তিনিই প্রকৃত মানী।

মায়া বিশারদ অধর্ম্ম পরায়ণ মুর্খরা মান্য ব্যক্তিদিগকে সম্মান করে না, প্রত্যুত অবমাননা করিয়া থাকে।

পণ্ডিতরা কহিয়া থাকেন মান ও মৌন কদাচ একত্র বাস করে না, কিন্তু ইহলোকে সম্মান লাভের নিমিত্ত ও পরলোকে মৌনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইহলোকে সম্পদই মান ও সুখের স্থান, কিন্তু উহা পরলোক বিনাশক ও সাতিশয় অনিষ্টকর।

সাধুলোকরা নিরূপণ করিয়াছেন, সত্য, আর্জ্জব, হ্রী, দম শৌচ ও বিদ্যা ব্রহ্মানন্দের দ্বারা মোহ কদাচ তাহা রোধ করিতে পারে না।

৩৪৮। সমস্ত বেদ ও মন যাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং যাহা হইতে বেদ ও "অয়ং" শব্দ সমুত্থিত হইয়াছে, সেই পরব্রহ্ম মৌন বলিয়া অভিহিত, তিনিই মৌনময়।

ঋক, সাম, ও যজু কপটাচারী পুরুষকে পাপ হইতে, কদাচ পরিত্রাণ করে না, প্রত্যুত পক্ষীসকল পক্ষোদ্ভেদ হইলে যেমন কুলায় পরিত্যাগ করে সেইরূপ বেদসকল সেই ব্যক্তিকে চরমে পরিত্যাগ করে।

এই বিশ্ব ব্রহ্মের উপাধি-বিশেষ মাত্র, বেদেও ইহা নিরূপিত আছে যে, ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে পৃথক্। সেই ব্রহ্মলাভার্থ তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান অভিহিত হইয়াছে। বিদ্বান ব্যক্তি তদ্দ্বারা পুণ্যলাভ করেন এবং সেই পুণ্যবলে তাঁহার পাপ সকল দূরীভূত হইলে তাঁহার আত্মা জ্ঞানালোকে উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এইরূপ তিনি জ্ঞান দ্বারা

পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন; কিন্তু জ্ঞানোদয় না হইলে বিষয় লালসা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ইহলোকে যে সকল পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পরকালে তাহার ফলভোগ করিয়া পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে আগমন করিতে হয়। ইহলোকে যে সকল তপোনুষ্ঠান করা যায়, পরলোকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই সংসার কেবল অবশ্য-কর্ত্তব্য তপোনুষ্ঠাননিরত বিদ্বানগণের ফলভোগের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

দোষ স্পর্শ শূন্য তপস্যা মোক্ষ সাধন; এই নিমিত্ত উহা সমৃদ্ধ, আর দম্ভপ্রদ দর্শক তপস্যা অসমৃদ্ধ হইয়া থাকে। বেদ বেত্তারা কেবল তপস্যা দ্বারা অমৃতলাভ করিয়া থাকেন।

ক্রোধ প্রভৃতি দ্বাদশ ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি ত্রয়োদশ নৃশংসাকার তপস্যার দোষ বলিয়া অভিহিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বিধিৎসা, নির্দ্দয়তা, অসূয়া, মান, শোষক, স্পৃহা, ঈর্ষা ও জুগুপ্সা এই দ্বাদশটি দোষ। অতএব যত্ন সহকারে ইহা পরিত্যাগ করিবে। যেমন ব্যাধ মৃগগণকে বধ করিবার নিমিত্ত অবসর অনুসন্ধান করিয়া থাকে; তদ্রূপ এই সকল দোষ প্রত্যেকেই মনুষ্যকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সতত অবসর অনুসন্ধান করে, যাহারা মহাসঙ্কট উপস্থিত হইলেও কদাচ ভীত হয় না; সেই সমস্ত পাপ স্বভাব সম্পন্ন মনুষ্যরা আত্মশ্লাঘা, পরদারাদি ভোগেচ্ছা, অবমাননা, অকারণ ক্রোধ, চপলতা এবং সামর্থ্য সত্ত্বেও প্রতিপাল্য বর্গকে প্রতিপালন না করা, এই ছয় প্রকার পাপাচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বনিতা-সম্ভোগই পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বব্যবস্থিত হয়, যে, ব্যক্তি নিতান্ত অহঙ্কৃত, যে ব্যক্তি দান করিয়া অনুতাপ করে, যে ব্যক্তি প্রাণান্তেও ধন ব্যয় করে না, যে ব্যক্তি পরের পরাভব দেখিয়া সুখী হয় এবং যে ব্যক্তি ভার্য্যাদ্বেষী, এই কয় ব্যক্তি

নৃশংস মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, সত্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ; দান, ধৃতি ও বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশটি পুণ্যবানের ব্রত। যিনি এই দ্বাদশ ব্রত সাধনে সমর্থ হন, তিনি সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন, অধিক কি, যিনি এই দ্বাদশটির মধ্যে তিনটি সাধন করেন, তিনি অবশ্যই অলৌকিক ঐশ্বর্য্য-শালী হইয়া উঠেন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ত্যাগ ও তত্ত্বানুসন্ধান মুক্তির আধার। মনীষিগণ এই তিনটি গুণকে সত্য-প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দম অষ্টাদশ গুণ সম্পন্ন। বৈদিক কার্য্য ও উপবাস প্রভৃতি ব্রতাদি প্রতিকুলতাচরণ, অনৃত, অসূয়া' কাম, ধনোপার্জ্জনার্থ নিতান্ত যত্ন, স্পৃহা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ পিশুনতা, মাৎসর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, সৎ-কর্ম্মে অনভিলাষ, কর্ত্তব্য বিস্মরণ, পরাক্রোশ ও আপনার প্রতি মহত্ত্ববুদ্ধি এই সকল দোষ হইতে যিনি বিমুক্ত হইয়াছেন তাঁহাকে দমগুণ সম্পন্ন বলিয়া থাকে। মদ অষ্টাদশ দোষ সম্পন্ন। মদের বিপরীতই দম।

প্রথম সম্পদলাভে হর্ষ প্রকাশ না করা, দ্বিতীয় যজ্ঞ হোমাদির অনু-ষ্ঠান ও তড়াগ খননাদি, তৃতীয় বৈরাগ্য বশত কামত্যাগ, চতুর্থ নানাবিধ গুণ ও দ্রব্য সম্পন্ন হওয়া এবং অপ্রিয় উপস্থিত হইলে কদাচ ব্যথিত না হওয়া, পঞ্চম অভিলষিত কলত্র ও পুত্রগণকে কদাচ যাচ্ঞা না করা এবং যোগ্য ব্যক্তি যাচ্ঞা করিলে, তাহার অভিলাষ পূর্ণ করা এই ষড়বিধ ত্যাগ শ্রেয়স্কর, ইহার মধ্যে তৃতীয় নিতান্ত দুষ্কর, কিন্তু তদ্বিষয়ে অনু-ষ্ঠান করিলে দুঃখনাশ ও মিত্ররাজ্য পরাজিত হয়। স্বেচ্ছানুসারে উপভোগ সামগ্রী পরিত্যাগ করিলেই নিষ্কাম হইয়া থাকে, কিন্তু উপভোগ করিলে কদাচ কামের উপশম হয় না। কর্ম্ম সম্পন্ন না হইলে দুঃখ বা গ্লানি প্রকাশ করা অনুচিত। যিনি উক্ত ষড়বিধ ত্যাগ দ্বারা প্রমাদী হন না, তিনি সত্য, ধ্যান, সমাধান, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য, আস্তেয়

ব্রহ্মচর্য্য ও অপ্রতিগ্রহ এই আটটি গুণ সম্পন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপ ত্যাগ ও অপ্রমাদের আটটি গুণ, আর প্রমাদের আটটি দোষ। এই সমস্ত দোষ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মানব পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন এবং অতীত ও অনাগত প্রমাদ হইতে মুক্ত হইলে সুখী হয়। এই সমস্ত দোষ বিহীন ও এই সকল গুণ-সম্পন্ন তপস্যাই সমৃদ্ধ তপস্যা।

কেহ কেহ সত্যস্বরূপ বেদ্যকে সবিশেষ পরিজ্ঞাত না হইয়া আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং বাহ্যসুখ লোভে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা পরানন্দ লাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াছে, তাহাদিগেরই সামান্য আনন্দ লাভের অভিলাষ হয়, পরে তাহারা বেদ বচনের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া যাগ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ মানস, কেহ বাক্য, কেহবা কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। কিন্তু যিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন, তিনি ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চিত্তের একাগ্রতা না হইলে, বাক সংযমাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, কিন্তু তাহার ফল নিত্য নহে, এই নিমিত্ত সাধু লোকরা সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ, যে বহু অধ্যয়ন করে তাহাকে বহুপাঠী বলে। তপস্যার ফলে পরলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ তিনি বেদ বিষয় অপরিজ্ঞাত নহেন, কিন্তু যিনি সত্য-পরায়ণ, তিনিই সেই বেদবেদ্য পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন।

যেমন কোন প্রসিদ্ধ মহীরুহের শাখা প্রতিপচ্চন্দ্রের কলার জ্ঞান বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদ পরম পুরুষার্থ স্বরূপ সত্যের জ্ঞান বিষয়ে সাহায্য করে।

যিনি বাক্যার্থ বর্ণনকুশল, বিচক্ষণ এবং ছিন্ন-সংশয় হইয়া অন্যের সংশয় অপনোদন করিতে সমর্থ হন তিনি ব্রাহ্মণ।

কি উত্তর, কি দক্ষিণ, কি পূর্ব্ব, কি পশ্চিম, কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি বিদিক, কি প্রাণাদি পঞ্চকোষ কোন স্থানেই ভগবানের অনুসন্ধান করিবে না। তপস্বী বেদ অনুসন্ধান না করিয়াও পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। কিন্তু মন দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিবে না।

মৌন অবলম্বন ও অরণ্যে বাস করিলে মুনি এমন নহে; ফলতঃ যিনি আপনার লক্ষণ অবগত হইয়াছেন তিনিই মুনি-শ্রেষ্ঠ।

যে ব্যক্তি লোক সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বদর্শী, কিন্তু যিনি ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান বলে সর্ব্ববিৎ হইয়া থাকেন।

৩৪৯। যিনি আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া নিষ্কপট সেবা দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন এবং কলেবর পরিত্যাগ করিয়াও পরব্রহ্মের সহিত একত্র একীভূত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ইহলোকে জিতকাম হইয়া মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছেন; যেমন মুঞ্জ হইতে ঈষীকা পৃথককৃত হয়; তদ্রূপ তাঁহারা দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া থাকেন। মনুষ্যরা পিতামাতা হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে; পরে তাহারা গুরূপদেশ প্রাপ্ত হইলেই পবিত্র, অজর ও অমর হয়। আচার্য্য সত্য দ্বারা বাহ্যান্তর আবৃত এবং বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম আবিষ্কৃত ও মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাকে পিতা মাতা স্বরূপ বিবেচনা করিবে এবং তৎকৃত উপকার স্মরণ করিয়া কদাচ তাঁহার অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না।

শিষ্য প্রতি নিয়ত গুরুকে অভিবাদন এবং শুচি ও অপ্রমত্ত হইয়া অধ্যয়ন করিবে। মান ও রোষ বিসর্জ্জন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য;

ইহা ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ। প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা আচার্য্যের শুভানুধ্যানে নিরত হইবে এবং গুরুপত্নী ও গুরু পুত্রের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ। আচার্য্যের অনুগ্রহে দুঃখ নিবৃত্তি ও আনন্দবৃদ্ধি ও উন্নত অবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে, এই কয়েকটি উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত সন্তুষ্ট থাকিবে। ইহা তৃতীয় পাদ। গুরু দক্ষিণা প্রদান না করিয়া কদাচ আশ্রমান্তরে প্রবেশ করিবে না। ইহা চতুর্থ পাদ। শিষ্য বুদ্ধি পরিপাক দ্বারা একপাদ, গুরুলাভে দ্বিতীয় পাদ, বুদ্ধি বৈভবদ্বারা তৃতীয় পাদ ও সহধ্যায়ীদিগের সহিত বিচার দ্বারা চতুর্থ পাদ এই চারিপাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মাদি দ্বাদশটি ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ ও আসন প্রাণায়ামাদি ধর্ম্মাঙ্গ সকল তাহার বল। এই ব্রহ্মচর্য্য আচার্য্যের সাহায্যে ও বেদার্থ প্রতিপত্তি দ্বারা ফলিত হইয়া থাকে। শিষ্য যে কিছু উপার্জ্জন করিতে সমর্থ, তাহা গুরুকে দান করিবে। যেমন লোক চিন্তিত বস্তুপ্রদ চিন্তামণি লাভ করিতে অভিলষিত অর্থ প্রদান করিতে পারে, তদ্রূপ দেবাদি ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিয়া, অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যিনি তপোনুষ্ঠান পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার শরীর পবিত্র। তিনি রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ এব অন্তকালে মৃত্যু জয় করিয়া থাকেন। তিনি দেহ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে অভিলষিত লোক সমুদয় জয় করেন, কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকে। জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের আর উপায় নাই।

৩৫০। ব্রহ্মের রূপ শুক্ল, লোহিত, আয়স এবং সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে, সেই রূপ ভূলোকে নাই, দ্যুলোকে নাই, সাগরে নাই, সলিলে নাই, তারকা সমূহে নাই, সৌদামিনীমালায় নাই, জলদজালে নাই, বায়ুতে নাই, দেবনিবহে নাই, নিশাকরে নাই এবং সূর্য্যমণ্ডলে

নাই। সমস্ত বেদে কিম্বা মহাযজ্ঞে তাহা নয়নগোচর হয় না। সেই ব্রহ্ম অনতিক্রমনীয় ও অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত; প্রলয়কালে অন্তকও তাহাতে বিলীন হইয়া থাকে, তিনি ক্ষুরধারের ন্যায় নিতান্ত দুর্লক্ষ্য এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও বৃহত্তর। তিনি প্রতিষ্ঠা, তিনি মুক্তি, তিনি সমুদয় লোক, তিনি যশ ও তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লীন হইতেছে ও তিনি অনাময়, মহৎ ও উদিত যশঃ স্বরূপ; কবিগণ তাঁহাকে বিকারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন; কিন্তু তিনি বিকৃত নহেন। তাঁহাতে এই সমস্ত জগত প্রতিষ্ঠিত আছে। যে সকল মহাত্মা তাঁহাকে বিদিত হন তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

৩৫১। শোক, সন্তাপ, লোভ, কাম, মান নিদ্রাপরায়ণতা, ঈর্ষা, মোহ বিচিৎসা, কৃপা, অসূয়া ও জুগুপ্সা এই দ্বাদশটি মহাদোষ ও প্রাণনাশক। এই সকল দোষ প্রত্যেক মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে; মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

৩৫২। স্পৃহাবন, উগ্রস্বভাব, পরুষবাক, বহুভাষী, ক্রোধপরবশ ও আত্মশ্লাঘানিরত এই ছয়জন নৃশংস। ইহারা অর্থলাভ করিয়া অন্যের অবমাননা করিয়া থাকে।

৩৫৩। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গ পুরুষার্থবোধ করিয়া দুর্ব্যবস্থিত হয়, যে ব্যক্তি অতি মানী, যে ব্যক্তি কৃপণ, যে ব্যক্তি হীনবীর্য্য, যে ব্যক্তি আত্মপ্রশংসানিরত, যে ব্যক্তি বনিতাদ্বেষী এবং যে ব্যক্তি দান করিয়া আত্মশ্লাঘা করে, এই সাতজন পাপশীল ও নৃশংস।

৩৫৪। পরদারপরায়ণতা, ধর্ম্মে বিঘ্নাচরণ, গুণে দোষারোপ মিথ্যাবাক্য, কাম, ক্রোধ, পরদোষকীর্ত্তন, মদ্যাদির বশবর্ত্তিতা, ক্রূরতা,

অর্থহানি, বিবাদ, মাৎসর্য্য, প্রাণিপীড়ন, ঈর্ষা, অহঙ্কারদ্যোতক, হর্ষ, অভিবাদ অজ্ঞানতা ও নিরন্তর পরের অনিষ্ট চিন্তা এই অষ্টদোষ মহাদোষ, ইহা নিতান্ত নিন্দিত, যত্ন করিয়া এই সকল দোষ পরিত্যাগ করিবে।

৩৫৫। প্রিয় উপস্থিত হইলে হর্ষ, অপ্রিয় উপস্থিত হইলে দুঃখের উদ্রেক, কোন ব্যক্তি শুদ্ধভাবসম্পন্ন দাতার নিকট অযাচ্য পুত্র, কলত্র ও বিভবাদি প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা।

৩৫৬। অবিদ্বান পুরুষ, যাগ ও হোমের দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারে না, এবং অন্তকালে আনন্দলাভ করিতেও সমর্থ হয় না।

৩৫৭। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই হৃদয়াকাশে অবস্থান করিতেছেন; তন্মধ্যে একজন নির্ম্মায় ও সূর্য্যের সূর্য্য; তিনি ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

৩৫৮ জ্যোতির্ম্মাত্র দীপ্তিশীল মহাযশ নামক যে শুক্র আছেন; দেবগণ তাঁহার উপাসনা করেন এবং তাঁহা হইতেই সূর্য্য বিরাজিত হইতেছেন; ব্রহ্ম শুক্র হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহা দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হন, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থের ও ভয়প্রদ, অন্য দ্বারা অপ্রকাশিত সেই শুক্র গ্রহমণ্ডলী মধ্যে উত্তাপ প্রদান করিতেছেন। ভগবান, শুক্র, পৃথিবী, আকাশ, দিক সমুদয়, ভুবন ও সেই দেবদ্বয়কে ধারণ করিতেছেন। তাঁহা হইতে নদী সকল প্রবাহিত ও মহাসাগর সমুদয় বিহিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-স্বরূপ অশ্বগণ কর্ম্মাধীন ও বিনাশী দেহরথে যোজিত হইয়া জীবকে সেই দিব্য অজর অমর পরমাত্মা পদে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁহার রূপের সাদৃশ্য নাই, কেহ তাঁহাকে নয়ন-

গোচর করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যাঁহারা মন বুদ্ধি হৃদয় দ্বারা তাঁহাকে অবগত হন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করেন। জীবগণ চিত্ত স্মরণ, শ্রোত্র, শ্রবণ, বাক, বচন, শব্দ, বিপদ, প্রাণ, শ্বসন, সংস্কার, ও সুকৃত সম্পন্ন চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক, দেবগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত অবিদ্যা-নদীর জল পান ও তাহাতে পুত্র পশু প্রভৃতি মধুর ফল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিয়া সেই শুক্রনামক অধিষ্ঠানে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে জীব পরলোকে কর্ম্মের অর্দ্ধফল উপভোগ করিয়া ইহলোকে অবশিষ্ট ফলভোগ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং অন্তর্যামী হইয়া সর্ব্বভূত মধ্যে অবস্থান করে, সেই জীবই যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তক। চিদাত্মারূপ পক্ষী, স্ত্রীপুত্রস্বরূপ পত্র বিশিষ্ট অবিদ্যা বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পক্ষহীন হয়; অনন্তর তথায় পক্ষোচ্ছেদ হইলে স্বেচ্ছানুসারে নানাদিকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। পূর্ণস্বরূপ পূর্ণকে করেন পূর্ণস্বরূপ পূর্ণ স্বরূপকে নির্ম্মাণ করেন, সুতরাং পরিশেষে একমাত্র পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। বায়ু তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। অগ্নি, সোম ও প্রাণ তাঁহা হইতেই সম্ভূত হইতেছে; ফলতঃ সমস্ত বস্তুই সেই পূর্ণ হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে; তিনি বাক্যের অগোচর, অপান প্রাণে প্রাণ, মনে মন বুদ্ধিতে বুদ্ধি পরমাত্মাতে বিলীন হইতেছে। যেমন হংস সময়ানুসারে এক চরণ গোপন করিয়া থাকে তদ্রূপ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াক্ষ্য পাদ চতুষ্টয় সম্পন্ন পরমাত্মা তুরীয়াক্ষ্য পাদ প্রকাশ না করিয়া কেবল পাদত্রয়ে বিচরণ করেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে মৃত ও অমৃত উভয়ই বিলুপ্ত হয়। অন্তরাত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ; তিনি লিঙ্গশরীরযোগে নিত্য হইয়া থাকেন; কিন্তু মূঢ়রা সেই সর্ব্ব কার্য্য সমর্থ স্তবনীয়, মূলকারণ; চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে

সমর্থ হয় না। কিন্তু যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্যরা শমাদি বিহীন হউক বা তদযুক্তই হউক, ঈশ্বরকে এইরূপ দর্শন করিয়া থাকে। তাঁহার নিকট মৃত ও অমৃত উভয়ই তুল্য; কেবল যুক্ত ব্যক্তিরা মধু স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন। বিদ্বান ব্যক্তিরা ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া উভয় লোকেই সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হন; তাঁহাদিগের তৎকালে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান না করিলেও তাহার ফলপ্রাপ্ত হয়। আপনি, আমি, দাস এরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন, বাক্য মনের অগোচর যোগৈক গম্য নির্ব্বিকার পরমাত্মা জীবকে আপনাতে লীন করেন; যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যিনি অনন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া গমন করেন; যাহার বেশ মনোবেগ তুল্য, তিনিই হৃদয়স্থ অন্তরাত্মাকে প্রাপ্ত হন। সেই পরমাত্মার রূপ নয়ন গোচর হয় না; কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বসম্পন্ন শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকে; যিনি জগতের মিত্র ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহশীল হইয়া পুত্রাদি বিনাশেও শোকাকুল না হইয়া পরাজিত হন, সেই মহাপুরুষই মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মনুষ্যরা স্বীয় শিক্ষা ও চরিত্র দ্বারা আপনার পাপকর্ম্ম সমুদয় গোপন করে; আর বিমূঢ় ব্যক্তিরা আগত রমণীয় বিষয়ে বিমোহিত হয় এবং অন্যকেও সেই সমস্ত পাপকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু যোগীরা সর্ব্বদা সৎসংসর্গ লাভের নিমিত্ত সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। আমি কোনকালে সুখ দুঃখ জরা মরণাদি সম্পন্ন নহি, অতএব আমার জন্মও নাই মরণও নাই, সুতরাং মোক্ষ লাভেরও অভিলাষ করি না; কারণ সত্য মিথ্যা সৎ ও অসৎ সকলই একমাত্র ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইতেছে। মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে

সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম দ্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নয়নগোচর হয়; কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্মে তাহার কিছুই নাই; তিনি সেরূপ নহেন। অমৃতের সমান, সর্ব্বদা সমভাব সম্পন্ন; পাপ পুণ্য কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। নিন্দা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয় না; অধ্যয়নে অমনোযোগ প্রভৃতি তাঁহার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত করিতে পারে না। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অতি শীঘ্র ধ্যানপরায়ণ পুরুষলভ্য প্রজ্ঞা লাভ করেন। যিনি সর্ব্বভূত মধ্যে আত্মার দর্শন করেন; তিনি অন্যকে বিষয়াসক্ত নিরীক্ষণ করিয়া কদাচ শোকাকুল হয়েন না; কিন্তু সেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাই শোকাকুল হইয়া উঠে।

৩৫৯। যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলাশয়ে ইষ্ট সিদ্ধি হয়; তদ্রূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সমস্ত বেদ মধ্যে ইষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়স্থিত আত্মা কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, তিনি জন্মাদি শূন্য, অতন্দ্রিত, ও জগন্নিয়ন্তা, জ্ঞানী তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া নির্ম্মল হন।

৩৬০। আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সকলেরই আত্মা এবং আমিই বৃদ্ধ পিতামহ, তোমরা আমার আত্মাতে অবস্থান করিতেছ, কিন্তু আমার নহ, আমিও তোমাদের নহি। আত্মাই আমার অধিষ্ঠান আত্মাই আমার জন্মস্থান। আমিও তপঃ প্রভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছি। আমি অজর; আমি দিবারাত্র আলস্য শূন্য; জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমাকে সন্দর্শন করিয়া নির্ম্মল হইয়া থাকেন। এবং জ্ঞানীরা তাঁহাকেই সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সর্ব্বদর্শী, সকলের অন্তর্যামী, পিতা ও হৃদপদ্মে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞাত হন।

৩৬১। যিনি সুহৃৎ, সম্যক সাবধানচিত্ত, হিতকারী, তিনি যথার্থ পিতা, কিন্তু যিনি অনিষ্টাচারপরায়ণ; তিনি পিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

৩৬২। নিন্দা অপেক্ষা সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তির মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

৩৬৩। বলবান ব্যক্তির অতি দুর্ব্বল শত্রুকেও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।

৩৬৪। ধীর ব্যক্তিরা হয় অতি ক্লেশ না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে, আর ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্তাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর।

৩৬৫। লোক হয় প্রীতিপূর্ব্বক, অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে।

৩৬৬। ধনাভাবই পুরুষের মৃত্যু স্বরূপ।

৩৬৭। যেমন পক্ষিগণ ফল পুষ্পবিহীন বৃক্ষ পরিত্যাগ করে তদ্রূপ জ্ঞাতি ও সুহৃদগণ নির্ধনকে পরিত্যাগ করে।

৩৬৮। ধনই পরম ধর্ম্ম; ধনদ্বারা সকল কার্য্যই সম্পাদিত হয়।

৩৬৯। ধনবান ব্যক্তিরাই জীবিত; নির্ধন ব্যক্তির জীবন মরণ তুল্য, ধর্ম্মকামের হেতুভূত, সম্পত্তি বিশালরূপ আপদ পুরুষের পক্ষে মরণ অপেক্ষাও গুরু।

৩৭০। যে ব্যক্তি অগ্রে প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়া পশ্চাৎ সম্পত্তি-বিহীন হয়; তাহার পক্ষে নির্ধনতা যাদৃশ ক্লেশকর; আজন্ম ধনহীন ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ কষ্টজনক হয় না।

৩৭১। ধনবান ব্যক্তি আপনার দোষেই ব্যসনাপন্ন হইয়া আত্মার নিন্দা করিয়া থাকে।

৩৭২। ব্যসনী ব্যক্তি সতত ভৃত্যদিগের উপর ক্রোধ ও সুহৃজ্জনের প্রতি অসূয়া করে।

৩৭৩। সতত ক্রোধ পরায়ণতা প্রযুক্ত মুগ্ধ ও মোহবশতঃ পাপ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

৩৭৪। অনবরত পাপ করাতে পাপশঙ্কর সমুপস্থিত হইয়া উঠে। উহা নরকের নিদান। মনুষ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া কার্য্য করিলে এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহানরকে নিমগ্ন হয়, কিন্তু প্রতিবুদ্ধ হইলে প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইয়া তাহাকে পাপপঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ করে।

৩৭৫। ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ লজ্জা, লজ্জাশীল ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করিয়া থাকে তন্নিবন্ধন তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, যে পুরুষ শ্রীমান সেই যথার্থ পুরুষ।

৩৭৬। কর্ম্ম সম্যকরূপে সম্পাদন করিলে প্রায়ই ফলোদয় হইয়া থাকে।

৩৭৭। সিদ্ধান্তবিৎ বৃদ্ধগণ ইহলোকে দমগুণকেই সনাতন ধর্ম্ম ও মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দমসম্পন্ন ব্যক্তিরই দান, ক্ষমা, সিদ্ধি প্রকৃতরূপ উৎপন্ন হয়। সেই দমগুণ দান, তপ, জ্ঞান ও অধ্যয়নের অনুসরণ করিয়া থাকে। দম অতি পবিত্র গুণ ইহা দ্বারা তেজ বর্দ্ধিত হয়; তেজ বর্দ্ধিত হইলে পাপ সকল বিনষ্ট হয়; পাপ বিনষ্ট হইলেই ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে।

৩৭৮। ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়জয়, ধৈর্য্য, মৃদুতা, লজ্জা, স্থৈর্য্য, অকার্পণ্য, অক্রোধ, সন্তোষ ও শ্রদ্ধা এই সকল গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই দান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। দান্ত ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, আত্মশ্লাঘা, অভিমান, ঈর্ষা ও শোকের

সেবা করেন না। যিনি কুটিলতা; শঠতা পরিবর্জ্জিত, শুদ্ধ অলোলুপ ও কামনাপরাঙ্মুখ, তিনি সমুদ্রের ন্যায় দান্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। যিনি সদাচার, সুশীল, প্রসন্ন-স্বভাব, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও পণ্ডিত; তিনি ইহলোকে সম্মান ভাজন হইয়া পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন।

৩৭৯। যিনি অন্যলোক হইতে ভীত হন না এবং অন্য লোকও যাঁহার নিকট ভয়প্রাপ্ত হয় না, তিনি পরিণতবুদ্ধি ও প্রধান মনুষ্য বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সকল প্রাণীর হিতকারী ও মিত্র তাঁহা হইতে কাহারও উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা তৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও শান্ত হইয়া থাকেন।

৩৮০। দম ও শমপরায়ণ পুরুষগণ সাধুদিগের আচার ব্যবহারের অনুগামী হইয়া আনন্দিত হন।

৩৮১। যিনি জ্ঞান-তৃপ্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষা করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন; তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

৩৮২। যেমন আকাশে শকুনীগণের সঞ্চরণ মার্গ লক্ষিত হয় না সেইরূপ প্রজ্ঞানতৃপ্ত ঋষিগণের পথও উপলব্ধি করা যায় না।

৩৮৩। যিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষপথ অবলম্বন করেন তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গে তেজোময় লোক সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৩৮৪। ভোজন, কথোপকথন, জিজ্ঞাসাবাদ ও সহবাস জ্ঞাতিগণের কর্ত্তব্য, পরস্পর বিরোধ করা কদাচ বিধেয় নহে।

৩৮৫। যে সকল মনস্বী সমুচিত সময়ে বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সিংহ সংরক্ষিত অরণ্যের ন্যায় অন্যের অনভিভবনীয় হন।

৩৮৬। যিনি নিরন্তর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও দীনের ন্যায় ব্যবহার করেন, তিনি আপনার শ্রী শত্রুগণকে প্রদান করেন।

৩৮৭। জ্ঞাতিগণ উল্মুকের ন্যায়, যখন তাহারা পৃথক পৃথক অবস্থান করে, তখন কেবল প্রধূমিত হয় এবং একত্র মিলিত হইলে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে।

৩৮৮। যুদ্ধে যে পক্ষ পরাজিত হয় কেবল সেই পক্ষেরই যে অনিষ্ট ঘটে এমন নহে, জয়শীল ব্যক্তিদিগকেও অনেক অপকার ভোগ করিতে হয়।

৩৮৯। যেস্থানে সত্য, ধর্ম্ম, হ্রী ও সরলতা থাকে ভগবান গোবিন্দ সেই স্থানে অবস্থান করেন।

৩৯০। লোভ প্রজ্ঞা বিনষ্ট করে; প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইলে লজ্জা নাশ হয়; লজ্জা নাশ হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে শ্রীর হানি হয়; শ্রী হত হইলেই পুরুষের নাশ হয়।

৩৯১। লোক যেমন মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে সেইরূপ ধনহীন ব্যক্তিকে জ্ঞাতিগণ পরিত্যাগ করে।

৩৯২। যাহারা কোনরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তিকে ধন-ভ্রষ্ট করে, তাহারা সেই ব্যক্তির ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি এককালে সমস্তই বিনষ্ট করে।

৩৯৩। ধনের নিমিত্ত লোক অরাতিকুলেরও বশীভূত হয় এবং পরে দাসত্ব স্বীকারও করে।

৩৯৪। পণ্ডিতগণ যুদ্ধকারীদিগকে কুক্কুরগণের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কুক্কুরগণ কোন আমিষের জন্য প্রথমে পরস্পর লাঙ্গুল-চালন, চীৎকার, বিবর্ত্তন, দন্তপ্রদর্শন ও পুনরায় চীৎকার করিয়া যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হয়; পরিশেষে বলবান দুর্ব্বলকে পরাজয় করিয়া সেই আমিষ ভক্ষণ করে মনুষ্যরাও তদ্রূপ সংগ্রাম করিয়া স্বীয় অভিলষিত দ্রব্য লাভ করে।

৩৯৫। পুরুষকার সর্ব্বতোভাবে প্রধান, তথাপি মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈব, দৈব পরিত্যাগ করিয়া কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না।

৩৯৬। প্রাক্তন কর্ম্ম ব্যতীত কেবল পুরুষকার দ্বারা ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, তন্নিমিত্তই পুরুষের যত্ন অনেকবার নিষ্ফল হয়।

৩৯৭। যে ব্যক্তি প্রণয়পূর্ব্বক সুহৃদের ধন সম্ভোগ করিয়া তাহার প্রত্যুপকারে অসমর্থ হয়, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়।

৩৯৮। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া তদনুষ্ঠানে অসমর্থ হয়, তাহার পুণ্যকর্ম্ম ও ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হয়।

৩৯৯। সত্য-বিহীন ব্যক্তির সদগতিলাভ হওয়া দূরে থাকুক, রূপ, সন্ততি ও আধিপত্য কিছুই থাকে না।

৪০০। কৃতঘ্নের যশঃ, মান বা সুখ হয় না। সে সকলের অশ্রদ্ধেয়।

৪০১। পাপাত্মা ব্যক্তি উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে না পারিয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হয়।

৪০২। দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি মোহবশতঃ কল্যাণকর বাক্য পরিত্যাগ করে, তাহাকে পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট ও পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হয়।

৪০৩। যে ব্যক্তি অর্থকাম ব্যক্তিদিগের মতবিরোধী-বাক্য সহ্য না করে; কিন্তু বাস্তবিক প্রতিকুল বাক্য গ্রহণ করে; সে অরাতিগণের বশবর্ত্তী হয়।

৪০৪। যে ব্যক্তি সাধুগণের মত অতিক্রম করিয়া অসতের মতে অবস্থান করে, অচিরকাল মধ্যে তাহার বিপদসাগরে-নিমগ্ন হইতে হয়।

৪০৫। যে ব্যক্তি উপকারী বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া হীন-স্বভাব-দিগকে সেবা করে, সে এরূপ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হয় যে, তাহা হইতে আর উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

৪০৬। যে ব্যক্তি অসাধুগণের সেবা, অনর্থকার্য্যের অনুষ্ঠান, সাধু সুহৃদগণের বাক্যে উপেক্ষা, অনাত্মীয়ের সমাদর ও আত্মীয়গণের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, পৃথিবী তাহাকে পরিত্যাগ করেন।

৪০৭। উদ্যমই পৌরুষ বলিয়া গণ্য; অতএব উদ্যম করা নিতান্ত আবশ্যক।

৪০৮। নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে; বরং অসময়ে ভগ্ন হইবে তথাপি কোনমতে নত হইবে না।

৪০৯। জীবনাভিলাষী হইয়া তুষাগ্নির ন্যায় চিরকাল ধূমায়িত হওয়া অপেক্ষা ক্ষণকালও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়।

৪১০ লোক সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক মনুষ্যের উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া ধর্ম্মের অবৃণত্ব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

৪১১। বীরব্যক্তিরা লাভ হউক বা না হউক কিছুতেই তাপিত হন না; ফলত তাঁহারা ধনতৃষা পরিত্যাগ করিয়া অবিচ্ছেদে বলসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

৪১২। বীরের স্বীয় প্রভাব উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ, তাহাদের ধর্ম্মে নিরপেক্ষ হইয়া জীবিত থাকিবার আবশ্যক নাই।

৪১৩। কুনদী অল্পজলে পরিপূর্ণ হয়; মূষিকের অঞ্জলি অল্পদ্রব্যে পূর্ণ হয়, কাপুরুষ অল্পমাত্র লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

৪১৪। পরাজিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিওনা, জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া পরাক্রম প্রকাশ কর।

৪১৫। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার পতন সময়েও শত্রুর জঙ্ঘা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত নিপতিত হয়; ছিন্নমূল হইলেও কদাপি ভগ্নোদ্যম হয় না।

৪১৬। লোক যাহার অদ্ভুত মহৎ চরিত্রের বিষয় জল্পনা না করে সে স্ত্রীও নহে পুরুষ নহে; তাহার জন্ম কেবল সংখ্যাবর্দ্ধনের নিমিত্ত।

৪১৭। দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা ও অর্থলাভ বিষয়ে যাহার কথা উচ্চারিত না হয়, সে কেবল মাতার মন স্বরূপ।

৪১৮। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন, তপস্যা, সম্পত্তি, বিক্রম প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অন্যকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়, সেই যথার্থ পুরুষ।

৪১৯। শত্রুগণ যে ব্যক্তিকে ভয় করে না এবং যে ব্যক্তি লোকের গ্রাসাচ্ছাদনবিহীন, হীনবীর্য্য, নীচাশয়, বন্ধুগণ তাহারে প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয় না।

৪২০। কোন কামিনী যেন ক্রোধশূন্য, নিরুৎসাহ নিবীর্য্য শত্রু-কুলের আনন্দজনক পুত্র প্রসব না করে।

৪২১। সন্তোষ, দয়া, শত্রুগণের প্রতি অনুত্থান ও ভয় শ্রীনাশের প্রধান কারণ; নিরীহব্যক্তি কদাচ মহত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

৪২২। পরের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে বলিয়া নরের নাম পুরুষ হইয়াছে; যে নর স্ত্রীলোকের ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করে, তাহার পুরুষ নামের কিছুই সার্থকতা থাকে না।

৪২৩। যে ব্যক্তি আপনার প্রিয়কার্য্য ও সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্পত্তি লাভের চেষ্টা করে, সে অচিরাৎ আত্মীয়গণকে হৃষ্ট করিতে পারে।

৪২৪। প্রাণিগণ পক্বফলশালী পাদপের ন্যায় যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাঁহারই জীবন সার্থক।

৪২৫। যে মহাবল পরাক্রান্ত বীরের বলবিক্রমে বান্ধবগণ সুখী হন, তাঁহার জীবন ধন্য।

৪২৬। যে ব্যক্তি স্বীয় বাহুবল প্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ইহলোকে বিপুল কীর্ত্তি ও পরলোকে সদগতিলাভ করিতে পারে।

৪২৭। যে লোক স্বীয় জীবন রক্ষার্থী হইয়া বিক্রম ও তেজ প্রকাশ না করে, পণ্ডিতগণ তাহারে চৌর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৪২৮। সকল কর্ম্মেরই ফল অনিত্য; পণ্ডিতরা কর্ম্মফল অনিত্য বলিয়া জানেন, তথাপি কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হন না; এই নিমিত্ত তাঁহারা কখনও কর্ম্মফল প্রাপ্ত কখনও বা উহাতে বঞ্চিত হন। আর যাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কালাতিপাত করেন; তাঁহাদের কখনই ফল লাভ হয় না, নিশ্চেষ্টতার ফল একমাত্র অভাব; চেষ্টার ফল দুই প্রকার প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি।

৪২৯। প্রাজ্ঞব্যক্তি কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে, মনে মনে এই নিশ্চয় করিয়া সতত সমুত্থিত, জাগরিত, শ্রেয়স্কর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যে লোক উক্তরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাঁহার অচিরাৎ বৃদ্ধি হয়।

৪৩০। কোনপ্রকার আপদেই পুরুষের ভীত হওয়া উচিত নহে; পুরুষ যদি কখনও মনে মনে ভীত হন, তথাপি ভীতের ন্যায় ব্যবহার কদাচ করিবেন না।

৪৩১। লোক অত্যন্ত সৌহার্দ্দ নিবন্ধন অন্যের উপাসনা করে, কিম্বা বদ্ধবৎসা ধেনুর ন্যায় শক্তিহীনতা প্রযুক্ত অন্যের কল্যাণ কামনা করে।

৪৩২। বিপদাহত অজস্র ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষীণ, গর্ব্বিত, অপমানকারী, স্পর্দ্ধাশীল ব্যক্তিকে বশীভূত করা কর্ত্তব্য।

৪৩৩। পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে; কিন্তু পুণ্যাত্মাব্যক্তি পাপকর্ম্মে নিয়োজিত হইলেও শুভ ইচ্ছা করেন।

(ভীষ্মপর্ব্ব)

১। যে ব্যক্তি স্বকীয় দেহ স্বরূপ কুলধর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেই ধর্ম্ম পুনরায় তাহাকে সংহার করে।

২। জিগীষুগণ সত্য, দয়া ও একমাত্র ধর্ম্ম দ্বারা যে প্রকার জয়লাভ করিয়া থাকেন, বলবীর্য্য দ্বারা সে প্রকার হয় না।

(দ্রোণপর্ব্ব)

১। প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না।

২। কামিনীদিগের নিকট, বিবাদস্থলে এবং গো ও ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে মিথ্যা কহিলে পাতক নাই।

৩। স্বমুখে স্বীয় গুণকীর্ত্তন করা কদাপি সাধুজনের কর্ত্তব্য নহে।

(কর্ণপর্ব্ব)

১। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে।

২। যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয় তাহা হইলে সেই স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, ঐরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয়। প্রাণ বিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতি নিধন এবং উপহাস এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্বদর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন না। যেস্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌর সংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়।

৩। সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধনদান করা বিধেয় নহে, পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতাকেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।

৪। এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যতদিন সম্মানলাভ করেন, ততদিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৫। নীচাশয়রা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না।

(শান্তিপর্ব্ব)

১। ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৌচ, বৈরাগ্য, অমৎসরতা, অহিংসা ও সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সাধুগণ সতত ঐ সমস্ত গুণের সেবা করিয়া থাকেন।

২। পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রচার, মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান, অনুতাপ, দান, তপস্যা, শান্তি তীর্থগমন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও জপ দ্বারা উহার বিনাশ হইয়া থাকে।

৩। লোক ত্যাগশীল হইলে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ত্যাগশীল ব্যক্তিকে জন্ম মৃত্যুজনিত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। তিনি মোক্ষপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। লোক ত্যাগশীল না হইলে কদাচ সমগ্র ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না।

৪। জগতে ক্লীব ও দীর্ঘসূত্রীর কখনও শ্রেয়োলাভ হয় না।

৫। যে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য, যে কোনক্রমেই জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ নহে এবং যাহার পুত্র কলত্র এবং পশু প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই অর্থচিন্তা পরাঙ্মুখ হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে।

৬। ইহলোকে অকিঞ্চনতার অভিলাষ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য, নির্ধনতা নিতান্ত নিন্দনীয়। ঋষিগণই অর্থোপার্জ্জন ও অর্থ রক্ষায় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ওরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ গৃহস্থ ধন দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে, কেহ ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলে তাহাকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য নহে।

৭। ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরু দোষ আর কিছুই নাই। দরিদ্রলোকদিগকে নিয়তই মিথ্যাপবাদদূষিত দেখিতে পাওয়া যায়।

৮। নির্ধনব্যক্তি পতিতের ন্যায় সর্ব্বদা শোক করিয়া থাকে সুতরাং পতিত ও নির্ধনে কিছুই ইতর বিশেষ নাই।

৯। যেমন পর্ব্বত হইতে নদী সমূহের সঞ্চার হয়, সেইরূপ সঞ্চিত অর্থ হইতে বিবিধ সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

১০। লোক অর্থ হইতেই ধর্ম্ম, কাম ও স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। অর্থ না থাকিলে জীবিকানির্ব্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠে, ধন বিহীন অল্পবুদ্ধি পুরুষের ক্রিয়াকলাপ গ্রীষ্মকালীন সামান্য নদী সমূহের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহলোকে যাহার অর্থ আছে সেই ব্যক্তিই বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিত পদবাচ্য হইয়া থাকে।

১১। নির্ধন ব্যক্তি অর্থাগমের চেষ্টা করিলেও তাহা ব্যর্থ হয়। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ অর্থ ও অর্থের সহিত মিলিত হইয়া থাকে।

১২। অর্থ হইতে ধর্ম্ম, কাম, হর্ষ, ধৈর্য্য, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও মত্ততা উৎপন্ন হয়। ধনই কুলমর্য্যাদা ও ধর্ম্মবুদ্ধির নিদান।

১৩। নির্ধন ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইতে পারে না, লোকের শরীর কৃশ হইলে তাহাকে কৃশ বলা যায় না, যাহার অর্থ না থাকে সেই যথার্থ কৃশ।

১৪। অসুরগণ দেবতাদিগের জ্ঞাতি, কিন্তু দেবগণ তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। অন্যকে পরাজিত করিয়া অর্থ গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত সহজ হয় না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে অধ্যয়ন পূর্ব্বক পাণ্ডিত্যলাভ ও বিবিধ যত্ন সহকারে ধন

আহরণ পূর্ব্বক সংকার্য্য করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। দেবগণ বিদ্রোহাচরণ করিয়া স্বর্গের সমস্ত স্থান অধিকার ও জ্ঞাতিবর্গকে পীড়ন করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ও অর্থ-সংগ্রহ অতি শ্রেয়স্কর কার্য্য।

১৫। এই জগতে অনেক লোক উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিদানভূত ভার্য্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের দেহাবসানে সেই সমুদয় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়।

১৬। এই সংসার রথচক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে জীবগণ কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া জীবগণের সহিত সমাগত হয়। এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সংসার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় নিতান্ত সমাকীর্ণ রহিয়াছে, যে ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখলাভে সমর্থ হয়েন।

১৭। দেবগণকে স্বর্গ হইতে এবং মহর্ষিগণকে স্ব স্ব স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া কোন্ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সংসার-বাসের বাসনা করিবে।

১৮। জলার্থী ব্যক্তি কূপ খনন পূর্ব্বক জল প্রাপ্ত না হইয়া পঙ্কলিপ্ত গাত্রে প্রতিনিবৃত্তি হওয়া, মধুলোলুপ ব্যক্তি মহাবৃক্ষে আরোহণ ও মধু আহরণ পূর্ব্বক মধুপান না করিয়া প্রাণত্যাগ করা, ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি আশাবলে প্রভূত পথ অতিক্রম পূর্ব্বক নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, বীরপুরুষের সমুদয় শত্রু নিপাতিত করিয়া পরিশেষে আত্মহত্যা করা এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্নলাভ ও কামুক পুরুষের কামিনী লাভ করিয়া ভোগ না করা অত্যন্ত শোচনীয়।

১৯। আপদগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত অথবা শত্রুহস্তে পরাজিত ব্যক্তিরই সমুদয় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান লোকরা এই নিমিত্তই বিষয় পরিত্যাগ ধর্ম্মবিরুদ্ধ অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন।

২০। যে ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র, দেবতা, ঋষি, অতিথি ও গুরুজনের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তিই একাকী অরণ্য মধ্যে কাল হরণ করিতে পারে।

২১। অরণ্যচারী মৃগ, বরাহ ও পক্ষিগণের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান বিমুখ বনচারী মনুষ্যগণও স্বর্গলাভে সমর্থ হয়।

২২। যদি ত্যাগশীল হইলেই সিদ্ধিলাভ করা যাইত তাহা হইলে পর্ব্বত ও বৃক্ষগণেরও অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইত। লোক আপনার ভাগ্যবলেই সিদ্ধ হয় অন্যের ভাগ্যবলে কদাচ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলের কর্ত্তব্য, কর্ম্মব্যতীত সিদ্ধিলাভের উপায়ান্তর নাই। যদি কেবল আপনার ভরণপোষণ করিলেই সিদ্ধি লাভ করা যাইত তাহা হইলে জলজন্তু ও স্থাবরগণেরও অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইত। জগতের যাবতীয় লোক স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মহীন ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

২৩। সিদ্ধিলাভ সকলেরই প্রার্থনীয় কিন্তু ধর্ম্মত্যাগ করিলে কদাপি সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় গৃহস্থাশ্রম অতি পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মের নিন্দা করিয়া কুপথে পদার্পণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়, অর্থহীন ও পাপাত্মা। যাহারা শাশ্বত দেবলোকে গমন, পিতৃলোকে গমন ও

ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ ত্যাগ করে, তাহাদিগকে পরিশেষে কীটযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপোনুষ্ঠান করা হয়। প্রতিদিন যথা নিয়মে দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরুর পরিচর্য্যা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ হয়। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনই মানবদিগের মহাতপস্যা সন্দেহ নাই। উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। রাগদ্বেষ শূন্য নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠানকে তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই।

২৪। দেবগণও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন। যে পিতৃলোকরা জলবর্ষণ দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন তাঁহাদিকেও বিধি অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

২৫। যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে তাহারাই নাস্তিক।

২৬। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া সৎকার্য্যে ব্যয় করেন তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী।

২৭। যিনি গার্হস্থ্যসুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষকামনার বলে পরিভ্রমণ করতঃ দেহ পরিত্যাগ করেন তিনি তামস সন্ন্যাসী। যে জীতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান ও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করেন তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আর যে ক্রোধ, হর্ষ ও ক্রূরতা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বেদধ্যয়ন করে, তাহাকেও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা যায়।

২৮। পণ্ডিতরা বলিয়া থাকেন যে, এক গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য, অন্য অন্য আশ্রমে কেবল স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে কাম ও স্বর্গ উভয়ই লাভ হইতে পারে।

২৯। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্যাশ্রম প্রধান জ্ঞান করিয়া উহা অবলম্বন পূর্ব্বক রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল, যে ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কেবল অরণ্যে গমন করে, তাহাকে ত্যাগশীল বলা যায় না।

ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি বনে থাকিয়া কামাদি স্মরণ করিলে যম পরিণামে মৃত্যুপাশ দ্বারা তাহার কণ্ঠ বন্ধন করেন।

৩০। অভিমান সহকারে কার্য্য করিলে উহা কখনই ফলপ্রদ হয় না, ত্যাগী হইয়া কার্য্য করিলেই উহা মহাফল প্রদান করে।

৩১। গৃহস্থাশ্রমে শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি তপস্বিজনোচিত কার্য্যকলাপ এবং দেবতা অতিথি ও পিতৃগণের অর্চ্চনা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে, এই আশ্রমে ত্রিবর্গ ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি এই গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া ত্যাগশীল হইতে পারেন তাঁহার কখনই অপকার হয় না।

৩২। যিনি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করেন সর্ব্বত্যাগী হওয়া তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

৩৩। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে সেই যথার্থ ত্যাগশীল। কেবল গৃহত্যাগ করিলে ত্যাগশীল হইতে পারে না।

৩৪। "আমার পুত্র" "আমার কলত্র" "আমার ধন" ইত্যাদি জ্ঞানকে মমকার কহে। মমকার দুই প্রকার—বাহ্য ও আন্তরিক। কেবল বাহ্য মমকার পরিত্যাগ করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। মমকার মৃত্যু স্বরূপ ও নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্ম-স্বরূপ।

৩৫। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, তাহা হইলে অন্যের জীবন নষ্ট করিলে হিংসা-ধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যদি দেহের সহিত

আত্মার এককালে উৎপত্তি ও এককালে ধংস হয়, তাহা হইলে পর-লোকোদ্দেশে যে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা যায় তৎসমুদয় বৃথা; অতএব আত্মা অবিনশ্বর কি বিনশ্বর, ইহা নির্ণয় না করিয়া পূর্ব্বতন সাধুলোকরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

৩৬। যে ব্যক্তি বনে বাস ও বনজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বাহ্য-পদার্থ রাজ্যাদির মমতা করে তাহাকে করাল কৃতান্তের আস্যদেশে বাস করিতে হয়।

৩৭। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই সংসার হইতে বিমুক্ত হয়েন।

৩৮। ক্লীব ব্যক্তি কখনই পৃথিবী বা ঐশ্বর্য্য ভোগে অধিকারী হয় না; মৎস্য যেমন পঙ্কে অবস্থান করে না, তদ্রূপ ক্লীবের গৃহে কখনই পুত্র বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

৩৯। যাঁহার শরীরে ক্ষমা, ক্রোধ, দান ও আদান, ভয় ও নির্ভয়তা এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিদ্যমান আছে লোক তাহাকেই ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করে।

৪০। দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে। পণ্ডিতরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ড ধর্ম্ম অর্থ ও কাম রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড প্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হইয়া থাকে। আর দেখা যায় অনেকানেক পাপ পরায়ণ পামররা রাজদণ্ড ভয়ে, অনেকে যমদণ্ড ভয়ে, অনেকে পরলোক ভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান

করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। ফলতঃ সংসারের প্রায় সমুদয় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে। দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদয়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দ্দান্তদিগকে দমন ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়া উহা দণ্ডনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যের মোহান্ধকার নিরাস ও অর্থ রক্ষার নিমিত্ত জন সমাজে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। যেস্থানে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব এবং রাজার সাধুদর্শিতা থাকে তথায় প্রজারা কদাচ মোহে অভিভূত হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইহারা দণ্ডের ভয়েই স্ব স্ব পথে অবস্থান করিতেছে। ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না।

৪১। অন্যের মর্ম্মচ্ছেদন, দুষ্কর কার্য্য সাধন, এবং মৎস্যঘাতীর ন্যায় লোকের প্রাণ সংহার না করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজালাভ হয় না। দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। যে সকল দেবতা অসুরঘাতী লোক তাহাদিগকে ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, কুবের সূর্য্য এবং বসু মরুৎ সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ ইহারা সকলে অসুর-ঘাতী মনুষ্যরা ইহাদিগের প্রবল প্রতাপ স্মরণ করিয়া ইহাদিগকে নমস্কার করে। ব্রহ্মা, বিধাতৃ প্রভৃতি সুরগণের নিকট প্রণত হয় না। শান্তি পরায়ণ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহশীল উদাসীন দেবগণ কেবল কতকগুলি সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠান-তৎপর লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন।

৪২। এই জীবলোকে কেহ হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। বলবান জীবগণ দুর্ব্বল জন্তুদিগকে হিংসা করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। বিধাতা স্বয়ং স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদয়কে বীরের

জীবন ধারণোপযোগী অন্নস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞরা হিংসা সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কিছুতেই সঙ্কুচিত হয়েন না।

৪৩। মূঢ়রাই ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। তাপসগণও হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না; সলিলে ভূতলে ও ফল সমুদয়ে বহুসংখ্যক জীব বাস করিয়া থাকে। লোক প্রাণধারণের নিমিত্ত সেই সমস্ত জীবকে বিনাশ করিতেছে।

৪৪। অনেক মুনি রাগদ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত ও অরণ্যবাসী হইয়াও বিমুগ্ধচিত্তে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আর অনেক সামান্য মনুষ্যও ভূমিভেদ এবং ওষধি পশু পক্ষী ও বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করিতেছে।

৪৫। যদি এই জীবলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় প্রজা সকল বিনষ্ট হইত এবং বলবান মনুষ্য দুর্ব্বল মনুষ্যগণকে মৎস্যের ন্যায় ভক্ষণ করিত। ব্রহ্মা পূর্ব্বে কহিয়া গিয়াছেন যে, দণ্ড সুবিহিত হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। বিধাতার এই বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দেখা যায় হুতাশন একবার প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াও ফুৎকার প্রভাবে ভীত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হয়েন। যদি দণ্ড সৎ ও অসতের বিচার না করিত, তাহা হইলে এই জীবলোক গাঢ় তিমিরপরিবৃতের ন্যায় লক্ষিত হইত; আর কোন বিষয় লক্ষিত হইত না নাস্তিকদিগকেও দণ্ডপ্রভাবে নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। ফলতঃ সমুদয় লোকই দণ্ডের আয়ত্ত, যথার্থ শুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন লোক নিতান্ত দুর্লভ। বিধাতা বর্ণ চতুষ্টয়ের ভেদ নির্দ্দেশ, উৎকৃষ্ট নীতি প্রবর্ত্তন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা

করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। দণ্ডভয় না থাকিলে বায়স ও হিংস্র পশুগণ যজ্ঞীয় হবিঃ এবং অন্যান্য পশু ও মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিত। মনুষ্যরা শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সবৎসা ধেনু দোহন করিত না, স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারিণী হইত; সমস্ত বস্তু উচ্ছিন্ন ও নিয়মাবলি বিলুপ্ত হইয়া যাইত; সকলে সকল বস্তুই আপনার বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারিত; কেহই বিধানানুসারে আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন ও বিদ্যানুশীলন করিত না। উষ্ট্র, বলিবর্দ্দ, অশ্ব, অশ্বতর, ও গর্দ্দভরা যান বহনে প্রবৃত্ত হইত না; ভৃত্যরা প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইত, এবং বালিকা পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মানুষ্ঠান করিত। ফলতঃ সমস্ত প্রজাই দণ্ডের একান্ত বশবর্ত্তী। মনুষ্যরা দণ্ড প্রভাবে স্বর্গলাভ ও ভূলোকে সুখে বাস করিয়া থাকে। যে স্থানে শত্রুবিনাশন দণ্ড বিরাজমান আছে, তথায় পাপ ও প্রতারণার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। যদি দণ্ড উদ্যত না থাকিত, তাহা হইলে কুক্কুর হবিঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্রই অবলেহন ও কাক সকল পুরোডাশ অপহরণ করিত সন্দেহ নাই।

পরম সুন্দর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী মনুষ্যরা পুত্র কলত্র সমভিব্যবহারে উৎকৃষ্ট অন্নভোজন পূর্ব্বক অক্লেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সমস্ত কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন; সেই অর্থ আবার দণ্ডের আয়ত্ত। ধর্ম্ম লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তই সংস্থাপিত হইয়াছে। যদি কেহ প্রবল জন্তুকে দুর্ব্বল জন্তুর বিনাশার্থে উদ্যত দেখিয়া প্রবলের বিনাশ সাধন না করে, তাহা হইলে তাহাকে সেই দুর্ব্বল জন্তুর হিংসায় এক প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয়; অতএব সে স্থলে প্রবল জন্তুকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলকে পরিত্রাণ করাই প্রধান ধর্ম্ম, সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে; কোন কার্য্যেই সম্পূর্ণ দোষযুক্ত বা সম্পূর্ণ গুণ

সম্পন্ন হয় না। মনুষ্যরা পশুগণের বৃষণ ছেদ ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহাদের দ্বারা মাল বহন করাইয়া লয় ও তাহাদিগকে প্রহারও করিয়া থাকে। জীবলোকের সমুদয় কার্য্যই এইরূপে দণ্ডপ্রভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে।

৪৬। শত্রুবিনাশ বিষয়ে দীনভাব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রানুসারে শত্রুবিনাশ করিলে কিছুমাত্র পাপ জন্মে না।

৪৭। শস্ত্র দ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণকেও বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ, ক্রোধই ঐ হত্যার মূলীভূত।

৪৮। ব্যাধি দ্বিবিধ:—শারীরিক ও মানসিক। ঐ উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হয়; একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক ও মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয় সে দুঃখ দ্বারা দুঃখ লাভ করে। এবং পিত্ত, ও বায়ু এই তিনটি শারীরিক গুণ। যাহাদিগের এই তিনগুণ সমভাবে থাকে তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহাদিগের এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের বৈলক্ষণ জন্মে, তাহাদিগকে অসুস্থ বলা হয়। পণ্ডিতরা উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তের নিবারণ করিতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক রোগের প্রতিবিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনেরও তিন গুণ আছে। সেই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। যাহাদিগের গুণত্রয় সমভাবাপন্ন থাকে, তাহারাই সুস্থ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণের বৈলক্ষণ্য হইলে, তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। শোক দ্বারা হর্ষবেগ ও হর্ষদ্বারা শোকবেগ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেকে সুখ

সম্ভোগ কালে দুঃখ স্মরণ ও অনেকে দুঃখের সময় সুখ স্মরণ করিয়া থাকে।

৪৯। যে ভূমিপতি এই অখিল ভুমণ্ডল মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই।

একদিন বা কতিপয় মাসের কথা দূরে থাকুক যাবজ্জীবন চেষ্টা করিলেও কেহ আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না।

৫০। অগ্নিকাষ্ঠ সংযুক্ত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, শূন্য হইলে শান্ত ভাব অবলম্বন করে; অতএব তুমি অন্নাহার দ্বারা সমুদ্দীপ্ত জঠরানলের সান্ত্বনা কর। মূঢ় ব্যক্তি কেবল আপনার উদর পূরণের নিমিত্তই অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে। অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজয় কর তাহা হইলে তোমার সমগ্র পৃথিবী পরাজয় করা হইবে।

৫১। যে নরপতি এই অখণ্ড ভুমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাকে কৃতকার্য্য বলা যায় না; যাঁহার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে তিনিই যথার্থ কৃতকার্য্য।

৫২। ভোগাভিলাষ পরিশূন্য ব্যক্তিরা কখনই শোকে অভিভূত হয়েন না।

৫৩। ইহলোকে ভোগ্য বস্তুই বন্ধন ও কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরম পদ লাভে সমর্থ হয়।

৫৪। রাজা জনক বলিয়াছিলেন, 'আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, কিন্তু আমার কিছুই নাই। এই মিথিলানগরী মধ্যে অগ্নি দাহ উপস্থিত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না। লোক প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে

আরোহণ করিলে কখনই অশোচ্য বিষয়ের জন্য শোক প্রকাশ করে না এবং পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় জনসমাজ হইতে অন্তরিত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কার্য্য সকল সন্দর্শন করে। যে ব্যক্তি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় অবলোকন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চক্ষুষ্মান্ এবং যিনি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা অন্যের অজ্ঞাত বিষয় বুঝিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তিদিগের বাক্যবোধে সমর্থ, তিনিই সমাজ মধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি শরীরস্থিত পঞ্চভূতকে একাকার আত্মায় বিলীন ও আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন। মূর্খ, লঘুচেতাঃ, নির্ব্বোধ, তপোনুষ্ঠান বিমুখ ব্যক্তিরা কদাচ ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হয় না। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সকল কার্য্যই বুদ্ধির আয়ত্ত"।

৫৫। মহারাজ জনকরাজা প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধহীন ও নিরীহ হইয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলে তাঁহার মহিষী তাঁহাকে ভৃষ্ট যবমুষ্টি ভিক্ষা করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজ তুমি কি নিমিত্ত ধনধান্য পরিপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে? ভৃষ্ট যবমুষ্টি যাজ্ঞা করা কি তোমার কর্ত্তব্য? তুমি সমুদয় রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু ভৃষ্ট যবমুষ্টি গ্রহণে লোভ থাকাতে তোমার সর্ব্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনক্রমেই অতিথি, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তোমার পরিশ্রম বিফল হইবে। তুমি ক্রিয়াকলাপ বিবর্জ্জিত হইলে দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন। ইতি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও

অন্যান্য অসংখ্য লোক তোমার নিকট থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে তুমিই অন্যের অনুগ্রহে আপনার উদর পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছ। আজি স্বীয় সমুজ্জল রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাতে তোমার জননী পুত্রহীনা ও ভার্য্যা পতিবিহীনা হইলেন। ধর্ম্মফল লাভার্থী ক্ষত্রিয়গণ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া সতত তোমার উপাসনা করিবেন। তুমি তাহাদিগের আশা বিফল করিয়া কোন লোকে গমন করিবে? প্রাণি-মাত্রেই অদৃষ্টের অধীন; সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিলেও লোক মোক্ষ লাভ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। তুমি যখন ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছ, তখন তুমি নিতান্ত পাপাত্মা তোমার কোন লোকেই অধিকার নাই। তুমি কি নিমিত্ত গন্ধমাল্য, অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ? তুমি নিপানের ন্যায়, মহাবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ; আত্মোদর পূরণার্থ অন্যের উপাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কর্ম্মহীন হইয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছ। হস্তীও কার্য্য-বিহীন হইলে ক্রব্যাদ ও কৃমিগণ তাহার মাংস ভোজন করে। হায়! যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে দণ্ড, কমণ্ডলু ও বসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তুমি কি নিমিত্ত তাহাতে অনুরক্ত হইতেছে? তুমি সমুদয় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভৃষ্ট যবমুষ্টি ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ যবমুষ্টিও রাজ্যাদির ন্যায় লোভের দ্রব্য। সুতরাং উহা গ্রহণ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি পরম সুখার্থী সন্ন্যাসী দিগের সমাহৃত কমণ্ডলু প্রভৃতি দর্শন ও স্বয়ং তৎসমুদয়ের আহরণে যত্ন করে, তাহার প্রাসাদ, শয়নীয়, যান, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি সতত

প্রতিগ্রহ করে আর যে ব্যক্তি সতত দান করে এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? যে ব্যক্তি সতত যাচ্ঞা করে, তাহাকে দক্ষিণা দান করা দাবানলে আহুতি প্রদানের তুল্য। হুতাশন যেমন দাহ্য বস্তু না পাইলে স্বয়ং প্রশান্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ যাচক ভিক্ষা না পাইলে স্বয়ং নিরস্ত হয়। ইহলোকে সাধুলোকরা অন্নদান করিবার নিমিত্ত জীবন ধারণ করেন ধনী যদি দাতা না হয়েন তাহা হইলে মোক্ষা-কাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারেন? ইহলোকে অন্নসম্পন্ন মানবরা গৃহস্থ হইয়া থাকেন। ভিক্ষুকগণ তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই জীবন ধারণ করে। সকলেই অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে, অতএব অন্নদাতা প্রাণদাতার স্বরূপ। গৃহত্যাগী ব্যক্তিরা গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দমগুণ প্রভাবে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। লোক কথঞ্চিৎ বিষয় ত্যাগ মস্তক মুণ্ডন বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ভিক্ষুক হয় না। যে ব্যক্তি সরলভাবে সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক। যিনি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অনুরাগীর ন্যায় ব্যবহার ও শত্রু মিত্রের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কাষায়বসনধারী মুণ্ডিত মুণ্ড ব্যক্তিগণ প্রায়ই বিবিধ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া দান গ্রহণার্থ পরিভ্রমণ ও মঠ শিষ্যাদি লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ বেদাধ্যয়ন, বার্ত্তাশাস্ত্র, ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ড ও কষায় বস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। মুণ্ডব্রতধারী ধর্ম্মধ্বজী দিগেরই কষায় বস্ত্র প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গুরুলোকের প্রীতি সম্পাদনার্থ অহরহ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এ জগতে তাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ আর কে হইতে পারে?”

বদান্ত মনুষ্যরাই গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। অনৃশংস, কাম ক্রোধ বর্জ্জিত, দান-ধর্ম্ম-পরায়ণ, গুরুজনদিগের সেবানিরত ও সত্যবাদী হইয়া যথাবিধি দেবতা ও অতিথিগণের সেবা করিলে ইষ্ট লোক লাভ করিতে পারে।

৫৬। বুদ্ধিমান্ লোক এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন যে, তপস্যা ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠ।

৫৭। যখন মনুষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না এবং কাম ও দ্বেষ এককালে পরাজিত হইয়া যায়; তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আর যৎকালে প্রাণিগণের অনিষ্টবাঞ্ছা তিরোহিত হয় এবং কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই সময়ই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

৫৮। প্রাণিগণের মধ্যে যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফল লাভ করেন; অতএব বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫৯। স্বয়ম্ভুব মনুও অহিংসা, সত্যবাক, সম্যকরূপ বিভাগ, দয়া, দম, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা এবং স্বয়ং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন এই সকলকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

৬০। অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

৬১। শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রমেই পরম ধর্ম্মলাভ হয়।

৬২। কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞানুষ্ঠান, বা অন্যান্য কর্ম্মদ্বারা কিছুই লাভ হয় না এবং এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে দান করিতেও পারে না। ভগবান বিধাতা যে সময়ে যে বস্তু যাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-দিয়াছেন, সেই সময়ে সে অনায়াসেই তৎসমুদয় লাভ করিতে সমর্থ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও শাস্ত্রা-

লোচনার দ্বারা কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে নিতান্ত মূর্খেরও ভুরি ভুরি অর্থলাভ হইয়া থাকে। অতএব কার্য্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত না হইলে কি শিল্প কি মন্ত্র কি ঔষধি কিছুতেই ফলোদয় হয় না; কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে সমস্তই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কাল সহকারে বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত, জলদগণ সলিল সমাযুক্ত, বনস্থিত পাদপগণ পুষ্পোপরিশোভিত, সলিল সমুদয় পদ্মপত্র সমাকীর্ণ, রজনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত এবং চন্দ্র ষোড়শকলা পরিপূর্ণ হয়। উপযুক্তকাল উপস্থিত না হইলে কখনই পাদপাবলির ফলপুষ্পোদ্গম, নদী সমূহের প্রবলবেগ, পশু, পক্ষী ও পন্নগগণের মত্ততা, কামিনীগণের গর্ভ, গৃষ্ম, বর্ষা ও শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, জীবগণের জন্ম মৃত্যু, বালকদিগের মধুর বাঙনিষ্পত্তি, নরগণের যৌবন প্রাপ্তি, যত্ন সমারোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম, ভগবান ভাস্করের উদয় ও অস্তাচলে সমাগম এবং ভগবান চন্দ্রমা ও তরঙ্গমালা সঙ্কুল সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

৬৩। দুর্নিবার কালের গতি অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কালক্রমে সকল ভূপতিকেই শমন সদনে গমন করিতে হইবে, একজন অন্য ব্যক্তিকে, অপরাপর ব্যক্তিগণ তাহাকে বিনাশ করে, ইহা কেবল কথা মাত্র। বস্তুতঃ কেহ কাহাকেও বিনাশ করে না, প্রাণিগণের স্বভাবতঃ জন্ম মৃত্যু নিরূপিত রহিয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরাই ধন নষ্ট বা পুত্র-কলত্র ও পিতা নিহত হইলে হায় কি হইল, হায় কি হইল, এই অনুধ্যান করিলে দুঃখের প্রতিকার হয় ভাবিয়া থাকে। দুঃখ করিলেই দুঃখ এবং ভয় করিলেই ভয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

৬৪। সসাগরা পৃথিবী আপনার, আবার আপনার আত্মাও আপনার নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এরূপ বিবেচনা করিয়া কখনই মুগ্ধ হয়েন না।

৬৫। এই ভূমণ্ডলে শোকের বিষয় সহস্র সহস্র ও হর্ষের বিষয় শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে; মূঢ় ব্যক্তিরাই সতত তৎসমুদয়ে অভিভূত হয়; কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তিরা কখনই উহাতে আক্রান্ত হয়েন না।

৬৬। প্রথমতঃ যে বস্তু প্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার দুঃখজনক হয় এবং যাহা প্রথমে অপ্রিয় থাকে কালক্রমে তাহাই আবার সুখকর হইয়া উঠে। জীবমণ্ডলে সুখ দুঃখ এইরূপ পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহলোকে প্রকৃত সুখ নাই কেবল দুঃখই আছে। এই নিমিত্ত মনুষ্যকে সতত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃখের অভাবই সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কেহই নিয়ত সুখ বা নিয়ত দুঃখ ভোগ করে না, অতএব যে ব্যক্তি শাশ্বত সুখলাভে অভিলাষ করেন, তাঁহার লৌকিক সুখ দুঃখ উভয়কেই জয় করিতে হয়।

৬৭। যাহার নিমিত্ত শোক, তাপ ও আয়াস সমুপস্থিত হয়, তাহা সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় অবশ্য পরিত্যজ্য। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিতচিত্তে তাহা অনুভব করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৬৮। পুত্রকলত্রগণের অল্পমাত্র প্রিয়কার্য্য সম্পাদন না করিলেই জানিতে পারা যায় যে, উহাদের মধ্যে কে কি নিমিত্ত আত্মীয় হইয়াছে।

৬৯। ইহলোকে যাহারা নিতান্ত মূঢ় এবং যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহারাই সুখভোগ করিয়া থাকে; মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিতান্ত ক্লেশে কালাতিপাত করিতে হয়।

৭০। যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ দর্শনে দুঃখবোধ করে, সে কদাচ সুখী হইতে পারে না। কোন কালেই লোকের দুঃখের অন্ত নাই। সকলেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখ-দুখ, লাভালাভ, বিপদ-সম্পদ ও জন্ম-মৃত্যু

ঘটিয়া থাকে, এইজন্য বিদ্বানব্যক্তিরা কিছুতেই আহ্লাদিত বা শোকার্ত্ত হয়েন না।

৭১। পুরুষ যখন স্বয়ং ভীত হয় না এবং কাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে না, যখন সে ঈর্ষাদ্বেষ শূন্য হয় এবং প্রাণিগণ মধ্যে কায়মনো-বাক্যেও পাপস্বভাব প্রকাশ করে না, তখনই ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকে।

৭২। যিনি অভিমান ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যিনি পুত্রকলত্র বিবর্জ্জিত ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন সেই সাধু ব্যক্তিই মুক্তিলাভের উপযুক্ত পাত্র।

৭৩। অর্থ-ভিক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান না করাই শ্রেয়ঃ। যাজ্ঞা করিলে মহাদোষে দূষিত হইতে হয়।

৭৪। যাহারা ধনার্থী, তাহারা কখনই অবশ্য পরিহার্য্য বস্তু পরিহার করিতে পারে না। যাহাদিগের অর্থোপার্জ্জন স্পৃহা বলবতী, সৎকর্ম্ম তাহাদিগের নিকট স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অন্যের অনিষ্টা-চরণ ব্যতিরেকে কিছুতেই অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা নাই, আবার অর্থ হস্তগত হইলে মনোমধ্যে সততই ভয় উপস্থিত হয়। যাহারা অতি দুশ্চরিত্র এবং ভয় ও শোকবিবর্জ্জিত, তাহারা অল্পমাত্র অর্থলাভের অভিলাষে ব্রহ্মহত্যাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রভু ভৃত্যদিগকে অর্থ প্রদান না করিলে অতিশয় অযশোভাগী হয়েন এবং অর্থ প্রদান করিলেও ব্যয়-নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সততই চৌর ভয়ে ভীত হইতে হয়; কিন্তু ভোগবিলাস বিমুক্ত পরমসুখী নির্ধন ব্যক্তি কাহারই নিন্দাভাজন বা কাহারও ভয়ে ভীত হয়েন না। পাছে লোভ বৃদ্ধি হয় এই ভয়ে তিনি দৈবকার্য্য অনুষ্ঠানার্থ যাহা কিছু অর্থসঞ্চয় করেন, তাহাতেও অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

৭৫। বিধাতা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্যই ধন এবং ধনরক্ষক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ধন যাগযজ্ঞে ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য; উহা দ্বারা ভোগবিলাস চরিতার্থ করা উচিত নহে। বিধাতা সৎকার্য্য অনুষ্ঠানের নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে ধন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য অনেকেই বিবেচনা করেন যে, ধন কাহারও অধিকৃত নহে। অতএব পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ধন দান ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সৎপুরুষরা উপার্জ্জিত অর্থ দান করিবারই উপদেশ দিয়াছেন, ভোগ বা অপব্যয় করিতে আদেশ করেন নাই। দানরূপ মহৎ কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে অর্থ সঞ্চয় করা নিতান্ত অনুচিত। দানও পাত্র বিবেচনা করিয়া করা কর্ত্তব্য। যে নির্ব্বোধরা ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে অর্থ দান করে, তাহাদিগকে দেহান্তে শত বৎসর পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব পাত্রাপাত্রের পরিজ্ঞাত নিবন্ধন দান-ধর্ম্মও নিতান্ত দুষ্কর। অযোগ্য পাত্রে দান করা আর যোগ্য পাত্রে দান না করা এই দুইটি উপার্জ্জিত ধন ব্যবহারের সম্যক ব্যতিক্রম সন্দেহ নাই।

৭৬। বুদ্বুদ সকল যে প্রকার সলিলে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তদ্রূপ জীবমাত্রই ইহলোকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই পরিণামে ধ্বংস আছে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত এবং মরণ জীবনের অন্ত।

৭৭। সুখলাভার্থ আলস্যে কালক্ষেপ করিলে পরিণামে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, আর কষ্টসহকারে কার্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিলে পরিণামে সুখভোগ করিতে পারা যায়।

৭৮। নিপুণ ব্যক্তিই অনিমাদি ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লজ্জা, ধৈর্য্য ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন। অলস ব্যক্তি কখনই ঐ সকল লাভে সমর্থ হয় না।

৭৯। লোক বন্ধুবান্ধব ও ধন দ্বারা সুখী, শত্রু দ্বারা সুখী ও প্রজ্ঞা প্রভাবে ধনবান হইতে পারে না। কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই তোমার সৃষ্টি অতএব কর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার কর্ত্তব্য। কর্ম্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই।

৮০। মনুষ্যের জন্ম হইবামাত্র সুখ ও দুঃখ তাহার আত্মাকে আশ্রয় করে এই উভয়ের মধ্যে অন্যতরের প্রাদুর্ভাব হইলেই মনুষ্যের চৈতন্য-বায়ু সঞ্চালিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় অন্তর্হিত হয়, জন্মের পর মনুষ্যের মনে ক্রমে ক্রমে, আমি কেবল মানুষ নহি, একজন সদ্বংশজাত কৃতী পুরুষ বলিয়া অহঙ্কার জন্মে। সেই অহঙ্কার প্রভাবে সে বিবিধ ভোগে আসক্ত হইয়া পিতৃসঞ্চিত সমুদয় অর্থ নৃত্যগীতাদিতে ব্যয় করিয়া পরিশেষে চৌর্য্য বৃত্তিই হিতকর বলিয়া অবলম্বন করে। তখন ব্যাধ যেমন শর সংযোগ দ্বারা মৃগের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গ প্রস্থিত ব্যক্তির বধসাধন করিয়া থাকেন।

৮১। যে সকল ব্যক্তি বিংশতি বা ত্রিংশত বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তস্কর বৃত্তি অবলম্বন করে তাহাদিগের প্রায় শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে হয় না। লোক দারিদ্র্য দোষে এইরূপ অপার দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়। অতএব জীবগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল দুঃখের প্রতিকার করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

৮২। বুদ্ধি বিপর্য্যয় ও অনিষ্টপাত এই দুইটি মানসিক দুঃখের মূল কারণ, এই ভূমণ্ডলে এই দুই কারণেই বিবিধ প্রকার দুঃখ মানবগণের অনুসরণ করিয়া থাকে।

৮৩। জরা ও মৃত্যু বৃকের ন্যায় মনুষ্যগণের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি খর্ব্ব, কি দীর্ঘ, কাহারই জরামৃত্যু অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। যিনি এই সসাগরা বসুন্ধরা জয় করেন, তাঁহাকেও জরামৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়।

৮৪। মানব জাতির সুখ বা দুঃখ যাহাই কেন উপস্থিত হউক না, অনাকুলিত চিত্তে তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য সুখ ও দুঃখ পরিহার করিবার উপায় নাই।

৮৫। কি বাল্যাবস্থা, কি প্রৌঢ়াবস্থা কি বৃদ্ধাবস্থা, কোন অবস্থাতেই লোক জরামৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না।

৮৬। অপ্রিয় সমাগম, প্রিয়বিচ্ছেদ, অর্থ, অনর্থ, সুখ, দুঃখ, উন্নতি, ক্ষয়, লাভ ও বৃথা পরিশ্রম সমুদয়ই অদৃষ্ট-সাপেক্ষ।

৮৭। যেমন কোন রূপ রস, গন্ধ ও স্পর্শ স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে, সুখ, দুঃখ তদ্রূপ স্বভাবতই জীবনের অনুসরণ করে।

৮৮। এই জগতে কাল প্রভাবে বৈদ্য ও আতুর, বলবান ও দুর্ব্বল এবং সুন্দর পুরুষও নিতান্ত কদাকার হইয়া যায়।

৮৯। লোক অদৃষ্টক্রমেই সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে, এবং বলবান রূপবান, সুস্থশরীর সৌভাগ্যসম্পন্ন ও ভোগী হয়।

৯০। বিধির কি বিচিত্র মহিমা, দরিদ্র ব্যক্তিরা ইচ্ছা না করিলেও তাহাদিগের অনেক সন্তান সন্ততি হয় আর মহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কামনা করিলেও পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।

৯১। ব্যাধি, অগ্নি, জল, অস্ত্র, বুভুক্ষা বিষপান উদ্বন্ধন বা অধস্খলন ইহার মধ্যে যাহার অদৃষ্টে যাহাতে মৃত্যু নিরূপিত হইয়াছে সে তাহাতেই

কলেবর পরিত্যাগ করে। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

৯২। অনেক সময় দেখা যায় সৎকুলসম্ভূত ও বিপুল বিভবশালী ব্যক্তি যৌবন অবস্থাতেই পতঙ্গের ন্যায় কলেবর পরিত্যাগ করে, আর দরিদ্র জরাজীর্ণ হইয়া বহুকাল জীবিত থাকে।

৯৩। প্রায়ই ধনবান ব্যক্তিদিগের ভোজন শক্তি থাকে না, আর দরিদ্র ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে।

৯৪। দুরাত্মারা কালের বশবর্ত্তী হইয়া অসন্তোষ নিবন্ধন পাপ কার্য্যে রত হয়। বিদ্বান ব্যক্তিদিগকেও অনেকবার সজ্জননিন্দিত মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরস্ত্রীসমাগম, মদ্যপান ও কলহে আসক্ত হইতে দেখা যায়। কালপ্রভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট সকল জীবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অদৃষ্ট ভিন্ন উহার আর কিছুমাত্র কারণ লক্ষিত হয় না।

৯৫। যিনি বায়ু, আকাশ, অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্রি নক্ষত্র নদী ও পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তিনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়াছেন। শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সমুদয়ের ন্যায় মনুষ্যের সুখ দুঃখ কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হয়।

৯৬। ঔষধ, হোম, মন্ত্র জপ প্রভাবে মনুষ্যকে জরা ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করা যায় না।

৯৭। সমুদ্রে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ ও বিয়োগ হয় তদ্রূপ এই ভূমণ্ডলে প্রাণিসমুদয় একবার সংযুক্ত ও পুনরায় বিয়োজিত হইতেছে।

৯৮। যে সকল মনুষ্য সতত গীত বাদ্য শ্রবণ ও মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকে, আর যাহারা অনাথ হইয়া পরান্ন ভোজন করে, কৃতান্ত তাহাদের সকলের প্রতিই তুল্যরূপ ব্যবহার করেন।

৯৯। এই সংসারে সকলেরই মাতা, পিতা, পুত্র ও কলত্র আছে, কিন্তু বস্তুত কেহ কাহারও নহে। জীবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আর কাহারও সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বন্ধুবান্ধব সমাগম পান্থ সমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী।

১০০। আমি কে? কোন স্থানে অবস্থান করিতেছি? কোথায় বা গমন করিব? আমি এই স্থানে কি বিদ্যমান আছি? আমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি? মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া মনকে সুস্থির করিবে। এই সংসার চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে কিছুরই স্থিরতা নাই।

১০১। পরলোক কেহ কখনও নিরীক্ষণ করে নাই; কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে মঙ্গলার্থী ব্যক্তির পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা করা এবং তন্নিবন্ধন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও পর্য্যায়ক্রমে ত্রিবর্গের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। এই জগৎ যে জরা-মৃত্যুরূপ গ্রাহসম্পন্ন কালরূপ অতি গভীর সাগরে নিমগ্ন হইতেছে তাহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ অনেকানেক বৈদ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর কষায় রস পান ও ঘৃত ভোজন করিতেছে, কিন্তু মহাসাগর যেমন বেলাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ তাহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। অনেক রসায়ন বিদ্যা পারদর্শী মনুষ্য জরাব্যাধি নাশক ঔষধ সেবন করিয়াও মহাগজ বিদলিত বৃক্ষের ন্যায় জরা প্রভাবে জীর্ণশীর্ণ হইতেছেন। তপঃ

স্বাধ্যায় সম্পন্ন, অতি বদান্য, যজ্ঞশীল ব্যক্তিরাও জরা মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। যে বৎসর যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস ও যে রাত্রি একবার অতিক্রান্ত হয় তাহা আর পুনরায় আগমন করে না।

১০২। কেহ কেহ বলেন জীব হইতে দেহের উৎপত্তি এবং কেহ কেহ বলেন দেহ হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই জীবলোকে পুত্রকলত্র সমাগম পান্থ সমাগমের ন্যায় অচির-স্থায়ী তাহার সন্দেহ নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বীয় শরীরের সহিত ও লোকের চিরকাল সহবাস হয় না।

১০৩। পিতৃলোক, দেবলোক ও মর্ত্তলোকের ঋণ হইতে নির্মুক্ত হইবার নিমিত্ত, মনুষ্যের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য বর্ত্তব্য।

১০৪। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উহার রক্ষা না করে সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মহন্তা।

১০৫। ইহলোকে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদয় প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে মনুষ্য যেরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হইবে অতএব অশুভ ফলপ্রদ কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

১০৬। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অনায়াসে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে, কিন্তু জীবন ত্যাগ করিলে কখনই উহাতে সমর্থ হয় না।

১০৭। যুদ্ধাদি ব্যাপার নিমিত্ত মাত্র; প্রাণিগণ ঈশ্বরের নিয়মানু-সারেই পরস্পর নিহত হইয়া থাকে। কাল পাপপুণ্যের সাক্ষী স্বরূপ ও কর্ম্ম সূত্রাত্মক। উহা সকলকে সুখ দুঃখ বহুল কর্ম্মফল প্রদান করে।

১০৮। ত্বষ্ট নির্ম্মিত বন্ত্র যেমন পরিচালনের অধীন, তদ্রূপ এই জগৎ কালকৃত কর্ম্মের সম্যক আয়ত্ত।

১০৯। যখন পুরুষের যদৃচ্ছাক্রমে উৎপত্তি ও যদৃচ্ছাক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে তখন শোক ও হর্ষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল।

১১০। যাহারা অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত বা ধর্ম্ম উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে অবিলম্বে সংহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যদি এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে একটি কুল, অথবা একটি কুল নির্ম্মূল করিলে সমস্ত রাজ্য নিরাপদ হয়, তবে তাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য। উহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় না।

১১১। যাহারা রাজ্যলাভার্থী হইয়া অন্যের প্রাণ সংহার করে, তাহাদিগকে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।

১১২। যে দুরাত্মা সতত পাপানুষ্ঠানের চেষ্টা করে পাপকার্য্য বুঝিতে পারিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না, তাহাকে প্রতিনিয়ত সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। ঐরূপ ব্যক্তির পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে।

১১৩। যে ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান, নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কপট ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যাস্ত সময়ে শয়ন করে, যে ব্যক্তি কুনখ ও শ্যাবদন্তযুক্ত হয়, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে, যাহার অনূঢ়াবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা ও পরনিন্দা করে, যে ব্যক্তি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠকন্যা অনূঢ়া থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর

জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করে, আর যাহারা ব্রত ধ্বংস, দ্বিজাতি হত্যা অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণতা, ও অনেক জীবের প্রাণসংহার, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণসংহার অকারণে পশুচ্ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, গুরুর প্রতি অত্যাচার ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ, পরধর্ম্ম আশ্রয়, অযাজ্য যাজন, অভক্ষ ভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ, ভৃত্যগণের ভরণপোষণে অনাস্থা, তির্য্যগযোনি বধ, ক্ষমতাসত্ত্বে গোগ্রাসাদি নিত্য দেয় বস্তুর অপ্রদান, দক্ষিণা দান পরাঙ্মুখতা, অনুপযুক্ত সময়ে পুত্রগণকে বিভাজ্য ধন প্রদান, গুরুপত্নী হরণ ও যথাসময়ে ধর্ম্ম পত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়, যাহারা ঐ সকল কার্য্য করে, তাহারা অধার্ম্মিক। তাহাদিগকে ঐ সকল কার্য্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

বেদপারগ ব্রাহ্মণও যদি জিঘাংসা পরবশ হইয়া অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হয় তাহাকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিলে কখনই ব্রহ্মহত্যার পাপ ভোগ করিতে হয় না। বেদপ্রমাণানুসারে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ বা প্রাণ নাশক উৎকট পীড়ার সময়, সুবিচক্ষণ চিকিৎসকের আদেশানুসারে মদিরা পান করে, তাহার পুনর্ব্বার সংস্কার করিলেই, সে পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি আপৎকালে গুরুর নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করে তাহাকে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হয় না। ফলতঃ ভোগাবিলাসে সতত চৌর্য্য ব্যাপৃত থাকিলেই তন্নিবন্ধন পাপভোগ করিতে হয়। আপনার বা অপরের প্রাণরক্ষা, গুরুর কার্য্যসাধন, বিবাহ বন্ধন এবং স্ত্রীলোকের সন্তোষ-

সাধনের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দুষ্য নহে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পতিত বা পরাজিত হইলে তাহার অনূঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠের প্রাণিগ্রহণ দোষাবহ নহে। অভিলাষিত হইয়া পরস্ত্রী সম্ভোগ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। পশুগণ বিধিনির্দ্দেশানুসারে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। অতএব শ্রদ্ধাদি কার্য্য ভিন্ন পশু হত্যায় উপদেশ প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অযোগ্য পাত্রে ধন দান এবং সৎপাত্রে অপ্রদান দোষাবহ নহে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহাতে সেই স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, স্বামীকেও কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ এবং গো-রক্ষার্থ বনদাহ দোষাবহ নহে।

১১৪। মনুষ্য যদি একবার পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

১১৫। যে পুরুষ ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভের প্রত্যাশা করে তাহাকে অবশ্যই শিষ্টাচার আশ্রয় ও শিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

১১৬। লোক গর্ব্ব প্রকাশ করিলে কখনই প্রাজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

১১৭। অদত্ত বস্তুর অনাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা সত্য ও অক্রোধ এই কয়েকটি ধর্ম্মের লক্ষণ। স্থল বিশেষে গ্রহণ, মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসা ও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়।

১১৮। কর্ম্মত্যাগী পুরুষ মুক্তিলাভ করেন, আর কর্ম্মনিরত ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

১১৯। অতি নীচলোকও যদি দৈব শাস্ত্র, প্রাণ ও প্রাণধারণো-পযোগী দ্রব্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই শুভফল লাভ করিতে পারে।

১২০। যাহারা জাতি শ্রেণী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে তাহারা নিতান্ত দুরাত্মা। তাহাদিগের সেই অধর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই।

১২১। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ ও গৃহ-দেবতাগণের যথোচিত তৃপ্তিসাধন করিয়া পশ্চাৎ ভোজন এবং প্রব্রজিত ভিক্ষুকের ন্যায় স্বীয় গৃহে বাস করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিয়মে আপনার স্ত্রী সমভিব্যহারে গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করে তাহার উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।

১২২। বৃদ্ধিজীবীর অন্ন বিষ্ঠা-স্বরূপ এবং বেশ্যা, পরপুরুষাভিলাষিণী স্ত্রী ও স্ত্রীজিত ব্যক্তির অন্ন শুক্র-স্বরূপ কদাচ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।

১২৩। ধর্ম্মিকব্যক্তি কদাচ যশোলাভার্থ বা ভয় প্রযুক্ত দান করিবে না।

১২৪। উপকারী, নৃত্যগীতপরায়ণ, পরিহাসপর, ভণ্ড, মদমত্ত, উন্মত্ত, তস্কর, নিন্দুক, মূর্খ, বিবর্ণ, দুর্জ্জন, দুষ্কুলজাত, অশ্রোত্রিয়, বেদান-ভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ব্রতহীন ব্যক্তিকে দান করা বিধেয় নহে।

১২৫। অসম্যক্ দান ও অসম্যক্ প্রতিগ্রহ দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অমঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে। খদির ফলক অবলম্বন পূর্ব্বক সাগরে সন্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ফলক যেমন স্বয়ং নিমগ্ন হয় ও আশ্রিত ব্যক্তিকে নিমগ্ন করে, তদ্রূপ অসম্যক দাতা আপনাকে ও প্রতি গৃহীতাকে পাপ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন আর্দ্র কাষ্ঠে

সমাচ্ছন্ন হইলে প্রজ্বলিত হয় না, তপঃস্বাধ্যায়-শূন্য দুশ্চরিত্র প্রতিগৃহীতা তদ্রূপ কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না।

১২৬। নরকপালে জল ও কুক্কুর-নির্ম্মিত কোষে দুগ্ধ রাখিলে যেমন উহা স্থান দোষে অপবিত্র হয়, ব্রতহীন ব্যক্তির অধ্যয়নও তদ্রূপ ব্যর্থ হইয়া থাকে।

১২৭। নির্ম্মন্ত্র, নিরক্ষর, মূর্খ, অসূয়াপরবশ, হীনচরিত্র ও ব্রতবিহীন ব্যক্তিকেও দান করিলে কেবল দয়াই প্রকাশ করা হয়, উহাতে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই।

১২৮। অবৈদিক ব্রাহ্মণকে দান করিলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যায় সন্দেহ নাই। অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ দারুময় হস্তী কর্দ্দময় মৃগের ন্যায় কেবল নামমাত্র ধারণ করিয়া 'থাকে। বৎসহীন গাভী, পক্ষহীন বিহঙ্গম, জনশূন্যস্থান ও জলশূন্য কূপ যেমন নিতান্ত নিষ্ফল নির্ম্মন্ত্র ব্রাহ্মণও তদ্রূপ কোন কার্য্যকারক নহে।

১২৯। সর্ব্বদা ক্ষমাবান হওয়া কর্ত্তব্য নহে। একান্ত ক্ষমাশীল ব্যক্তি হস্তীর ন্যায় নিতান্ত অধম বলিয়া পরিগণিত হয়। গজনিয়ন্তা যেমন গজের মস্তকে আরোহণ করে, তদ্রূপ নীচ ব্যক্তি নিয়ত ক্ষমাশীল ব্যক্তির মস্তকে পদার্পণ করিয়া থাকে। অতএব নিয়ত মৃদু ও নিয়ত তেজস্বী হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

১৩০। ভৃত্যদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস করা বিধেয় নহে। কারণ তাহা হইলে উপজীবীরা প্রশ্রয়যুক্ত হইয়া স্বামীর অবমাননা করে।

১৩১। গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেক শূন্য, গর্ব্বিত ও কুমার্গগামী হয় তাহার দণ্ডবিধান অবিধেয় নহে।

১৩২। ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সম্যক্‌রূপে ধন বিভাগ ক্ষমা স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, ভৃত্যের ভরণ-পোষণ এই নয়টি সর্ব্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম। শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণ যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া ধন লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচার-সম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনীয় হয়েন।

১৩৩। যে ব্যক্তি যে প্রদেশে, যেরূপ সংসর্গে যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সেইরূপ প্রদেশে, সংসর্গ ও কর্ম্মের অনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত কৃষিবাণিজ্য ও মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য বেদাভ্যাসের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৩৪। রাজসেবা কৃষি, বাণিজ্য কুটিলতা, লাম্পট্য ও কুসীদ গ্রহণ পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রামদৌত্য প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া শূদ্র পংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও বেদকার্য্যানুষ্ঠান সময়ে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

১৩৫। কি গৃহী, কি ব্রহ্মচারী কেহই নির্দ্দোষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহেন, অতএব যাহাতে পুণ্যের অংশ অধিক ও পাপের ভাগ অল্প সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা দোষাবহ নহে। এককালে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ অপেক্ষা অল্প পরিমাণেও উহা করা শ্রেয়স্কর। কর্ম্মবিহীন ব্যক্তি অপেক্ষা পাপী আর কেহ নাই।

১৩৬। ব্রাহ্মণ সুরা, লবণ, তিল, অশ্ব ও গো মহিষাদি পশু, মধু, মাংস ও পক্কান্ন বিক্রয় করিবেন না। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়।

১৩৭। আমি তোমাকে এই বস্তু প্রদান করিতেছি, তুমি এই বস্তু প্রদান কর এই বলিয়া এক ব্যক্তিকে সম্মত করিয়া আপনার দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিলে ধর্ম্মহানি হয় না। বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়।

১৩৮। জ্ঞাতিদিগকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উপরাজা যেমন রাজার সম্পদ দর্শনে কাতর হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গও জ্ঞাতির সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহই সরল স্বভাব, বদান্য, সত্যবাদী, লজ্জাশীল ব্যক্তি বিনাশে সন্তুষ্ট হয় না। জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অসুখের বিষয়। জ্ঞাতিবিহীন মনুষ্যের মত অবজ্ঞেয় আর কেহই নাই। শত্রুগণ জ্ঞাতি-বিহীন ব্যক্তিকে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে। লোক যখন অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। অন্য ব্যক্তিরা জ্ঞাতির অপমান করিলে জ্ঞাতিরা কদাচ তাহা সহ্য করিতে পারে না, তাহারা সেই জ্ঞাতির অপমান আপনার অপমান বলিয়া বোধ করে, জ্ঞাতিগণে গুণ, দোষ উভয়ই লক্ষিত হয়, অতএব মানবগণ বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সতত জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। উহাদের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

১৩৯। মূর্খ মিত্র চপলচিত্ত পণ্ডিতের নিকট গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

১৪০। কামাত্মাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। উহাদের কোন কার্য্যই অকার্য্য বলিয়া বোধ থাকে না। উহারা কেবল স্বয়ং মদ্য মাংস ভক্ষণ, পরদারাভিমর্ষণ ও পরধন হরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। অন্যকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে।

১৪১। যাহারা কদাচ পরিগ্রহ করে না তাহারা বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দয়া করিয়া দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৪২। দুষ্ট ব্যক্তিরা পরোক্ষে অন্যের দোষ কীর্ত্তন, লোকের সদ্‌গুণে অসূয়া প্রদর্শন বা অন্যের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। উহাদের সতত ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, ওষ্ঠ দংশন ও শিরকম্পন প্রভৃতি বিকার সমুদয় লক্ষিত হয়। উহারা সতত লোকের সংসর্গে অবস্থান ও জন-সমাজে অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ করে। পরোক্ষে অঙ্গীকার প্রতিপালন ও সাক্ষাতে তদ্বিষয়ক কোন কথাই উল্লেখ করে না, পৃথক পৃথক আসিয়া আহার করে এবং অদ্য আহার্য্য বস্তু সমুদয় উৎকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া দোষারোপে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ শয়ন উপবেশন ও গমন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই উহাদিগের দুষ্টভাব লক্ষিত হইয়া থাকে।

১৪৩। দুঃখের সময় দুঃখিত ও আহ্লাদের সময় আহ্লাদিত হওয়াই মিত্রের লক্ষণ; ইহার বিপরীত কার্য্য শত্রুতার চিহ্ন।

১৪৪। অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার প্রাপ্য বিষয় লাভ করিতে ইচ্ছা করাই অবশ্য-কর্ত্তব্য, অপ্রাপ্য বিষয়ের কামনা করা কদাপি বিধেয় নহে। তুমি স্বীয় অধিকৃত বিষয়ের উপভোগে নিরত থাকিয়া সুখানুভব কর। অনাগত বিষয়ের জন্য কদাচ শোক করিও না। অর্থনাশ-নিমিত্ত অনুতাপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণই ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিধাতাকে তিরস্কার করে, অধিকৃত অর্থে সন্তুষ্ট হয় না

এবং নীচ ব্যক্তিদিগকে সম্পত্তিশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। ঐ সকল কারণ বশতঃ তাহাদিগকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আত্মাভিমানী ব্যক্তিরাই ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া থাকে।

১৪৫। পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের সেবাই পরম ধর্ম্ম। উহা অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ দিব্যলোক ও মহীয়সী কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয়। তাঁহারা সুসেবিত হইয়া যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, উহা ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, অবিচারিত চিত্তে অচিরাৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অনভিমতে কার্য্য করা বিধেয় নহে। তাঁহারা যাহা অনুমতি করিবেন তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সন্দেহ নাই। তাঁহারা তিন লোক, তিন আশ্রয়, তিন বেদ ও তিন অগ্নি-স্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও অন্যান্য গুরুজনগণ আহ্বনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। এই তিন অগ্নিই অতি প্রশস্ত; অপ্রমত্ত চিত্তে তিনের উপসেনা করিলে অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। পিতার সেবায় ইহ-লোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মলোক পরাজিত করা যায়, তুমি উত্তমরূপে উহাদিগের শুশ্রূষায় নিরত হইলে অনায়াসে ধর্ম্ম ও যশোলাভে সমর্থ হইবে। কদাচ উহাদিগকে অতিক্রম বা উহাদের দোষ কীর্ত্তন করিও না। প্রতিনিয়ত উহাদের পরিচর্য্যা করাই পরম ধর্ম্ম এবং যশঃ, পুণ্য, কীর্ত্তি ও দুর্ল্লভ লোক সমুদয় লাভের প্রধান উপায়। যাঁহারা ঐ তিনের সমাদর করেন, তাঁহাদের সমুদয় লোক বশীভূত হয়, আর যাঁহারা উহাদিগের সমাদর না করেন, তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই বিফল হয়; এবং তাঁহারা কি ইহলোক কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়েন না।

পিতা বা সমুদয় পৃথিবী অপেক্ষা মাতা গুরু বলিয়া গণনীয় হয়েন। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহ নাই। পিতামাতা সহস্র

অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বধ করা পুত্রের অকর্ত্তব্য। অপরাধী পিতামাতার দণ্ড বিধান না করিলে পুত্রগণকে দূষিত হইতে হয় না; পিতামাতা ধর্ম্মদ্বেষী হইলেও তাঁহাদের প্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৪৬। যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি পিতামাতা স্বরূপ। অতএব তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ শূন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য, যাঁহার উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না করে তাঁহাদিগের সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং তাঁহাদিগকে ভ্রূণ হত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। এবং এই ভূমণ্ডলে আর কাহাকেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায় না। শিক্ষকগণ শিষ্যগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগেরও ধর্ম্ম কামনায় যত্নপূর্ব্বক তাঁহা-দিগের তদনুরূপ পূজা করা কর্ত্তব্য। পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী, এবং উপাধ্যায় প্রীত হইলে ব্রহ্ম প্রীত হইয়া থাকেন। শিক্ষকদিগের পূজা করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ যারপর নাই পরিতুষ্ট হয়েন। উপাধ্যায়দিগের কার্য্যে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে।

১৪৭। যাঁহারা শিক্ষক, পিতা ও মাতার অনিষ্টাচরণ বা অনিষ্ট চিন্তা করে, যাহারা পিতামাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণে বিরত হয়, তাহাদিগকে ভ্রূণ হত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা আর কেহ নাই।

১৪৮। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীঘাতক, গুরুহত্যাকারী এই চারি ব্যক্তির নিষ্কৃতি কুত্রাপি শ্রবণ-গোচর হয় নাই।

১৪৯। সত্যবাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয় সেই স্থানে সত্যকথা না কহিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপ সত্য মিথ্যা বিচারে সমর্থ হয়েন, তিনি জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হয়েন। মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মকাম হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারেন। যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশ নিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। কেহ কেহ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করেন তাঁহাদিগের নিন্দা করা যায় না, কারণ শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যই কখনও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। দস্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম্ম। ঐরূপ স্থলে যদি মৌনাবলম্বন করিলে পরধন রক্ষা হয় তবে তাহাই করিবে। আর যদি মৌনাবলম্বন করিলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা কথা কহিবে তাহাতে কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি ওরূপস্থলে শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। সদ্গতি থাকিলেও তস্করদিগকে ধনদান করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ পাপীদিগকে দান করিলে দাতাকে নিশ্চয় বিপদে নিপতিত হইতে হয়। উত্তমর্ণ যদি ধন দানে অসমর্থ অধমর্ণকে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সত্য কথা কহিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সাক্ষিগণের সত্য বাক্য প্রয়োগ করা

অবশ্য-কর্ত্তব্য; ঐরূপ স্থলে মিথ্যা কথা কহিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, কিন্তু বিবাহ ও প্রাণসংশয়কালে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থের রক্ষা, ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য নহে। অঙ্গীকার করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুগত নিয়মের বিপরীতাচরণ করে, তাহাকে বিধানানুসারে রাজদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত করা উচিত। শঠ ব্যক্তিরা স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আসুর ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকে; অতএব যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, উহাদের দণ্ডবিধান অবশ্য-কর্ত্তব্য। ঐ পাপাত্মারা ধনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে। উহারা প্রেততুল্য, অপাংক্তেয়, যাগ যজ্ঞ শূন্য, তপঃপরাঙ্মুখ এবং দেবতা ও মনুষ্যের প্রতিকুলাচারী; অতএব উহাদের সহিত কিছুমাত্র সংস্রব রাখা উচিত নহে। উহারা ধন নাশ হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহাদিগকে প্রযত্ন সহকারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উহাদিগের মধ্যে কাহারও ধর্ম্মজ্ঞান নাই। উহাদিগকে বিনাশ করিলে জীব হত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ উহার স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রভাবেই নিহত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে যে বধ করে, তাহার প্রাণ বধ জনিত পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া অকর্ত্তব্য নহে। শঠ ব্যক্তিরা কাক ও গৃধের তুল্য। যে যেরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মায়াবী তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

১৫০। যে লোকরা বিধানানুসারে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা অহঙ্কার পরিহার, লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযম ও কটুবাক্য সহ্য করিয়া থাকেন, কেহ হিংসা করিলেও তাহার প্রতি হিংসা করেন

না, অর্থ প্রার্থনায় বিমুখ হইয়াও প্রতিনিয়ত অতিথি সৎকার করেন, এবং অসূয়াশূন্য স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরম যত্ন সহকারে পিতামাতার শুশ্রূষায় নিরত থাকেন এবং দিবাভাগে কদাচ নিদ্রিত হয়েন না, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা কোন ব্যক্তি হইতেই ভীত হয়েন না ও সকলকেই আপনার ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা পরশ্রী দর্শনে সন্তপ্ত বা কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হয়েন না, যাঁহারা সকল দেবতাকে নমস্কার ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করেন, যাঁহারা আপনাদিগের মান সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, যাঁহারা মান্য ব্যক্তিকে নমস্কার ও যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, যাঁহারা সন্তানার্থী হইয়া বিশুদ্ধ মনে প্রত্যেক তিথিতে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন, আপনার ক্রোধ সম্বরণ অন্যের ক্রোধাপনয়ন ও জন্মাবধি মদ্যমাংসের প্রতি সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন এবং যাঁহারা প্রাণধারণের নিমিত্তই ভোজন, অপত্যোৎপাদনের নিমিত্তই স্ত্রীসহবাস ও সত্য কথা কহিবার নিমিত্তই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। আর যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে এই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সকল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অক্ষয় পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করে, সে নিঃসন্দেহেই অনায়াসে দুষ্কর বিষয় অতিক্রম করিতে পারে।

১৫১। কুৎসিত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা ন্যায়ানুগত নহে। চরিত্রই লোকের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

১৫২। আত্মা হইতে কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল আশ্রমে অবস্থান করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয় না। যদি কেহ আশ্রম

মধ্যে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মহত্যা করে, আর যদি কেহ আশ্রম ভিন্ন অন্য স্থানে গো দান করে তাহা হইলে সেই ব্রহ্মহত্যাকারীকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে এবং গোদানকারীর পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

১৫৩। অনুরক্ত, নীতিজ্ঞ, দুরভিসন্ধিশূন্য, জিগীষাপরবশ, লোভ-বিহীন, ছলগ্রাহী ও হিতসাধনতৎপর সহায়গণকে আচার্য্য ও পিতার ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য।

১৫৪। মহদ্ব্যক্তির অধীনতাও শ্লাঘনীয় নহে।

১৫৫। যে ব্যক্তি দীর্ঘদর্শিতা ও উৎসাহগুণে বিভূষিত হয় এবং অন্ধকে ভুরি ভুরি দান ও পাপাত্মাদিগের প্রতি অনৌদ্ধত্য প্রকাশ করে, সেই যথার্থ মহাত্মা।

১৫৬। রাজসন্নিধানে অবস্থান করিলে অন্যকৃত নিন্দা নিবন্ধন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হয় আর বনবাসীদিগের সহিত বাস করিলে নির্ভয়ে ব্রতচর্য্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়।

১৫৭। অনায়াসলব্ধ জল ও ভয়সঙ্কুল সুস্বাদু অন্ন এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে ভয়ের বিষয় নাই তাহাই সুখাবহ।

১৫৮। অসাধুব্যক্তিরা সাধুদিগকে কার্য্যদোষে দূষিত করিয়া থাকে। দুর্জ্জনের স্বভাবই এই যে তাহারা অন্যের উন্নতি সহ্য করিতে পারে না।

১৫৯। শত্রুতা স্বকার্য্য নিয়ত বিশুদ্ধস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরও দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদিগেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর ভূমণ্ডল মধ্যে প্রায়ই নির্দ্দোষ লোকরা লুব্ধ প্রকৃতিদিগের, বলবানরা দুর্ব্বলদিগের,

পণ্ডিতরা মূর্খদিগের ধনিগণ দরিদ্রদিগের, ধার্ম্মিকরা অধার্ম্মিকদিগের এবং স্বরূপরা বিরূপদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। অনেকানেক লুব্ধস্বভাব কাণ্ডজ্ঞান শূন্য কপট পণ্ডিত বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান নির্দ্দোশ ব্যক্তিরও দোষোদ্ঘাটন করেন।

১৬০। নভোমণ্ডলকে কটাহের ন্যায় এবং খদ্যোৎকে হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিশীল দেখা যায়; কিন্তু বস্তুত আকাশ কটাহ ও খদ্যোৎ হুতাশন নহে। অতএব প্রত্যক্ষ বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা করিয়া যে বস্তুর যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত আর অনুতাপ করিতে হয় না।

১৬১। যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ লোককে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে সেই নির্ব্বোধকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয়।

১৬২। যে সমস্ত ভৃত্য অসন্তুষ্ট, স্বপদপরিভ্রষ্ট অবমানিত, হৃত-সর্ব্বস্ব, প্রতারিত, দুর্ব্বল, লুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ভীত, অভিমানী, অন্তরালে অবস্থান করে, তাহারা সকলেই শত্রুতুল্য। তাহারা কখনই প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না।

১৬৩। একবার যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছে, তাহার সন্তোষ সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিরক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে নানাবিধ ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সঞ্চিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে আয়ত্ত করা এবং যে ব্যক্তি একান্ত অনুরক্ত, তাহাকে বিয়োজিত করা উভয়ই সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় আয়ত্ত করিলে তাহার যে প্রীতি জন্মে তাহা কপটতাপূর্ণ সন্দেহ নাই।

১৬৪। লোকের বুদ্ধিলাঘব নিবন্ধনই অকস্মাৎ অধিকার লাভ, অধিকার পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ত্ব প্রাপ্তির বাসনা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

১৬৫। যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি রোষাবিষ্ট না হইয়া নির্ব্বোধের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমুদয় পুণ্যলাভ এবং তাহাতে আপনার সমুদয় পাপ সঞ্চার করিতে পারেন; অতএব মন্দব্যক্তিকে টিট্টিভের ন্যায় রুক্ষস্বরে তিরস্কার করিতে দেখিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি লোকের বিরাগভাজন হয় তাহার জীবন নিষ্ফল। "আমি সভামধ্যে অমুক মান্য ব্যক্তিকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিলে সে লজ্জিত ভাবে বিষণ্ণ বদনে মৃতকল্প হইয়া রহিল" মূঢ় ব্যক্তিরা এই বলিয়া নিয়ত আপনাদিগের পাপ কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। ঐরূপ নীচাশয় নির্লজ্জ ব্যক্তির বাক্যে যত্নপূর্ব্বক উপেক্ষা প্রদর্শন করাই উচিত। নির্ব্বোধরা যাহা বলুক না কেন পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা সহ্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্য মধ্যে কাকের নিরর্থক চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পাপাত্মারা যদি বাক্য প্রয়োগ দ্বারা লোককে দূষিত করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু যেমন একজনকে "তুমি মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হও" বলিলেই সে প্রাণ ত্যাগ করে না, তদ্রূপ দুরাত্মারা কাহারও প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহার দূষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ময়ূর যেমন আপনার গুহ্য প্রদেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না, তদ্রূপ নীচাশয় ব্যক্তি সাধুগণের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার জারজত্ব প্রকাশ করিয়াও লজ্জা বোধ করে না।

যাহার পক্ষে কিছুই অবাক্য ও অকার্য্য নাই তাহার সহিত বাক্যালাপ করাও সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে লোকের গুণ ব্যাখ্যান ও পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে, সে কুক্কুরের ন্যায় জ্ঞানহীন ও ধর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট, তাহার দান ও হোমকার্য্য কোন-ক্রমেই ফলোপধায়ক হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তি অখাদ্য কুক্কুরমাংসের ন্যায় ঐরূপ পাপাত্মা নীচাশয় ব্যক্তির সংস্রব অবিলম্বেই পরিহার করিবেন। দুরাত্মারা মহতের অপবাদ ঘোষণা করিয়া আপনারই দোষ প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিন্দকের প্রতীকার করিবার প্রত্যাশা করে, তাহাকে ভস্মরাশি মধ্যে নিপতিত গর্দ্দভের ন্যায় দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি সতত লোকাপবাদে নিরত থাকে, অশান্ত প্রকৃতি উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, ভয়ঙ্কর শালবৃকের ন্যায় ও প্রচণ্ড কুক্কুরের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। উচ্ছৃঙ্খল, অবিনয়ী, পাপ-পরায়ণ, শত্রুতাচরণে তৎপর, অশুভ কার্য্যে নিরত পাপাত্মাকে ধিক্। যদি কোন সাধু ব্যক্তি ঐ দুরাত্মাদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে "তুমি উহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না" বলিয়া তৎকালে তাহাকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরা, মহতের সহিত নীচের সমাগম নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মূর্খ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে লোকের গাত্রে চপেটাঘাত, ধূলি ও তুষ নিক্ষেপ এবং দশনে দশন নিপীড়ন পূর্ব্বক তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা লোকসমাজে দুর্জ্জনকৃত ভৎর্সনায় উপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই পরনিন্দা-জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না।

১৬৫। নীচকে প্রশ্রয় প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে।

১৬৬। সিংহকে পার্শ্বচর করা সিংহের কর্ত্তব্য। আর যে সিংহ নহে, সে যদি সতত সিংহের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার সিংহেরই ন্যায় ফললাভ হয়; কিন্তু সিংহ যদি কুক্কুরদিগের সহিত সহবাস করতঃ সিংহের ন্যায় কার্য্যে নিরত হয়, তাহা হইলে সে কদাচ সিংহের ন্যায় ফলভোগ করিতে পারে না। এইরূপ যে লোক প্রতিনিয়ত বহুদর্শী, শূর ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস করিয়া থাকেন, তিনিই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন। যাহারা মূর্খ ও কুটিল-স্বভাব তাহাদিগকে পার্শ্বে স্থান দান করা কর্ত্তব্য নহে।

১৬৭। ধৈর্য্য, দক্ষতা, লোভাদি সংযম, বুদ্ধি বৃত্তি, শরীরের পটুতা, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য, এবং সাবধানে দেশকাল পর্য্যবেক্ষণ এই আটটি অল্প বা প্রভূত অর্থের বৃদ্ধিহেতু। হুতাশন অল্পমাত্র হইলেও ঘৃত সংযোগে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং বীজ একমাত্র হইলেও সহস্র অঙ্কুর উৎপাদন করে; অতএব প্রভূত আয়-ব্যয়শালী ব্যক্তির অল্পমাত্র ধনেও সাবধানতা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

১৬৮। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কদাচ দেহের অবমাননা করিবেন না।

১৬৯। অর্থদান দ্বারা লুব্ধকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে। লুব্ধ ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে পরধন প্রাপ্ত হইলেও পরিতৃপ্ত হয় না এবং অর্থহীন হইলে ধর্ম্মকাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লোভাক্রান্ত ব্যক্তির বিস্তর দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা।

১৭০। ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদয় কথাবার্ত্তা হয়, তাহার নাম দণ্ড। এই বিশ্বসংসার দণ্ডের অধীন।

১৭১। পুরুষরা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম্মার্থকাম নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এককালে ঐ তিনেরই অনুশীলন করিতে পারে। উহাকে ঐ ত্রিবর্গের

সংসৃষ্ট ভাব কহে। অর্থ ধর্ম্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সঙ্কল্পমূলক, আর সঙ্কল্প বিষয়মূলক, বিষয় সমুদয় আহার সিদ্ধির উপযোগিতা সম্পাদন করিয়া থাকে। উহারাই ত্রিবর্গের মূল। ত্রিবর্গ হইতে ত্রিবৃত্তই মোক্ষ; লোক শরীর রক্ষার্থ ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতিসম্পাদনার্থ কামের সেবা করিয়া থাকে, ঐ তিন বর্গ ই রজোগুণ-প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। উহা-দিগকে এককালে মন হইতে পরিত্যাগ না করিয়া অনাসক্ত চিত্তে উহাদের অনুশীলন করা আবশ্যক। ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই লোকের মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা কদাচ ঐরূপ ধর্ম্মার্থের ফললাভে সমর্থ হয় না। ফলাভিসন্ধি ধর্ম্মের মল স্বরূপ, দান ভোগ বিমুখতা অর্থের মল স্বরূপ এবং প্রমোদ পরাঙ্মুখতা কামের মল স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখন ত্রিবর্গ ঐ সকল মল হইতে বিমুক্ত হয়, তখন উহাদের ব্রহ্মানন্দ রূপ ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে।

১৭২। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কামের অনুশীলন করে, তাহার বুদ্ধিনাশ হইয়া যায়; বুদ্ধিনাশ হইলেই ধর্ম্মার্থ-নাশক মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং সেই মোহ প্রভাবেই লোকে নাস্তিক ও দুরাচার হইয়া উঠে।

১৭৩। নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণধারণ করা মৃত্যু তুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

১৭৪। যদি তুমি শ্রী লাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্রতা দ্বারা ত্রিলোক আয়ত্ত করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই।

১৭৫। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে পুরুষকার দ্বারা কাহারও হিতসাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা জন সমাজে লজ্জা প্রাপ্ত হইতে হয়, সেইরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা জন সমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়, ঐরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

১৭৬। আশাবান অপেক্ষা কৃশ এবং আশানুরূপ অর্থলাভ অপেক্ষা দুর্ল্লভ আর কিছুই নাই।

১৭৭। যিনি আশার বশীভূত তিনি কৃশ এবং যিনি আশাকে জয় করিয়াছেন তিনিই সবল।

১৭৮। ধৈর্য্যগুণ সম্পন্ন অর্থী নিতান্ত বিরল অথবা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। আর যিনি কদাপি অর্থির অবমাননা না করেন, এতাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ।

১৭৯। সতত সত্য ধর্ম্ম, তপস্যা ও পবিত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক পিতামাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

১৮০। পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধন-ধান্যাদি সাধুগণের নিমিত্তই সৃষ্টি হইয়াছে। অসাধুগণের নিমিত্ত কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রপথের অনুবর্ত্তি হইয়া অসাধুদিগের নিকট অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সাধুদিগকে প্রদান করেন, তিনিই আপদ্ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ।

১৮১। পুণ্যবান্ ব্যক্তি আপদকালে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও কেহ তাহাকে নিন্দা করিতে পারে না।

১৮২। অসচ্চরিত্র লোকরাই পরনিন্দা ও পরের প্রতি ক্রুরাচরণ করে। আর সাধু ব্যক্তিরা সতত সাধুদিগের গুণই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

১৮৩। উচ্চ পদে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীবিহীন হওয়া মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

১৮৪। উত্তমই প্রধান পুরুষকার। বরং ভগ্ন হওয়া উচিত, তথাপি কাহারও নিকট নত হওয়া বিধেয় নহে। বরং বনে গমন করিয়া মৃগ-গণের সহিত বিচরণ করিবে তথাপি মর্য্যাদাশূন্য হইয়া অবস্থান করিবে না।

১৮৫। নাস্তিকগণ ইহলোকের ও পরলোকের ভয় করে না, অতএব তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে।

১৮৬। বলবান ব্যক্তি অতিমাত্র পাপানুষ্ঠান করিলেও ভয় প্রযুক্ত কেহ তাহা ব্যক্ত করে না।

১৮৭। ধর্ম্ম ও বল এই দুইটি সত্যের আশ্রয় লাভ করিলে মানবগণ মহা ভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৮৮। বল ও ধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ। বল হইতে ধর্ম্ম সম্ভূত হয়। ধূম যেমন সমীরণ আশ্রয় করিয়া উড্ডিন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় ও সুখ যেমন ভোগবান ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্ম বলবান ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। বলবান পুরুষদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহাদিগের সকল কার্য্যই সৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বলহীন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে কদাপি পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না; সকলেই তাহার দৌরাত্ম্যে উত্যক্ত হয়।

১৮৯। মানবগণ ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইলেই সকলের নিকট অবমানিত হইয়া অতি দুঃখে জীবন ধারণ করে। তৎকালে তাহাদিগের প্রাণ ধারণ মৃত্যু তুল্য হইয়া উঠে।

১৯০। পণ্ডিতরা কহেন যে পাপ ও চরিত্র দোষ নিবন্ধন বন্ধু-বান্ধব বিহীন হইলে মনুষ্যকে পরের বাক্য যন্ত্রণায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যারপর নাই অনুতাপ করিতে হয়।

১৯১। পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য ত্রয়ীবিদ্যার আলোচনা, দর্শনবাক্য প্রয়োগ, মনের উন্নতি সাধন, মহদ্বংশে পাণিগ্রহণ, আপনার নম্রতা স্বীকার পূর্ব্বক অন্যের গুণ কীর্ত্তন, কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক জপানুষ্ঠান এবং মিতভাষী ও মৃদু স্বভাব হইয়া লোকের হিতসাধন করা আবশ্যক; বহুতর পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে লোকের নিন্দায় ক্রুদ্ধ না হইয়া উচ্চ সমাজে অবস্থান ও তাঁহাদের অনুমোদিত কার্য্য করা উচিত। এইরূপ হইলে লোকে নিষ্পাপ ও সম্মানভাজন হইয়া থাকে।

১৯২। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয়; একাকী গোপনে ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে।

১৯৩। স্ত্রী, ভীরু, শিশু, তাপস ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশ সাধন এবং বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। সকল প্রাণি মধ্যে স্ত্রীলোককে বিনাশ করা অতি গর্হিত কার্য্য।

১৯৪। দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা এবং বিবাহাদি সৎ-কার্য্যের বিঘ্নানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে।

১৯৫। যাহারা অভিলষিত ফল প্রদানে পরাঙ্মুখ তাহাদেরই সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

১৯৬। দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে শাসন করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। নিরপরাধী লোকের বধ সাধনের নিমিত্ত উহার সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করে, তাহাদিগকেই বধ করা উচিত। যাহারা রাজ্যোপরোধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদিগকে কুণপনিহত কৃমির ন্যায় বিনষ্ট হইতে হয়।

১৯৭। যিনি অসাধু ব্যক্তি হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক সাধুগণকে প্রদান করেন তিনি পরম ধার্ম্মিক।

১৯৮। শিলার উপর ধূলি রাখিয়া শিলাদ্বারা পেষণ করিলে উহা যেমন ক্রমে ক্রমে অতি সূক্ষ্ম হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের যত সমালোচনা করা যায় উহা ততই সূক্ষ্ম হইয়া উঠে।

১৯৯। যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহাকে অনাগত বিধাতা, যে ব্যক্তি হঠাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে স্বীয় বুদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংসাধন করিতে পারে, তাহাকে প্রত্যুৎপন্ন-মতি এবং যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া "ইহা আজি না হয় কাল করিব" বিবেচনা করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে তাহাকে দীর্ঘসূত্রী কহে। এই জগতে অনাগত বিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই উভয় ব্যক্তিই সুখ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘসূত্রীকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়।

২০০। কোন কোন সময়ে শত্রুও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে; কার্য্যের গতিও সর্ব্বদা সমান হয় না; অতএব কার্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে দেশ কাল বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস ও বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

২০১। যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রগণের সহিত বিরোধ ও শত্রুদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করে তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফল লাভ হয়।

২০২। আপদ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানদিগের উচিত। অতএব যাহারা চতুর্দ্দিক হইতে বিপদগ্রস্ত হইয়াও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য।

২০৩। বুদ্ধিমান পণ্ডিতরা ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইলেও অবসন্ন হয়েন না।

২০৪। বলবান ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত নিকৃষ্ট শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে পারে।

২০৫। মূর্খ মিত্র অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর।

২০৬। পরস্পর অকপট চিত্তে বাক্যালাপ হওয়াই সাধুদিগের মিত্রতার মূল।

২০৭। যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস না করে এবং যাহাদিগকে কেহ বিশ্বাস করে না পণ্ডিতরা কদাচ তাহাদের প্রসংশা করেন না।

২০৮। লোক পূর্ব্বোপকারীর প্রভূত প্রত্যুপকার করিয়াও তাহার তুল্য প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। কেননা, প্রত্যুপকারী উপকৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যুপকার করে, কিন্তু পূর্ব্বোপকারী নিষ্কাম ভাবেই উপকার করিয়া থাকে।

২০৯। অকালে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। উপযুক্ত সময়ে উহা আরব্ধ হইলেই মহৎ ফল উৎপাদন হইয়া থাকে।

২১০। যে মিত্রতাতে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সর্পমুখে নিপতিত করতলের ন্যায় তাহা অতি সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক।

২১১। বলবানের সহিত সন্ধিস্থাপনা করিয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষা না করিলে উহা অপথ্য সেবার ন্যায় অনর্থপাতের মূলীভূত কারণ হইয়া উঠে।

২১২। এই ভূমণ্ডলে কেহ কাহারও নৈসর্গিক শত্রু বা মিত্র নহে, কেবল কার্য্যবশতঃ পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মিয়া থাকে।

২১৩। হস্তী দ্বারা যেমন বন্য মাতঙ্গ বদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ অর্থ দ্বারা অর্থ সঞ্চিত হয়।

২১৪। কার্য্য সম্পন্ন হইলে আর কেহ কর্ত্তার সম্মান করে না। অতএব সকল কার্য্যেরই শেষ রাখিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক।

২১৫। শত্রু ও মিত্র উভয়কেই উত্তমরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ঐ পরীক্ষা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান-সাপেক্ষ। অনেক সময় শত্রুগণ মিত্র এবং মিত্রগণও শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এবং যাহাদের সহিত সন্ধি-স্থাপন করা যায়, তাহাদিগকে কাম ও ক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না। এই জগতে কেহ কাহারও মিত্র বা শত্রু নাই, কেবল সামর্থ্য নিবন্ধনই পরস্পরের সহিত শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে যাহার স্বার্থসিদ্ধি ও যে দেহত্যাগ করিলে যাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধন নিবন্ধন কাল সহকারে শত্রুও মিত্র ও মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অতএব স্বার্থকে মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে।

যে ব্যক্তি মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি একান্ত অবিশ্বাস করে এবং স্বার্থ বিষয়ে অনুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে স্থির-প্রাজ্ঞ বলিয়া গণনা করা যায় না। অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি কোনক্রমেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কি পিতা, কি মাতা, কি শত্রু, কি মিত্র, কি মাতুল, কি ভাগিনেয় কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধব সকলেই স্বার্থসাধনের বশীভূত হইয়া থাকেন। এই জগতে সমুদয় লোকই আত্মরক্ষায় ব্যগ্র। পিতামাতাও অতি প্রিয় পুত্রকে পতিত বলিয়া অবগত হইলে জনসমাজে আপনাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থ অচিরাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব স্বার্থপরতার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব।

২১৬। চঞ্চল ব্যক্তি অন্যের রক্ষায় যত্ন করা দূরে থাকুক আত্মরক্ষায়ও সতর্ক হয় না। ফলতঃ চঞ্চল ব্যক্তিরা বুদ্ধির অস্থৈর্য্য বশতঃ সর্ব্বদা সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে।

২১৭। লোক নিমিত্ত বশতঃই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া থাকে। এই জগতে সমুদয় লোকই স্বার্থপরতার বশীভূত; ইহাতে কেহই কাহারও প্রিয় পাত্র নাই। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতিদিগের পরস্পর প্রীতিও নিষ্কারণ নহে। যদিও কখন কখন ভার্য্যা ও সহোদর কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক নিষ্কারণ প্রীতি শৃঙ্খলে সংযত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাব সহিত কোন সংস্রব নাই, তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর, সন্দেহ নাই। কেহ দান কেহ প্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্র পাঠ জপ ও হোম

দ্বারা অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলতঃ লোক যাহা দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে তাহার প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং প্রীতি কারণ-সাপেক্ষ। কারণের অসদ্ভাব হইলে প্রীতিরও অসদ্ভাব হইয়া থাকে।

২১৮। কাল হেতুকে আবিষ্কৃত করিয়া দেয়। হেতু কখনই স্বার্থ শূন্য হইতে পারে না। যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তিনিই বিজ্ঞ এবং লোক তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে।

বলবান ব্যক্তির সহিত দুর্ব্বলের সংস্রব কদাচ প্রশংসনীয় নহে। ভয়ের কারণ অতিক্রম হইলেও বলবান ব্যক্তি হইতে সততই ভয় করা কর্ত্তব্য।

২১৯। অধিক কি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও আত্মরক্ষা করা উচিত। আত্মরক্ষা করিবার জন্য শত্রু হস্তে যে সমস্ত ধন রত্ন প্রদান করা যায় জীবিত থাকিলে পুনর্ব্বার তৎসমুদয় হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। যাহারা আত্মরক্ষার তৎপর ও বিমৃষ্যকারী, তাহারা কদাচ আত্মদোষজ আপদে আক্রান্ত হয় না।

২২০। যে সমস্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনার শত্রুর বলবত্তা অবগত হইতে পারে, তাহাদিগের শাস্ত্রার্থ-দর্শিনী সুদৃঢ় বুদ্ধি কদাচ বিচলিত হয় না।

২২১। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা অতি গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই।

২২২। পণ্ডিতরা কহেন যে ব্যক্তি নিতান্ত প্রিয় তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না।

২২৩। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বার্থসাধন ব্যতীত কদাচ শত্রুর বশীভূত হয়েন না।

২২৪। বলবান শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সতত সাবধানে অবস্থান করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাকে বিশ্বাস করিবে না।

২২৫। যত্ন সহকারে অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে কিন্তু অন্যকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না।

২২৬। সকলের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সকল অবস্থায় যত্ন সহকারে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষা করিতে পারিলে পরিশেষে ধন পুত্রাদি সবই লাভ হয়।

২২৭। অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতি শাস্ত্রকারদিগের সার মত। সুতরাং অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্যানুপ্রবৃত্ত হইলে আপনার যথেষ্ট ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা দুর্ব্বল হইলেও শত্রুগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান হইলেও দুর্ব্বল শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইতে পারে।

২২৮। যাহারা ভয় উপস্থিত না হইতে ভীত হয়, তাহাদিগের কিছুতেই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীক চিত্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

২২৯। যে ব্যক্তি আপনাকে বিজ্ঞ না জানিয়া নির্ভীক চিত্তে অবস্থান করে, সে অন্যের মন্ত্রণা কিছুতেই শ্রবণ করে না, আর যে ব্যক্তি ভয়শীল সে আপনাকে অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতের নিকট সতত গমন করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া অতীতের ন্যায় অবস্থান ও অবিশ্বস্তের সমক্ষে বহুতর বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে এবং গুরু কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়াও লোকের সহিত কিছুতেই মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

২৩০। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান করে, পাপ তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। আর যাহারা কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার প্রতিবিধান করে, তাহাতে কখনই তাহাদের পুণ্য নাশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

২৩১। লোক পাপকর্ম্ম করিয়া যদি স্বয়ং তাহার ফলভোগ না করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে নিশ্চয়ই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

২৩২। যে ব্যক্তি একবার এক জনের নিকট অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহার নিকট অবস্থান করে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কদাচ তাহার প্রশংসা করেন না। অতএব অপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়কল্প।

২৩৩। যে ব্যক্তি একবার বৈরাচরণ করিয়াছে তাহার প্রতি সর্ব্বদা শান্তবাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার তাহাতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যে মূঢ় ঐরূপ বাক্যে বিশ্বাস করে তাহাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়।

২৩৪। শত্রুতা এককালে বিনষ্ট হইবার নহে। পরস্পর বৈরভাব জন্মিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া উভয়েরই পুত্র-পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, অতএব একবার বৈরসংঘটন হইলে পরস্পর বিশ্বাস না করাই সুখলাভের নিদান।

২৩৫। বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি একবারে অবিশ্বাস করাই কর্ত্তব্য।

২৩৬। প্রাজ্ঞব্যক্তি আপনার প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে; কিন্তু স্বয়ং কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।

২৩৭। একজনের অপকার করিয়া পরিশেষে তাহাকে অর্থদান ও বহুমান প্রদর্শন করিলেও কখনই তাহার মনে প্রত্যয় জন্মে না।

২৩৮। বলবান ব্যক্তির কার্য্য দর্শনে দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে।

২৩৯। যে স্থানে প্রথমতঃ সম্মানিত ও পশ্চাৎ অবমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

২৪০। লোক অপকারীর প্রত্যুপকার করিলে তন্নিবন্ধন কদাচ অপরাধী হয় না, বরং তাহাকে ঋণ নির্ম্মুক্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

২৪১। অপকারীর প্রত্যুপকার করিলে পুনরায় কখনও তাহার সহিত আন্তরিক সখ্যভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ অপকৃত ও প্রত্যপকৃত উভয় ব্যক্তিরই অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত পরস্পরকৃত অপকার জাগরূক থাকে।

২৪২। শত্রুতার উপশম কখনই নাই। শত্রুর সান্ত্বনাবাক্যে বিমোহিত হইয়া কদাচ তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবে না।

২৪৩। পণ্ডিতরা স্ত্রী, বাক্য, পরুষবাক্য, অপরাধ ও জাতি স্বভাব এই পাঁচটিকে শত্রুতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

২৪৪। সুহৃদের সহিত বৈরভাব উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না।

২৪৫। বৈরানল কাষ্ঠস্থিত গূঢ় হুতাশনের ন্যায় সমুদ্রগর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। অর্থদান সান্ত্বনা, পরুষবাক্য প্রয়োগ বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উহা উপশমিত করা যায় না। ফলতঃ পর-

পরের বৈরানল একবার উদ্দীপিত হইলে উহা এক পক্ষকে দগ্ধ না করিয়া কখনই নির্ব্বাণ হইবার নহে।

২৪৬। অপকারী ব্যক্তিকে অর্থ বা সম্মান দ্বারা সমাদর করিলেও কখনই তাহার মনে শান্তি বা বিশ্বাসের উদয় হয় না। তৎকৃত অপকার তাহার মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়া থাকে।

২৪৭। কালপ্রভাবেই সমুদয় কার্য্য ঘটিয়া থাকে। অতএব কার্য্য-নিবন্ধন কেহ কাহারও নিকট অপকারী হইতে পারে না। জীবগণ কাল সহকারেই জন্মগ্রহণ করে, কালপ্রভাবেই আবার দেহত্যাগ করিতেছে এবং কেহ কেহ বা অনেক দিন জীবিত রহিয়াছে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ কাল জীবগণকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। কখনই প্রতিনিয়ত জীবগণের সুখ দুঃখ বিধান করিতেছে।

২৪৮। জরা, অর্থনাশ, অনিষ্ট-সংযোগ ও ইষ্ট বিয়োগ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানবগণ বৈরজনিত, স্ত্রীকৃত, পুত্রবিয়োগজ ও সহজ দুঃখে সর্ব্বদা অভিভূত হইয়া থাকে।

২৪৯। একজনের সহিত শত্রুতা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সন্ধি করিলে ভগ্ন মৃন্ময় পাত্রের ন্যায় উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।

২৫০। যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাকে মধুলোভে শুষ্ক তৃণ-সমাচ্ছন্ন কূপে নিপতিত ও মধুলাভার্থীর ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়।

২৫১। ইহলোকে অবিশ্বাস দ্বারা কাহারও অর্থলাভ হয় না এবং ভয় লোককে মৃতকল্প করিয়া রাখে।

২৫২। যে ব্যক্তির চরণদ্বয় ক্ষত সে অতি সাবধানে ধাবমান হইলেও তাহার পদদ্বয়ে অবশ্যই আঘাত লাগিয়া থাকে। যে ব্যক্তি

নেত্ররোগে একান্ত আক্রান্ত, সে বায়ুর প্রতিকূলে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলে নিশ্চয়ই তাহার নেত্ররোগ বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি আপনার বল বিদিত না হইয়া মোহ প্রযুক্ত দুষ্টপথ আশ্রয় করে, তাহাকে নিশ্চয়ই অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি বৃষ্টির কালাকাল পরিজ্ঞাত না হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করে, সে কখনই শস্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেহের হিতসাধনোপযোগী তিক্ত, কষায় বা মধুর আস্বাদসম্পন্ন বস্তু আহার করে, তাহার সেই সমুদয় বস্তু অমৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি পরিণাম বিবেচনা না করিয়া লোভ বশতঃ পথ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপথ্য ভোজন করে, তাহাকে অচিরাৎ কাল-কবলে নিপতিত হইতে হয়।

২৫৩। দৈব ও পুরুষকার পরস্পর আশ্রয় করিয়া আছে। উদার স্বভাব পুরুষরা ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষকার শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। আর অসার ব্যক্তিরা দৈবকে বলবান জ্ঞান করিয়া প্রতিনিয়ত উহার উপাসনা করিয়া থাকে। যে কার্য্য আপনার হিতকর, তাহা তীক্ষ্ণ হউক বা মৃদু হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্য-বিহীন মূর্খদিগকে সর্ব্বদা অনর্থগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব দৈব অবলম্বন না করিয়া পরাক্রম সহকারে কার্য্য করাই বিধেয়। মানবগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনার হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বিদ্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা, বল ও ধৈর্য্যই লোকের সহজ মিত্র। লোক ঐ সমুদয়ের প্রভাবেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। প্রকৃত প্রাজ্ঞ পুরুষরা সর্ব্বস্থানেই গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃদ লাভ করিয়া পরম সুখে কাল হরণে সমর্থ হয়েন, উহারা কাহাকেও ভয়প্রদর্শন করেন না এবং কাহারও নিকট ভীত হয়েন না। কার্য্য-দক্ষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অল্প অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়।

কার্য্যদক্ষ না হইলে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যে নির্ব্বোধরা গৃহমোহে বদ্ধ হইয়া অন্যত্র গমনের বাঞ্ছা না করে, তাহাদিগকে তাহাদের দুশ্চরিত্রা ভার্য্যাগণের দোষে সন্তান-প্রসবিনী কর্কটীদিগের ন্যায় অচিরাৎ অবসন্ন হইতে হয়। কোন কোন মনুষ্য বিদেশে গমন করিতে হইলে আপনাদের বুদ্ধির দোষে "আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ এই মনে করিয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া থাকে। স্বদেশ ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইলে তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক অন্য দেশে গমন বা জন-সমাজে সম্মানিত হইয়া তথায় অবস্থান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

২৫৪। কুভার্য্যা, কুরাজা, কুসুহৃদ, কুসম্বন্ধ ও কুদেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কুপুত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে না, কুভার্য্যাতে অনুরাগ জন্মে না, কুরাজার রাজ্যে সুখ ও কুদেশে জীবিকা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। কুমিত্রের সহিত সদ্ভাব চিরস্থায়ী হয় না এবং অর্থক্ষয় হইলেই কুসম্বন্ধ নিবন্ধন অবমানিত হইতে হয়।

২৫৫। যে ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী হয়, তাহাকেই ভার্য্যা, যে পুত্র হইতে সুখলাভ হয় তাহাকেই পুত্র, যে মিত্র বিশ্বাসের পাত্র হয় তাহাকেই মিত্র, যে দেশে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় তাহাকেই দেশ বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে।

২৫৬। কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইলেই উপকারীর অবমাননা করিয়া থাকে।

২৫৭। বাহু দ্বারা নদী সন্তরণ অতি মূঢ়ের কার্য্য। গোবিষাণ ভক্ষণ অনর্থক ও আয়ুঃ ক্ষয়কর, উহাতে কেবল দন্ত সকল ক্ষয় হয়, কিন্তু কিছুমাত্র রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব যাহাতে লাভের সম্ভাবনা নাই এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

২৫৮। ঋণ পরাভূত শত্রু ও ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলেই উহারা ঘোরতর অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। কণ্টক সমূলে উন্মূল না করিলে তদ্দ্বারা বিলক্ষণ পীড়া জন্মে সন্দেহ নাই। সকল কার্য্যই সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করা এবং সতত সাবধান হওয়া আবশ্যক।

২৫৯। যাহা পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তাহা পার হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রু যাহা প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কদাচ অপহরণ করিবে না। যাহার মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহার নিমিত্ত খনন প্রয়াস স্বীকার করা বিধেয় নহে।

২৬০। আপদকালে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সাধু ব্যক্তির কিছুমাত্র গৌরবের ক্রটি হয় না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে আপদকালে ব্রাহ্মণ প্রাণরক্ষার্থ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

২৬১। লোক নিতান্ত অবসন্ন হইলে যে কোন প্রকারে হউক প্রাণধারণ করিবে এবং তৎপরে সমর্থ হইলে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে।

২৬২। মৃত্যু অপেক্ষা প্রাণরক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। লোক জীবিত থাকিলে অনায়াসে ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়।

২৬৩। অসাধু লোক যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা কদাচ নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

২৬৪। বস্তু ভোজ্য বা অভোজ্যই হউক, তাহা ভোজন করিলে প্রাণিহিংসার ন্যায় ঘোর পাতকে লিপ্ত হইতে হয় না।

২৬৫। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখে নিপতিত হইলে যে কোন উপায়ে হউক আপনাকে উদ্ধার করিবেন।

২৬৬। বিদ্বান ব্যক্তিরা লোকাচার ও বেদাদি শাস্ত্র উভয় হইতেই জ্ঞান সঞ্চার করিয়া থাকেন।

২৬৭। যাহারা কোন জীবিকা নির্ব্বাহার্থ বিদ্যালাভের কামনা করে, তাহারা জন-সমাজে পাপী ও ধর্ম্মলোপী বলিয়া পরিগণিত হয়।

২৬৮। শাস্ত্রজ্ঞানহীন অপরিণত বুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা জন্মে না। তাহারা শাস্ত্রের দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে

২৬৯। যাহারা মূর্খের ন্যায় বাক্যবাণ ধারণ পূর্ব্বক অন্যের অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নর-রাক্ষস বা বিদ্যার বণিক বলিয়া পরিগণিত করা উচিত।

২৭০। ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইলে অন্যের সহিত তর্ক ও স্বীয় বুদ্ধি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

২৭১। বিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ক্রোধপরবশ বা ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া সভা মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইহে কেহ তাহার বাক্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করে না।

২৭২। সন্দেহ-সঙ্কুল জ্ঞান থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান।

২৭৩। সস্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও ভার্য্যাবিহীন পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্যতুল্য বোধ হয়। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশ গমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে, রোগাভিভূত আর্ত্ত ব্যক্তির ভার্য্যাই মহৌষধ। ভার্য্যার তুল্য পরম বন্ধু আর নাই।

ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা যাহার গৃহে নাই, তাহার অরণ্যগমন করাই কর্ত্তব্য! তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

২৭৪। স্বামী যে নারীর উপর সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহাকে নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য নহে। যে রমণী ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, সমুদয় দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হয়েন। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহাকে দাবাগ্নিদগ্ধ পুষ্পস্তবক সমন্বিত লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়।

২৭৫। গো-হত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাপ জন্মে, শরণাগত ব্যক্তিকে নষ্ট করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে।

২৭৬। গৃহাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও অচিরাৎ তাহার সমুচিত সৎকার করা উচিত। লোক বৃক্ষচ্ছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখনও তাহাকে ছায়াসেবনে বঞ্চিত করে না।

২৭৭। অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে মোহ প্রভাবে অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহার আর বিচিত্র কি? এই নিমিত্ত পণ্ডিতরা মোহাবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। লোক প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলেই স্বয়ং অশোচ্য হইয়া শোচ্য ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। পর্ব্বতশিখরারূঢ় ব্যক্তিগণ যেমন নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগকে অবলীলাক্রমে অবলোকন করিতে পারে। তদ্রূপ প্রজ্ঞা-প্রাসাদে সমারূঢ় ব্যক্তিরা অনায়াসে অন্যের হৃদয়গত ভাব অবধারণে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি সাধুলোকের প্রতি বিরক্ত, সাধু-দিগের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত এবং সাধুজন কর্ত্তৃক সতত তিরস্কৃত হয়, তাহার কদাচ প্রজ্ঞালাভ হয় না, এবং তাদৃশ ব্যক্তির প্রজ্ঞালাভ না হওয়াতে কেহই বিস্ময়ান্বিত হয় না।

২৭৮। বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদি শূন্য ও পাপপুণ্য-বর্জ্জিত হইবে। পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখভোগ কেবল কল্পনা মাত্র।

২৭৯। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতানিবন্ধন পাপাচরণ করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ক্ষারযুক্ত মলিন-বস্ত্রের মালিন্যের ন্যায় তাহার সেই পাপ অচিরাৎ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করিয়া অভিমান না করে, তাহার নিশ্চয়ই কল্যাণলাভ হয়। যে ব্যক্তি সাধু-দিগের ছিদ্র গোপন করিয়া রাখে, তিনি পাপকার্য্য করিয়াও কল্যাণ-লাভে সমর্থ হয়েন। দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া সমুদয় অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যকার্য্য দ্বারা অচিরাৎ স্বীয় পাপ নিবারণে সমর্থ হয়েন।

২৮০। যাহারা জীবিত থাকিয়া পিতা, মাতা ও অন্যান্য বান্ধব-গণের তত্ত্বাবধান না করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়।

২৮১। বালক, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বলবানের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

২৮২। একমাত্র লোভই লোকের সমুদয় পুণ্য গ্রাস করিতেছে। লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোক যে শঠতা-চরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল। লোভ হইতে ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়তৃষ্ণা, কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্ট চিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট-ব্যবহার, পরস্বাপহরণ, পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদরিকতা, দারুণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা শ্রবণ প্রবৃত্তি,

আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যগণ কি বাল্য কি কৌমার, কি যৌবন, কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না। উহারা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচ জীর্ণ হয় না। অগাধ সলিল সম্পন্ন অসংখ্য স্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না। তদ্রূপ ফললাভ দ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না। ইষ্টবস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগদ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণী যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন। যাঁহারা অধীর প্রকৃতি ও লুব্ধ, তাহারা সততই অহঙ্কার, পরের অনিষ্ট চেষ্টা, পরনিন্দা, ক্রূরতা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা বহুদর্শী হইয়া বহুতর শাস্ত্র সিদ্ধান্ত স্মরণ ও অন্যের সংশয়াপনোদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও লোভের বশীভূত হইলে কষ্টভোগ করিতে হয়। লুব্ধরা সততই ক্রোধ, দ্বেষপরায়ণ ও শিষ্টাচার পরিশূন্য হইয়া থাকে। উহারা তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকের অনিষ্ট জনক। উহাদের বাক্য অতি মধুর, কিন্তু হৃদয় ক্রূরভাবে পরিপূর্ণ। উহারা কপট ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। উহারা অতি ক্ষুদ্রাশয় ও জগতের দস্যু স্বরূপ। ঐ দুরাত্মারা যুক্তিবল অবলম্বন পূর্ব্বক অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাপিত ও সংস্থাপিত এবং সৎপথ এককালে উন্মূলিত করে। অহঙ্কার, ক্রোধ, হর্ষ শোক ও অভিমান নিরন্তর উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। ফলতঃ উহাদিগের ন্যায় অশিষ্ট আর কেহ নাই।

২৮৩। যাঁহাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য, যাঁহাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য, যাঁহাদিগের ভোগ্যবস্তুতে কদাচ লোভ জন্মে না, যাঁহারা শিষ্টাচার পরায়ণ, ইন্দ্রি নিগ্রহশীল ও সত্যব্রত নিরত,

যাঁহাদিগের সুখ দুঃখে কিছুমাত্র আস্থা নাই, যাঁহারা পরম দয়ালু, দানশীল, পরোপকারী, অতি ধীর স্বভাব ও সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ, যাঁহারা কদাচ অন্যের দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না; সতত ভক্তি সহকারে পিতৃলোক দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করিয়া থাকেন এবং অন্যে হিতসাধনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, সেই সমস্ত ধার্ম্মিকদিগকে কেহই বিচলিত করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের সচ্চরিত্রতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা নির্ভীক, সৎপথবর্ত্তী ও অহিংসক, সাধুলোক সমুদয় সতত তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত মহাত্মা কাম, ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, নিত্যব্রত-পরায়ণ ও পরম সম্মানাস্পদ; অতএব সতত তাঁহাদিগের উপাসনা ও তাঁহাদিগকে নিরন্তর ধর্ম্মের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। তাঁহারা ধনলোভ বা যশের লোভে ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন না; শরীর রক্ষোণোপযোগী আহারাদি কার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; শোক লোভ ও মোহ তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা সত্যবাদী ও সরল স্বভাব; তাঁহারা লোভে হর্ষ প্রকাশ করেন না এবং নিরাশ হইলেও বিষণ্ণ হয়েন না। তাঁহারা নির্ম্মল প্রকৃতি সত্ত্বগুণাবলম্বী, ও সমদর্শী, তাঁহাদিগের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য।

২৮৪ দৈব প্রভাবেই লোকের বাক্য কখন বিপদ ও সকল সম্পদের হেতু হইয়া উঠে।

২৮৪। অজ্ঞান অতি অনিষ্টকর পদার্থ, যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আপনার অবনতি বুঝিতে না পারে এবং সতত সাধুদিগের দ্বেষ করে তাহাকে নিশ্চয় জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। অজ্ঞান প্রভাবে লোকে নিরয়গামী, দুর্গতি-

বিশিষ্ট, ক্লিষ্ট ও আপদে নিমগ্ন হইয়া থাকে। অনুরাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, সন্তাপ, পরশ্রীকাতরতা ও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান একমাত্র অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং উহাদিগকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অজ্ঞান ও অতিলোভ এই উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ ও ও সমদোষাক্রান্ত, অতএব ঐ উভয়কে এক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়ই অজ্ঞানের ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞানের উদয় হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এ মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি। যে সময়ে লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, সেই কালই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল। আর লোভ হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভ উৎপন্ন হয়। সুতরাং লোভই অজ্ঞানের কারণ ও ফল। লোভই সকল দোষের আকর অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লোভ পরিত্যাগ করিলে ইহলোকে সুখভোগ করিতে পারিবে।

২৮৫। মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞান বলে নানাপ্রকার ধর্ম্মনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় সংযমই তাঁহাদের সকলের মতে প্রধান। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতরা দমগুণকে মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সকল লোকেরই সনাতন ধর্ম্ম। দমগুণ প্রভাবেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কছুই নাই, লোকে দমগুণ প্রভাবেই পাপ বিহীন ও তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, দমগুণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারা যায়। দমগুণ-

সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রা-সুখানুভব নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাঁহার অন্তঃকরণ স্বতই প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগুণবিহীন, তাহাকে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অহিংসা, অনসূয়া, গুরুপূজা, প্রভৃতি ও দয়ার উৎপত্তির কারণ। দমগুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ ক্রূর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা, বা নিন্দা করেন না। যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ক্রোধ, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অনিত্য সুখলাভে তাঁহার কখনই তৃপ্তি হয় না। যে মহাত্মা গ্রাম্য ও আরণ্য ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং কদাচ কাহারও নিন্দা ও প্রশংসা করেন না, তিনি অচিরাৎ মুক্তি-লাভে সমর্থ হয়েন। সাধু ব্যক্তিরা যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদয় জ্ঞানবান তপস্বীর পথ স্বরূপ। অতএব সেই পথ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তি সংসার আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন তিনি অনায়াসে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি অর্থ সঞ্চয় না করিয়া সৎকার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা ব্যয় করেন এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া সকলের সহিত মিত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি চরমে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যথাবিধি তপস্যা, বিবিধ বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যাভিলাষী ও বিষয় রাগ বিবর্জ্জিত, প্রসন্নচিত্ত ও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন তিনি ইহলোকে

সম্মান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করেন। দমগুণ প্রভাবেই হৃৎপদ্মনিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানবান মহাত্মাদিগের পরলোকে ভয়ের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকে পুনর্জন্ম নিবন্ধন ভয়ও তিরোহিত হয়। দমগুণের একমাত্র দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে যে, লোক দম গুণান্বিত ব্যক্তিকে নিতান্ত অসমর্থ বিবেচনা করে। উহা ভিন্ন দমগুণে আর কিছুমাত্র দোষ নাই। সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমাগুণ প্রভাবে অসংখ্য লোককে বশীভূত করিতে পারেন। দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির অরণ্য গমনের প্রয়োজন কি? তিনি যেস্থানে বাস করেন সেই স্থানই অরণ্য ও পুণ্যাশ্রম।

২৮৬। দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম, জননীকে প্রতিপালন করা অপেক্ষা সৎকার্য্য এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই।

২৮৭। ধনধান্য ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

২৮৮। কোন মহাত্মাই ধর্ম্ম-সঙ্করের প্রশংসা করেন না। সত্য, অবৃক্কত সত্যই সাধু ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম ও পরমগতি। অতএব সত্যকে সতত নমস্কার করিবে। সত্য তপ যোগ যজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। একমাত্র সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্য ত্রয়োদশ প্রকার— অপক্ষপাতিত্ব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া, ও অহিংসা। এই সমুদয়ই সত্যস্বরূপ। সত্য অব্যয়, অবিকৃত, সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। ঈর্ষা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের উপশম ইষ্ট অনিষ্ট ও শত্রুতে অপক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য, নির্ভিকতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা যায়। দান ও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলেই অমৎসরতা লাভ হয়। সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে

উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ক্ষন্তব্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্য দৃষ্টি হইতে পারিলেই অনায়াসে ক্ষমাগুণ সম্পন্ন হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারা যায়। লজ্জা ধর্ম্ম প্রভাবেই অধিকৃত হইয়া থাকে। লজ্জা সম্পন্ন ব্যক্তি সতত মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন, তিনি কখনই বিষণ্ণ হয়েন না এবং তাঁহার বাক্য ও মন নিরন্তর প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। তিতিক্ষা ধৈর্য্য প্রভাবে সমুৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থলাভ ও লোক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; বিষয় ও স্নেহ পরিত্যাগ ত্যাগ পদবাচ্য হইয়া থাকে। লোক রাগদ্বেষ বিহীন না হইলে কখনই ত্যাগরূপ মহাগুণ সম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি প্রযত্ন সহকারে রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া লোকের শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারই সাধুতালাভ হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সময় কিছুমাত্র মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কদাচ চিত্ত-বিকার জন্মে না। যাঁহারা ক্ষমাগুণসম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ হইয়া হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই ধৈর্য্যলাভ হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুদিগের নিত্য ধর্ম্ম। সত্যের এই ত্রয়োদশ ধর্ম্ম। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই ধর্ম্মের আধার, সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য।

২৮৯। লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরদোষ-নিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষমা প্রভাবেই উহার লয় হইয়া যায়। সঙ্কল্প হইতে কামের আবির্ভাব হয়। উহাকে সেবা করিলেই উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহা হইতে বিরত হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। অসূয়া, পরদোষ দর্শন, ক্রোধ ও লোভ হইতে উৎপন্ন হয়

এবং দয়া ও তত্ত্ব জ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই উহা একবারে উন্মূলিত হইয়া থাকে; মোহ, অজ্ঞতা ও পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন আবির্ভূত হয়। কিন্তু একবার সাধু সহবাস হইলে আর উহা অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। মোহ বশতঃ বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই বিবিধ কার্য্যারম্ভ করিতে বাসনা হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহা এককালে নিরাকৃত হইয়া যায়। বন্ধুবিয়োগ উপস্থিত হইলে স্নেহের আধিক্য বশতঃ শোকের উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু যখন সমুদয় অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, তখন আর উহার সম্পর্কও থাকে না। ক্রোধ ও লোভ বশতঃ অকার্য্য প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দয়া ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার শান্তি হয়। সত্যত্যাগ ও অসাধু সংসর্গ নিবন্ধন মাৎসর্য্যের উদয়, কিন্তু সাধু সহবাস হইলে উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কৌলীন্যাভিমান, অজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য এই তিনের প্রভাবে মদ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই তিন বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলেই উহা একবারেই দূরীভূত হয়। কাম হর্ষ বশতঃ ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে এবং প্রজ্ঞাপ্রভাবে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। লোকাচার বিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন ও অপ্রিয় জনক বিদ্বেষবাক্য শ্রবণ নিবন্ধন নিন্দা প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং উপেক্ষা দ্বারা উহার উপশম হইয়া থাকে। বলবান শত্রুর প্রতীকার সাধনে অসমর্থ হইলেই লোকের তীব্রতর অসূয়ার উদ্রেক হয়; কিন্তু করুণার আবির্ভাব হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। দীন জনকে দর্শন করিলেই দয়ার উদ্রেক হয়; কিন্তু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রবৃত্ত হইলে উহার উপশম হয়। অজ্ঞান প্রযুক্ত প্রাণিগণের চিত্তে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে; কিন্তু তত্ত্ব জ্ঞানের যথার্থ বোধ হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না। এক্ষণে একমাত্র শান্তিগুণ থাকিলে এই ত্রয়োদশ দোষকে পরাজয় করা যায়।

২৯০। নৃশংস ব্যক্তিদিগকে সততই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ও কুকর্ম্ম করিবার বাসনা করিতে দেখা যায়। উহারা নিরন্তর পরের নিন্দা করে; জনসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং আপনাকে দৈব প্রভাবে বঞ্চিত বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। উহাদের ন্যায় নীচাশয় আর কেহই নাই? উহারা সতত আত্মাভিমান, আত্মশ্লাঘা ও আপনার বদান্যতা প্রকাশ করে। উহারা যারপর নাই শঙ্কিত চিত্ত, ছলগ্রাহী, কৃপণ; মিথ্যাপরায়ণ, লুব্ধ, আশ্রমবাসীদিগের দ্বেষ্টা ও হিংসা বিহার নিরত। উহারা নিরন্তর আশ্রমসঙ্কর করিবার চেষ্টা ও স্বীয় সহযোগীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকে। উহাদের গুণাগুণ কিছু মাত্র নাই। উহারা গুণশালী ধার্ম্মিক লোককে পাপাত্মা বলিয়া বিবেচনা করে এবং আপনার স্বভাবের ন্যায় সকলের স্বভাব বিবেচনা করিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করে না। অন্যের অণুমাত্র দোষ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। অন্যের দোষ আপনার দোষের সমান সমান হইলে কখনই তাহা উল্লেখ করে না। উপকারী ব্যক্তিকে শত্রুজ্ঞান করে এবং তাহার কার্য্যকালে তাহাকে অর্থদান করিয়া যার পর নাই পরিতাপিত হয়। যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে একক সুস্বাদু বিবিধ ভক্ষ সামগ্রী ভোজন করে, তাহাকেও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত করা যায়।

২৯১। ক্রীড়া, বিবাহ, গুরুর কার্য্যসাধনে ও আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। স্ত্রীর নিকটেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা পাপাবহ নহে।

২৯২। পরম শ্রদ্ধা সহকারে নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিবে। অপবিত্র স্থান হইতেও অবিচারিত মনে সুবর্ণ

গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ এবম্বিধ হইতেও অমৃত পান অবিধেয় নহে।

২৯৩। স্ত্রী, রত্ন ও সলিল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

২৯৪। বর্ণসঙ্কর নিবারণ, গো ব্রাহ্মণের হিত সাধন ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৈশ্য ও শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারে।

২৯৫। সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প গমন, ব্রহ্মস্ব হরণ, ও সুবর্ণাপহরণ এই পাঁচটি মহাপাতক। প্রাণ ত্যাগই ঐ পাতক সমুদয়ের প্রায়শ্চিত্ত।

২৯৬। লোক মদ্যপান, অগম্যাগমন, ও পতিত ব্যক্তির সহিত সহযোগ করিলে অবিলম্বেই পতিত হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যয়ন, ও বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলেই সম্বৎসর মধ্যে পতিত হইতে হয়, কিন্তু উহার সহিত গমন, শয়ন, ও ভোজনাদি দ্বারা পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

২৯৭। যে কন্যা আপনার কৌমারাবস্থা দূষিত করে সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চারি অংশের তিন অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে একাংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২৯৮। যে ব্যক্তি অকারণে পিতা, মাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয়।

২৯৯। যে মহাত্মা পাপানুষ্ঠান বা পুণ্যাচরণ করেন না, ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, লোষ্ট্র কাঞ্চনকে তুল্যরূপে দর্শন করেন এবং কোন দোষেই লিপ্ত হয়েন না, তিনি সুখ দুঃখ ও অর্থসিদ্ধি

হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। এই জীবলোকে সমুদয় জীবই জন্মমৃত্যু শৃঙ্খলে সংযত এবং জরা ও বিকারের আয়ত্ত। ইহারা ঐ সমস্ত দুরতিক্রমণীয় ব্যাপারে বারংবার নিপীড়িত হইয়া মোক্ষকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

৩০০। যাহারা লুব্ধ, ধর্ম্ম বর্জ্জিত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপপরায়ণ, শঙ্কিত চিত্ত, উদ্যোগবিহীন, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, লোকনিন্দিত, গুরু-দারাপহারী, ব্যসনাসক্ত, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদনিন্দক, কামাসক্ত, অসত্যপরায়ণ, লোকের দ্বেষভাজন, নিয়ম লঙ্ঘনশীল, নির্ব্বোধ, কৃতঘ্ন, ছিদ্রান্বেষণ-তৎপর, মৎসরান্বিত, সুরাপায়ী. নির্দ্দয়, দুঃশীল, অধীর, নৃশংস ও চঞ্চল, যাহারা সর্ব্বদা. কুমন্ত্রণা করিয়া মিত্রের অপকার ও অন্যের অর্থ অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, মিত্রের নিকট উপযুক্ত ধন লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হয়, মিত্রকে সতত অকার্য্য সাধনে নিযুক্ত করে, অনবহিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অযোগ্য লোকের সহিত অকস্মাৎ বিরোধ এবং কল্যাণকর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মিত্রের অজ্ঞতা নিবন্ধন অল্পমাত্র অপকার হইলেও তাহার প্রতি দ্বেষ-পরায়ণ হইয়া কেবল স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টা করে, মিত্রের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় হিত কার্য্যকে বিপরীত জ্ঞান করে মঙ্গল কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত না হয়, এবং সতত প্রাণিগণের বধসাধনে নিরত থাকে তাহাদিগের সহিত সন্ধি করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা সৎকুলোদ্ভব, সদ্বক্তা, জ্ঞান বিজ্ঞান বিশারদ, রূপ গুণ সম্পন্ন সৎসংসর্গ পরায়ণ সর্ব্বজ্ঞ, লোভমোহ বর্জ্জিত, মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ব্যায়ামশীল, সৎকুলসম্ভূত, কুলরক্ষক ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রথিত, যথাশক্তি সৎকার করিলেই যাঁহারা পরিতুষ্ট হয়েন, যাঁহাদিগের অকস্মাৎ ক্রোধ বা বিরাগ উপস্থিত না হয় যাঁহারা বিরক্ত হইয়াও

মনকে পবিত্র রাখেন, স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সুহৃদকার্য্য সাধন করেন, মিত্রের প্রতি কদাচ বিরাগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত না হয়েন, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রকে নির্দ্ধন পুরুষ ও যুবতী রমণী-দিগের প্রতি বল প্রকাশ করিতে পরামর্শ প্রদান না করেন, লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন এবং মিত্রের প্রতি একান্ত অনুরাগ নিবন্ধন আত্মাভিমান শূন্য হইয়া পরিজনদিগকে নিগ্রহ করিয়াও সুহৃৎকার্য্য সাধনে যত্নবান হয়েন তাঁহারাই সন্ধি করিবার উপযুক্ত পাত্র।

৩০১। বরং ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও ব্রতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।

৩০২। কৃতঘ্নের যশ আশ্রয় বা সুখ কুত্রাপি নাই। কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, উহাদের কোনরূপেই নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি অনন্তকাল ঘোরতর নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। মিত্রের হিতাভিলাষী ও কৃতজ্ঞ হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। মিত্র হইতে সম্মান লাভ, ভোগ্য বস্তুর উপভোগ ও বিবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবিধ প্রকারে মিত্রের পূজা করিবেন। সুপণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেরই পাপাত্মা কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

৩০৩। অর্থনাশ, পিতৃবিয়োগ ও পুত্র কলত্রের মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি নিতান্ত কাতর হয় শমগুণাদি অবলম্বন দ্বারা শোক নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য।

৩০৪। তুমি অজ্ঞানের ন্যায় কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কিয়দ্দিন পর তোমার নিমিত্ত লোক শোক করিবে এবং যাহারা তোমার নিমিত্ত শোক করিবে তাহাদিগকেই আবার শোচনীয় দশায়

প্রাপ্ত হইতে হইবে। ফলতঃ কি তুমি কি আমি সকলেই যে পুরুষ হইতে ইহলোকে আগমন করা গিয়াছে তাহাতে আবার লয় প্রাপ্ত হইবে।

৩০৫। কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশুপক্ষী সমুদয় প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্মনিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিতেছে। আমি আপনার আত্মাকেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করি না। আবার সমুদয় আপনার বলিয়া বিবেচনা করি। আর পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুতেই যে আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিকার আছে ইহাও আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। এই নিমিত্ত আমার মনে হর্ষ বা বিষাদের সঞ্চার হয় না। যেমন মহাসমুদ্র মধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ একবার পরস্পর মিলিত ও পুনরায় পৃথগ্ভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়গণ একবার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দিন পরে নিশ্চয়ই বিয়োগ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যখন সংসার মধ্যে আত্মীয়বর্গের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন তাহাদিগের স্নেহে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। তোমার পুত্র চক্ষুর অগোচর চিন্ময় মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহাতে বিলীন হইয়াছে। তোমার সেই পুত্র তোমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে নাই এবং তুমিও তাহাকে সবিশেষ অবগত হইতে পার নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? বিষয় লাভে তৃপ্ত না হওয়াই দুঃখের ও দুঃখনাশই সুখের কারণ। সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। তুমি পূর্ব্বে সুখ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিতেছ, কিয়দ্দিন পরে আবার সুখ ভোগ করিতে পারিবে। শরীরই সুখ ও দুঃখের আশ্রয় স্বরূপ; অতএব দেহিগণ শরীর দ্বারা যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে

নিশ্চয়ই তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। জীবন শরীরের সহিত উৎপন্ন হয়, শরীরের সহিতই বর্ত্তমান থাকে, এবং শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষয়াসক্ত অকৃতার্থ মানবগণ বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতাময় সেতুর ন্যায় অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তৈলকার-দিগের ন্যায় অজ্ঞান-সম্ভূত ক্লেশ সমুদয় তিলরাশির ন্যায় প্রাণিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসার চক্রে অনবরত নিপীড়িত করিতেছে। নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ ভার্য্যাদির পোষণার্থ চৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয় লোকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা স্ত্রীপুত্র কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহা-দিগকে নিশ্চয় মহাপঙ্কে নিপতিত জীর্ণ বন্যহস্তীর ন্যায় শোক সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অর্থনাশ, পুত্রবিয়োগ ও জ্ঞাতিবন্ধু প্রভৃতি আত্মীয় গণের মৃত্যু হইলে লোক দাবানল তুল্য বিষম দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে। এ সংসার মধ্যে সুখ দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য সমুদয়ই দৈবায়ত্ত। কি বন্ধুহীন কি বন্ধু সম্পন্ন কি শত্রু সমাক্রান্ত কি মিত্রগণের সমাদৃত, কি বুদ্ধিমান কি নির্ব্বোধ, সমুদয় ব্যক্তিই দৈবপ্রভাবে সুখ লাভ করিয়া থাকে। সুহৃদবর্গ সুখের ও শত্রুগণ দুঃখের কারণ নহে। প্রজ্ঞা প্রভাবে অর্থ হইতে সুখ লাভ হয় না। বুদ্ধি ধনলাভের ও মূঢ়তা অর্থ লাভের হেতু নহে। কি বুদ্ধিমান, কি নির্ব্বোধ, কি বীর, কি ভীরু, কি অলস, কি দীর্ঘদর্শী, কি দুর্ব্বল কি বলবান সুখ সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলতঃ দৈব যাহাকে সুখ প্রদান করে, সেই ব্যক্তিই সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। দৈব অনুকূল না হইলে সুখ ভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক। বৎস, গোপ, স্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী; অন্যের তাহার প্রতি মমতা প্রকাশ বিড়ম্বনা মাত্র ইহলোকে যাহারা সুষুপ্তি লাভ

করিতে পারেন অথবা যাঁহারা নিরন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হয়েন। ভেদদর্শী-দিগকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতরা সমাধি বা সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন, অন্য পথে পদার্পণ করিতে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না; ফলতঃ সুষুপ্তি ও সমাধি দ্বারাই লোকের যথার্থ সুখ ভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধি দ্বারা সুখলাভ করিয়া সুখ দুঃখ শূন্য ও মাৎসর্য্য বিহীন হইয়াছেন, অর্থ বা অনর্থ তাঁহাদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্যই নিরন্তর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সদসদ্বিবেকবিহীন গর্ব্বিত মূর্খরাই শত্রুজয় ও পরের অবমাননা করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় পরমানন্দে নিয়ত কাল হরণ করিয়া থাকে। সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হয়। আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ। দক্ষতা দ্বারাই সুখোৎ-পত্তি হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে। অলস ব্যক্তি কখনও ঐ দুই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কি সুখ, কি দুঃখ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না, সুস্থচিত্তে তাহা অনুভব করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। এই সংসারে শোক ও ভয়ের বিষয় সহস্র সহস্র রহিয়াছে। ঐ সমুদয় মূঢ় ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করে, পণ্ডিতদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কৌশলজ্ঞ শাস্ত্রাভ্যাস নিরত, অসূয়াবিহীন, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি স্থিরচিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মভূত হইতে পারেন, শোক তাঁহাকে কখনও অভিভূত করিতে পারে না। শরীরের কোন অঙ্গও যদি শোক, ত্রাস, দুঃখ বা আয়াসের কারণ হয়, তাহা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় সমুদয়ের মধ্যে যাহাতে মমতা জন্মে তাহাই পরিতাপের কারণ

হইয়া উঠে, আর যাহা যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় সেই সকল হইতেই সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয় সুখানুরাগী পুরুষকে বিষয় সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে বিনষ্ট হইতে হয়। ঐহিক বিষয় সুখ বা স্বর্গীয় সুখ বৈরাগ্যজনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বলবান, কি দুর্ব্বল সকলকেই পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইবে। এইরূপে সুখ দুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। পণ্ডিতরা ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে অবগত হইয়া কিছুতেই অভিভূত হয়েন না। তাঁহারা সতত বিষয় সমুদয়ের নিন্দা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং কামকে ক্রোধের হেতু ও লোকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যৎকালে পুরুষের বিষয় বাসনা সমুদয় কূর্ম্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হইযা যায়, তখন তিনিই আত্মজ্যোতি প্রভাবে স্বয়ং আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। যখন তিনি ভয়, বিষয়ানুরাগ ও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন, যখন কায়মনো-বাক্যে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা না করেন এবং যখন তাঁহা হইতে কেহ কেহ ভীত না হয়, সেই সময়ই তাঁহার পরমপদার্থ ব্রহ্ম পদার্থ লাভ হইয়া থাকে; আর যখন তিনি সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, ভয়, অভয়, এবং প্রিয়, অপ্রিয় পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়েন, সেই সময়ই তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়া উঠে। দুর্ম্মতিরা যাহা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না, মনুষ্য জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হইবার নহে এবং যাহাকে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া বিবেচনা করিতে হয় সেই বিষয় তৃষ্ণাকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী।

৩০৬। আশাবিহীন মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া থাকেন, আশা পরিত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের কারণ আর কিছুই না।

৩০৭। এই জীবলোক সতত জরা দ্বারা অভিভূত মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং তাহাতে আয়ুক্ষয়কর রাত্রি সমুদয় পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে। যখন প্রত্যেক রাত্রি লোকের আয়ুক্ষয় করিতেছে তখন মনুষ্যের জীবিতকাল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অল্প সলিলস্থ মৎস্যের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের অভিলাষ সুসম্পন্ন না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহাকে আক্রমণ করে এবং ব্যাঘ্রী যেমন মেষকে লইয়া যায়, সেইরূপ সে বিষয়াসক্ত চিক্ত কাম্য কর্ম্মের ফলভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, অতএব যাহা আপনার শ্রেয়স্কর তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কাল প্রতীক্ষা করা নিতান্ত অনুচিত। মনুষ্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং যাহা পরদিনের কার্য্য, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাহা অপরাহ্নে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের কার্য্য সমাধা হউক আর না হউক মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না এবং কোনদিন যে মৃত্যু হইবে, তাহাও কেহ অবধারণ করিতে পারে না। মনুষ্যের জীবন অনিত্য অতএব যৌবন অবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখলাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য মোহ প্রভাবে পুত্র কলত্রাদির কার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই যে কোন প্রকারে হউক, উহাদিগকে ভরণ-পোষণ করে, কিন্তু ব্যাঘ্র যেমন নিদ্রিত মৃগকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়ভোগে অপরিতৃপ্ত পুত্রাদি পরিবৃত মনুষ্যকে অনায়াসে হরণ করিয়া থাকে! লোক এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই কার্য্য অর্দ্ধঅনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে এইরূপ চিন্তা করিতে

করিতেই কৃতান্তের বশীভূত হয়। মনুষ্য কিছুমাত্র কর্ম্মের ফল উপভোগ না করিতে করিতেই এবং ক্ষেত্র, গৃহ ও বিপণিকার্য্যে সংসক্ত থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু তাহাকে আত্মসাৎ করে। কি দুর্ব্বল, কি বলবান কি শূর, কি ভীরু, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, মৃত্যু কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহার বিনাশ সাধনের নিমিত্ত তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জরা ও মৃত্যু দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই আক্রান্ত ও অভিভূত রহিয়াছে। স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসার বন্ধনের রজ্জু। পুণ্যবান্ লোক সেই রজ্জু ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করেন; আর যে ব্যক্তি পাপাত্মা, সে কখনই সেই রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে কদাপি কাহারও হিংসা না করে হিংস্র ও তস্করগণ তাহার কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। জরা ও ব্যাধি মৃত্যুর সেনা স্বরূপ। কোন ব্যক্তি উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে পারে না। সত্য পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। সত্যেই অমৃত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব সত্যব্রত, সত্যযোগ ও সত্যআগম পরায়ণ হইয়া সত্য দ্বারাই মৃত্যুকে পরাজয় করিবে। মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটি দেহ মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্য মোহ প্রভাবে মৃত্যু এবং সত্য প্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে।

৩০৮। যাঁহার বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও সত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি নিশ্চয়ই পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন।

৩০৯। বিদ্যারতুল্য চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য দুঃখ ও বিরক্তির তুল্য সুখ আর কিছুই নাই।

৩১০। আপনার পিতা, পিতামহ কোথায় গিয়াছেন তাহার কিছুই নির্ণয় নাই, অতএব বুদ্ধি মধ্যে প্রবৃষ্ট ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

৩১১। ঐশ্বর্য্যসেবা অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া সমীরণ সঞ্চালিত শরৎকালীন জলধরের ন্যায় বিচলিত করিতে থাকে। তখন "আমি কেবল মনুষ্য নহি, রূপবান্, ধনবান্ ও সৎকুলোদ্ভব" এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে মহা অভিমান জন্মে। ঐ অভিমান নিবন্ধন চিত্তের প্রমাদ উপস্থিত হইলেই লোক ক্রমে ক্রমে পিতৃ-সঞ্চিত সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিলাষী হয়।

৩১২। যে ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে সমভাবে দৃষ্টিপাত ঐশ্বর্য্যাদি লাভে অনস্থা, সত্যবাক্য প্রয়োগ, বৈরাগ্য অবলম্বন ও কর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

৩১৩। যদিও লোকদৃষ্টান্তে পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে উহা যে দৈবায়ত্ত, তাহা অবশ্যই বোধগম্য হইবে।

৩১৪। সুখাভিলাষী পুরুষের বৈরাগ্য আশ্রয় করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি এককালে অর্থসাধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন।

৩১৫। যিনি সমুদয় অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়েন আর যিনি সমুদয় অভীষ্ট পরিত্যাগ করিতে পারেন এই উভয়ের মধ্যে ভোগবিরত শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রশংসনীয়।

৩১৬। অর্থস্পৃহা কখনই সুখাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অর্থ লাভ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। অর্থ হস্তগত হইলে চিন্তাতরঙ্গে নিমগ্ন হইতে হয় এবং অধিকৃত ধনের নাশ হইলে উহা মৃত্যুতুল্য ঘোরতর দুঃখাবহ হইয়া উঠে। ফলতঃ অন্যের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও

অর্থলাভ না হইলে লোকের যে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, বোধহয় উহা অপেক্ষা গুরু ক্লেশ আর কিছুই নাই। কোনক্রমে অর্থলাভ হইলেও তাহাতে লোকের তৃপ্তিলাভ হয় না। প্রত্যুতঃ ক্রমে ক্রমে অধিক লাভের আশা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ধনের অনেক দোষ। মনুষ্যের ধনক্ষয় হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখভোগ করিতে হয়। জ্ঞাতি ও মিত্রগণ নির্দ্ধন ব্যক্তিকে নিরন্তর অবজ্ঞা করে। অর্থে যে অল্পমাত্র সুখলাভ হইয়া থাকে, তাহাও দুঃখ-জালে জড়িত। যাহার ধন থাকে দস্যুগণ তাহাকে নিরন্তর বিবিধ ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক উত্তেজিত করে।

৩১৭। অনাদি পরব্রহ্ম হইতেই এই ভূত সমুদয়ের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশ হইতেছে, এই কারণে আমি হৃষ্ট বা ব্যথিত হই না। প্রবৃত্তি সমুদয় স্বভাব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে; স্বভাব ব্যতিরেকে প্রজা সকলের অন্য আশ্রয় নাই, এই নিমিত্ত আমি ব্রহ্ম-লোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও পরিতুষ্ট হই না। সংযোগ সকল বিয়োগের বশীভূত এবং সঞ্চয় সমুদয় বিনাশের অধীন; এই এই নিমিত্ত আমি কোন বস্তুলাভেই মনোনিবেশ করি না। গুণযুক্ত ভূত সমুদয় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য কোন কার্য্যেই লিপ্ত হয় না। সাগর গর্ভে কি মহৎ কি সূক্ষ্ম সকল জন্তুরই পর্য্যায়ক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে; পৃথিবীস্থ স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদয় বিনাশের বশীভূত এবং অন্তরীক্ষ-চর, দুর্ব্বল, ও বলবান পক্ষী সকলও মৃত্যুর আয়ত্ত। নভোমণ্ডলচারী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদয় কালক্রমে নিপতিত হইয়া থাকে। আমি এইরূপে সকল ভূত মৃত্যুর বশীভূত হইতেছে দেখিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া থাকি। আমি

যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ হইলে প্রভূত ভোজ্যও ভোজন করি, এবং কিছুমাত্র আহার না করিয়াও বহুদিন অতিক্রম করিয়া থাকি। লোক আমাকে কখনও সুস্বাদু প্রচুর ভোজ্য কখন বা অল্পমাত্র অন্ন ভোজন করাইয়া থাকে; কখন কখন আমাকে নিরাহারেও কালযাপন করিতে হয়। আমি কখন তণ্ডুল কণা, কখন তিলকল্ক, কখন বা পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি। কোন সময়ে প্রাসাদোপরি পর্য্যঙ্কে, কখন বা ভূতলে শয়ন করি; কোন দিবস চীর, কখন ক্ষৌম, কখন অজিন এবং কখন বা মহামূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি। আমি কখনই যদৃচ্ছালব্ধ ধর্ম্মানুগত উপাভাগে অনাস্থা প্রদর্শন করি না এবং যাহা দুর্লভ, তাহা লাভ করিতেও আমার অভিরুচি হয় না।

৩১৮। মূঢ় ব্যক্তিরা তৃষ্ণা প্রভাবে অভিভূত হইয়া অর্থান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু অর্থ অধিকৃত না হইলে যারপর নাই বিষণ্ণ হইয়া থাকে।

৩১৯। প্রজ্ঞাই প্রাণিগণের পরমোৎকৃষ্ট আশ্রয়। প্রজ্ঞালাভের তুল্য পরমলাভ কিছুই নাই। প্রজ্ঞাই মোক্ষ ও স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়।

৩২০। এই পৃথিবীস্থ ভক্ষদ্রব্য সমুদয়ের মধ্যে তুমি যে দ্রব্য কখন ভোজন কর নাই তাহার কিরূপ আস্বাদ, তাহা কখনই তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় না।

৩২১। অপ্রাশন, অসংস্পর্শ, ও অদর্শন রূপ ব্রত, অবলম্বন করাই পুরুষের শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই।

৩২২। হস্ত সমন্বিত বলবান ও ধনবান ব্যক্তিরাও অন্য মনুষ্যের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া বারংবার বন্ধন ভয়ে ভীত হইয়াও হাস্য

কৌতুক ও বিহারাদির দ্বারা কাল হরণ করিতেছে। অনেক বাহুবল সম্পন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে যত্নবান হইয়াও ভবিতব্যতার অখণ্ডনীয়ত্ব প্রভাবে অতি ঘৃণিত নীচবৃত্তি অনুশীলন করিয়া থাকেন। চণ্ডালও মায়া প্রভাবে সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনাকে নীচ জ্ঞান বা আত্ম পরিত্যাগের ইচ্ছা করে না। এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য মনুষ্য বিকলহস্ত, পক্ষহত, ও বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত সুখী বলিয়া বিবেচনা কর।

৩২৩। তুমি সতত সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, যজ্ঞদান নিরত ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও পরিত্যজ্য বিষয় পরিত্যাগ করিবে।

৩২৪। বুদ্ধি কাম ক্রোধাদি যুক্ত হইলেই চিত্ত পাপ কর্ম্মে নিরত হয়, এবং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই অতি ক্লেশকর লোকে অবস্থান করিতে হয়। পাপাত্মা ব্যক্তিরাই দরিদ্র হইয়া বারংবার দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ, ভয় ও মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করে। আর দমগুণান্বিত শুভাকার নিষ্ঠ ব্যক্তিরা ধনাঢ্য হইয়া বারংবার উৎসব, স্বর্গ ও সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞান শূন্য নাস্তিকদিগকে হস্তবন্ধনী রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ও নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সর্প তস্কর পরিপূর্ণ অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। আর যাঁহারা সাধু সহবাসে অনুরক্ত, বদান্য এবং দেবতা অতিথি প্রিয়, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির তুল্য পদবীতে পদার্পণ করেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধান্য মধ্যে পুলাক ও পক্ষিমধ্যে মশকের ন্যায় মনুষ্য মধ্যে নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় মনুষ্যের অনুগামী হইয়া মনুষ্য শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থিতি

করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন এবং কার্য্য আরম্ভ করিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে থাকে। ফলতঃ সকলকেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতে হয়। কাল জীবগণের কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ফলপুষ্প যেমন কোন চেষ্টা না করিলেও নিয়মিত সময়ে পরিপক্ক হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলও যথাসময়ে পরিণত হইয়া থাকে। ফল ভোগ দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে মনুষ্যকে আর তাহার ফল স্বরূপ সম্মান, অপমান, লাভ, অলাভ এ বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয় না। মানবগণ গর্ভ শয্যায় শয়ান থাকিয়াও পূর্ব্বজন্মাকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ফলতঃ মনুষ্য বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থায় যেরূপ শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। যেমন গোষ্ঠ মধ্যে সহস্র সহস্র ধেনু বর্ত্তমান থাকিলেও বৎস আপনার মাতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সমুদয় কর্ত্তার সমীপেই সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য বিষয় বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রক্ষালিত বস্ত্রের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া মোক্ষ পদ লাভে সমর্থ হয়। যেমন আকাশ মার্গে পক্ষিগণের এবং সলিল মধ্যে মৎস্য সমুদয়ের গমন কালে পদ চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের গতিও লক্ষিত হইবার নহে। মনুষ্য বিবেচনা পূর্ব্বক আপনার হিতোপযোগী কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে।

৩২৫। যাঁহারা জাত কর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথি সৎকার এই ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা শৌচাচারপরায়ণ, নিত্যব্রত নিষ্ঠ, গুরুপ্রিয়, ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাহাদিগকে দান,

অদ্রোহ, অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন যুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, এবং যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। আর যাহারা বেদবিহীন ও আচার ভ্রষ্ট হইয়া সতত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ব বস্তু ভক্ষণ করে তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণনা করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে সম্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

৩২৬। প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং শুদ্ধাচার ও সদ্ব্যবহার আশ্রয় করাই ব্রাহ্মণ জাতির প্রধান লক্ষণ।

৩২৭। উপায় দ্বারা ক্রোধ লোভের শাসন ও আত্মসংযম করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ ও লোভ অমঙ্গলের নিদান। অতএব যত্ন সহকারে উহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধ হইতে শ্রী, মাৎসর্য্য হইতে তপস্যা, মানাপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবে।

৩২৮। জ্ঞানবান ব্যক্তি সমুদয় লোকের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং হিংসা ও অধিকৃত বিভবাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হয়েন।

৩২৯। সকলেরই ইহলোক ও পরলোকে ভয়হীন হইবার নিমিত্ত আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

৩৩০। যাহা সত্য, তাহাই ধৰ্ম্ম, যাহা ধৰ্ম্ম তাহাই প্রকাশ, এবং যাহা প্রকাশ তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য তাহাই অধৰ্ম্ম, যাহা অপ্রকাশ তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ।

৩৩১। বিজ্ঞলোকরা এই জগতে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ এবং অসুখ নিদানভূত সুখ জীবলোককে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে বুঝিতে পারিয়া কদাচ বিমোহিত হয়েন না।

৩৩২। সতত দুঃখ বিমুক্তির জন্য যত্নবান হওয়াই উচিত।

৩৩৩। লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য।

৩৩৪। সুখ দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক লোক সুখের নিমিত্তই বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্গের উৎকৃষ্টতর ফল আর কিছুই নাই। সুখই সকলের প্রার্থনীয়। উহা আত্মার গুণ বিশেষ। ধৰ্ম্মার্থ উহার মূল স্বরূপ। উহার উদ্দেশেই ধৰ্ম্মার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

৩৩৫। অনৃত হইতে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়। যাহারা সেই অন্ধকার প্রভাবে ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যায় জড়িত হইয়া ধৰ্ম্মকার্য্যে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাদিগকে নিরন্তর বিবিধ ব্যাধি, জরা, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বন্ধুবিয়োগ ও ধননাশজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয়।

৩৩৬। স্ত্রীলোক সর্ব্বভূত জননী পৃথিবী স্বরূপ, পুরুষ প্রজাপতি স্বরূপ এবং শুক্র তেজ স্বরূপ। ভগবান ব্রহ্মা স্ত্রী পুরুষ সহযোগে শুক্র প্রভাবে লোক সৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যগণ তাঁহার সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া স্ব স্ব কৰ্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

৩৩৭। দান দুই প্রকার:—ঐহিক ও পারলৌকিক। অসৎপাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সৎপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক সুখ লাভ হয়। যিনি যেরূপ দান করেন তাঁহার সেইরূপ ফললাভ হয়।

৩৩৮। যে মহাত্মারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারাই স্বর্গ ফল ভোগে সমর্থ হয়েন, আর যাহারা তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয় তাহারা মূঢ়।

৩৩৯। যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে অতিথি সৎকার না করে, অতিথি তাহার গৃহ হইতে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় তাহাকে স্বীয় সঞ্চিত পাপ প্রদান পূর্ব্বক তাহার পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া থাকে।

৩৪০। সকলের সহিত সুমধুর প্রিয় সম্ভাষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিন্দা পরুষ বাক্য প্রয়োগ, অবজ্ঞা, অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ করা কদাপি বিধেয় নহে।

৩৪১। অহিংসা, সত্য, ও অক্রোধ সমুদয় আশ্রমেরই উৎকৃষ্ট তপস্যা স্বরূপ।

৩৪২। দুরাচার, দুশ্চেষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি ও দুঃসাহসপ্রিয় লোকরা অসাধু বলিয়া বিখ্যাত আছে। সাধুদিগকেই আচারভূত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু ব্যক্তিরা কখনই রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্য মধ্যে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করেন না। যাঁহারা সাধুজনোচিত আচারনিষ্ঠ হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদনের পর অবগাহন, সূর্য্য সমুদিত হইলে আর নিদ্রা সুখ অনুভব করা উচিত নহে। হস্ত, পদ, ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্বমুখীন হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করা বিধেয়। অন্নাদি ভোজন দ্রব্যের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। পদ প্রক্ষালন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও রজনীযোগে

আর্দ্র পদে শয়ন করা উচিত নহে। কি অতিথি, কি পোষ্যবর্গ, কি আত্ম-পরিবার সকলকেই আপনার তুল্য ভোজন প্রদান করা উচিত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই দুই কালই মনুষ্যদিগের ভোজনের প্রকৃত সময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে ভোজন করা বিধেয় নহে। এবং অন্য স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। যিনি মাংস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কোন মাংস সংস্কৃত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিবেন না। বৃথা মাংস ও পৃষ্ঠ মাংস ভক্ষণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কি স্বদেশ কি বিদেশ কুত্রাপি অতিথিকে উপবাসী রাখা বিধেয় নহে। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অন্নাদি যাহা লাভ হয়, তাহা পিত্রাদি গুরুজনদিগকে অর্পণ করা উচিত। গুরুজন দিগকে আসন দান, অভিবাদন, ও অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহা করিলে আয়ুঃ যশঃ ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিবস্ত্রা পরবনিতাকে অবলোকন করা কদাপি বিধেয় নহে; ঋতুকালীন স্ত্রীসংসর্গ ধর্ম্মানুগত বটে, কিন্তু উহা গোপনে রাখাই কর্ত্তব্য। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই স্ব স্ব কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা উচিত, দেবালয়, গোষ্ঠ, এবং ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও ভোজন স্থলে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ এবং আপনার পুরীষ দর্শন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে "তুমি" বলিয়া সম্ভাষণ বা নামোল্লেখ করিয়া সম্বোধন করা উচিত নহে। কনিষ্ঠ বা সমবয়স্কের প্রতি "তুমি" বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা দোষাবহ হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তিদিগের অঙ্গবিকার অবলোকন করিলেই মনোগত ভাব বুঝিতে পারা যায়। মূর্খ ব্যক্তিরা জ্ঞান পূর্ব্বক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা গোপন করিতে অভিলাষ করে, কিন্তু

পরিশেষে সেই পাপ গোপন নিবন্ধনই তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয়। কারণ, পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা কোনক্রমে মনুষ্যের অগোচরে রাখা যায়, কিন্তু দেবতারা উহা অবশ্যই অবগত হয়েন। পাপানুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে উহা দ্বারা পাপ এবং ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে উহা দ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা পাপানুষ্ঠান করিয়া আর তাহা চিন্তাও করে না, কিন্তু রাহু যেমন সময়ক্রমে চন্দ্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পাপও যথা সময়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিদিগের সমীপে সমুপস্থিত হয়। আশার অধীন হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে তাহা উপভোগ করা নিতান্ত সুকঠিন। কারণ মৃত্যু কাহাকেও অপেক্ষা করেনা। এই নিমিত্ত পণ্ডিত. ব্যক্তিরা ঐরূপ সঞ্চয়ের নিন্দা করিয়া থাকেন। বিদ্বান ব্যক্তিরা কহেন যে, মনই মানবগণের ধর্ম্মোপার্জ্জনের মূল; অতএব মনোমধ্যে সতত পরের মঙ্গল চিন্তা করাই সাধু ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে অন্য সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া নিয়মানুসারে একাকীই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। ধর্ম্ম প্রভাবে মানবগণ পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

৩৪৩। বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রযত্নসহকারে সমুদয় ইন্দ্রিয়কে পরাজয় করিবে।

৩৪৪। জলচর পক্ষী যেমন সলিলে সঞ্চরণ করিয়াও উহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারে পরিভ্রমণ করিয়াও সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হয়েন না।

৩৪৫। যে মহাত্মা সংসারে লিপ্ত না হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে শোক, হর্ষ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত হইতে পারেন, তিনি উর্ণনাভ যেমন সূত্র সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে তদ্রূপ অনায়াসে সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন।

৩৪৬। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাচ শোকাকুল হওয়া বিধেয় নহে। মলিনহৃদয় ব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ স্রোতঃস্বতীতে অবগাহন করিলে অনায়াসে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে। জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র আর কিছুই নাই। অন্যান্য নদীর কেবল পরস্পর দর্শন করিলেই ফললাভ হয় না; নৌকাদি দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান-নদী প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারিলেই ফললাভ হয়। উহার অনুষ্ঠানে আর কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। যাঁহাদিগের নির্ব্বিষয়ক অধ্যাত্ম জ্ঞান জন্মে, তাঁহারাই উত্তম জ্ঞানলাভ করেন।

৩৪৭। রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত দুর্নিবার ইন্দ্রিয় সমুদয় সংযত না হইলে উহাদের দ্বারা আত্মদর্শন লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই।

৩৪৮। মনস্বী ব্যক্তি আত্মাকে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ করিয়া থাকেন, জ্ঞানহীন ব্যক্তির তাহাতে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে।

৩৪৯। পাপাত্মারা পুত্রকলত্রাদি বিরহে শোকাকুল হইয়া থাকে, এবং বিবেকী লোকরা পুত্রাদি নাশেও শোকাকুল হয়েন না।

৩৫০। পাংশু ভস্ম ও শুষ্ক গোময়ের রাশিতে জল নিক্ষেপ করিবা মাত্র উহা কদাপি সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র হয় না। উহাতে যেমন অনেকক্ষণ জল সেচন করিতে করিতে উহা ক্রমশঃ আর্দ্র হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বশীভূত করা আবশ্যক।

৩৫১। মিথ্যাবাদী হইলে তাহার ইহলোক ও পরলোকে কিছুই শ্রেয়স্কর হয় না এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতাও থাকে না।

৩৫২। সত্যবলে ইহলোক ও পরলোক হইতে যেমন পরিত্রাণ লাভ হয়; যজ্ঞ, দান বা নিয়ম দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

৩৫৩। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন এবং যিনি প্রার্থনা করিয়া তাহা গ্রহণ না করেন তাঁহারা উভয়েই মিথ্যাবাদী হয়েন।

৩৫৪। লোকের যে বিষয় প্রিয় তাহাই তাহার সুখজনক এবং যাহা অপ্রিয় তাহাই দুঃখ জনক।

৩৫৫। যাহারা চিরকাল কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের স্বর্গাদি ফল হয়, আর যাহারা মোক্ষলাভার্থ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাদের অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ হয়।

৩৫৬। কর্ম্মপ্রভাবে লোকের মোক্ষ ও সামান্য ফল উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ মনে মনে কর্ম্মের ফল ত্যাগ করাই মোক্ষ লাভের প্রধান হেতু।

৩৫৭। চক্ষু যেমন নিশাবসানে তিমির-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে কণ্টকাদি দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ বুদ্ধি বিবেক গুণ সম্পন্ন হইলেই অশুভ কার্য্য সমুদয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।

৩৫৮। মানবগণ সর্প কুশাগ্র ও কূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে অনায়াসে তৎসমুদয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, কিন্তু ঐ সকল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে অজ্ঞান বশতঃ ঐ সমুদয়ে নিপতিত হয়। অতএব অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের ফল যে কত উৎকৃষ্ট তাহা বিবেচনা কর।

৩৫৯। যে ব্যক্তি যেমন গুণানুযায়ী কর্ম্ম করে তাহার তেমনই ফল ভোগ করিতে হয়।

৩৬০। লোক নৌকায় আরোহণ করিয়া গমনকালে যেমন তীরস্থ বৃক্ষগণকে চঞ্চল বোধ করে, কিন্তু নৌকা স্থির হইলে তাহার সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানবান ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির হইলে তিনি অনায়াসে ঈশ্বরের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন। যেমন পুস্তকস্থ অক্ষর নিতান্ত সূক্ষ্ম হইলেও উহা উপনেত্র প্রভাবে স্থূল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বীয় মুখ আপনার অদৃশ্য হইলেও যেমন দর্পণপ্রভাবে উহা দর্শন করা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মা নিতান্ত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য হইলেও বুদ্ধি-প্রভাবে উহাকে মহান বলিয়া বোধ ও উহার দর্শনলাভ করা যাইতে পারে।

৩৬১। যেমন হিমালয়ের পার্শ্ব ও চন্দ্রের পৃষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতেও কেহ কখনও নিরীক্ষণ করে নাই, তদ্রূপ সূক্ষ্ম জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মার সত্তা বিদ্যমান থাকিতেও কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। লোক যেমন চন্দ্রে সূক্ষ্ম জগৎ অবলোকন করিয়াও তাহা সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মজ্ঞান থাকিলেও সে আত্মাকে সম্যক্ অবগত হইতে পারে না।

৩৬২। যেরূপ মৃগ দ্বারা মৃগ, পক্ষী দ্বারা পক্ষী এবং গজ দ্বারা গজ ধৃত করা যায়; সেইরূপ জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞান দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে।

৩৬৩। যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ বুদ্ধি দ্বারা পরম বোধ্যকে জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে বিদ্যমান থাকিয়াও নিরীক্ষিত হয় না, তদ্রূপ আত্মা মনুষ্যের শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও কেহ উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

৩৬৪। চন্দ্র যেমন অমাবস্থার পর ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহাকে সেই চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

৩৬৫। লোকের স্বপ্নাবস্থায় যেমন তাহার স্থূলদেহ শয্যায় নিপতিত থাকে ও লিঙ্গ শরীর উহা হইতে পৃথক হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তদ্রূপ কর্ম্মশীল ব্যক্তি নিহত হইলে তাহার স্থূল শরীর ধরাসাৎ হয় ও লিঙ্গ শরীর পাপ পুণ্যের ফলভোগ করে। আর যেমন লোক সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গ শরীর হইতে পৃথগ্‌ভূত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির নিধন হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। নির্ম্মল জলে যেমন প্রতিবিম্ব নয়নগোচর হয় তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হইলে তদ্দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু সলিল কলুষিত হইলে যেমন প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করা যায় না; তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম আকুলিত হইলে তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান প্রভাবে অবুদ্ধির উৎপত্তি হয়, অবুদ্ধি প্রভাবে চিত্ত দূষিত হইয়া যায় এবং চিত্ত দূষিত হইলে শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া উঠে।

৩৬৬। মোহান্ধ ব্যক্তি বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া কোনরূপেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

৩৬৭। পাপসত্ত্বে কখনও বিষয় পিপাসার শান্তি হয় না। যখনই পাপের নাশ হয়, তখনই বিষয়-তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া থাকে। নিয়ত বিষয় সংসর্গ করিলে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, কখনই মোক্ষলাভ হয় না।

৩৬৮। পাপের ধ্বংস হইলেই লোকের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

৩৬৯। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় লিপ্ত হইলেই দুঃখে এবং সংযত হইলে সুখে কাল যাপন করিতে পারা যায়। অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৩৭০। দুঃখচিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; চিন্তা পরিত্যাগই দুঃখ নিবারণের মহৌষধি। দুঃখ-চিন্তা করিলে কখনও দুঃখের উপশম হয় না এবং উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রজ্ঞাবলে মানসিক এবং ঔষধবলে শারীরিক দুঃখ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩৭১। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্য, সম্পত্তি, আরোগ্য ও প্রিয় সহবাস প্রভৃতি অনিত্য বিষয়ের বাসনা করেন না।

৩৭২। সাধারণ দুঃখের নিমিত্ত একাকী দুঃখ প্রকাশ করা বিধেয় নহে; বরং যাহাতে উহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে শোক প্রকাশ না করিয়া তাহাই করা কর্ত্তব্য।

৩৭৩। জীবিতাবস্থায় সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকাংশ ভোগ করিতে হয়।

৩৭৪। যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে নিশ্চয় শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যিনি এককালে সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন তিনি অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হন।

৩৭৫। অর্থ নিতান্ত অনর্থকর; অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে যারপর নাই ক্লেশ হইয়া থাকে। আবার উহা উপার্জ্জন করিবার সময় অপরিমিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব অর্থনাশের বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে।

৩৭৬। অব্যক্তের স্বরূপ কীর্ত্তন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। তপস্যা অনুমান, শমদমাদি গুণ; বেদান্ত শ্রবণ ও বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে বাসনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

৩৭৭। যাঁহার জন্ম নাই ধাম নাই, যিনি পুণ্যবানদিগের পরমগতি, কার্য্য সমুদয় যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, মোক্ষ স্বরূপ অবিনশ্বর এবং আদি মধ্য ও অন্ত বিহীন সেই পরম ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভ করা যাইতে পারে।

৩৭৮। বীজ সকল যেমন অনল দগ্ধ হইলে আর পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ ক্লেশ সমুদয় জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইলে আর জীবাত্মাতে আবির্ভূত হইতে পারে না।

৩৭৯। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরা যেমন মিষ্টান্নাদি ভোজনের ঔৎসুক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর রক্ষার্থ অতি সামান্য অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ গৃহীদিগেরও জীবন রক্ষার্থ পীড়িত ব্যক্তির ঔষধ সেবনের ন্যায় যৎসামান্য আহার করা কর্ত্তব্য।

৩৮০। রজোগুণ প্রভাবে অধর্ম্ম, অর্থ ও কামাত্মক কার্য্য সমুদয়ের ফল লাভ হয়। হিংসা বিহার পরতন্ত্র, আলস্য ও নিদ্রাপরায়ণ অনভিজ্ঞ লোকরাই তমোগুণ প্রভাবে লোভ ও ক্রোধযুক্ত কার্য্যের ফলভোগ করে। ধর্ম্মশাস্ত্র বিশারদ নিষ্পাপ ব্যক্তিরা সত্ত্ব গুণাবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন।

৩৮১। স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ বা বিবসনা স্ত্রীকে দর্শন করা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারীদিগের কদাপি বিধেয় নহে।

৩৮২। মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হয়েন তাঁহারাই পরমগতি লাভ করিতে পারেন।

৩৮৩। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জন্ম মৃত্যু, জরা, ব্যাধি মানসিক ক্লেশে সমুদয় জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া মোক্ষপদ লাভে যত্নবান হইবেন এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কার পরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সুখে বিহার করিবেন।

৩৮৪। প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদিগের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে; অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা করাও জ্ঞানবানদিগের উচিত।

৩৮৫। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তথাপি কায়মনোবাক্যে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

৩৮৬। যিনি অহিংসা সত্যবাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা, ও সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও যথার্থ সুখী হইতে পারেন। অতএব অবহিত চিত্তে সমুদয় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

৩৮৭। পরের অনিষ্ট চিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা, এবং ভবিষ্যতে বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

৩৮৮। দৃঢ় যত্ন সহকারে জ্ঞান সাধনে মনোনিবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অমোঘ বেদবাক্য অনুশীলন প্রভাবে জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৩৮৯। যাঁহারা সূক্ষ্মধর্ম্ম দর্শন ও সদ্বাক্য প্রয়োগ করিতে বাসনা করেন, অবিচলিত চিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা, ও ক্রূরতা-পরিশূন্য পরিমিত সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

৩৯০। ঐহিক কার্য্য সমুদয় বাক্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব সাধু বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয়।

৩৯১। যাঁহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি, স্বমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্য সমুদয় প্রকাশ করিবেন।

৩৯২। যিনি রজোগুণ প্রভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে যার পর নাই দুঃখ ভোগ করিয়া নরকে নিপতিত হইতে হয়।

৩৯৩। দস্যুগণ যেমন অপহৃত সামগ্রী সম্ভার বহন করে, মূঢ় ব্যক্তিরা তদ্রূপ সংসার ভার বহন করিয়া থাকে। আর চৌরেরা যেমন রাজপুরুষের ভয়ে অপহৃত দ্রব্যচয় পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নশূন্য পথে গমন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করে, তদ্রূপ মানবগণ সংসার ভয়ে ভীত হইয়া সাত্ত্বিক ও রাজসিক কার্য্য সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়।

৩৯৪। যিনি বীতস্পৃহ, পরিগ্রহ-পরিশূন্য, নির্জ্জন-বিহারী, অল্পাহার নিরত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি জ্ঞান প্রভাবে সমুদয় ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্ত প্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

৩৯৫। ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তি প্রভাবে মনকে এবং মনঃপ্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয় সমুদয়কে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয় সমুদয় প্রসন্ন হইয়া পরমাহ্লাদে ঈশ্বরে লীন হন।

৩৯৬। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লিপ্সু

ব্যক্তির জন সমাজে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক গৌরব লাভ করা বিধেয় নহে।

৩৯৭। দেশ কালের গতি বিবেচনা পূর্ব্বক আহার নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

৩৯৮। অজ্ঞ ব্যক্তিরা একমাস বা একপক্ষ উপবাসকে যে তপস্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে সাধুদিগের মতে তাহা তপস্যা নহে। উহাতে আত্মজ্ঞানের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা।

৩৯৯। যিনি সত্যবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ হয়েন এবং কেবল ঋতুকালে ভার্য্যা সম্ভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী।

যিনি বৃথা মাংস ভোজন না করেন, তাঁহাকেই অমাংসাশী বলা যায়।

যিনি সতত দানশীল ও পবিত্র স্বভাব সম্পন্ন হয়েন এবং কদাচ দিবসে নিদ্রিত না হয়েন, তাঁহাকে নিদ্রাত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

যিনি ভৃত্য ও অতিথিবর্গের ভোজনাবসানে আহার করেন তিনি অমৃতাশী।

৪০০। যে ব্যক্তি প্রভূত অর্থলাভ করিয়াও পরিতুষ্ট এবং অতিশয় বিপন্ন হইয়াও অনুতাপিত না হয়েন তাঁহাকেই পরিমিত প্রজ্ঞ দান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

৪০১। বিদ্যাসম্পন্ন দমগুণান্বিত ব্যক্তি সাধুগণাচরিত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার মহৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

৪০২। দুরাত্মারা অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, সত্য দান ও অনায়াস এই সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ও গর্ব্বের আশ্রয় করিয়া থাকে।

৪০৩। যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া, কেবল প্রকৃতির কার্য্য সমুদয় অবগত হয় সে অজ্ঞান নিবন্ধন নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। আর যিনি প্রকৃতিকে উত্তম রূপে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন তাঁহাকে আর বিমোহিত হইতে হয় না। যিনি এই জগতীতলস্থ সমুদয় পদার্থ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাঁহার দর্প বা অভিমান কিছুই থাকে না।

৪০৪। সরলতা, অপ্রমাদ, চিত্তশুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়তা ও জ্ঞানবৃদ্ধ-দিগের সেবা অবলম্বন করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়।

৪০৫। জ্ঞানতৃপ্ত ক্ষমাশীল মনীষীরা কখন দুঃখে অনুতাপ বা সম্পদে আহ্লাদ প্রকাশ করেন না।

৪০৬। দানব রাজ বলি বদ্ধাবস্থায় শূন্য গৃহে খরবেশ ধারণ করিয়া অবস্থান কালীন, তাঁহার শত্রু দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অবস্থাবৈগুণ্যে পূর্ব্বাবস্থা স্মরণে কোনরূপ অনুতাপ হইতেছে কি না? তদুত্তরে বলিরাজা উত্তর করিয়াছিলেন।

কোন বস্তুই নিত্য নহে। কাল সহকারে সকলেরই নাশ হইয়া থাকে। এই জন্য আমি কিছুতেই শোক প্রকাশ করি না। কাল বশতঃ সকল কার্য্যের সঙ্ঘটন হইয়া থাকে; সুতরাং আমার এই খরত্ব প্রাপ্তি আমার অপরাধ মূলক নহে। প্রাণিগণের দেহও বিনশ্বর। উহাদের প্রাণ ও দেহ স্বভাবতঃ একত্র সম্ভূত, একত্র পরিবর্দ্ধিত ও

একত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন আমি এইরূপ খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াও কাহারও বশীভূত হই নাই বলিয়া অবগত হইতেছি তখন আর আমার অনুতাপের বিষয় কি? যাবতীয় স্রোত যেমন সমুদ্রে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সমুদয় প্রাণীই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারে, তাহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। নির্ব্বোধ মোহান্ধ ব্যক্তিরাই ইহা অবগত হইতে না পারিয়া কষ্টে নিপতিত ও অবসন্ন হয়। মানবগণ জ্ঞান লাভ দ্বারা সমুদয় পাপকে দূরীভূত করিতে পারে; পাপ বিগত হইলেই সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, এবং সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই আর মোহ জন্য কলুষতার বশীভূত হইতে হয় না। যাহারা সত্ত্বগুণ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া রজো বা তমোগুণ অবলম্বন করে, তাহাদিগকে বারংবার জন্ম পরিগ্রহ ও কামাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তির অধীন হইয়া বারংবার অনুতাপ করিতে হয়। আমি কখন অর্থ অনর্থ জীবন মৃত্যু ও সুখ দুঃখে দ্বেষ বা অনুতাপ প্রকাশ করি না। লোক কালকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিকেই বিনষ্ট করে। আর যে অপরকে বিনষ্ট করে সেও কাল কর্ত্তৃক নিহত; সুতরাং যে ব্যক্তি "আমি অন্যকে বিনষ্ট করিতেছি" বলিয়া বিবেচনা করে এবং যে আমি অন্য কর্ত্তৃক নিহত হইতেছি মনে করিয়া বিষণ্ণ হয়, তাহারা উভয়েই অজ্ঞ। অতএব যে ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ বা পরাজয় করিয়া "আমি ইহা করিলাম" বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, তাহার ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, সে বস্তুতঃ তাহার কর্ত্তা নহে। তাহার কর্ত্তা স্বতন্ত্র। ইহলোকে কোন ব্যক্তি কি কাহারও বিনাশ বা উৎপত্তির কারণ হইতে পারে? লোক ঈশ্বর কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। আমি যখন পৃথিবী বায়ু আকাশ জল ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতকে সমুদয় প্রাণীর উৎপত্তির কারণ বলিয়া অবগত

হইয়াছি এবং কাল কি কৃতবিদ্য, কি অল্পবিদ্য' কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি রূপবান কি কুৎসিত কি সৌভাগ্যশালী, কি সৌভাগ্যবিহীন সকলকেই যখন সমভাবে গ্রহণ করিতেছে বলিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, তখন আর আমার বেদনার বিষয় কি ? কাল যে যে বস্তুর দাহ, যাহার বিনাশ এবং যাহা যাহা লোকের লাভ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সে সেই পদার্থই দগ্ধ, সেই সেই ব্যক্তিই বিনষ্ট এবং সেই সেই দ্রব্যই লোকের লব্ধ হইয়া থাকে। আমি ঐ কালরূপী মহা সমুদ্রের বিষয় চিন্তা করিয়া উহার মধ্যে দ্বীপ বা উহার পর পার অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। ফলতঃ যে সমুদয় প্রাণীকে বিনষ্ট করিতেছে, ইহা যদি আমার বোধগম্য না হইত তাহা হইলে আমি হর্ষ দর্প বা ক্রোধে অভিভূত হইতাম। কাল সমুদয় পদার্থই প্রদান ও পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। কাল প্রভাবেই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। অতএব তুমি আর বৃথা পৌরুষ প্রকাশ করিও না। পূর্ব্বে আমি রোষাবিষ্ট হইলে সমুদয় জগৎ ব্যথিত হইত। লোকের কখনও হ্রাস কখনও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই জগতের চির প্রচলিত প্রথা। সম্পত্তি লাভ হওয়া আর না হওয়া কখনই আপনার আয়ত্ত নহে। তুমি এইটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদয় পরিত্যাগ কর। তুমি ত ইহা বিলক্ষণ অবগত আছ যে, দেবতা, মনুষ্য, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব উরগ ও রাক্ষসগণ ইহারা সকলেই আমার বশীভূত ছিলেন এবং আমি যে দিকে থাকিতাম, তাঁহারা সেই দিকে নমস্কার করিতেন ; কিন্তু এক্ষণে আমি সেই পূর্ব্বতন উন্নতি ও অধঃপতন অধোগতির বিষয় স্মরণ করিয়া অণুমাত্রও অনুতাপ করি না ; অতঃপর নিরন্তর কেবল ঈশ্বরের অধীনে থাকিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। যখন সদ্বংশ সম্ভূত প্রবল প্রতাপ নরপতিকে অমাত্যগণের সহিত দুঃখে নিপতিত এবং দুষ্কুল প্রসূত মূঢ়

ব্যক্তিকেও অমাত্যগণের সহিত সুখে অবস্থিত দেখা যাইতেছে; যখন সুলক্ষণা পরম রূপবতী রমণী দুর্দ্দশাপন্না ও অলক্ষণা কুরূপা কামিনীও সৌভাগ্যশালিনী হইতেছে, তখন ভবিতব্যই সকল কার্য্যের হেতু। আমার অপরাধে তোমার ইন্দ্রত্ব লাভ বা তোমার প্রতাপে আমার এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্তি হয় নাই। সম্পত্তি ও বিপত্তির সংঘটন কাল বশতঃই হইয়া থাকে। আজি আমি তোমাকে আমার সমক্ষে মহা আহ্লাদে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিতেছি; যদি কাল আমাকে এরূপ আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে তুমি বজ্রধারী হইলেও আমি এই দণ্ডে তোমাকে মুষ্টি প্রহারেই নিপাতিত করিতাম। কি কি করি, এক্ষণে বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় নহে। এখন শান্তির সময়ই সমুপস্থিত হইয়াছে। কাল সকলকেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠাপিত, আবার সকলকেই নিপাতিত করিয়া থাকে। আমি সমুদয় দানবের অধিপতি, মহাবল পরাক্রান্ত ও মহাগর্ব্বিত ছিলাম। অতএব কাল যখন আমাকেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন সকলকেই আক্রমণ করিতে পারে সন্দেহ নাই। আমি একাকী দ্বাদশ আদিত্যের তেজোরাশি ধারণ করিয়াছিলাম। আমি সলিল বহন পূর্ব্বক উহা বর্ষণ এবং ত্রিলোকে তাপ প্রদান পূর্ব্বক উহার উদ্ভাসন করিতাম। আমি মনে করিলেই লোকদিগকে রক্ষা ও সংহার, দান ও গ্রহণ এবং বন্ধন ও মোচন করিতে পারিতাম। ফলতঃ ত্রৈলোক্যে আমার একাধিপত্য ছিল; কিন্তু কাল বশতঃ এক্ষণে আমার আর সেরূপ প্রভুত্ব নাই। তুমি, আমি বা অন্য কোন ব্যক্তি পালন বা সংহারের কর্ত্তা নহে। কালই পর্য্যায়ক্রমে লোকদিগকে পালন ও সংহার করিয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কালকে পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মাস ও পক্ষ ঐ কালরূপী ঈশ্বরের শরীর, ঐ শরীর দিবা ও রাত্রি দ্বারা সমাবৃত; গ্রীষ্মাদি ঋতু সমুদয় উহার ইন্দ্রিয় এবং বৎসর

উহার মুখ, কোন কোন মহাত্মা স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে এই দৃশ্য পদার্থ সমুদয়কেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদে অব্রহ্মবাদি সত্ত্বে কোষকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন ব্রহ্ম মহাসমুদ্রের ন্যায় অগম্য। তিনি জড় ও চৈতন্য স্বরূপ; তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি লিঙ্গ শরীর বিহীন হইয়াও প্রাণিগণের লিঙ্গ শরীরে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা উঁহাকে নিত্য বলিয়া অবগত আছেন। তিনি অবিদ্যা প্রভাবে চৈতন্য স্বরূপ জীবের জড়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ ঐ জড়ত্ব জীবের স্বরূপ নহে। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের পর আর উহার উদ্ভব হয় না। অতএব তুমি সেই জীবের .একমাত্র গতি কালরূপী পরম ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে? পুরুষ মহাবেগে ধাবমান বা দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। পঞ্চ কাকেন্দ্রিয় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ নহে। তাঁহাকে কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ প্রজাপতি কেহ কেহ ঋতু, কেহ কেহ মাস, কেহ কেহ পক্ষ, কেহ কেহ দিবস কেহ কেহ ক্ষণ কেহ কেহ পূর্ব্বাহ্ণ, কেহ কেহ মধ্যাহ্ণ, কেহ কেহ অপরাহ্ণ, এবং কেহ কেহ মুহূর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। লোক সেই এক ব্রহ্মকে নানারূপে নির্দ্দেশ করে; কিন্তু তিনি কাল-স্বরূপ। তাঁহার অধীনে সমুদয়ই অবস্থান করিতেছে। সেই কালের প্রভাবে তোমার সদৃশ বলবীর্য্য সম্পন্ন কত শত ইন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছে। উঁহার প্রভাবে তোমাকেও অতীত হইতে হইবে। কালই সমুদয় পদার্থের সংহার করিতেছে, অতএব তুমি সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থির হও! কি তুমি কি আমি কি পূর্ব্বতন লোক সমুদয় কেহই কালকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি যে রাজশ্রীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা

নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী লক্ষ্মী কখনই একস্থানে অবস্থান করেন না। উনি তোমার মত সহস্র সহস্র ইন্দ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাকে আশ্রয় করিলেন। আবার অচিরাৎ তোমাকেও পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবেন। অতএব বৃথা গর্ব্বিত হইয়া নিন্দা করিও না।

অহঙ্কার ত্যাগ—

৪০৭। অনিবার্য্য শোকে আক্রান্ত হইলে কেবল শরীরকে সন্তাপিত ও শত্রুগণকে সন্তুষ্ট করা হয়। কেহই অন্যের শোকে শোকযুক্ত হইয়া তাহার দুঃখনাশ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত আমি শোক পরিত্যাগ করিয়াছি। জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে সকলই নশ্বর। সন্তাপ নিবন্ধন রূপ, শ্রী, আয়ু ও ধর্ম্ম সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে হৃদ্গত কল্যাণময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে। মনুষ্য পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেই তাঁহার সমুদয় কামনা সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই। পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহই নিয়ন্তা নাই। তিনি গর্ভস্থ বালককেও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। পরমাত্মার নিয়োগানুসারে কখন ধর্ম্মের কখনও অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যাহার যাহা প্রাপ্তব্য তাহার তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেহ কখনও ভবিতব্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। বিধাতা প্রাণিগণকে বারংবার যে যে গর্ভবাসে নিযুক্ত করেন তাহাদিগকে সেই সেই গর্ভে বাস করিতে হয়। কোন প্রাণীই স্বীয় ইচ্ছানুসারে গর্ভ আশ্রয় করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে ভবিতব্যকেই তাহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। প্রাণিগণ কাল প্রভাবেই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি

কখনও অন্য ব্যক্তিকে সুখ দুঃখ প্রদান করিতে পারে না। অতএব দুঃখের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ ও আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করাই মূর্খতার কার্য্য। কি তপস্বী, কি দেবতা, কি মহাশূর, কি ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কি বনবাসী, আপদ সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু সদসদ্বিচারজ্ঞ মহাত্মারা সেই আপদ দর্শনে কখনই ভীত হয়েন না। হিমালয়ের ন্যায় স্থির প্রকৃতি পণ্ডিতদিগকে কখনই ক্রুদ্ধ, বিষয়াসক্ত অবসন্ন বা হৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা দুর্নিবার দুঃখের সময়ও শোক প্রকাশ করেন না। মহতী অর্থসিদ্ধি যাঁহাকে হৃষ্ট করিতে পারে না, যিনি ঘোরতর ব্যসনেও মুগ্ধ হয়েন না এবং যিনি অবিচলিত চিত্তে সুখজনক দুঃখজনক ও সুখ দুঃখ মিশ্রিত অবস্থা ভোগ করেন, তাঁহাকেই ধুরন্ধর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, দুঃখজনক মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধার্ম্মিক ব্যক্তি যে সভায় গমন করিয়া ধর্ম্মবিপ্লব নিবন্ধন ভীত না হয়, তাহাকে সভা ও তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে সভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব সবিশেষ আলোচনা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা মোহকালেও মুগ্ধ হয়েন না। মহর্ষি গৌতম গার্হস্থ্যাশ্রম নাশ নিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াও বিমোহিত হয়েন নাই। যখন মনুষ্য মন্ত্রবল বীর্য্য, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, চরিত্র, ব্যবহার বা অর্থ সম্পত্তি প্রভাবেও অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না, তখন কোন দ্রব্য লাভ হইল না বলিয়া পরিতাপ করা নিতান্ত নিস্ফল। বিধাতা পূর্ব্বে আমার যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন আমি সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি; সুতরাং মৃত্যু হইতে আমার কিছু-

মাত্র ভয় নাই। মনুষ্য লব্ধব্য বস্তুই লাভ করে, প্রাপ্তব্য সুখ দুঃখই প্রাপ্ত হয় এবং গতব্য স্থানেই গমন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া বিমুগ্ধ না হয়েন, তিনি দুঃখেও সময়েও নির্ব্বিঘ্নে কাল হরণ করিতে পারেন এবং তাঁহাকেই সমুদয় ধনের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৪০৮। স্ত্রীপুত্র বিয়োগ বা ধন নাশ নিবন্ধন ঘোরতর ব্যসন উপস্থিত হইলে লোকের ধৈর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ; ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে শরীর বিশীর্ণ হয় না। শোক বিহীন ব্যক্তি সততই সুখ ও আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। আরোগ্য লাভ হইলেই শরীরের কান্তি পুষ্ট হয়।

৪০৯। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি সাত্ত্বিক বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারই ধৈর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সৎকার্য্যে উৎসাহ হইয়া থাকে।

৪১০। বশীভূত হইলে যে ব্যক্তি নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে সেই পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়।

৪১১। তুমি শোকের সময় শোক আহ্লাদের সময় আহ্লাদে অভিভূত হইও না। অতীত ও অনাগত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সকলেরই উচিত।

৪১২। পুরুষ এক সময়ে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুখী হইয়া থাকে, কাল ক্রমে সেই সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব যে ব্যক্তি কালের মহিমা অবগত থাকে, কাল তাহাকে আক্রমণ করিলে তাহার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। শোক করিলে কখন দুঃখের শান্তি হয় না, প্রত্যুতঃ সামর্থ্যের হ্রাস হইয়া থাকে।

৪১৩। প্রাণিগণের অর্থ, ভোগ, স্থান, ঐশ্বর্য্য ও প্রাণ কিছুতেই চিরস্থায়ী নহে। কাল সমুদয়ই হরণ করিয়া থাকে।

৪১৪। উচ্চ বস্তুর নিপাত ও বিদ্যমান বস্তুর ধ্বংস্ অবশ্যই হইবে। ফলতঃ সমুদয় পদার্থই অনিত্য।

৪১৫। কোন সময়ে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। কি নিমিত্ত দৈত্যদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন কি নিমিত্ত ত্যাগ করিলেন?

যাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, ধৈর্য্যশালী ও স্বর্গলাভে অনুরক্ত, আমি সেই সমস্ত পুরুষের প্রতি অনুরক্ত থাকি। পূর্ব্বে দৈতগণের দান, অধ্যয়ন, সত্য, যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা এবং গুরু অতিথিগণের সৎকার বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাহারা গৃহ-মার্জ্জন তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, হোমপরায়ণ, গুরুশুশ্রূষানিরত, দান্ত, হিতকারী, শ্রদ্ধান্বিত, জিতক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যত্নপূর্ব্বক পুত্র-কলত্র ও অমাত্যদিগকে প্রতিপালন করিত। তাহারা কখনই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিত না। কেহই পরস্ত্রীদর্শনে কাতর হইত না। সকলেই দাতা, গৃহীতা, মান্য, বিনয়জ্ঞ, প্রসাদগুণ সম্পন্ন, সরল, দৃঢ়ভক্তি সমন্বিত, ভৃত্য ও অমাত্যগণের পরিতোষক, কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী, লজ্জাশীল, যত ব্রত, সুস্নাত, সুগন্ধ-চর্চ্চিত, বিদ্যালঙ্কার সমলঙ্কৃত, উপবাস পরায়ণ, তপোনুষ্ঠান নিরত, বিশ্বস্ত, ব্রহ্মবাদী এবং সমুচিত মান ও অর্থসংগ্রহে যত্নবান ছিল। তাহারা সকলেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিত। কেহই প্রাতঃকালে শয়ন, দিবসে নিদ্রাসেবন এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করিত না। তাহারা প্রযত ও ব্রহ্মবাদী হইয়া প্রাতঃকালে ঘৃত ও মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন, নিশীথ সময়ে শয়ন, দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পীড়িত ও স্ত্রীগণের প্রতি অনুগ্রহ

প্রকাশ ও তাহাদিগকে ধন দান এবং ভীত, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিযুক্ত কৃশ হৃত সর্ব্বস্ব ও দুঃখার্ত্তব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা আশ্বাস প্রদান করিত। পরস্পর হিংসা পরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের অতিক্রম করিত না। সতত তপস্যায় অনুরক্ত এবং গুরু ও বৃদ্ধদিগের সেবায় নিরত থাকিত। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের যথাবিধি সৎকার ও তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিত। একাকী উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও পরস্ত্রী গমনে পরাঙ্মুখ ছিল। সর্ব্বজীবের প্রতি আত্মবৎ দয়া প্রকাশ করিত। শূন্যস্থানে বা অযোনিতে বা পর্ব্বকালে বীর্য্যত্যাগ করিত না। সকলেই দান, দক্ষতা, সরলতা, উৎসাহ, অনহঙ্কার সৌহার্দ্দ্য, সত্য, তপস্যা, শৌচ, করুণা প্রীতিকর-বাক্য ও মিত্রগণের প্রতি অদ্রোহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ সমুদয়ে সমলঙ্কৃত ছিল। নিদ্রা, অসম্প্রীতি, অসূয়া, অনবধানতা, বিষাদ ও অন্যান্য স্পৃহা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে দানবগণ এইরূপ গুণসম্পন্ন হওয়াতে তাহাদিগকে আমি আশ্রয় করিয়াছিলাম। এক্ষণে ঐ সমুদয় গুণ পরিত্যাগ করিয়া কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়াছে। ধর্ম্ম উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সভাসদ্‌গণ ধর্ম্ম-কথা কহিতে আরম্ভ করিলে যুবকগণ তাহাদের প্রতি উপহাস ও ঈর্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকদিগের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ অভ্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা তাঁহাদিগের সম্মান করে না। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অনেকে দাসত্ব স্বীকারপূর্ব্বক নির্লজ্জ হইয়া আপনাদের নাম প্রখ্যাপিত করিতেছে, এবং ধর্ম্মহীন গর্হিত কার্য্য দ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। রাত্রিযোগে 'তাহাদিগের চীৎকারধ্বনি শ্রুত এবং অগ্নির

প্রভা মন্দীভূত হইয়া থাকে। পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতেছে। সকলেই সন্তান-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ আচার্য্য ও অতিথিদিগকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। ভিক্ষা প্রদান এবং দেবতা অতিথি ও গুরুদিগের সৎকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের পাচকরা সর্ব্বদা অশুচি হইয়া পাক করে ও তাহারা গুরুজনের নিষেধ না শুনিয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ অনাচ্ছাদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধান্য সমুদয় ইতঃস্ততঃ বিকীর্ণ এবং দুগ্ধ অনাবৃত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট হইতেছে। তাহারাও উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃত স্পর্শ করে। তাহাদিগের গৃহিণীগণ কুদ্দাল দাত্র পেটক, কাংসপাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ সমুদয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদয়ে উপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলে কেহই আর তাহার সংস্কার করে না। সকলেই পশুদিগকে তৃণ জল প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ভৃত্যবর্গ ও সম্মুখস্থ বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভক্ষ্যবস্তু ভোজন করে। তাহারা বৃথা মাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের নিমিত্ত পায়স তিলান্ন প্রভৃতি পিষ্টক সমুদয় পাক করিয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না। তাহাদের প্রতি গৃহে দিবারাত্রি কলহ হইতেছে, উপবিষ্ট মান্য ব্যক্তিকে কেহই আর সম্মান করে না। সকলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছে। শোকানুষ্ঠানে কাহারও আস্থা নাই। তাহাদের মধ্যে জাতিসঙ্করতার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান বা বেদহীন ব্রাহ্মণদিগকে শাসন করে না। দমীগণ দুর্জ্জনাচরিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া হার বলয়াদি বিবিধ আভরণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকরা পুরুষ বেশ এবং পুরুষরা

স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া বিহারাদিতে মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষরা উপযুক্ত পাত্রে অর্থ প্রদান করিলে পুত্র পৌত্রাদিরা তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু নাস্তিকতা নিবন্ধন উহাদের মধ্যে কেহই আর সে ফল ভোগে অধিকারী হইতেছে না। কাহারও কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে সে অতি বিশ্বাসে পাত্র-মিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া তাহাকে সেই দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অল্পমাত্র ধন দ্বারা সঞ্চয় সমুত্থানে প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। সদ্বংশজাত ব্যক্তিরাও পরধনাপহরণ মানসে ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। শূদ্রগণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে অনেকেই বিনা নিয়মে এবং কেহ কেহ বা বৃথা নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছে, শিষ্যরা গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে। গুরুগণ শিষ্যের সহিত সখ্য-ব্যবহার করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের উপর প্রভুত্ব প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের নিকট দীনভাবে আহার প্রার্থনা করিতেছেন। সমুদ্র তুল্য গাম্ভীর্য্যশালী বেদবিদাগ্রগণ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মূর্খরা শ্রাদ্ধান্ন-ভোজন করিতেছে, আচার্য্যগণ শিষ্যের মতানুসারে প্রাতঃকালে তাহাদিগের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাহাদিগের কথানুসারে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া থাকেন। কুল-বধূরা শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সমক্ষেই ভৃত্যগণের শাসন ও স্বামীকে আহ্বানপূর্ব্বক গর্ব্বিতভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করে। পিতা অতি যত্নসহকারে পুত্রের মনোরঞ্জন করিতেছেন। অনেকে ক্রোধ ভরে ধন বিভাগপূর্ব্বক পুত্রগণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধন রাজা বা তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত অথবা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বন্ধু-বান্ধবগণও বিদ্বেষ-প্রভাবে তাহার প্রতি উপহাস করে। ফলতঃ এক্ষণে দৈত্য-

কুলের সমুদয় লোকই কুলধর্ম্ম, নাস্তিক, পাপাত্মা, গুরুদারাপহারী, অভক্ষ্য ভক্ষণে নিয়মবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

বিশুদ্ধকর্ম্মা ব্যক্তিরা প্রজ্ঞা প্রভাবে পরমগতি ও শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।

৪১৬। যাঁহারা স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা অন্যকৃত স্তুতি নিন্দা কাহারও নিকট কীর্ত্তন করেন না। জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই শত্রু কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েন না এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত কার্য্যের জন্য শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কখনই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েন না। পূজাকাল সমুপস্থিত হইলে ব্রত-নিরত হইয়া যথাসাধ্য অর্থব্যয় করেন। সতত জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। কায়মনোবাক্যে কখনও অপকার বা সমকক্ষের প্রতি ঈর্ষা করেন না এবং অন্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া কখনই অনুতাপিত হয়েন না। যাঁহারা অন্যের নিন্দা বা প্রশংসা না করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অন্যকৃত নিন্দা ও প্রশংসা শ্রবণ করিতে হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী প্রশান্ত-বুদ্ধি ব্যক্তিরাই হর্ষ, ক্রোধ ও পরোপকার পরিত্যাগপূর্ব্ব জীবকে দেহ হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া পরম-সুখে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদিগের একজনও বান্ধব বা শত্রু নাই এবং যাঁহারা কাহারও বন্ধু বা শত্রু নহেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পরম-সুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ধর্ম্ম-পথ আশ্রয় করেন, তাঁহারা সতত সন্তুষ্ট থাকেন; আর যাঁহারা ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করে, তাহারা সততই বিষাদ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি যাহা হইতে যে বস্তুর বাঞ্ছা করে, সেই ব্যক্তি তাহা হইতে তাহাই

লাভ করুক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ঈর্ষা নাই। প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা কিছুমাত্র লাভালাভ হইবে না। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা অবমানিত হইলে অবমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিতুষ্ট ও সম্মানিত হইলে সম্মানকে বিষতুল্য বিবেচনা করিয়া উদ্বেজিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদোষ বিমুক্ত মহাত্মারা অন্য কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া সুখে থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে তাহার নিদ্রা হয় না।

ভূমণ্ডলে কোন ব্যক্তি সকলের প্রিয়?

৪১৭। তিনি যেরূপ সচ্চরিত্র, তদনুরূপ শ্রুত সম্পন্ন, তথাপি তিনি স্বীয় সচ্চরিত্রের নিমিত্ত অণুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করেন না। ক্রোধ, চপলতা ভয়, দীর্ঘসূত্রিতা তাঁহার শরীর হইতে একবারে দূরীভূত হইয়াছে। যিনি আধ্যাত্মবেত্তা শক্তিমান, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সরল, সত্যবাদী, তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান, বিনয়ী, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ সুশীল, লজ্জাশীল, বাগ্মী, মৃদুভাষী, সঙ্গীত-বিদ্যায় নিপুণ, সুন্দর বেশধারী পবিত্রান্ন ভোজন নিরত, পবিত্র, সদালাপী ও ঈর্ষাবিহীন তিনি সর্ব্বদা সকলের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার শরীরে পাপের লেশমাত্র নাই। তিনি অন্যের অনর্থে প্রীত হয়েন না। তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তিনি সকলকেই সমান জ্ঞান ও সকলের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্য-বিন্যাস করেন। তিনি বহুশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত, বিচিত্রভাষী এবং কামনা, শঠতা, দীনতা, ক্রোধ ও লোভ বিহীন। তিনি জন্মাবধি অর্থ বা কমের নিমিত্ত কাহারও সহিত কোন বিবাদ করেন নাই। তাঁহার দোষ সমুদয় উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি দৃঢ়-ভক্তি-পরায়ণ ও ভ্রম-প্রমাদ পরিশূন্য; অর্থ বা কামে তাঁহার কিছু-মাত্র যত্ন নাই। তিনি সংসর্গ বিহীন হইয়াও সংসর্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি সন্দর্শন করেন;

তিনি কখন কাহারও নিন্দা বা আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হয়েন না। কদাচ কোন শাস্ত্রে অসূয়া প্রকাশ ও বৃথা কালক্ষেপ করেন না এবং নীতি অবলম্বন করিয়াই কালযাপন করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু কখনই উঁহার অনধাবনতা লক্ষিত হয় না। লোক তাঁহাকে মঙ্গল-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। তিনি কখনই কাহারও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন না এবং অর্থলাভ হইলে হৃষ্ট বা লাভ না হইলে দুঃখিত হয়েন না। এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি কাহার প্রিয়পাত্র না হয়?

৪১৮। যারপর নাই ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বৃদ্ধ, আতুর, বুভুক্ষু ও শত্রু সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে আহার প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪১৯। যথার্থ যোগ্য পাত্রে কিছুমাত্র অদেয় নাই। সাধুব্যক্তি যদি উচ্চৈশ্রবা অশ্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, যে কোনরূপে হউক তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতে চেষ্টা করা উচিত।

৪২০। ধৃতিমান্, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মবেত্তা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষ ক্রোধ বিহীন লোককে কোন কালেই অবসন্ন হইতে হয় না।

৪২১। বুদ্ধিমান অগ্রে পাপবিহীন, অল্পাহার নিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কাম ক্রোধকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিতে বাসনা করিবেন।

৪২২। বুদ্ধিমান ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয় রূপ সলিলে সমাকীর্ণ, ক্রোধরূপ পঙ্ক সমন্বিত, লোভরূপ মূল সম্পন্ন, দুস্তর সংসার-নদী অক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মোহপ্রদ কালকে নিরন্তর সমুদ্যত দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বভাবরূপ স্রোত, বর্ষরূপ আবর্ত্ত, মাসরূপ তরঙ্গ, ঋতুরূপ বেগ, পক্ষরূপ উপল নিমেষ ও উন্মেষরূপ ফেন, দিবারাত্রি,

ও অর্থরূপ জল, কামরূপ গ্রাহ, বেদরূপ পোত, ধর্ম্মরূপ দ্বীপ, সত্য বাক্য ও মোক্ষরূপ তীর, অহিংসারূপ তরু ও যুগরূপ হ্রদ, সমুদয় আশ্রয় করিয়া নিরন্তর যুক্ত, অপ্রতিহত বলশালী ব্রহ্মভূত, কালরূপ মহানদী বিশ্বসংসার প্রবাহিত করতঃ ঈশ্বর সৃষ্ট ভূতগণকে শমন ভবনে নীত করিতেছে। উদারচেতা পণ্ডিতরা জ্ঞানময় পোত দ্বারা অনায়াসে সেই কাল নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। জ্ঞানপোত-বিহীন লঘুচেতা মানবগণ কখনই উহা পার হইতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা দূর হইতেই সকল বিষয়ের গুণ দোষ দর্শন করিতে পারেন; সুতরাং কাল-নদী উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় না। আর কামাত্মা চলচিত্ত, লঘুচেতা ব্যক্তিরা সততই সংশয়াপন্ন থাকে সুতরাং তাহাদের ঐ নদী পার হইবার সম্ভাবনা নাই।

৪২৩ সংস্কারাপন্ন, দমগুণান্বিত, সংযতাত্মা, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উভয় লোকেই সিদ্ধলাভ করিতে পারেন।

৪২৪। গৃহীব্যক্তিরা বোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া শমদমাদি গুণ অনুসরণ পূর্ব্বক নিরন্তর পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলের ভোজনাবসানে ভোজন করিবেন। হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সাধুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান, শিষ্টাচার আশ্রয় ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তি বিধান তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪২৫। শ্রুতি বিজ্ঞানতত্ত্বে, শিষ্টাচারপরায়ণ, স্বধর্ম্মপরতন্ত্র, ধর্ম্ম-সঙ্কর বর্জ্জিত, ক্রিয়াবান, শ্রদ্ধান্বিত, দাতা, অসূয়াবিহীন, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সমুদয় দুস্তর বিষয় হইতে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

৪২৬। মূঢ় ব্যক্তিরা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি মনে করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয় ও অধর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি বালকের ন্যায় ঐ উভয় কার্য্যই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে জন্ম-মরণনিবন্ধন বার বার কষ্টভোগ করিতে হয়।

৪২৭। মুক্তি যদি প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সমুদ্রের উত্তুঙ্গ-তরঙ্গে উন্মগ্ন ব্যক্তি যেমন ভেলা অবলম্বন করিয়া পার হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য জ্ঞান-আশ্রয় করিলে অনায়াসে এই সংসার-সাগর হইতে পার হইতে পারে। যাঁহারা জ্ঞানবান তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞদিগকে মোক্ষলাভে অধিকারী করিতে সমর্থ হয়েন; কিন্তু যাঁহারা কিছুমাত্র জ্ঞানোপার্জ্জন করেন নাই তাঁহারা আপনাকে বা অন্যকে কদাচ বিমুক্ত করিতে পারেন না।

৪২৮। যিনি মমতা ও অহঙ্কার পরিশূন্য, সুখদুঃখাদি বর্জ্জিত ও নিঃসংশয়, যাঁহার শরীরে ক্রোধ বা দ্বেষের লেশ মাত্র নাই; যিনি কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না; তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়াও যিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করেন; যিনি কদাচ অন্যের অশুভ-চিন্তা করেন না, যিনি কায়মনোবাক্যে পরপীড়া প্রদানে পরাঙ্মুখ থাকেন এবং যিনি সর্ব্ব-ভূতের প্রতি সমদর্শী তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৪২৯। যিনি বিষয়লাভে অভিলাষী না হইয়া অযত্ন-সুলভ বস্তু প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; যিনি লোভ পরাঙ্মুখ, দুঃখশূন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহশীল, যিনি কদাচ অন্যকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেন না; যিনি সত্যসঙ্কল্প, যিনি সকলের প্রতি সমভাব স্থাপন

করেন; লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্যজ্ঞান; প্রিয় বা অপ্রিয় উপস্থিত হইলে যিনি হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয়েন না; নিন্দা বা স্তুতিবাদকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যিনি স্পৃহাশূন্য, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও অহিংসক সেই যোগীই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

৪৩০। যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল স্বভাবকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহারা মূঢ়। আর যাহারা স্বভাবই কারণ; এই মত অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হয় তাহারা কখনও আপনার হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারেন না।

৪৩১। দেবতারা বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরাণ ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

৪৩২। গৃহস্থধর্ম্ম।

গৃহীদিগের ব্রত সমুদয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দিবাভাগে এবং প্রথম রাত্রিতে ও শেষ রাত্রিতে নিদ্রানুভব করা, দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবারের অধিক ভোজন করা ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রী-সম্ভোগ করা গৃহস্থের কখনই কর্ত্তব্য নহে। গৃহিগণ গৃহাগত ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইবেন এবং বেদ-বিদ্যা-বিশারদ, স্বধর্ম্মোপজীবী জিতেন্দ্রিয়, ক্রিয়াবান, তপস্বী শ্রোত্রিয়গণ অতিথি হইলে তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া হব্য-কব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। কি স্বধর্ম্মজ্ঞাপনার্থ, বৃথা নখ-লোমধারী, অগ্নিহোত্র পরিত্যাগী, গুরুর অপ্রিয়কারী ব্যক্তি, কি চণ্ডাল যে হউক না কেন, গৃহে উপস্থিত হইলেই তাহাকে ভোজন প্রদান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তিরা প্রত্যহ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে এবং অন্য অন্য প্রাণিগণকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করিবেন। প্রত্যহ বিঘস ও অমৃত

ভোজন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। পোষ্যবর্গের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষের নাম বিঘস ও যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষের নাম অমৃত। স্বদারনিরত, অসূয়া-বিহীন, জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণ ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, পিতা, মাতা, সগোত্র, স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা, কন্যা ও দাসবর্গের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ ও সমুদয় লোক জয় করিতে সমর্থ হয়েন। পণ্ডিতরা আচার্য্যকে ব্রহ্মলোকের, পিতাকে প্রজাপতি লোকের, অতিথিকে ইন্দ্রলোকের, ঋত্বিকগণকে দেবলোকের, সগোত্রা স্ত্রীকে অপ্সরালোকের, জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে দিক সমুদয়ের, মাতা ও মাতুলকে পৃথিবীর এবং বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে আকাশের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতএব গৃহস্থগণ ইহাদিগের উপাসনা করিলে ব্রহ্মলোকাদি জয় করিতে পারেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় দেহস্বরূপ, ভৃত্যবর্গ ছায়া স্বরূপ এবং দুহিতা অনুগ্রহের ভাজন। অতএব জিতক্লম, ধর্ম্মশীল, গৃহধর্ম্ম নিরত, বিদ্বান ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ সহোদরাদি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অকাতরে উহা সহ্য করিবেন। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মপরায়ণ গৃহীদিগের কর্ত্তব্য নহে।

৪৩৩। ইহলোকে যাহা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর নাই।

মনুষ্য যত্নবান হইয়া স্বীয় শিশুসন্তান দিগের ন্যায় কুমার্গগামী ইন্দ্রিয় দিগকে বুদ্ধি দ্বারা সংযমিত করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে। মন ও ইন্দ্রিয় গণের একাগ্রতাই পরম ধর্ম্ম। অতএব মনুষ্য যখন সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া পরিতৃপ্ত চিত্তে অবস্থান করিবে তখনই তুমি আত্মাতে সেই সনাতন পরমব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মারাই সেই

সর্ব্বব্যাপী বিধূম পাবকের ন্যায় পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন পুষ্পফল সমন্বিত বহুশাখা সম্পন্ন মহাবৃক্ষ আপনার কোন স্থানে পুষ্প ও কোন স্থানে ফল বিদ্যমান আছে, তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ সোপাধি জীব আমি কোথা হইতে আগমন করিয়াছি ও কোথায় গমন করিব, তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু অন্তরাত্মা সমুদয়ই দর্শন করিতেছেন। মনুষ্য আত্মজ্ঞান রূপ প্রদীপ্ত দীপ দ্বারা সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে। অতএব তুমি আত্মজ্ঞান প্রভাবে পরব্রহ্মকে দর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দেহাত্ম ভাব পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি নির্মোক নির্মুক্ত সর্পের ন্যায় সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন, তিনিই ইহ লোকে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়া দেহান্তর সম্বন্ধশূন্য ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ভবসাগরগামী দুস্তর দেহ নদী অব্যক্ত রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় উহার জল-জন্তু, মন ও সঙ্কল্প উহার তীর, লোভ ও মোহ উহার তৃণ, কাম ও ক্রোধ উহার সরীসৃপ, সত্য উহার তীর্থ, মিথ্যা উহার চাঞ্চল্য, ক্রোধ উহার পঙ্ক, জিহ্বা উহার আবর্ত্ত ও বাসনা উহার দুস্তর পাতাল স্বরূপ। ঐ নদী সর্ব্বস্থানে ভীষণ তরঙ্গ মালা বিস্তার পূর্ব্বক লোক সমুদয় প্রবাহিত করিতেছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কদাচ উহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না। ধৈর্য্যশালী জ্ঞানবান মনীষিগণই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। তুমি জ্ঞান বলে সেই দেহনদী উত্তীর্ণ হও। তাহা হইলেই বিষয়মুক্ত, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে। এক্ষণে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পর্ব্বতস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর। হর্ষ ক্রোধবিহীন ও অনৃশংস হইলেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিলয়ের তত্ত্ব দর্শনে সমর্থ হইবে। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতরা এই

দেহ নদী তরণ রূপ ধর্ম্মকেই সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৪৩৪। জলচর পক্ষী যেমন সলিল মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ও সলিলে নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ দেহাভিমান-পরিশূন্য জ্ঞানবান যোগী বিষয় ভোগ করিয়াও কখন বিষয় দোষে লিপ্ত হয়েন না। যাঁহারা পূর্ব্বকৃত কার্য্য সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মার প্রতি অনুরক্ত হয়েন, যাঁহাদিগের বিষয় বাসনা কিছুমাত্র নাই এবং যাঁহারা সমুদয় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিষয় বাসনা বিস্তার না করিয়া কেবল জ্ঞানকেই বিস্তার করিয়া থাকে।

৪৩৫। ধর্ম্ম কি পদার্থ বা কি হইতেই বা উৎপন্ন হয়? ইহলোকে মঙ্গল লাভের নিমিত্ত যে কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায় তাহাই না পরলোকের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয়। অথবা এই লোক বা পরলোকের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয়?

সদাচার স্মৃতি বেদ ও অর্থ এই চারি বিষয় ধর্ম্মের জ্ঞাপক। মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ইহকাল ও পরকালে সুখরূপ উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনে উদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহাকে নিশ্চয় পাপ ভোগ করিতে হয়। পাপ পরায়ণ পুরুষরা কদাচ পাপ হইতে বিমুক্ত হয় না। কিন্তু কেহ কেহ আপদ কালে পাপাচরণ করিয়াও নিষ্পাপ হয় এবং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াও সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হয়। আচারই ধর্ম্মের আশ্রয়; সেই আচার অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম অবগত হইবে। মনুষ্যের স্বভাব এই, তাহারা আপনার

অধর্ম্ম কিছুতেই প্রকাশ করে না, কিন্তু অন্যের পাপাচার সুপ্রচারিত করিয়া থাকে। দেখ, তস্কর অরাজক রাজ্যে অন্যের অর্থ অপহরণ করিয়া অশঙ্কিত চিত্তে আপনার ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করে। কিন্তু অন্যে যখন তাহার ধন গ্রহণ করে, তখন সে রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার নামে অভিযোগ করিয়া থাকে। সে সময়েও স্বধন সন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধন হরণ করিতে তাহার স্পৃহা জন্মে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ স্বভাব এবং যে আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া জ্ঞাত আছে, সে নির্ভয়ে রাজদ্বারে গমন করিতে পারে। সত্য বাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। সত্যে সমস্ত বস্তুই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাপপরায়ণ উগ্র স্বভাব সম্পন্ন মনুষ্যরা সত্য প্রভাবেই নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা পরিহার ও পরস্পর একতাবন্ধন করিয়া থাকে। তাহারা যদি নিয়মের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরস্পর বিনষ্ট হইয়া যায়। পরস্বাপহরণ না করাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন বলবান ব্যক্তি "পরধন অপহরণ করা অকর্ত্তব্য" ইহা দুর্ব্বল দিগের বাক্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। দৈব তাহাদের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকুল সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে কেহই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান বা সুখী নাই। অতএব সরল ভাব অবলম্বন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যিনি কাহারও অনিষ্ট না করিয়া পবিত্র ভাবে নির্ভয়ে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর অসাধু, তস্কর, বা ভূপাল হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতে হয় না। তস্কর নগর-প্রবিষ্ট মৃগের ন্যায় সকল লোক হইতেই ভীত হইয়া থাকে এবং আপনার ন্যায় অন্যকে পাপপরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ স্বভাব, সে প্রফুল্ল মনে নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে এবং কদাপি অন্য হইতে আপনার অনিষ্টাশঙ্কা করে না। যাঁহারা

প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠাননিরত, তাঁহারাই দান ধর্ম্মের বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ধনীরা দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ ঐ বিধিকে দরিদ্র-নির্দ্দিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, এই জীবলোকে কাহারই সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান বা সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অন্যে তাহার অনিষ্ট করিলে সহ্য করিতে পারে না, অন্যের অনিষ্টাচরণ করা কি তাহার উচিত? যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন রমণীর উপপতি হয়, অন্যের দোষ সহ্য করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সে প্রায়ই অন্যকে সেই রমণীর উপপতি হইতে দেখিলে তাহার সেই দোষ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, অন্যের প্রাণ সংহার করা তাহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা আপনার হিতকর বলিয়া বোধ করিবে, তাহা অন্যের প্রিয়কর জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন নির্দ্ধন দরিদ্রদিগকে প্রদান করিবে এই কারণেই ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত কুসীদ বৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিলে দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সততই সেই পথ আশ্রয় করা উচিত। যদি কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকে, তথাচ ধর্ম্মপথে বিচরণ করাই কর্ত্তব্য। মনীষি-গণ হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বন করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে বিধাতা ধর্ম্মকে দয়া প্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। সাধু ব্যক্তিরা সেই পরম ধর্ম্মলাভের নিমিত্তই সতত চেষ্টা করিয়া থাকেন। সরলতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; কদাচ কপট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে।

৪৩৬। যে ব্যক্তি সকলের সুহৃদ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সকলের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনিই যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ।

৪৩৭। লোক যখন স্বয়ং কাম, বিদ্বেষ ও ভয় পরিত্যাগ করে, কায়মনোবাক্যে কোন জীবের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হয়, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে।

৪৩৮। অভয় দান।

অভয়দানের তুল্য পরম ধর্ম্ম আর নাই। যে ব্যক্তি নিতান্ত ক্রূর-ভাষী ও কঠিন দণ্ডকারী এবং লোক মৃত্যুমুখের ন্যায় তাহা হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহ মহাভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মূঢ়রা সদাচারের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ যে ব্যক্তি দমগুণ অবলম্বন ও দ্রোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুজনাচরিত আচার আশ্রয় করে তাহারই অচিরাৎ ধর্ম্মলাভ হয়।

যে মহাত্মা কখনও কোন প্রাণীকে ভয় প্রদর্শন না করেন, তিনিই সর্ব্বদা সমুদয় প্রাণী হইতে অভয়লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। লোক সমুদয় ভীষণ গর্জ্জনশীল বৃষের ন্যায় যে ব্যক্তি হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি সমুদয় লোক হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা অভয়দান রূপ আচার প্রতিপালন করেন, তাঁহারা সহায়সম্পন্ন, উৎকৃষ্ট ভোগশালী ও সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন। পণ্ডিতরা শাস্ত্রে তাঁহাদিগকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাদিগের হৃদয়ে অল্পমাত্র ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি নিহিত আছে, তাহারা কীর্ত্তিলাভের নিমিত্ত অভয়দান রূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; আর যে সকল লোক ধর্ম্ম বিষয়ে সমধিক পারদর্শী, তাঁহারা ব্রহ্মলাভের নিমিত্তই লোকদিগকে অভয়দান করিয়া থাকেন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও জ্ঞানোপদেশ দ্বারা যে ফললাভ করা যায় একমাত্র অভয়দান দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে

ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকে অভয় দান করে, সেই ব্যক্তির সমুদয় যজ্ঞের ফল ও অভয় লাভ হয় সন্দেহ নাই। লোক সমুদয় গৃহগত সর্পের ন্যায় যাহার ভয়ে সতত উদ্বেগযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি কি ইহলোকে কি পরলোকে কুত্রাপি ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না, যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সমুদয় প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন করেন, দেবগণ ও তাঁহার সর্ব্ব লোকাতিগ পদ অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন। অভয়দান সমুদয় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই।

৪৩৯। যেমন নদীবেগসহকারে কাষ্ঠ দ্বয়ের পরস্পরের সংযোগ ও বিচ্ছেদ হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম-প্রবাহ দ্বারা পিতা-পুত্রাদির পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ হইয়া থাকে।

৪৪০। কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিরা একবার সৌভাগ্যশালী হইয়া কর্ম্মফলের ক্ষয় নিবন্ধন পুনরায় দুর্ভাগ্য যুক্ত হয়, এই নিমিত্ত জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বিনশ্বর কাম্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন।

৪৪১। যে কার্য্যদ্বারা সমুদয় জীবের অভয়লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেবল লোকাচার কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না।

৪৪২। গো সমুদয় অঘ্ন্য নামে বিখ্যাত আছে। অতএব তাহা-দিগকে বিনষ্ট বা নিপীড়িত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বৃষ অথবা গাভীর হিংসা করে তাহাকে মহৎপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

৪৪৩। জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া কেহ কখনও জীবন-ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

৪৪৪। লুব্ধস্বভাব ধনপরায়ণ আস্তিকরা বেদবাক্যের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইয়া, সত্যের ন্যায় লক্ষিত মিথ্যাময় ক্ষত্রিয় যজ্ঞের

অনুষ্ঠান ও যজমানকে বিবিধ বস্তুদানে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। যজমান সেই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করে এবং তন্নিমিত্ত নানাপ্রকার তস্করতা প্রভৃতি বিবিধ অসৎকার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়।

৪৪৫। পরম পুরুষার্থ লাভ লোলুপ, বৈরাগ্যযুক্ত ও মৎসরতা শূন্য ব্যক্তিরা সত্য পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন।

৪৪৬। যাঁহারা ধর্ম্মের আধার, কার্য্যাকার্য্য বিচারে সমর্থ এবং যাঁহারা ধর্ম্মেই সুখানুভব করেন, তাঁহারা অন্তরাত্মাতে পরমাত্মাকে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানবান ও সংসার সাগরের পরপারাভিলাষী, তাঁহারা যে স্থানে শোক, দুঃখ ও পতনের ভয় নাই, সেই পবিত্র জন সেবিত পরম পাবন ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁহারা স্বর্গ, যশ, বা ধনলাভের অভিলাষে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না; কেবল সজ্জনসেবিত পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং হিংসা ধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া যাগ ও যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, বনস্পতি, ওষধি ও ফলমূলকেই যজ্ঞসাধক বলিয়া অবগত আছেন। লুব্ধ-স্বভাব ঋত্বিকগণ উহাদিগের নিকট কিছুমাত্র ফললাভের প্রত্যাশা নাই বলিয়া উহাদিগকে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করান না। যে সকল ব্রাহ্মণ যথার্থ জ্ঞানবান, তাঁহারা আপনাদিগকেই যজ্ঞীয় উপকরণ রূপে কল্পনা করিয়া প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

৪৪৭। পশুহিংসা অপেক্ষা পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাই শ্রেয়স্কর।

৪৪৮। সকল নদীই সরস্বতীর ন্যায় শুদ্ধিপ্রদ, সমস্ত পর্ব্বতই পরম পবিত্র। ফলতঃ যেস্থানে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়,

সেই স্থানই উৎকৃষ্ট তীর্থ। অতএব তুমি তীর্থ পর্য্যটন নিমিত্ত দেশ-বিদেশ গমন করিও না।

৪৪৯। অহিংসাদি কর্ম্মসমুদয় উভয় লোকেই মানবগণকে পরিত্রাণ করে। আর হিংসাদি কর্ম্ম লোকের বিশ্বাস বিনষ্ট করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।

৪৫০। শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা।

কর্ম্ম মন্ত্রবিহীন বা ব্যগ্রতা নিবন্ধন অঙ্গহীন হইলেও একমাত্র শ্রদ্ধা প্রভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু উহা শ্রদ্ধাবিহীন হইলে কি মন্ত্র কি অনুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কিছুতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

৪৫১। শ্রদ্ধাবান ও পবিত্র এই উভয়ের মধ্যে অশ্রদ্ধা-নিবন্ধন পবিত্র ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত নিন্দনীয় এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতি বদান্য বৃদ্ধিজীবী এই উভয়ের মধ্যে বেদজ্ঞ কৃপণের অন্ন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু বৃদ্ধিজীবী ব্যক্তি অতি বদান্য হইলেও তাহার অন্ন গ্রহণ করা কদাপি বিধেয় নহে। ফলতঃ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার নাই ও তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অশ্রদ্ধা অপেক্ষা গুরু পাপ ও শ্রদ্ধা অপেক্ষা পাপ নাশের প্রধান উপায় আর কিছুই নাই। সর্প যেমন স্বীয় জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি শ্রদ্ধাবলে পাপকে দূরীকৃত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাসহকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া সমুদয় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি স্বভাবগত সমুদয় দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন, তিনি যথার্থ পবিত্র। তাঁহার তপস্যা, আচার ব্যবহার অন্যান্য প্রযত্নে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

৪৫২। বিশৃঙ্খল সংশয়াত্মা মূঢ়প্রকৃতি নাস্তিকরাই হিংসা-যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। মানবগণ কেবল কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই যজ্ঞভূমিতে পশুহিংসা করিয়া থাকে। ধর্ম্ম পরায়ণ মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই প্রমাণানুসারে সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অহিংসাই সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে সকল মনুষ্য যজ্ঞ বৃক্ষ ও যুপগণের উদ্দেশে পশুচ্ছেদন করিয়া বৃথা মাংস ভোজন করে, তাহাদিগের সেই কর্ম্ম কথনই প্রশংসনীয় নহে। ধূর্ত্তরাই মদ্য, মাংস, মধু, মৎস্য তালরস ও যবাগুতে আসক্ত হইয়া থাকে। বেদে ঐ সমুদয় ভক্ষণের বিধি নাই। বস্তুতঃ কাম, লোভ ও মোহ বশতঃই লোকের ঐ সকল দ্রব্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমুদয় যজ্ঞেই বিষ্ণুর আবির্ভাব আছে, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদ-কল্পিত যজ্ঞীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও সুস্বাদু পায়স দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন। শুদ্ধভাবাপন্ন মহানুভবগণ কর্ত্তৃক যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়, তৎসমুদয়ই দেবোদ্দেশে প্রদান করা যাইতে পারে।

৪৫৩। পিতা।

পিতা স্বয়ং স্বীয় শীল, গোত্র, ও কুলের রক্ষণার্থ পত্নীতে পুত্ররূপে আত্মাকে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। পিতা-জাত কর্ম্ম ও উপনয়ন কালীন যে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা তাঁহারই গৌরব দৃঢ়-রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরণ-পোষণ ও অধ্যাপনা নিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। বেদে ইহা কীর্ত্তিত আছে যে, পিতা পুত্রকে যাহা অনুমতি প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। পুত্র পিতাকে কেবল প্রীতিদান করে; কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদি সমুদয় দেয় বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব অবিচারিত চিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্দারা পুত্র সমুদয় পাপ হইতে

পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা পুত্রকে অন্নদান, অশন বসনাদি প্রদান, বেদাধ্যায়ন ও লোকাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পিতা স্বর্গ, ধর্ম্ম ও তপস্যা স্বরূপ পিতাকে প্রীত করিলেই দেবগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যাহা উচ্চারণ করেন, সে সমুদয়ই পুত্রের আশীর্ব্বাদ রূপে পরিণত হয়। পিতা আহ্লাদিত হইলেই পুত্র সমুদয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। বৃক্ষ হইতে ফল পুষ্প নিপতিত হয়; কিন্তু পিতা ক্লেশগ্রস্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না।

৪৫৪। মাতার বিষয়।

অরুণ যেমন হুতাশনের উৎপত্তির হেতু, তদ্রূপ জননী এই পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রধান কারণ। আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের জননীই সুখের একমাত্র আধার। মাতা বর্ত্তমান থাকিলে আপনাকে সহায় সম্পন্ন এবং মাতৃবিয়োগ হইলেই আপনাকে অনাথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। লোক শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও জননীকে সম্বোধন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে আর শোকাবেগ সহ্য করিতে হয় না। যাহার জননী বিদ্যমান থাকে সে পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন ও শতবর্ষ বয়স্ক হইলেও আপনাকে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সমর্থ বা অক্ষম হউক স্থূল বা কৃশই হউক মাতা সততই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মাতা ব্যতীত পুত্রের পোষণ কর্ত্তা আর কেহই নাই। মাতৃবিয়োগ হইলেই লোক আপনাকে বৃদ্ধ বা দুঃখিত বলিয়া জ্ঞান করে; এবং সমুদয় জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিয়া থাকে। মাতার সমান তাপনাশের স্থান, গতি, পরিত্রাণ ও প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। মাতা জঠরে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জন্মের কারণ বলিয়া জননী, অঙ্গাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অম্বা, এবং পুত্র প্রসব করেন বলিয়া বীরসূ নামে কীর্ত্তিত

হইয়া থাকেন। শৈশাবস্থায় জননী পুত্রকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতাকে সেবা করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্র মাতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া মাতা পুত্রের অপর দেহ স্বরূপ। মাংস শোণিত সম্পন্ন কোন্ সচেতন ব্যক্তি স্বীয় দেহের ন্যায় জননীর দেহ বিনষ্ট করিতে পারে? মৈথুন সময়ে পিতা ও মাতা উভয়েই উৎকৃষ্ট পুত্র লাভের অভিলাষ করেন, কিন্তু ঐ অভিলাষ পিতা অপেক্ষা মাতারই সমধিক হয়, সন্দেহ নাই। পুত্র যাহার ঔরসে ও যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করে, তাহা মাতার অপরিজ্ঞাত থাকে না। ভরণ-পোষণ নিবন্ধন পুত্রের প্রতি জননীর সমধিক প্রীতি ও স্নেহ জন্মে। এদিকে আবার পিতারই পুত্রে সমধিক অধিকার।

৪৫৫। পতির কর্ত্তব্য।

যদি পুরুষ কোন রমণীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার রক্ষায় পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ ঘটিলেও সে নিন্দনীয় হয় না। স্ত্রীকে ভরণ ও প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ ভর্ত্তা ও পতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; এই উভয়বিধ গুণ বিরহে তাহাকে ভর্ত্তা বা পতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই। ফলতঃ স্ত্রী ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলেই তাহার স্বামীকেই সেই বিষয়ে অপরাধী বলিয়া স্থির করা উচিত। পুরুষেরই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধ; স্ত্রীলোক পুরুষেরই একান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধিনী হইতে পারে না।

৪৫৬। পিতাতে দেবতা সকলই অধিষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পিতা কেবল পারলৌকিক শুভদাতা, কিন্তু মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই শুভ প্রদান করিয়া থাকেন।

৪৫৭। মিত্র বধ ও কার্য্য পরিত্যাগ সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই করা কর্ত্তব্য। অনেক দিন বিবেচনার পর যে মিত্রতা স্থাপিত হয়, তাহা বহুকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্ট চিন্তা, অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও পাপাচরণ বিষয়ে বহুকাল বিলম্ব করাই বিধেয়। লোক ভৃত্য ও স্ত্রীলোকের অপরাধ অস্পষ্টরূপে অবগত হইলে তাহাদের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত বহুক্ষণ বিচার করিবে।

৪৫৮। কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে বহুকাল বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বহুকাল ক্রোধসম্বরণ ও বহু বিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে পরিশেষে আর সন্তাপ-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। বহুকাল বন্ধুবর্গের সহবাস করিবে। দেবতাকে বহুকাল ধ্যান করিয়া পূজা করা কর্ত্তব্য বহুক্ষণ কার্য্যানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। বহুকাল পণ্ডিত মণ্ডলীর উপাসনা, শিষ্ট ব্যক্তিদিগের সেবা ও আত্মার একাগ্রতা সম্পাদন করিলে মনুষ্য সকলের সমাদর-ভাজন হইতে পারে। যিনি সকলকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর পশ্চাত্তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না।

৪৫৯। কখনও কখনও অসাধুব্যক্তিও সাধু হইতে সচ্চরিত্রতা লাভ করে এবং অসাধু হইতেও সুসন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব লোকের প্রাণ বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে।

৪৬০। যে লোক স্বীয় চরিত্র সংশোধন না করিয়া অন্যের চরিত্র শোধনে যত্নবান হয়েন, সেই ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র বিষয়াসক্ত লোকের নিশ্চয়ই উপহাস্যাস্পদ হইতে হয়।

৪৬১। জীব সমুদয় যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রম নিবাসী ব্যক্তিরা একমাত্র গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রভাবেই জীবন ধারণ করে। গৃহী ব্যক্তিরাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। গার্হস্থ্যধর্ম্মই সুখার্থী ব্যক্তিগণের সুখের মূল। সন্তান উৎপাদনই মনুষ্যের সুখলাভের প্রধান কারণ, কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। গৃহস্থ দ্বারাই তৃণ, ধান্য ও পর্ব্বত-জাত সোমলতা প্রভৃতি ওষধি সমুদয় সংগৃহীত হয়, এবং ওষধি হইতে লোকে প্রাণ রক্ষা হয়, সুতরাং গার্হস্থ্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জীবনের কারণ বলিতে হইবে। কোন্ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমকে মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? শ্রদ্ধাবিহীন, অনভিজ্ঞ, স্থূলদৃষ্টি, আলস্যপরায়ণ, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালনে অসমর্থ, পরিশ্রান্ত, মূঢ় ব্যক্তিরাই প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক শান্তির উপায় দর্শন করিয়া থাকে।

৪৬২। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত হিংসা-বিহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন সনাতন ধর্ম্ম তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

৪৬৩। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া, পরধনাপহরণ এবং ক্রোধ-বশতঃ কাহাকেও প্রহার করেন না, তাঁহার হস্তদ্বয় রক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই বাগ্দ্বার সুরক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগপূর্ব্ব শরীর রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার ও সতত সাধুদিগের সহিত সহবাস করেন, তিনি জঠর দ্বার রক্ষা করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক পত্নী সত্ত্বে সম্ভোগার্থ অন্য কামিনীর পাণিগ্রহণ, পরস্ত্রী-গমন বা ঋতু সময় ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে

বিহার না করেন, তাঁহারই উপস্থ দ্বার পরিরক্ষিত হয়। যে মহাত্মা এইরূপ চারি দ্বার সুরক্ষিত করিতে পারেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদয় দ্বার রক্ষা করিতে না পারে তাহার সমুদয় কার্য্যই নিষ্ফল হয়।

৪৬৪। যে মহাত্মা উত্তরীয়, বসন ও উত্তম শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহুরূপ উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে ভূমি-শয্যায় শয়ন করেন, যিনি দম্পতিদিগকে পরস্পরানুরক্ত দেখিয়া ও ঈর্ষাশূন্য-চিত্তে একাকী বিহার করিতে পারেন, যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীর গতি ও প্রকৃতি ও বিকৃতি সমন্বিত সমুদয় পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন এবং যিনি সমুদয় প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়া কোন প্রাণী হইতে ভয় বা কোন প্রাণীকে ভয় প্রদর্শন করেন না, দেবগণ তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

৪৬৫। কামী ব্যক্তিরা দান যজ্ঞাদির ফল স্বরূপ চিত্ত শুদ্ধি না থাকাতে গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া স্বর্গাদি লাভে অভিলাষ করিয়া থাকে। আশ্রমবাসী জ্ঞানবানরা স্বকার্য্য ও নিত্যসিদ্ধ পুরাতন নিষ্কামধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা আত্মার সমালোচনপূর্ব্বক সংস্কার মূলক অজ্ঞান ধ্বংস করিতে পারেন; কিন্তু কামী ব্যক্তিরা ঐ নিষ্কাম ধর্ম্মের কিয়দংশ মাত্রও অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ঐ আপদ, আচার, প্রমাদ ও পরাভবহীন, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, অবিনশ্বর ধর্ম্মকে নিরর্থক ও ব্যভিচারী বিবেচনা করিয়া থাকে। ফলতঃ নিষ্কাম ধর্ম্ম যে যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ প্রথমতঃ যজ্ঞাদিকাল পরিজ্ঞাত হওয়াই নিতান্ত দুঃসাধ্য; যদিও উহা কোনক্রমে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা

হইলেও উহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে ; আবার যদিও উহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলেও উহা দ্বারা অনন্ত সুখভোগের সম্ভাবনা নাই ; অতএব যজ্ঞাদির ফল বিনশ্বর জ্ঞান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।

৪৬৬। যে ব্রাহ্মণ মহাত্মার ন্যায় গুরু-শুশ্রূষাপরতন্ত্র ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অন্যের ব্রাহ্মণ নামধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। যখন কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিরূপিত হইতেছে, তখন কর্ম্মকেই পুরুষের মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিতে হইবে।

৪৬৭। গৃহ-ধর্ম্ম-নিরত কামী ব্যক্তিরা নানাগুণে সমলঙ্কৃত হইয়া বিবিধ বিষয়-সুখে সম্ভোগ করিতে পারে, কিন্তু ত্যাগসুখ কখনই অনুভব করিতে পারে না।

৪৬৮। সাধু ব্যক্তিরা ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপায়ী তস্কর, ব্রতবিহীন মানবদিগের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আশার পুত্র অধর্ম্ম, অসূয়ার পুত্র ক্রোধ ও নিষ্কৃতির পুত্র লোভ, কিন্তু কৃতঘ্নতা বন্ধ্যা উহার অপত্য কেহই নাই।

৪৬৯। হিংসা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। যজ্ঞে পশু-হিংসা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

৪৭০। অহিংসা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং হিংসা অপেক্ষা পাপ আর কিছুই নাই। সত্যবাদীরা অহিংসা-ধর্ম্মকেই সাদরে প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন।

৪৭১। মানুষ্য যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পাপে লিপ্ত হয় এবং যে যে কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও মোক্ষলাভ করিতে পারে।

লোক রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ ভোগ্য বিষয়ের আস্বাদ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রথমে তৎসমুদয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। ঐ সমুদয় ভোগ্য বিষয়ের প্রভাবেই লোকের কাম ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তখন সে অভিলষিত বস্তুলাভ ও দ্বেষ্য ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন করিতে যত্নবান হইয়া মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং বারংবার রূপরসাদি ভোগ করিতে যত্নবান হয়। তৎপরে তাহার অন্তরেই ক্রমে ক্রমে লোভ, মোহ, রাগ ও দ্বেষের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মনুষ্য লোভ, মোহ অভিভূত ও রাগ, দ্বেষে সমাক্রান্ত হইলে তাহার ধর্ম্ম-বুদ্ধি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কপট ধর্ম্মাচরণ ও ছলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ছলসহকারে অনায়াসে অর্থ সংগৃহীত হইলে তাহার ঐরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে নিতান্ত স্পৃহা জন্মে, তাহার সুহৃদ ও পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ে নিবারণ করিলে সে বিবিধ হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্যে উত্তর করে। ঐ পাপাত্মার রাগ ও মোহ জনিত পাপ-কার্য্যের চিন্তা চিন্তা ও পাপকার্য্য প্রকাশ নিবন্ধন কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। সাধুব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট-চিত্তে সেই অধার্ম্মিকের দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। পাপাত্মারা আত্মতুল্য ব্যক্তি দিগের সহিত মিলিত হইয়া মিত্রতা করে। উহারা ইহলোক বা পরলোকে সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় না। এ সকল পাপাত্মার অবস্থা।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা অন্যের কুশলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বয়ং কুশল লাভ করিয়া থাকেন। পরোপকার রূপ ধর্ম্ম দ্বারাই পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সুখ দুঃখ বিচারক্ষম হইয়া জ্ঞান প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত দোষ সমুদয় দর্শন পূর্ব্বক সাধুদিগের সহবাস করেন, তাঁহারই ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে পারেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মপথ

অবলম্বন করিয়াই অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়েন, যে কার্য্য দ্বারা গুণ লাভ হয়, তাহাই সতত অনুশীলন করেন এবং আত্মতুল্য সুশীল ব্যক্তির সহিতই মিত্রতা সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সুশীল মিত্র ও ধর্ম্মার্জ্জিত ধনলাভ নিবন্ধন তাঁহার ইহলোক ও পরলোকে যারপরনাই আনন্দ লাভ হয়। মনুষ্য ধর্ম্ম প্রভাবেই উৎকৃষ্ট রূপ দর্শন, রস আস্বাদন, গন্ধ আঘ্রাণ, শব্দ শ্রবণ ও স্পর্শ সুখানুভব করিতে পারে।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়াও উহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞান প্রভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। যখন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, সেই সময় তিনি সর্ব্বকাম হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং সমুদয় লোক বিনশ্বর দর্শন করিয়া কাম্যধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পাপ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিতে পারেন তাঁহাকেই যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়েন। ধার্ম্মিকরা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

৪৭২। মোক্ষ লাভের উপায়।

ক্ষমা বলে ক্রোধ, সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা কামনা, সত্ত্বগুণের অনুশীলন দ্বারা নিদ্রা, সাবধানতার দ্বারা লজ্জা, আত্মচিন্তা প্রভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস, ধৈর্য্যগুণে কাম ও দ্বেষ, তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে ভ্রমপ্রমাদ ও বিষয় বাসনা, জ্ঞানাভ্যাস প্রভাবে অনুসন্ধান ও অকার্য্য পর্য্যালোচনা, পরিমিত পরিমাণে হিতকর ও লঘুপাক বস্তুর ভোজন দ্বারা শারীরিক ক্লেশ, সন্তোষ প্রভাবে লোভ ও মোহ, দয়া প্রভাবে অধর্ম্ম, নিয়ত অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অদৃষ্ট পর্য্যালোচনা দ্বারা আশা, স্পৃহা পরিত্যাগ দ্বারা অর্থ, সমুদয় বস্তু

অনিত্য বিবেচনা করিয়া স্নেহ, যোগ প্রভাবে ক্ষুধা, কারুণ্য দ্বারা আত্মাভিমান, উদ্বেগ দ্বারা তন্দ্রা, বেদ প্রত্যয় দ্বারা সন্দেহ, মৌনাবলম্বন দ্বারা বাচালতা, এবং ষড়বর্গের বশীকরণ দ্বারা আশঙ্কা পরাজয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রথমতঃ বুদ্ধিবলে বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই বুদ্ধিকে বশীভূত করিবে। তৎপরে আত্মজ্ঞান প্রভাবে সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া পরিশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিবে। শান্তি ও নিষ্কাম ধর্ম্ম দ্বারা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। জ্ঞানি ব্যক্তিরা কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন, এই পাঁচটিকে যোগানুষ্ঠানের অন্তরায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব ঐ সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগসাধনের উপায়ভূত দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযমকে অবলম্বন করাই বিধেয়। ঐ সমুদয় অবলম্বন করিলে তেজ পরিবর্দ্ধিত, পাপ নিহত, সঙ্কল্প সমুদয় সুসিদ্ধ, এবং বিবিধ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষ্পাপ, তেজস্বী, অল্পাহার নিরত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করেন। ফলতঃ কায়, মন, ও বাক্যের সংযম এবং মূঢ়তা, বিষয়স্পৃহা, কাম, ক্রোধ, দীনতা, অহঙ্কার, উদ্বেগ এবং গৃহাবস্থান স্পৃহা পরিত্যাগ এই সমুদয় মোক্ষ লাভের প্রধান উপায়।

৪৭৩। বিবেকশীল মহাত্মারা ব্রহ্মলোককেও নিতান্ত দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা অল্পমাত্র বিষয়ে নিরন্তর বিমুগ্ধ হইয়া থাকে।

৪৭৪। কি ঐহিক সুখ, কি স্বর্গীয় সুখ, তৃষ্ণাক্ষয় জনিত বিশুদ্ধ সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও উপযুক্ত হইতে পারে না। যেমন

বলীবর্দ্দের বৃদ্ধির সহিত তাহার শৃঙ্গের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের যত বৃদ্ধি হয়, বিষয় তৃষ্ণা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। লোকের অতি অল্পমাত্র পদার্থের প্রতি মমতা জন্মিলেও সেই পদার্থের নাশনিবন্ধন তাহাকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। কামাসক্ত হওয়া কাহারও বিধেয় নহে। কামে অনুরক্ত হইলে নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব অর্থ লাভ করিয়া কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যয় করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান ব্যক্তিই সমুদয় প্রাণীকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন, এবং বিশুদ্ধ চিত্ত ও কৃত কৃত্য হইয়া সমুদয় বিষয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন। মনুষ্য সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, প্রিয়, অপ্রিয়, এবং ভয় ও অভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রশান্ত চিত্ত ও নিরাময় হইতে পারে। দুর্ম্মতি মূঢ়রা যাহাকে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করে, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ না হয় এবং মহাত্মারা যাহাকে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বিষয় তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা বিশুদ্ধ সদাচার সম্পন্ন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে অসাধারণ সুখানুভব ও কীর্ত্তিলাভ করেন। কাহার কোন সময়ে মৃত্যু হইবে তাহা কেহই অবগত নহে। কার্য্য শেষ না হইলেও মৃত্যু মানবগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে; অতএব যাহা কর্ত্তব্য তাহা অদ্যই সম্পাদন করা বিধেয়। বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত।

৪৭৫। এই অনিত্য দেহ মধ্যে মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মোহান্ধ হইলেই মৃত্যুলাভ হয় এবং সত্যপথ অবলম্বন করিলেই অমৃত লাভ হইয়া থাকে।

৪৭৬। কিরূপ চরিত্র, আচার, জ্ঞান ও আশ্রয়-সম্পন্ন হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। সন্ন্যাস ধর্ম্ম।

যে ব্যক্তি মোক্ষধর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান্ অল্পাহারনিরত এবং জিতেন্দ্রিয় হয়েন, তিনিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অতএব লাভালাভে সমজ্ঞান ও উপস্থিত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষে হউক বা পরোক্ষে হউক বাক্য, মন, ও ইঙ্গিত দ্বারা কোন ব্যক্তির নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলের সহিত মিত্রতা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিনশ্বর দেহ ধারণ করিয়া কোন ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করা কদাপি বিধেয় নহে। কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করা উচিত। অন্য অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা নিতান্ত গর্হিত। কেহ নিন্দাদি দ্বারা ক্রোধ উদ্দীন করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য, এবং কেহ প্রহার করিলে তাহার প্রতি হিত বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকুল বা প্রতিকুল হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও তাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবে না। সতত স্বধর্ম্ম নিরত, দয়াবান, প্রত্যুপকারপরাঙ্মুখ, নির্ভয়, ও নিরহঙ্কার হইয়া কালহরণ করিবে। যখন গৃহস্থদিগের ভবন ধূম বিহীন ও অঙ্গার শূন্য হইবে, যখন উহার মধ্যে মূষল ধ্বনি শ্রবণ গোচর হইবে না, এবং যখন গৃহস্থরা ভোজনাবসানে ভোজন পাত্র সমুদয় পরিত্যাগ করিবেন, সেই সময়েই তাঁহাদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হওয়া সন্ন্যাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেহ অধিক পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান করিলে তাঁহারা তাহা হইতে কেবল প্রাণধারণ উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিবেন। বস্ত্রাদি সঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক, আহার সংগ্রহেও যত্নবান হইবেন না। লাভ হইলে হৃষ্ট, লাভ না হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া

তাঁহাদিগের নিতান্ত অবিধেয়। তাঁহারা সাধারণোপভোগ্য মাল্য চন্দনাদি লাভের বাসনা করিবেন না। নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করা তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা অন্যের দোষ গুণ কীর্ত্তন করিবেন না। নির্জ্জন প্রদেশে শয়ন ও উপবেশন করিবেন। শূন্যাগার, বৃক্ষমূল, অরণ্য, গিরিগুহা, বা অন্য কোন প্রকার জনশূন্য প্রদেশে বাস করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তাঁহারা তিরস্কার ও পুরস্কার সমজ্ঞান সম্পন্ন ও নিশ্চল হইবেন। কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপপূণ্য উপার্জ্জন করিবেন না। বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক নিত্য তৃপ্ত, পরম পরিতুষ্ট, প্রসন্ন বদন, প্রফুল্লেন্দ্রিয় ভয়শূন্য, জপপরায়ণ ও মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন। প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু বারংবার হইতেছে, এবং সকলেই দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদয় বিনশ্বর, ইহা বিশেষ রূপে অনুধাবন পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ. সর্ব্বভূতে সমদর্শী, আত্মারাম, প্রশান্ত চিত্ত, অল্পাহার নিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্নাদি বা ফলমূলাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা ব্যস্ত মন ক্রোধ উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করিবেন। এবং কেহ নিন্দা করিলে ব্যথিত হইবেন না। নিন্দা ও প্রশংসাতে সমজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থান করাই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রধান ধর্ম্ম। সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা দমগুণান্বিত, সহায় বিহীন, গৃহশূন্য, প্রশান্ত চিত্ত ও সাবধান হইয়া থাকিবেন। একবারের অধিক কোন স্থানে গমন করিবেন না। বানপ্রস্থাশ্রমী বা গৃহীর ভবনে বাস করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। যদৃচ্ছালব্ধ অনিন্দিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও হর্ষে একান্ত অভিভূত না হওয়াই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষ লাভ মরিতে পারেন। 'কিন্তু অজ্ঞানরা এই ধর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাদিগের পরিশ্রম মাত্র সার হয়। ফলতঃ যে ব্যক্তি সমুদয়

প্রাণীকে অভয় দান করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই পরমব্রহ্ম লাভে সমর্থ হয়েন।

৪৭৭। দুঃখের অবশ্যই অন্ত আছে। কোন পদার্থই সীমাশূন্য নাই। মুক্তিই পুনর্জ্জন্মের অন্ত; ফলতঃ সমস্ত বিষয়েরি এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে।

৪৭৮। মহর্ষিগণও ব্রহ্মোপসনা হইতে কদাচ বিরত হয়েন না।

৪৭৯। পরম পুরুষ কাল সহকারে এই চরাচর ভূত সমুদয়ের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। এই সমুদয় ভূত তাঁহা হইতেই সম্ভূত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না; কেবল ইন্দ্রিয় সংযম প্রভাবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

৪৮০। যে ব্যক্তি সলিলে মূত্র ও পুরীষ নিক্ষেপ করিবে ব্রহ্মহত্যা পাপ তাহাকে আশ্রয় করিবে।

৪৮১। যে ব্যক্তি পূজ্যের অপমান ও অপূজ্যের অর্চ্চনা করে, তাহাকে নরহত্যা সদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

৪৮২। মৎস্য যেমন সলিল হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও নিয়ত জলমধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বদা দেহ মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে।

৪৮৩। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতার মূল কারণ। মূঢ়েন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কখনই প্রজ্ঞালাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সমুদয় সর্ব্বদাই মুগ্ধ ও শোকসন্তপ্ত হইয়া থাকে। মূঢ়রা মোহ বশতঃই আপনাদিগকে ধনী ও মানী বোধ করিয়া গর্ব্ব করে। তাহারা কোন লোকেই মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ

হয় না। সুখ দুঃখ কোন কালেই চিরস্থায়ী নহে; অতএব সুখী হইয়া গর্ব্ব ও দুঃখী হইয়া খেদ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাঁহারা ইষ্ট বস্তুর ভোগাভিলাষ ও উপস্থিত দুঃখের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন অন্যের সুখ দর্শনে সুখাভিলাষী, অনুপস্থিত বিষয়লাভের চিন্তা করিয়া আনন্দিত, বিপুল অর্থলাভে পরিতুষ্ট বা অর্থনাশে বিষণ্ণ হয়েন না।

৪৮৪। বান্ধব, ঐশ্বর্য্য, কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র বা বীর্য্য দ্বারা পারলৌকিক দুঃখের শান্তি হয় না একমাত্র শীল দ্বারাই পরলোকে শান্তি লাভ করিতে পারা যায়।

৪৮৫। দুঃখ ত্যাগ ও ধৈর্য্যই সুখোদয়ের কারণ। প্রিয় বস্তু দ্বারা হর্ষ ও হর্ষদ্বারা গর্ব্ব জন্মে এবং গর্ব্ব জন্মিলেই লোককে নরকে গমন করিতে হয়।

৪৮৬। যাঁহারা শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণে একান্ত অসমর্থ, সর্ব্বদা সংশয়ারূঢ় ও শমদমাদির অনুষ্ঠান বিহীন তাহাদিগের গুরুপূজা, জ্ঞানবৃদ্ধদিগের উপাসনা ও সতত শাস্ত্র শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য।

৪৮৭। মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ, অমিত্রের নিগ্রহ, ত্রিবর্গ সংগ্রহ, পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, সতত পুণ্য সঞ্চয়, সাধুদিগের সহিত সদ্ব্যবহার, সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ, সরল ব্যবহার,, মধুর বাক্যপ্রয়োগ দেবতা পিতৃ ও অতিথির অর্চ্চনা, ভৃত্যগণের প্রতি নিরহঙ্কার ব্যবহার, সত্য বাক্য প্রয়োগ, সত্য জ্ঞান অবলম্বন অহঙ্কার পরিত্যাগ, সাবধানতা, সন্তোষ, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুসারে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন, এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য শাস্ত্রজিজ্ঞাসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি দিগের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। যাহারা শ্রেয়োলাভের অভিলাষ করেন, শব্দ, রূপ, রস গন্ধাদি সেবনে অনুরাগ,

রাত্রিকালে বিচরণ, দিবা নিদ্রা, আলস্য, শঠতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা, তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা যোগে নিতান্ত আসক্ত বা এককালে অনাসক্ত হইবেন না। অন্যের নিন্দা দ্বারা আপনার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের কদাপি বিধেয় নহে। আপনার গুণ দ্বারাই নির্গুণ দিগকে পরাজয় করা তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এরূপ অনেক আত্মাভিমানী নির্গুণ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা গুণবান্ ব্যক্তিদিগের তুল্য হইতে মানস করিয়া তাঁহাদের উপর দোষারোপ করে। তাঁহারা মহাজন কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইলেও একান্ত দর্পিত হইয়াও আপনাদিগকে যথার্থ গুণবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক গুণশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। গুণবান বিদ্বান ব্যক্তিরা স্বমুখে স্বীয় গুণ কীর্ত্তন বা নিন্দাবাদ উচ্চারণে একান্ত পরাঙ্মুখ বলিয়া জন সমাজে ভূয়সী কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন, পুষ্প সমুদয় যেমন আত্মশ্লাঘা না করিয়া সুগন্ধ দ্বারা দশদিক্ সুবাসিত করে, সূর্য্য যেমন স্বমুখে আত্মগুণ কীর্ত্তন না করিয়া স্বীয় কিরণজাল প্রভাবে অম্বর তলে দেদীপ্যমান হয়েন, তদ্রূপ মহদ্ ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করিয়া স্বীয় যশঃ প্রভাবে ভূমণ্ডল মধ্যে শোভা পাইয়া থাকেন। মূর্খরা কেবল আত্মপ্রশংসা নিবন্ধন সর্ব্বত্র অকীর্ত্তি লাভ করে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলেও লোক সমাজে তাহাদের খ্যাতি প্রকাশিত হয়। মূঢ়রা উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ করিলেও অসারতা নিবন্ধন উহা ব্যর্থ হইয়া যায়, আর বিদ্বান ব্যক্তিরা অতি মৃদুস্বরে বাক্যোচ্চারণ করিলেও সার নিবন্ধন উহা সমধিক শোভমান হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত মণি সংযোগে আপনার তেজঃ প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তিরা কুবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনাদের নীচাশয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিরা বিবিধ জ্ঞানলাভার্থ সম্পূর্ণ যত্নবান হয়েন।

সকলের পক্ষে জ্ঞানলাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা না করিলে বা অন্যায় প্রশ্ন করিলে জ্ঞানবান ব্যক্তিরও জড়ের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান থাকে সে স্থলে বাস করা কোনরূপেই বিধেয় নহে। ইহলোকে যে যেরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে তদনুরূপ পুণ্য পাপে লিপ্ত হইতে হয়। জল ও অগ্নির ন্যায় পুণ্য ও পাপের স্পর্শে সুখ ও দুঃখ লাভ হইয়া বিশ্বগ্রাসী ব্যক্তিরা দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া কেবল উদর পূরণার্থ ভোজন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের ভোগাদি বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যাহারা দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া আহার করে, তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়। যে স্থলে শিষ্য জ্ঞান লাভার্থ গুরুর নিকট গমন করিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, সে স্থান পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থানে শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়া থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে জনপদের লোকরা প্রতিষ্ঠা লাভার্থ যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তির উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, সে সমাজে বাস করা পণ্ডিত ব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। লোভপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে দেশের ধর্ম্ম কভু বিলোড়িত হয়, প্রজ্বলিত বস্ত্রান্তের ন্যায় সেই দেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মাৎসর্য্যবিহীন মহাত্মারা যে দেশে বাস করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেই দেশে পুণ্যশীল সাধুদিগের নিকট বাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পাপ জন্মে; অতএব যে দেশের মনুষ্যরা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তথায় বাস করা কদাপি বিধেয় নহে। যে দেশের মানবগণ পাপ কর্ম্ম দ্বারা জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করে, সসর্প

গৃহের ন্যায় অবিলম্বে সেই দেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মনুষ্য পূর্ব্ব-বাসনা প্রভাবে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দুঃখ ভোগ করে. শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির সেই কার্য্য একবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে দেশের লোক কুটুম্বদিগের ভোজন না হইতে অগ্রে ভোজন করে জিতচিত্ত ব্যক্তি সেই দেশে কদাচ বাস করিবেন না। যে রাজ্যে যাজন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত ধর্ম্মপরায়ণ শ্রোত্রিয়গণ সর্ব্বাগ্রে ভোজন করেন, সেই রাজ্যে বাস করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য। যে দেশে স্বাহা, স্বধা, ও বষট্কার শব্দ নিরন্তর উচ্চারিত হয়, সাধুগণ অবিচারিত চিত্তে সেই দেশে বাস করিবেন। যে রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট ও অপবিত্র, বিষমিশ্রিত আমিষের ন্যায় সেই রাজ্য পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের মানবগণ অযাচিত হইয়া প্রীতমনে দান করিয়া থাকেন, জিতচিত্ত মহাত্মারা সেই দেশে সুস্থ চিত্তে বাস করিবেন। যে দেশে অবিনীত ব্যক্তিদিগের দণ্ড ও সাধু ব্যক্তিদিগের সৎকার লাভ হয়, সেই দেশে পুণ্যবান মহাত্মাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের নরপতি বিষয় লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জিতেন্দ্রিয় দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ, সাধুদিগের অত্যাচার নিরত, লোভপরতন্ত্র, অবিনীত ব্যক্তিদিগের কঠিন দণ্ড করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করেন, অবিচারিত চিত্তে সেই রাজ্যে বাস করা উচিত। ইহাই শ্রেয়োলাভের উপায়। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম নিরত ও সমাহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার কতদূর অভ্যুদয় হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। ফলতঃ ধর্ম্মবলেই পরমার্থ মোক্ষ পদার্থ লাভ হইয়া থাকে।

৪৮৮। মোক্ষই পরমসুখের মূল। ইহলোকে স্ত্রী পুত্রাদি পোষণ-নিরত ধন-ধান্য-সমাকুল অনভিজ্ঞ লোকরা কখনই সেই পরম পদার্থ

পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। বিষয়ে আসক্ত বুদ্ধি ও তৃষ্ণাকুল মনকে নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। স্নেহপাশ নিবদ্ধ মূঢ় ব্যক্তিরা কোন কালেই মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।

৪৮৯। যথাকালে পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রগণ জীবন-ধারণে সমর্থ ও যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের বিবাহ সম্পাদন পূর্ব্বক স্নেহ-পাশবিমুক্ত হইয়া যথাসুখে পরিভ্রমণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা পুত্রবতী, পুত্র-বৎসলা ও বৃদ্ধা হইলে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থের অন্বেষণ করা উচিত; পুত্র হউক বা না হউক, প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়-সুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে বিষয়-তৃষ্ণা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ ও যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তোষলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই ভোগপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবার বিষয়।

ইহলোকে যাহারা বিষয়-বিমুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিচরণ করিতে পারে, তাহারা পরম সুখে কালাতিপাত করে। আর যাহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। দেখ, আহার সঞ্চার নিরত কীট ও পিপীলিকাগণও নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে, অতএব ইহলোকে বিষয় নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুখী মুমুক্ষ ব্যক্তি, আমা ব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ এইরূপে জীবন-ধারণ করিবে, এই চিন্তা. এককালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাণিগণ স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত, স্বয়ং সুখ-দুঃখভোগী ও স্বয়ং মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। মানবগণ জন্মান্তরীণ অদৃষ্ট বলেই পিতামাতার সংগৃহীত অথবা স্বোপার্জ্জিত গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কার্য্য করে, বিধাতা তাহার তদনুরূপ ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন; অতএব সকল লোকেই স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ পূর্ব্বক

ইহলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যখন সকল মনুষ্যই স্বয়ং মৃৎপিণ্ড স্বরূপ ও সতত পরাধীন, তখন তাহাদের পরিজন পোষণের চিন্তা করা নিতান্ত নিষ্ফল। যখন তুমি স্বজনরক্ষণে একান্ত যত্নবান হইলেও মৃত্যু তোমার পরিজনদিগকে গ্রাস করিতে পারে, যখন তুমি পরিবারদিগের ভরণ-পোষণ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে পার, যখন তোমার স্বজনগণ মৃত হইলেও তুমি তাহাদিগের সুখ-দুঃখ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হওনা এবং যখন তুমি জীবিত থাক বা না থাক, তোমার পরিজনদিগকে অবশ্যই স্বকার্য্য নিবন্ধন সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তখন অদৃষ্টকেই বলবান বিবেচনা করিয়া আপনার মঙ্গল-চিন্তা করা তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে কেহ কাহারও নহে; ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করা তোমার উচিত।

৪৯০। যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ক্ষুৎপিপাসাদি জয় করিতে পারে, যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রী-সম্ভোগ ও মৃগয়া-বিষয়ে আসক্ত না হয়। যে ব্যক্তির মন স্ত্রী-লোক দর্শনে বিকৃত না হয়, যে ব্যক্তি প্রাণিগণের জন্ম মরণ ও জীবন ধারণের ক্লেশ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, যে ব্যক্তি ধান্য পরিপূর্ণ সহস্র-কোটি শকট প্রাপ্ত হইয়াও জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযুক্ত মাত্র ধান্য গ্রহণ করে, প্রাসাদ ও মঞ্চে যাহার সমজ্ঞান হয়; যে ব্যক্তি সমুদয় লোককে মৃত্যু-সংক্রান্ত, ব্যাধি নিপীড়িত ও জীবিকা-কর্ষিত দর্শন করে, অল্পমাত্র লাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সমুদয় জগৎকে ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তুর দ্বারা পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া স্বয়ং মায়াময় সুখদুঃখে আসক্ত না হয়, কি পর্য্যঙ্কশয্যা, কি উৎকৃষ্ট অন্ন, কি কদন্ন, কি পট্টবস্ত্র, কি তৃণ নির্ম্মিত বস্ত্র বা বল্কল, কি কম্বল, কি চর্ম্ম সমুদয়ই যাহার সমান জ্ঞান, যে ব্যক্তি সমুদয় লোক

পঞ্চভূত সমুদ্ভূত বিবেচনা করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে, সুখ-দুখ লাভালাভ, জয়-পরাজয়, অনুরাগ, বিরাগ এবং ভয় ও উদ্বেগে যাহার সমান বুদ্ধি, যে ব্যক্তি এই শরীর যে রক্ত; মূত্র ও পূরীষ-পরিপূর্ণ ও নানাবিধ দোষের আকর এবং জরা-নিবন্ধন ইহাতে যে বলীপলিত সংযোগ, কৃশতা, বিবর্ণতা, জরা-নিবন্ধন কুব্জভাব, পুংস্ত্বের উপঘাত, অন্ধত্ব, বধিরতা ও দৌর্ব্বল্যাদি জন্মে, ইহা সবিশেষ অবগত হইতে পারে, যে ব্যক্তি দেবতা ঋষি ও অসুরগণও লোকান্তরে গমন করিয়া থাকেন বিবেচনা করিয়া সমুদয় অনিত্য জ্ঞান করেন, প্রভাব সম্পন্ন অসংখ্য নরপতি ও পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া থাকে বলিয়া যাহার বিবেচনা হয়, যে ব্যক্তি ইহলোকে অর্থ নিতান্ত দুর্লভ ও কষ্ট নিতান্ত সুলভ এবং কুটুম্ব ভরণ-পোষণ অনর্থক ক্লেশজনক মাত্র বলিয়া বোধ করে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সমুদয় পদার্থ অসার বিবেচনা করিয়া পরমার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ আত্মীয়গণের অত্যাচার দর্শন করিয়া কাহার না মোক্ষলাভে প্রবৃত্তি জন্মে ?

৪৯১। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। পণ্ডিতরা কহেন ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

৪৯২। কায়মনোবাক্যে যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। ভোগ ব্যতীত কখনই পুণ্য ও পাপের নাশ হয় না। মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মগুণেই কেবল সুখ, কেবল দুঃখ ও সুখ-দুঃখ মিশ্রিত অবস্থা লাভ করে। সংসার-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের দুঃখ ভোগের সময় সুখ আচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে; দুঃখের অবসান হইলেই সেই সুখের উদয় হয়। আবার ক্ষয় হইলেই পুনরায় দুঃখের আবির্ভাব হয়। দম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজ, সন্তোষ, সত্যবাদিতা, লজ্জা,

অহিংসা, বাসনা পরিত্যাগ ও দক্ষতা মনুষ্যগণের সুখের আদি কারণ। মনুষ্য মধ্যে কাহাকেও নিয়ত সুখ বা নিয়ত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। সতত চিত্ত সংযত করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। একের পুণ্য বা পাপ অন্যকে ভোগ করিতে হয় না।

২৯৩। অন্যকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিন্দা করা যায়, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে; করিলে নিশ্চয়ই উপহাস্যাস্পদ হইতে হয়।

৪৯৪। ভীরু রাজা, মিথ্যাবাদী সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, চেষ্টাবিহীন বৈশ্য, অলস শূদ্র, অসচ্চরিত্র বিদ্বান্, অসদ্ব্যবহারযুক্ত কুলীন, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, রাগযুক্ত যোগী, মূর্খ বক্তা এবং রাজ্যবিহীন বা প্রজার প্রতি স্নেহ-শূন্য নরপতি সকলেরই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।

৪৯৫। যে ব্যক্তি জ্ঞান-রূপ রশ্মি দ্বারা শরীর রথের শব্দাদি বিষয় অশ্ব সমুদয়কে সংযত করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৪৯৬। ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা দুর্লভ আয়ু বিনষ্ট হইয়া যায়, অতএব মানবগণ পুণ্যকার্য্য দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইবেন।

যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণলাভ করিয়া তামস কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে বর্ণ হইতে পরি-ভ্রষ্ট ও সম্মানলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পাপাত্মা কখনই পুণ্যোৎপাদ্য দুর্লভ উৎকৃষ্ট বর্ণলাভ করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত: পাপকার্য্য দ্বারা আত্মাকে নরকভাগী করিয়া থাকে। অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়, আর জ্ঞান-কৃত পাপ দুঃখরূপে

পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব দুঃখজনক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখনই বিধেয় নহে।

৪৯৭। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, পাপকার্য্য দ্বারা মহৎ ফল লাভ হইলেও, উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়েন। পাপ-কার্য্যের ফল অতি কুৎসিত। পাপাত্মারা পাপ-কার্য্য নিবন্ধন বিপরীত-দৃষ্টি হইয়া দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে।

যেমন নীলাদিরাগে অনুরঞ্জিত বস্ত্র মলিন হইলে ক্ষারাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা সম্পাদন করা যায়, কিন্তু নীলাদিরাগে বঞ্চিত বস্ত্রের কোনরূপেই শুক্লতা সম্পাদন করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞান কৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত জনিত স্বর্গ ও পাপ জনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয়। অজ্ঞানকৃত হিংসা জনিত পাপ অহিংসা ব্রত দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসা জনিত পাপ ফল ভোগ ব্যতীত কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে।

৪৯৮। যে ব্যক্তি মনে মনে বিচার করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই মঙ্গললাভে সমর্থ হয়। যেমন অপক্ব মৃৎপাত্রস্থ জল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু পক্ব মৃৎপাত্রস্থ জলের কোন হানি হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য ক্রমে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বিচার করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য সমভাবে অবস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

৪৯৯। যেমন কোন পাত্রস্থিত জলে জল প্রদান করিলে সেই জলের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের পুণ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

৫০০। ইহলোকে কেহ কাহার উপকার বা কেহ কাহাকেও কিছু প্রদান করে না; সকলেই স্ব স্ব উপকার সাধনার্থ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অন্যের কথা দূরে থাকুক সহোদর ভ্রাতাও যদি স্নেহ পরিশূন্য ও লঘুচেতা হয় তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

৫০১। সৎপাত্রে ধন দান ও সৎপাত্র হইতে ধন গ্রহণ এই উভয় কার্য্যেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রতিগ্রহ অপেক্ষা দানের পুণ্য অধিক।

৫০২। যে ধন ন্যায় পথে পরিবর্দ্ধিত হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৫০৩। নৃশংস কার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

৫০৪। অর্থ চিন্তায় অভিভূত না হইয়া আপনার শক্তি অনুসারেই সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত।

৫০৫। তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিকে শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক সাধ্যানুসারে সলিল প্রদান করিতে পারিলে অর্থ দানের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে।

৫০৬। নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতি লাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপথে অবস্থান পূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। অধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে ধিক্।

ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ; ধন লাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে।

৫০৭। ইহলোকে মানবদিগের জীবন নিতান্ত অস্থির ও অনিত্য। যিনি সুখ ও দুঃখ এই উভয় অবস্থাতেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন তিনিই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী।

৫০৮। অধর্ম্ম পথ অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাপি উচিত নহে। নরপতি সহস্র সহস্র গাভী অপহরণ করিয়া যদি সৎপাত্রে সমর্পণ করেন, তাহার কিছুমাত্র ফল লাভ হয় না, প্রত্যুত তাঁহাকে তস্করতা পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

৫০৯। স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহার সন্তোষ সাধনার্থ যাহা দান করা যায়, সেই দানই উৎকৃষ্ট, গ্রহীতা যাচ্ঞা করিলে যে দান করা হয় তাহা মধ্যম, আর যাহা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা সহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৫১০। সংসার নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের এই ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৫১১। ইহলোকে মানবগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিবিধ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে ধার্ম্মিক লোকরাই প্রশংসনীয় ও ও নানা গুণের আধার হইয়া থাকেন।

৫১২। ইষ্ট ও অনিষ্টের সহযোগেই সৌহার্দ্দ্য ও শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইষ্ট ও অনিষ্টকে সমান জ্ঞান না করে তাহাকে

বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গুণে অনুরক্ত হওয়া ও দোষ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি লোকরাও আপনাদের অল্পমাত্র গুণ প্রকাশিত হইলে আহ্লাদিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মনুষ্যগণ মধ্যেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। অন্যান্য প্রাণীতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। কি ধর্ম্মশীল কিঁ বিদ্বান কি যাচক কি অযাচক, সকলেরই হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া কালযাপন করা উচিত। যখন লোকের মন বাসনা-বিহীন ও সত্যনিরত হয়, তখনই তাহার যথার্থ মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

৫১৩। হিংসাত্মক কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত নীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপ কার্য্য দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিলে কখনই কল্যাণ লাভে সমর্থ হওয়া যায় না; অতএব বিদ্বান ব্যক্তি কখনই উহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না।

৫১৪। মানবগণ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, গো, ক্ষেত্র, ও ধন সম্পন্ন হইলে তাহাদিগের আর কিছুই অনিত্য বলিয়া বোধ থাকে না। তাহারা সতত ঐ সমুদয় সন্দর্শন করিতে করিতে রাগদ্বেষে একান্ত অভিভূত ও মোহজনিত সম্ভোগ বাসনায় একান্ত আক্রান্ত হয়। তখন ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তিকেই কৃতার্থ ও স্ত্রী-সম্ভোগই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া তাহাদের বিবেচনা হয় এবং তাহারা চির পরিচিত লোভে একান্ত বিমোহিত হইয়া দাসদাসী প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহাদের সন্তোষ সাধনার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক বিবিধ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় নির্ব্বোধ অপত্য স্নেহে যারপর নাই অভিভূত ও অপত্য বিয়োগে নিতান্ত কাতর হয়। গৃহস্থরা সমাজ মধ্যে সম্মান

লাভ করিয়া যে স্ত্রী পুত্রাদি রূপ বিষয় দ্বারা ভোগী হইবে বলিয়া স্থির করে অচিরাৎ সেই সমুদয় হইতে বিনষ্ট হয়। ঐ সমুদয় গৃহস্থের মধ্যে যে সকল বুদ্ধিমান ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি শুভ কর্ম্মের কামনা করিয়া নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম্মের কামনা করেন, তাঁহারা চিরকাল অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। পীড়া বা স্ত্রী পুত্র ও ধনাদি নাশ নিবন্ধন ঐ সকল মহাত্মার অন্তঃকরণে ঘোরতর নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। ঐ নির্ব্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হইতে শাস্ত্র দর্শন ও শাস্ত্রদর্শন হইতে তপস্যায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী পুত্র জনিত সুখ পরিণামে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, গৃহস্থদিগের মধ্যে এতাদৃশ লোক নিতান্ত দুর্লভ। তপস্যা সর্ব্ব সাধারণের ধর্ম্ম। দয়াদাক্ষিণ্য বিহীন শূদ্রাদি হীন বর্ণেরও উহাতে অধিকার আছে। তপোবলে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগেরও বৈরাগ্যোদয় হয়।

মনুষ্য সুখী হউক বা দুঃখীই হউক, স্বীয় বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে শাস্ত্র সন্দর্শন করিয়া লোভ পরিত্যাগ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোভ সকল দুঃখের আদি কারণ, লোভ হইতে ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম এবং ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম নিবন্ধন অভ্যাস বর্জ্জিত বিদ্যার ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে। প্রজ্ঞানাশ হইলে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা থাকে না। লোকের দুঃখ হইলে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

৫১৫। ইহলোকে প্রিয় বস্তুই সুখকর ও অপ্রিয় বস্তুই দুঃখ জনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৫১৬। যে ব্যক্তি কি সুখের সময়, কি দুঃখের সময়, কখনই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত নহেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান।

৫১৭। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, ও আস্বাদন জনিত সুখ অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। ঐ সুখ ক্ষয় হইলেই আবার দুখের আবির্ভাব হয়। মোক্ষ সুখ চিরস্থায়ী, কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই ঐ সুখের প্রশংসা করে না।

৫১৮। যেমন নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় সকল সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমিগণ গৃহস্থদিগকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

৫১৯। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অনৃশংসতাদি ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৫২০। কর্ম্ম ও জন্ম এই উভয় দ্বারাই লোকের হীন দশা উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মই হীনত্বের প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি নীচ জাতি হইয়াও পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রধান বর্ণে উৎপন্ন হইয়াও কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে হীনদশা প্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব কর্ম্মকেই হীনত্বের প্রধান সাধন বলিতে হইবে।

৫২১। ইহলোকে যাহারা ভক্তিবিহীন, তাহারা কখনই পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী, ও সুহৃদগণের সেবাজন্য ফল লাভে সমর্থ হয় না, যাহারা তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিমান, প্রিয়বাদী, ও হিতানুষ্ঠান তৎপর ও বশবর্ত্তী হয় তাহারাই ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

৫২২। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা জ্ঞানকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন ও উহা লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম পদ অধিকার করেন।

৫২৩। তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তে বিনাশই প্রশংসনীয়। ভয়-বিহ্বল নীচ ব্যক্তির হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। পাপা-

ষ্ঠানিরত দুরাত্মাদিগের হস্তে নিহত হইলে নিশ্চয়ই নরকগামী হইতে হয়।

৫২৪। কাল সমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। আর যাহার পরমায়ু থাকে, তাহাকে কেহই বিনষ্ট করিতে পারে না।

৫২৫। মাতা প্রভৃতি গুরুজনরা অন্য ব্যক্তির প্রাণ হিংসা দ্বারা অপত্যাদির জীবন রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করা পুত্রাদির অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৫২৬। মুমূর্ষ গৃহস্থ মাত্রেরই তীর্থস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হওয়া উচিত।

৫২৭। শরীরের অন্য অন্য অংশ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও মন অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

৫২৮। স্থাবর ও জঙ্গম এ দ্বিবিধ প্রাণীর মধ্যে জঙ্গম, জঙ্গম মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মধ্যে জ্ঞানবান, জ্ঞানবানদিগের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে মানাপমানে সমজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ।

৫২৯। যে মহাত্মা কাহাকেও ক্লেশ প্রদান না করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তরায়ণে পবিত্র নক্ষত্রে ও পবিত্র মুহূর্ত্তে প্রাণ ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই পুণ্যবান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৫৩০। বিষ ভোজন, উদ্বন্ধন বা অগ্নি-প্রবেশ দ্বারা যাহাদিগের মৃত্যু হয় এবং যাহারা দস্যুহস্তে নিপতিত বা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের মৃত্যুকে অপমৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ মৃত্যু নিতান্ত অপকৃষ্ট। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অতি উৎকট পীড়াদি দ্বারা সমাক্রান্ত হইলেও কদাপি ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না।

৫৩১। মনুষ্য অজ্ঞান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াই ঘোরতর নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; অতএব অজ্ঞানের তুল্য শত্রু আর কেহই নাই। যে ব্যক্তি ঐ শত্রুকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বেদধর্ম্ম অনুসারে বৃদ্ধ-দিগের উপাসনা করেন, তিনিই প্রজ্ঞাশর দ্বারা উহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

৫৩২। যে ব্যক্তি দুর্লভতর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া কাম-পরায়ণ হইয়া মনুষ্যের দ্বেষ ও ধর্ম্মের অবমাননা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই সমুদয় কামনা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

৫৩৩। যে মহাত্মারা বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিষয় দর্শনে বিমুখ ও শান্ত-স্বভাব হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-নয়নে প্রাণিগণকে দর্শন, অন্নদান তাহাদিগের প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং তাহাদিগের দুঃখে ও সুখে সুখ অনুভব করেন তাঁহাদিগকে পরলোকে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

৫৩৪। সংসারে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়োলাভের মূল, জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, সৎপাত্রে দান ও তপশ্চর্য্যার বিনাশ নাই এবং অভয় প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্ম-পাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের একান্ত আসক্ত হইতে পারিলেই পরমস্থান লাভ হয়, তথা হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই।

৫৩৫। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা প্রভূত বিষয় মধ্যে অবস্থান করিয়াও কদাপি তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, কিন্তু অবোধ মূঢ় ব্যক্তিরা অতি অল্পমাত্র বিষয়েই একান্ত আসক্ত হইয়া উঠে।

৫৩৬। অধর্ম্ম পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় কখনই জ্ঞানবান ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না; কিন্তু উহা কাষ্ঠ সংশ্লিষ্ট জতুর ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তিকে অনায়াসেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অধর্ম্ম কদাপি কর্ত্তাকে পরিত্যাগ করে না। যথাকালে অবশ্যই তাঁহাকে সেই অধর্ম্ম জন্য ফল ভোগ করিতে হয়। কিন্তু আত্মদর্শী সাধুগণের কখনই কর্ম্মজন্য ফলভোগের সম্ভাবনা নাই।

৫৩৭। যে ব্যক্তি প্রমাদ বশতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয়ের গতি অবগত হইতে অসমর্থ এবং সুখের সময় নিতান্ত হৃষ্ট ও দুঃখের সময় একান্ত কাতর হয়, তাহার নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

৫৩৮। যাঁহারা বীতরাগ ও জিতক্রোধ হয়েন, বিষয় মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহাদিগের পাপে লিপ্ত হইতে হয় না।

৫৩৯। নদীমধ্যে সেতু নিবদ্ধ হইলে যেমন ঐ সেতু ভগ্ন না হইয়া স্রোতের বৃদ্ধি সম্পাদন করে, তদ্রূপ লোক বিষয়ে আসক্ত না হইয়া বেদানুশাসনে নিবদ্ধ হইলে তাহাকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না, প্রত্যুত তাহার তপস্যার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

৫৪০। যেমন তিলমধ্যে বারংবার সুগন্ধি পুষ্প নিক্ষেপ করিলে ক্রমশঃ সুগন্ধের আতিশয্য হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ চিত্ত মনুষ্যদিগের বারংবার সাধু-সংসর্গ নিবন্ধন ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের আধিক্য হইয়া থাকে। যাঁহারা

সম্পত্তি, পদ, যান, স্ত্রী ও বিবিধ ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন তাঁহাদিগের বিষয়-বাসনার লেশমাত্রও থাকে না। আর যাহারা বিবিধ বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া আপনাদিগের হিত-চিন্তায় নিতান্ত অসমর্থ হয় তাহারা আমিষ-লোলুপ মৎস্যের ন্যায় বিষয়ে একান্ত সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে।

৫৪১। ধর্ম্মানুষ্ঠানের কাল নিশ্চয় নাই। মৃত্যু কাল প্রতীক্ষা করে না; সকলকেই কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে, অতএব সর্ব্বদাই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

৫৪২। অন্ধব্যক্তি যেমন অভ্যাসবশতঃ অলক্ষিত পথে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানবান ব্যক্তি যোগযুক্ত চিত্তে অনায়াসে অগোচর জ্ঞানপথে গমন করিতে পারেন।

৫৪৩। জন্মগ্রহণ করিলে জীবকে মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতে হয়। জন্ম-মৃত্যুর অধিকৃত যাহারা মোক্ষ ধর্ম্মে একান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকেই জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়।

৫৪৪। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কি ইহলোকে কি পরলোকে, সর্ব্বত্রই সুখলাভ করেন।

৫৪৫। যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, আর যাঁহারা একেবারে সর্ব্বত্যাগী হয়েন, তাঁহাদিগের সুখের পরিসীমা থাকে না।

৫৪৬। যে ব্যক্তি ইহকালে বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহাকে নিশ্চয় পরলোকে ভোগসুখে বঞ্চিত হইতে হয়, আর যে মহাত্মা ইহলোকে বিষয়-সুখে অভিভূত না হয়েন, তিনি পরলোকে পরমসুখ অনুভব করিতে পারেন।

৫৪৭। জন্মান্ধ যেমন পথ দর্শনে অক্ষম, তদ্রূপ শিশ্নোদর পরায়ণ মূঢ় ব্যক্তিরা অজ্ঞান-নীহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরমার্থ-দর্শনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া থাকে।

৫৪৮। মানবগণ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যেরই ফলভোগ করিয়া থাকে, ইহলোকে কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম ব্যতীত অণুমাত্র প্রিয় বা অপ্রিয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য কি শয়ান, কি গমনে প্রবৃত্ত, কি উপবিষ্ট, কি বিষয়াসক্ত যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, তাহার অনুষ্ঠিত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদয় সততই তাহাকে ফল প্রদান করিতেছে।

৫৪৯। কেবল দানই মনুষ্যের স্বর্গপ্রাপ্তির পাথেয়, সন্দেহ নাই।

৫৫০। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও মিত্র প্রভৃতি পরিজনগণ স্বর্ণরেখার ন্যায় দেখিতে সুন্দর, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা পারত্রিক সুখলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

৫৫১। যে ব্যক্তি সহায়বান্ ও উদ্‌যোগী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কোন কার্য্যই কখন নিষ্ফল হয় না। কিরণজাল যেমন সূর্য্য হইতে কদাপি অন্তরিত হয় না, তদ্রূপ শ্রী কখনই একাগ্রচিত্ত উদ্‌যোগী ধীরচিত্ত পণ্ডিতদিগকে পরিত্যাগ করেন না। আস্তিক্য, উদ্‌যোগ, গর্ব্ব পরিত্যাগ, উপায়ও বুদ্ধি দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না।

তপস্যা, দমগুণাবলম্বন্, সত্য বাক্য প্রয়োগ ও চিত্তজয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাগাদি হৃদয়গ্রন্থি সমুদয় মোচনপূর্ব্বক প্রিয় বিষয়ে হর্ষ ও অপ্রিয় বিষয়ে বিষাদ পরিত্যাগ করা নিতান্ত

আবশ্যক। মর্ম্মভেদী নৃশংস বাকপ্রয়োগ ও নীচ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। যে বাক্যে অন্যের ব্যথা উপস্থিত হয় এবং যে বাক্য উচ্চারণ করিলে পাপপৃষ্ট হইতে হয়, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বদন হইতে বাকশল্য বিনির্গত হইলেও তন্নিবন্ধন দিবানিশি অনুতাপ করিতে হয়; অতএব কুবাক্য পরিত্যাগ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি ইতর ব্যক্তি পণ্ডিতের প্রতি কু-বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে ক্ষমা করাই পণ্ডিতের উচিত। কারণ, অন্যকে রোষিত করিবার চেষ্টা করিলে যিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে তৎকৃত পুণ্যের অধিকারী হয়েন। সাধু ব্যক্তিরা ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও অনৃশংসতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদের ফল সত্য, সত্যের ফল দমগুণ এবং দমগুণের ফল মোক্ষ। যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, প্রতিমিষীর্ষা, উদর ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও মুনি। ক্রোধস্বভাব অপেক্ষা ক্রোধহীন, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান হইতে জ্ঞানবান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কেহ আক্রোশ করিলে যিনি তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিতে পারেন, তিনি আক্রোশ-কর্ত্তার সমুদয় পুণ্য সংগ্রহে সমর্থ হয়েন, আক্রোশ-কর্ত্তাকে আপনার কু-কার্য্য নিবন্ধন প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি অন্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে কটুবাক্য প্রয়োগ বা স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং প্রহার করিলে প্রতি-প্রহার বা প্রহার-কর্ত্তার অনিষ্ট বাসনা না করেন তিনিই দেবতাদিগের সালোক্যলাভে সমর্থ হয়েন। পাপাত্মা ব্যক্তি অপমান বা প্রহার করিলে পুণ্যবান ব্যক্তির ন্যায়

তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়, তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। দমগুণই পুণ্যের দ্বার-স্বরূপ। কোন জন্তুই মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ধীর ব্যক্তিরা মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ব স্ব ধৈর্য্যগুণ প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সমুদয় লোক যাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের স্তম্ভের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অর্চ্চনা এবং যাঁহার প্রভৃতি সকলেই প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে, তিনি সংযম-প্রভাবে অনায়াসে দেবলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। স্পর্দ্ধাবান ব্যক্তিরা মানবগণের দোষ দর্শন করিবামাত্র উহা কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যেমন ব্যগ্র হয়, গুণ দর্শন করিলে তাহা কীর্ত্তন করিতে সেরূপ ব্যগ্র হয় না। যিনি বাক্য ও মনকে সংযম করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি অনায়াসে বেদ, তপস্যা ও দানজনিত ফললাভে সমর্থ হয়েন। মূঢ় ব্যক্তিরা আক্রোশ বা অপমান সূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অনুরূপ বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে নিন্দা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আত্মার ও অন্য ব্যক্তির হিংসা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিতরা অপমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইতে পারেন; কিন্তু অবমন্তাকে অবমাননা নিবন্ধন অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও হোম করিলে মৃত্যু ঐ সমুদয় কর্ম্মের ফল হরণ করিয়া থাকেন; সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সমুদয় পরিশ্রমই নিষ্ফল হয় সন্দেহ নাই। যাঁহার উপস্থ, উদর, হস্ত ও বাক্য এই চারিটি সুরক্ষিত থাকে, তাঁহাকেই ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায় নিরত, পরধনে নিস্পৃহ ও সৎ-স্বভাব সম্পন্ন হইয়া সত্য, দম, সরলতা, অনৃশংসতা, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বৎস যেমন গাভীর চারি স্তন হইতে দুগ্ধ পান

করে, তপসত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞা এই চারি গুণই অনুরক্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সত্যের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। অর্ণবপোত যেমন সমুদ্র পারের একমাত্র উপায়, তদ্রূপ সত্যই স্বর্গ-গমনের একমাত্র সোপান স্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যেরূপ লোকের সহবাস, যেরূপ লোকের উপাসনা ও যেরূপ হইবার বাসনা করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। দেবগণ সর্ব্বদাই সাধুদিগের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সাধুগণ লৌকিক বিষয় দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি সমুদয় বিষয়ের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন তিনিই যথার্থ সাধু, বায়ু বা চন্দ্র কখনই তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। যে ব্যক্তির হৃদয়স্থ জীব রাগদ্বেষ পরিশূন্য হয়, দেবগণ তাঁহার প্রতি সতত প্রসন্ন থাকেন। আর যে ব্যক্তি শিশ্নোদর পরায়ণ, তস্কর ও অপ্রিয়বাদী, সে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দেবতারা তাহাকে পরিত্যাগ করেন। নীচবুদ্ধি, সর্ব্বভোজী, দুষ্কর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিরা কখনই দেবগণকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। সত্যব্রত পরায়ণ, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। বাচালের ন্যায় অনর্থক বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা ধর্ম্ম-সংযুক্ত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা শ্রেয়ঃ। আবার সেই ধর্ম্মসংযুক্ত সত্য বাক্য যদি লোকের প্রিয় হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

প্রশ্ন। লোক সমুদয় কোন পদার্থে সমাবৃত ও কি কারণে অপ্রকাশিত থাকে, কি নিমিত্ত মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে, আর কি নিমিত্তই বা স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয় না?

উত্তর। মনুষ্যরা অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন, মাৎসর্য্য নিবন্ধন অপ্রকাশিত, লোভবশতঃ মিত্র ত্যাগে প্রবৃত্ত ও সংসর্গ-দোষেই স্বর্গ-গমনে অসমর্থ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন, কোন ব্যক্তি মৌনাবলম্বী হইয়া বহু লোকের সহিত বাস করিতে পারেন, কোন ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়াও বলবান বলিয়া পরিগণিত হয়েন এবং কোন ব্যক্তি কাহারও সহিত কলহ করেন না?

উত্তর। লোকের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সতত পরিতৃপ্ত থাকেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বহু লোকের সহিত বাস করিতে পারেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই দুর্ব্বল হয়াও বলবান বলিয়া পরিগণিত হয়েন, এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই কদাপি কাহারও সহিত বিরোধ করেন না।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব সাধক কি? সাধুত্ব সাধক কি? অসাধুত্ব সাধক কি এবং মনুষ্যত্ব সাধকই বা কি?

উত্তর। বেদ পাঠ ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব, ব্রত উহাদের অসাধুত্ব এবং মৃত্যু উহাদের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে।

৫৫২। দেহই কর্ম্মের উৎপত্তি স্থান এবং জীবই সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

৫৫৩। ঈশ্বর বিষয়ক কথায় আন্দোলন করিলে অবশ্যই শুভ ফল লাভ হয়।

৫৫৪। যাহারা গ্রন্থ অভ্যাস করিতে তৎপর হয়, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদিগের সে অভ্যাস করা পণ্ড-শ্রম মাত্র। উহারা কেবল শাস্ত্রের ভার বহন করিয়া থাকে।

কিন্তু যাহারা গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় এবং প্রশ্ন করিলে অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারে তাহাদিগেরই পরিশ্রম সার্থক। যে স্থূল-বুদ্ধি ব্যক্তি বিদ্বান সভামধ্যে গ্রন্থের অর্থ কীর্ত্তন না করে, সে কখনই গ্রন্থের ফলিতার্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান-বিহীন ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইলেও তাহাকে সভামধ্যে স্বমত কীর্ত্তন সময়ে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

৫৫৫। অপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে কিছুমাত্র মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই।

৫৫৬। জীব অজ্ঞান-সাগরে নিমগ্ন হইয়াই মোহবশতঃ বারংবার দেবলোক, মর্ত্তলোক ও নরকে গমনাগমন এবং সহস্র সহস্র যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ ক্লেশ ভোগ করে। যদি সে সাধু-সঙ্গাদি দ্বারা কথঞ্চিত সেই অজ্ঞান-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহা হইলে তাহাকে আর জন্ম-মরণ জনিত যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। অজ্ঞান-সাগর অতি ভীষণ, অব্যক্ত ও আগাধ প্রাণিগণ উহাতে অনবরত নিমগ্ন হইতেছে।

৫৫৭। যদি তুমি উভয় লোকে আপনার মনের অনুকূল বিষয় সমুদয় প্রাপ্ত হইতে বাসনা কর তাহা হইলে কদাচ অন্যের প্রতিকুলাচরণে প্রবৃত্ত হইও না।

৫৫৮। ধর্ম্মই সাধুদিগের পরম হিতকর ও আশ্রয়-স্বরূপ। ধর্ম্ম হইতেই স্থবির-জঙ্গমাত্মক লোকত্রয় সমুৎপন্ন হইয়াছে।

৫৫৯। অসদ্ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাহার পক্ষে উহা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে।

আর সাধুব্যক্তি ধর্ম্ম-কামনায় বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাঁহার পক্ষে উহা অতিশয় সহজ হয়।

৫৬০। ব্রতপরায়ণ, শুচি ও অসূয়াশূন্য হইয়া দেশকাল বিবেচনা করিয়া সাধুব্যক্তিদিগকে প্রভূত ধন দান করা কর্ত্তব্য। সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া অক্ষুব্ধ-চিত্তে সৎপাত্রে দান করাই কর্ত্তব্য। দান করিয়া অনুতাপ বা আপনার মুখে উহা কীর্ত্তন করা বিধেয় নহে।

৫৬১। পাপ শরীরস্থ মলের ন্যায় অল্প প্রয়াস দ্বারা অল্প-পরিমাণ ও অধিক প্রয়াস দ্বারা অধিক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়া থাকে।

৫৬২। সকলেরই মন শুভ ও অশুভ এই উভয় কর্ম্মেই ধাবমান হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনকে অশুভ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শুভকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

৫৬৩। লোক আপনার ধর্ম্ম বলিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার নিন্দা করা বিধেয় নহে। তুমি যে ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা কর, তাহার অনুষ্ঠান করা তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য।

৫৬৪। ধর্ম্ম-জনিত তেজঃ প্রভাবে ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করা যায়। ধৈর্য্যই সেই তেজের মূল কারণ।

৫৬৫। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবান পুরুষ কদাচ জন্ম-মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন না। সকল বর্ণই ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে। অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে। ফলতঃ সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়।

৫৬৬। মনুষ্য অজ্ঞানতা নিবন্ধন বারংবার জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞান সকল কালেই সর্ব্বত্র আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে।

৫৬৭। দাতা, দেয় দান ও প্রতিগ্রহীতা সকলকেই আত্মা বলিয়া অবগত হইবে। আপনার আত্মাই অদ্বিতীয় পদার্থ এবং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; ইহাই সতত চিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫৬৮। যাহার ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত নহে, তাহাদিগের তীর্থ পর্য্যটন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। বেদাধ্যয়ন, তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায় না। সেই অব্যক্ত পরব্রহ্মকে অবগত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

৫৬৯। কেবল জীবন্মুক্ত যোগীরাই জরা-মরণ অতিক্রম করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন আর কাহারই মাস ও দিবা-রাত্রির ন্যায় জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। মূঢ় স্বভাব মানবগণ চিরকাল অনিত্য সংসার-পথ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা জরা-মৃত্যু রূপ জল-জন্তুতে পরিব্যাপ্ত প্লববিহীন কাল-সাগরে প্রবাহিত ও নিমগ্ন হইতেছে; কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন না। ইহলোকে কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে যেমন অপরাপর পথিকদিগের সহিত মিলন হয়, তদ্রূপ ইহলোকে স্ত্রী-পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মিলন হইয়া থাকে। কেহই কাহারও সহিত চিরকাল বাস করিতে সমর্থ হয় না। মেঘজাল যেমন বায়ু সঞ্চালিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কাল প্রেরিত হইয়া বারংবার শোক-সূচক শব্দ করিতে

করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে। জরা ও মৃত্যু বৃষের ন্যায় কি দুর্ব্বল, কি বলবান, কি মহৎ, কি নীচ সকলকেই গ্রাস করিতেছে। এই নিমিত্ত নিত্য স্বরূপ জীবাত্মা অনিত্য ভূতগণের উৎপত্তিতে আনন্দ ও বিনাশে শোক অনুভব করেন না। তুমি কে? কোথা হইতে আগমন করিয়াছ? কালের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে? তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ ও কোথায় গমন করিবে? এই সকল চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কেহই কাহার প্রতিনিধি হইয়া স্বর্গ বা নরক ভোগ করে না; অতএব শাস্ত্রানুসারে দান যজ্ঞানুষ্ঠান করা মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৫৭০। বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা যোগাভ্যাস ও যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান প্রভাবেই মনুষ্য যোগাভ্যাস নিরত হইয়া সুখ-দুখাদি পরিত্যাগ ও মৃত্যুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম-পদ লাভ করিতে পারেন।

৫৭১। ইহলোকে সকলেই স্বার্থ-সাধনের উপযোগী দ্রব্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে।

৫৭২। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার রাজাধিপত্য বিদ্যমান থাকিলেও সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহস্থ পরমাত্মাতে অবস্থান করিতে পারে। কটু কষায় ফলমূল ভক্ষণ, মস্তক মুণ্ডন এবং ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ কেবল সন্ন্যাস ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র। কেবল ঐ সমুদয় চিহ্ন থাকিলেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। যদি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্ন সমুদয় বিদ্যমান থাকিলেও মোক্ষলাভ জ্ঞান সাপেক্ষ হইল,

তাহা হইলে ঐ সমুদয় চিহ্ন ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? অথবা দুঃখ শৈথিল্যের নিমিত্ত যদি ত্রিদণ্ড ধারণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত ছত্রাদি গ্রহণও দোষাবহ হইতে পারে না। নিঃস্ব হইলেই মোক্ষ লাভ হয় এবং ধন থাকিলে মোক্ষ লাভ হয় না, এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মনুষ্য নির্ধন হউক বা ধনবান হউক, তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই।

৫৭৩। রাজা, ব্রাহ্মণ বা গুণবতী স্ত্রীর নিকট কপটতা কাহারও বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি উহাদের নিকট কপটতা করে তাহাকে নিশ্চয় বিনষ্ট হইতে হয়।

৫৭৪। নরপতিদিগের ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান এবং স্ত্রীজাতির রূপ ও যৌবন অতি উৎকৃষ্ট বল। ঐরূপ বলসম্পন্ন ব্যক্তি দিগের নিকট সরল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

৫৭৫। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সমান হইলেই অর্থ সুপ্রকাশিত হয়। বক্তা শ্রোতাকে লক্ষ্য করিয়া গর্ব্বিত ভাবে আপনার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে কখনই শ্রোতার প্রীতি জন্মে না। আর যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রোতার অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহার সেই বাক্যে অবশ্যই লোকের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐরূপ বাক্যকেও দোষযুক্ত বলিতে হইবে; কিন্তু যিনি আপনার ও শ্রোতার অবিরুদ্ধ বাক্য বিন্যাস করেন, তাঁহাকেই যথার্থ সদ্বক্তা এবং তাঁহার বাক্যকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৫৭৬। যাহারা অনর্থকারিণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। পাপ কর্ম্ম নিরত ব্যক্তিদিগকে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া অশেষবিধ দুর্ভিক্ষ ক্লেশ, ভয়, ও মরণ তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র পূণ্যবান্ ব্যক্তিরা পরজন্মে শ্রদ্ধাবান, জিতেন্দ্রিয় ও ধনবান হইয়া স্বচ্ছন্দে অনুপম উৎসব ও স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পাপাত্মা নাস্তিকদিগকে নিরন্তর ব্যাঘ্র, হস্তী ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ, তস্করগণে সমাকীর্ণ দুর্গম পথে পরিভ্রমণ করিতে হয়। দেবাতিথি প্রিয়, বদান্য, যজ্ঞশীল, সাধুগণ শুদ্ধ চিত্ত মহাত্মাদিগের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধান্যের মধ্যে যেমন তুচ্ছ ধান্য ও পক্ষীর মধ্যে যেমন দুর্গন্ধ কীট নিতান্ত নিকৃষ্ট, তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যে অধার্ম্মিক ব্যক্তি সকলেরই অশ্রদ্ধেয় সন্দেহ নাই। মানবগণ গমন, শয়ন, বা অন্যান্য যে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই পূণ্য পাপ জনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরে তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। কাল সর্ব্বদাই ভুত সমুদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অপ্রার্থিত হইয়াও ফল পুষ্পের ন্যায় যথাকালে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মান অপমান, লাভ অলাভ, এবং ক্ষয় ও অক্ষয় এ সমুদয় প্রতিনিয়ত মানবগণকে আশ্রয় করিতেছে, কেহই উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যগণ গর্ভবাস কালেও প্রাক্তন সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, লোক যে অবস্থায় যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পরজন্মে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। অন্যের কথা শুনিয়া অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে; প্রত্যুত আপনার হিতকর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

৫৭৭। বয়স, পলিত, ধন বা বন্ধুবান্ধব দ্বারা মহর্ষিদিগের মাহাত্ম্য লাভ হয় না, বেদাধ্যয়ন দ্বারা তাঁহাদিগের মহত্ব লাভ হয়। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত তপোনুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ ইন্দ্রিয় সংসর্গ নিবন্ধন বিবিধ দোষে সমাক্রান্ত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

৫৭৮। যেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ গুরু সম্বন্ধ ভিন্ন কখনই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। পণ্ডিতরা আচার্য্যকে সংসার সাগরের কর্ণধার ও জ্ঞানকে প্রব স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অতএব গুরুর নিকট জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

৫৭৯। জলচর যেমন সলিলে অবস্থান করিয়াও উহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ মনুষ্য সমুদয় প্রাণীতে আপনাকে ও আপনাতে সমুদয় প্রাণীকে অবস্থিত দেখিয়াও নির্লিপ্ত ভাবে কালযাপন করিবে। যে মহাত্মা ইহলোকে সুখ দুঃখ পরিত্যাগী ও দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করিতে পারেন, তিনি পরলোকে পক্ষীর ন্যায় উর্দ্ধগামী হইয়া অনন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

৫৮০। শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া বিদ্যাদান করা নিতান্ত অনুচিত। অগ্নিতে দাহন ও শিলাবর্ষণ ও ছেদন দ্বারা যেমন বিশুদ্ধ সুবর্ণের পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ কুল ও গুণাদির সবিশেষ পর্য্যা-লোচনা দ্বারা শিষ্যকে পরীক্ষা করা উচিত।

৫৮১। যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরুষ কি প্রজ্ঞা, কি নীতিবল, কিছুতেই উহা নিবারণ করা যায় না।

যাহা হউক, স্বভাবতঃ সর্ব্বদা সাবধান হওয়া আবশ্যক। সাবধান ব্যক্তিকে প্রায়ই অবসন্ন হইতে হয় না।

৫৮২। যদি সকল কার্য্যেরই উদ্যোগ সফল হইত, তাহা হইলে ইহলোকে কাহাকেও জীর্ণ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত না; সকলেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত।

৫৮৩। ইহলোকে কর্ম্মনিষ্ঠদিগের কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন ফলের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, কেহ কেহ, শিবিকায় আরোহণ, আবার কেহ কেহ বা শিবিকা বহন করিয়া গমন করিতেছে; কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিতেছে; আবার কেহ কেহ বা রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। শত শত পুরুষ স্ত্রী বিরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছে, আবার শত শত স্ত্রীও পুরুষ বিরহে নিমগ্ন হইতেছে। এই রূপ সমুদয় প্রাণীকেই কামনা নিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব মোহবিহীন হইয়া প্রথমতঃ জ্ঞান বলে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

৫৮৪। যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না।

(অনুশাসন পর্ব্ব।)

১। যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখ সাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা পাপ ভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিল নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।

২। যাঁহারা শান্তি গুণাবলম্বী তাঁহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রতীকারপরায়ণ তাঁহাদিগের শোকানল শত্রুনাশ দ্বারাই নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

৩। শত্রু বিনাশ দ্বারা যে ধন কীর্ত্ত্যাদি লাভ হয় তাহা অক্ষয়। শত্রু বিনাশে কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান শত্রু সংহার করিয়া অচিরাৎ ধন কীর্ত্তি প্রভৃতি লাভ করাই প্রশস্ত।

৪। সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং রুদ্রদেবও যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এবং কর্ম্মই মনুষ্যের পাপ পূণ্য প্রকাশ করিয়া দেয়; যেমন মনুষ্য কর্ম্ম সমুদয়ের বশীভূত; কর্ম্ম সমুদয়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃত পিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটাদি নির্ম্মাণ করে তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে, ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বন্ধ রহিয়াছে।

৬। গৃহস্থের পক্ষে অতিথি অপেক্ষা কোন দেবতাই শ্রেষ্ঠ নহেন। যদি অতিথি যথোপচারে অর্চ্চিত হইয়া গৃহস্থের শুভানুধ্যান করেন,

তাহা হইলে উহা শত যজ্ঞ অপেক্ষাও সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যদি কোন গৃহস্থ সচ্চরিত্র অতিথিকে উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত সৎকার না করে, তাহা হইলে সেই অতিথি তাহাকে আপনার সমগ্র পাপ প্রত্যর্পণ পুর্ব্বক তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে।

৭। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্ম্মা, কুকর্ম্মা, পরাক্রমহীন ও তপঃপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই সম্পদলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ভগবান বিষ্ণু দেবাসুর সঙ্কুল ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও স্বয়ং সমুদ্রে-শয়ন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার অনুষ্ঠান করিত না, সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, কামিনীর ক্লীব-পতি সহবাসের ন্যায় তাহার সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুরবস্থা উপস্থিত হয়; কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পুরুষকার প্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

৮। দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; আপনার সাধ্যানুসারে পুরুষকার অবলম্বন করাই সকলের উচিত।

৯। অভ্যাসগত ব্যক্তির কার্য্য সাধনের নিমিত্ত চক্ষু ও মনকে নিয়োগ এবং তাহার তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ এবং তাঁহার অনুগমন ও উপাসনা করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ এই পাঁচ প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পঞ্চ দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করা হয়। পথ-পরিশ্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিককে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিলে প্রচুর ফল লাভ হইয়া থাকে।

১০। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করা বিস্ময়ের বিষয় নহে, কিন্তু অসূয়া শূন্য হইয়া দান করাই সুকঠিন। এই জীবলোকে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক বীর আছে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দানবীরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

১১। নীচকে উপদেশ প্রদান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি নীচকে উপদেশ প্রদান করে, তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে অপরাধী হইতে হয়।

১২। ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম; পাপাত্মারা কখনই তাহার অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। মুনিগণ দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ ভয়ে বাঙ্-নিষ্পত্তি পরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। লোক ধার্ম্মিক ও সত্য সরলতাদি গুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি দৈবাৎ উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উপদেষ্টার নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। ধনলোভ নিবন্ধন উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মক্ষয় হয়। কেহ প্রশ্ন করিলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্মলাভ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করাই উচিত।

১৩। লক্ষ্মী কিরূপ স্ত্রী ও কিরূপ পুরুষের নিকট অবস্থান করেন।

সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধবিহীন, দৈবপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও উদার চিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট লক্ষ্মী অবস্থান করেন। যাহারা অকর্ম্মণ্য

নাস্তিক, লম্পট, কৃতঘ্ন, আচার-ভ্রষ্ট, নৃশংস, তস্কর, গুরুদেষ্টা, মূঢ়-স্বভাব, কপট এবং বল-বীর্য্য বুদ্ধি ও সারাংশ বিহীন, যাহাদিগের ক্রোধের ও হর্ষের পাত্রাপত্র বিবেচনা নাই, যাহারা কিছুমাত্র অর্থলাভের প্রত্যাশা করে না এবং মাত্র অর্থলাভ হইলেই পরিতুষ্ট হয়, সেই সমুদয় ক্ষুদ্রচিত্ত মানবগণের নিকট তিনি কখনই অবস্থান করেন না। যাহারা স্বধর্ম্ম-নিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধদিগের সেবায় একান্ত আসক্ত, পুণ্যাত্মা, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান তাঁহাদিগের নিকট লক্ষ্মী সতত অবস্থান করেন। যে কামিনীগণ গৃহোপকরণ সমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা সতত স্বামীর প্রতিকুল বাক্য বিন্যাস করে, পর-ভবনে অবস্থান করিতে যাহারা একান্ত অনুরক্ত, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও লজ্জার লেশমাত্র নাই এবং যাহারা নির্দ্দয়, অশুচি, বিরক্ত-চিত্ত, কলহ-প্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ লক্ষ্মী সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। যে কামিনীগণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপর লতাদি গুণ সম্পন্ন দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সৌভাগ্য সম্পন্ন ও সৌন্দর্য্যযুক্ত লক্ষ্মী সর্ব্বদা তাঁহাদিগের নিকটই অবস্থান করেন। যান, কন্যা, ভূষণ, যজ্ঞ, সলিল সংযুক্ত মেঘ, প্রফুল্ল পদ্মবন, শারদীয় নক্ষত্র মণ্ডল, হস্তী, গোষ্ঠ, আসন, বিকসিত পঙ্কজ পরিপূর্ণ সরোবর, হংস বকাদির স্বরে নিনাদিত দ্রুমবিভূষিত করিকর সমালোড়িত, সিদ্ধতাপস সেবিত নদী, মত্তহস্তী, বৃষভ, নরপতি, সিংহাসন, সৎপুরুষ সাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণ, প্রজাপালন নিরত ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যপরায়ণ বৈশ্য, সেবানিরত শূদ্র লক্ষ্মীর প্রধান আবাসস্থান। যে গৃহে প্রতি নিয়ত হোম এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সম্পাদিত হয় লক্ষ্মী কদাচ সেই গৃহ পরিত্যাগ করেন না। ভগবান্ নারায়ণ, ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যতা এবং লোকানুরাগের

একমাত্র আধার, এই নিমিত্ত লক্ষ্মী একতান মনে অভিন্নদেহে উঁহার শরীরে অবস্থান করেন। লক্ষ্মী সদয়ভাবে যাঁহার নিকট অবস্থান করেন তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

১৪। লোকে কিরূপ আচার সম্পন্ন হইলে উভয় লোকে শ্রেয়ো লাভ করিতে পারে।

মনুষ্য পরহিংসা, চৌর্য্য, ও পরদারাভিমর্ষণ, এ ত্রিবিধ শারীরিক পাপ. অসৎ প্রলাপ, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, পরদোষ প্রকাশ ও মিথ্যা কথন এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপ, এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্ট চিন্তা এবং বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ পরিত্যাগ করিলে উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে; অতএব কায়মনো-বাক্যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। ফলতঃ ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুভ ফল এবং যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

১৫। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিরা কাম ক্রোধাদি দোষে একান্ত অভিভূত হয়।

১৬। অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয়, ও তপঃ পরায়ণ ব্যক্তি সৎকুলো সম্ভূত, যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানপরায়ণ, বিদ্বান, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী হইলেই দৈব ও পৈত্র কার্য্যের প্রকৃত পাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৭। যিনি অধ্যয়নশীল হইয়া আপনার পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার বিদ্যাবলে অন্যের যশ

বিলুপ্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট ও সত্য প্রয়োগে অসমর্থ হন এবং তাঁহার কখনই অক্ষয় লোক লাভ হয় না।

১৮। সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সতত সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

১৯। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও ঋজুতা এই কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন, সেই সমস্ত ধর্ম্ম-সংস্কারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রদান করে সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গো মহিষাদির মাংস ভোজী পুক্কস, চণ্ডাল ও যাহারা রাগ মোহাদির বশীভূত হইয়া অন্যের কার্য্যাকার্য্য সমুদয় প্রকাশ করে তাহাদিগের বিষ্টাভোজী হইতে হয়। যে গৃহস্থ যজ্ঞানুষ্ঠান কালে অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া আহার প্রদান না করে তাহার অশুভ লোক সকল লাভ হয়।

২০। মদ্য মাংস পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য। বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর বিষয় বৈরাগ্যই যথার্থ পবিত্রতা।

২১। পূর্ব্বাহ্ণে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে ধর্ম্ম সঞ্চয় ও অপরাহ্নে বিষয় ভোগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে একের উপর নিরন্তর আসক্ত থাকা গৃহস্থের কখনই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা, গুরুলোকের অর্চ্চনা ও সকল প্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অনুদ্ধত স্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, নরপতি গণের নিকট শঠতা, গুরুজন সন্নিধানে মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নিত্যাগ, বেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের প্রতি

আক্রোশ প্রকাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। গোহত্যা ও নরপতিকে প্রহার করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে।

২২। ব্রাহ্মণগণ ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, ও জিতেন্দ্রিয় হইলেই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে এবং যাহারা নিরহঙ্কৃত, সহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূত হিতৈষী, মিত্রতা-পরায়ণ, লোভবিহীন, পবিত্র, বিদ্বান, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ তাঁহাদিগকে দান করিলে মহা ফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ ও সমুদয় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ষড়বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ভোজন করাইবার উপযুক্ত পাত্র। যথার্থ গুণবান পাত্রে দান করিলে, দাতার সহস্র গুণ ফল লাভ হয়।

২৩। সদ্গুণ সম্পন্ন সাধুসম্মত ব্যক্তি যদি দূর দেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহার সৎকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

২৪। ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পতিত, জড় উন্মত্ত, কুষ্ঠি, ক্লীব, যক্ষ্মা রোগী, অপস্মার রোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল, বৃথা নিয়মধারী, সোমবিক্রয়ী, ক্রীড়াপরায়ণ, গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, বৃথা ভাষী, যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রদান, শূদ্রাপতি, বেতনভুক অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কর্ম্ম বিবর্জ্জিত, মৃত নির্য্যাতক, তস্কর, অজ্ঞাতকুলশীল, গ্রামনী, পুত্রিকা পুত্র, ঋণকর্ত্তা, কুসীদজীবী, স্ত্রীজীবী, অস্ত্রজীবী, ও সন্ধ্যা বন্দনাদি বিহীন হন, তাহা হইলে তাঁহা-দিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

২৫। যাহাদিগের পত্নীগণ সুবৃষ্টি প্রতীক্ষা-নিরত কৃষিজীবীর ন্যায় স্বামীর ভোজন পাত্রাবশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে

ভোজন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমুদয় সচ্চরিত্র দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচক ভাবে গৃহে উপস্থিত হন, যাঁহারা ভক্তিপরায়ণ ও আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল আবশ্যকের সময় অর্থ প্রার্থনা করেন, যাঁহারা শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমন পূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্রতা নিবন্ধন আগ্রহ পূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা করেন, যাঁহারা দেশ বিপ্লব নিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থলাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সমস্ত ব্রত নিয়ম পরায়ণ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ ব্রতাদি সমাধানার্থ ধনার্থী হইয়া উপস্থিত হন, যাঁহারা পাষণ্ডদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই, যাঁহারা পরাক্রান্ত দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং যাহারা তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধনোদ্দেশে দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

২৬। যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত গো সমূহের সলিল পানের বিঘ্ন সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়; যে নরাধম অভিজ্ঞতা দোষে শ্রুতি ও মহর্ষি প্রণীত শাস্ত্র দূষিত করে; যে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণে পরাঙ্মুখ হয়; যে অধর্ম্মপরায়ণ মূঢ়, ব্রাহ্মণকে অকারণ মর্ম্মভেদী দুঃখ প্রদান করে; যে ব্যক্তি চক্ষুহীন জড় ও পঙ্গু ব্যক্তির সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে নরাধম বন, আশ্রম, পুর ও গ্রাম মধ্যে অগ্নি প্রদান করে তাহাদের সকলকেই ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

২৭। ভৃত্যবর্গকে ক্লেশ প্রদান করিয়া দান করা নিতান্ত অনুচিত যে ব্যক্তি ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করে তাহাকে অবশ্যই ক্লেশভাগী হইতে হয়।

২৮। ঋত্বিক পুরোহিত, আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অসূয়া-বিহীন ও জ্ঞানবান হইলেই সম্মানস্পদ ও দানের যোগ্য পাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও অসূয়াবিহীন নহেন তাঁহাদিগকে দান বা সৎকার নিতান্ত অকর্ত্তব্য ; অতএব স্থির চিত্তে মানবগণকে সবিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক।

২৯। যে ব্যক্তি অক্রোধ, সত্য বাক্য, অহিংসা, তপস্যা, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও শম এই সমুদয় গুণে অলঙ্কৃত হন এবং কখনও কোন কু-কার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনিই যথার্থ সম্মানের পাত্র। কি চিরাশ্রিত, কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, কি দৃষ্টপূর্ব্ব, যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন ঐ সমুদয় গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই সম্মানের ভাজন হইতে পারেন।

৩০। বেদের অপ্রমান্য নির্দ্দেশ, শাস্ত্রলঙ্ঘন ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিলেই মনুষ্য অসৎ পাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

৩১। যে সমুদয় লোক পাণ্ডিত্যাভিমানী, বেদনিন্দুক, শ্রুতি-বিরোধী, কুতর্কে অনুরক্ত, আক্রোশনিরত, বহুভাষী, সর্ব্বাভিযাঙ্কী, মূঢ়, অব্যবস্থিত চিত্ত ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে।

৩২। স্ত্রীগণকে সতত সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে। লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। কুলঘাতিনী পাপ-নিরতা দুশ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরজ দুষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। উহারা অতিশয় তীব্র স্বভাব সম্পন্ন। যে ব্যক্তি উহা-দিগের সহিত কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, উহারা তাহাকেই প্রিয়জ্ঞান

করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন আর কেহ উহাদের প্রিয় নাই। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদের কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না, উহাদের প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, কেবল ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্ত চিত্তে উহাদিগের সহিত সংসর্গ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করে, তাহাকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়।

৩৩। কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বান্ধবগণের মুখাপেক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। তিন বৎসর অতীত হইলেই সে স্বয়ং স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে পারে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, তাহার পতির সহিত প্রীতি অবিচলিত থাকে ও সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হয়।

৩৪। কন্যাকে বর অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করা পিতার অতিশয় গর্হিত ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম্ম। সাধু ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মের খণ্ডনকেই অসূয়া ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত গর্হিত।

৩৫। স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না হয় তাহা হইলে সেই অপ্রীতি নিবন্ধন সে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হয় না। অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতি-সম্পাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপধায়ক হয়

না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদয় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়। মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, মানবগণ! স্ত্রী-জাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়করী। উহাদের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষা-পরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ড-স্বভাব, অবিবেচক ও অপ্রিয় কার্য্যে নিরত; অল্প মাত্র চেষ্টা করিলে উহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়। অতএব তোমরা প্রযত্ন-সহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সতত সম্মান লাভের ইচ্ছা করে; অতএব উহাদিগকে সম্মান করা অতিশয় কর্ত্তব্য। স্ত্রী-জাতিই ধর্ম্ম লাভের কারণ। উহারাই উপভোগাদি সমুদয়ের মূল। অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মান রক্ষা করা শ্রেয়ঃ। অপত্যোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রা বিধান স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সম্মান করিলে সমুদয় কার্য্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হয়। একদা বিদেহ-রাজদুহিতা বলিয়াছিলেন, স্ত্রী-জাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদিগের স্বামিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। উহারা সেই ধর্ম্ম-প্রভাবে স্বর্গ লাভ করিতে পারে। বিদেহ-রাজদুহিতার এই বাক্য দ্বারা স্ত্রীলোকের ভর্ত্তৃপরায়ণতা সবিশেষ প্রমাণ হইতেছে। স্ত্রীলোককে কুমারিকাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে। উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান কদাচ বিধেয় নহে; যিনি শ্রেয়োলাভার্থী তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মী-স্বরূপ অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীকে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।

৩৬। পতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে স্ত্রী পতির বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া উহা কেবল উপভোগ করিবে, উহা বিক্রয়াদি করিবার অধিকার তাহার কিছুমাত্র নাই, ভর্ত্তৃধন অপহরণ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে।

৩৭। উৎকৃষ্ট জাতি সমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সমাদর করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর শূদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয় তাহার সৎকার করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্য দ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আর তাহার কুল যদি কোন কারণ বশতঃ হীন দশায় নিপতিত হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য দ্বারা পুনরায় তাহা উজ্জ্বল করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে সংকীর্ণ ও অনুরূপ নিকৃষ্ট জাতিতে সন্তানোৎপাদন করিতে না হয় বিচক্ষণ মনুষ্য তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইবেন।

৩৮। সুবর্ণ, গো ও ভূমি দান অতিশয় প্রশস্ত ; উহা পাপাত্মাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়।

৩৯। জলাশয় প্রতিষ্ঠাতা ত্রিলোক মধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকেন। জলাশয় মিত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতের উপকারক, সূর্য্যের প্রীতিকর দেবগণের পুষ্টিবর্দ্ধক ও প্রতিষ্ঠাতার কীর্ত্তিপ্রদ হইয়া থাকে। পণ্ডিতরা বলেন যে, জলাশয় খনন করিলে তদ্দ্বারা ত্রিবর্গের ফল লাভ হয়। অতএব জলাশয় একটি পুণ্যক্ষেত্র-স্বরূপ চতুর্ব্বিধ প্রাণী জলাশয় হইতে জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে। অতএব জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতার নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪০। দানধর্ম্ম প্রভাবে মানুষ নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি দত্তবস্তু অক্ষয় করিতে অভিলাষী হয়, সে যে যে বস্তু সকলের প্রিয়তর গুণবান্

ব্যক্তিদিগকে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু লাভ করে এবং ইহলোকে ও পরলোকে সকলের প্রীতিভাজন হয়।

৪১। যদি দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে সমর্থবিবেচনা করিয়া তাহার নিকট আহারোপযোগী বস্তু প্রার্থনা করে, আর ঐ ব্যক্তি যদি সমর্থ হইয়াও তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় তাহা হইলে সে নৃশংস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

৪২। যিনি শত্রুগণের প্রতি বিপদকালে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ।

৪৩। যে ব্যক্তি কৃতবিদ্য জীবিকাশূন্য অবসন্ন মনুষ্যকে জীবিকা প্রদান করেন তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই।

৪৪। যে সকল স্বধর্ম্ম-নিরত সচ্চরিত্র ব্যক্তি অন্নাভাবে পরিক্লিষ্ট হইয়াও যাচ্ঞা না করেন তাঁহাদিগকে অর্থাদি দান করিয়া প্রতিপালন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

৪৫। যাঁহারা পূজনীয় ও নিত্য সন্তুষ্ট যাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না এবং যাঁহারা অযাচিতোপস্থিত বিত্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সাধন করা হয়।

৪৬। যাঁহারা কদাচ কুপিত ও তৃণ গ্রহণেও লুব্ধ হন না এবং যাঁহারা সতত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন তাঁহারাই পরম পূজনীয়।

৪৭। যাঁহারা নিষ্ক্রয়তা নিবন্ধন দাতাকে সমাদর করেন না তাঁহাদিগকে সুত-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

৪৮। যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহৎ ফল লাভ হয়।

৪৯। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তিনি পরিবারকে কষ্ট প্রদান করিয়াও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিবেন।

৫০। পথশ্রান্ত বৃদ্ধব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫১। যে ব্যক্তি সুশীল ও মৎসর শূন্য হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্নদান করেন, তিনি উভয় লোকেই পরম সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন।

৫২। গৃহাগত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চণ্ডাল বা কুক্কুরকে অন্নদান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় না। যে মহাত্মা অকাতরে অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে অন্নদান করেন তাঁহার পরম ধর্ম্মলাভ হয়।

৫৩। অন্নদান দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং অন্নদান দ্বারা যেমন প্রত্যক্ষ ফললাভ করা যায় অন্য কোন দানেই সেরূপ ফল লাভ করা যায় না।

৫৪। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, সকল দান অপেক্ষা জল দানই উৎকৃষ্ট; অতএব মনুষ্য প্রযত্নসহকারে কূপ, বাপী ও তড়াগাদি খনন করাইবে। সলিল পূর্ণ কূপ খনন-কর্ত্তার পাপের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত করিয়া থাকে। যাহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ, সাধুমনুষ্য ও গো-সমুদয় জলপান করেন তাঁহার সমুদয় বংশ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যাহার জলাশয়ে সকলেই অপ্রতিষিদ্ধ হইয়া জলপান করিতে পারে তিনি কদাচ বিপদে নিপতিত হন না।

৫৫। ইহলোকে পুত্রলাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই; অতএব দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫৭। পলায়ন ও শয়নকালে গো-কুলকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। গো-সমুদয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি গৃহস্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি স্ববংশে বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫৭। যিনি জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার কিছুই দুর্লভ হয় না।

৫৮। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা গুরু ও আচার্য্যের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত হয় এবং কদাপি তাঁহাদের দ্বেষ না করে, তাঁহার স্বর্গলোক লাভ হয়।

৫৯। কর্ম্ম পরিত্যাগী ইন্দ্রিয় পরায়ণ পাপাত্মা নাস্তিকরাই জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

৬০। যে সকল ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে তাহারাই যমলোকে গমন করিয়া থাকে।

৬১। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে তাহাকে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয় সন্দেহ নাই। বেতস পুষ্পের ন্যায় বঞ্চক ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিরর্থক।

৬২। যে কুলে পাপাত্মারা জন্মগ্রহণ করে, সেই কুলের কীর্ত্তি বিলুপ্ত ও অকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

৬৩। আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদয় পথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক, অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই।

৬৪। জনক-জননী অচিরস্থায়ী শরীর রক্ষার হেতু মাত্র। কিন্তু আচার্য্য হইতে অজর ও অমর জ্ঞান লাভ করা যায়, অতএব আচার্য্যকে সম্মান করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

৬৫। যিনি বাল্যকালে স্তনদ্বারা দেহের পুষ্টি সম্পাদন করেন তাঁহাকে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়াকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৬৬। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদয় অরণ্য মৃগকে প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই মৃগয়া নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মৃগয়াশীল ব্যক্তি প্রাণপণেই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়; হয় মৃগরা আমাকে বিনাশ করুক, না হয় আমি তাহাকে সংহার করিব, মৃগয়াকালে মনুষ্যের অন্তঃকরণে এইরূপ ভাবেরই উদয় হয়। এই কারণে মৃগয়া দোষাবহ ও পাপজনক নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৬৭। প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ অপেক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দয়াবান তাহার কদাচ ভয় উপস্থিত হয় না। দয়াবানদিগের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই আয়ত্ত হয় সন্দেহ নাই।

৬৮। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মহাত্মারা অহিংসাত্মক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন।

৬৯। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে।

৭০। প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কখনই হয় নাই হইবেও না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণীরই

অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে।

৭১। পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, অতএব সমুদয় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান হওয়া সকলেরই উচিত।

৭২। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্য কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তাহাকে তৎকর্ত্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম তত্ত্ব ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞে দানে ও সমস্ত তীর্থে স্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তু দানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতামাতা স্বরূপ।

৭৩। বেদে যে সকল কার্য্যের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, দান সে সমুদয় অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট তাহার আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ দাতাদিগের পথ অবলম্বন করেন। দাতা ব্যক্তিরা যথার্থ প্রাণদাতা; তাহাদিগের উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দান সুন্দর বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযমও সর্ব্বত্যাগের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য।

৭৪। যাঁহারা সতত দানে অনুরক্ত তাঁহারা পরলোকে সুখ ও ইহলোকে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ। মূল্য ১॥০ মাত্র।

ইহা কলিকাতার পাট ব্যবসায়ী বাঙ্গালার কর্ণেগী ৺শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের জীবন-চরিত। সামান্য অবস্থা হইতে কেবল আত্মশক্তির বলে কিরূপে ধনবান হওয়া যায় ইহা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সমস্ত সাময়িক পত্র "বঙ্গবাসী, হিতবাদী, আনন্দবাজার, সঞ্জীবনী, ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, লিবার্টি, বসুমতী," প্রভৃতি পত্রিকা এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি বাঙ্গালার মনিষিগণের দ্বারা প্রশংসিত। ব্যবসাবিমুখ বঙ্গসন্তানগণের অবশ্য পাঠ করা কর্ত্তব্য।

গুরুদাস বাবুর দোকানে পাপ্তব্য।

সুন্দরবন শিকার। (যন্ত্রস্থ)

বঙ্গভাষায় শিকার সম্বন্ধে একমাত্র পুস্তক।